প্রথম প্রকাশ :
শ্রীপঞ্চমী ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

ভূমিকা

ইতিপূর্বে আমাদের সংস্কৃত-প্রসার-গ্রন্থমালায় বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ ও দর্শন বিষয়ক চারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে। আমাদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল এর পর বেদাঙ্গ অবলম্বনে কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং এতদিনে আমাদের সে ইচ্ছা চরিতার্থ হ'ল। প্রাচীনকালের বিধান ছিল : 'ষড়ঙ্গো বেদ অধ্যেয়ঃ' অর্থাৎ বেদ পড়তে হ'বে ছয়টি অঙ্গসমেত। নইলে বেদ পাঠ অঙ্গহীন হয়, তার তাৎপর্যগ্রহণও দুর্ঘট হ'য়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, বাংলা দেশে বেদের পঠন-পাঠন যেমন ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে তার চেয়েও অবজ্ঞাত হ'য়ে আছে ও অবলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে বেদাঙ্গসমূহ। এর অবশ্য কারণও আছে : বেদাঙ্গগুলি অত্যন্ত পরিভাষিক, technical এবং তার মধ্যে প্রবেশ করা অত্যন্ত দুরূহ। যাঁরা অভিজ্ঞ গুরু বা আচার্যের কাছে এ সব গ্রন্থের অনুশীলন করেছেন তাঁরাই এ সবের যথাযথ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। আজ বৈদিক সম্প্রদায় বিলুপ্ত হ'য়ে যাওয়ার ফলে বেদাঙ্গ প্রায় অবোধ্য হ'য়ে পড়েছে।

আমদের বিশ্ববিদ্যালয় এদিক্ দিয়ে বিশেষ ভাগ্যবান্ যে সংস্কৃত বিভাগে এমন একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিতকে অধ্যাপকরূপে পেয়েছে যিনি বেদাঙ্গের মধ্যে যেটি মুখ্য—ব্যাকরণ, তাতে যেমন পারঙ্গম তেমনি অন্যান্য বেদাঙ্গগুলিতেও নিষ্ণাত। শ্রদ্ধেয় সহকর্মী পণ্ডিত অযোধ্যানাথ সান্যাল মহাশয় দীর্ঘদিন কাশীধামে এই সব শাস্ত্র বিশিষ্ট আচার্যদের কাছে অনুশীলনের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর এই সব পারিভাষিক বিষয়গুলিতে ব্যুৎপত্তি দেখে আমি তাঁকে অনুরোধ করি যে এ সম্বন্ধে তিনি যেন বিশদভাবে বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা লিখতে প্রবৃত্ত হ'ন। তা হ'লেই বেদবিদ্যা হয়তো কিছুটা সুরক্ষিত থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি সানন্দে আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হ'ন এবং তারই ফলশ্রুতি এই 'বৈদিক স্বররহস্য', যার পিছনে রয়েছে তাঁর প্রভূত পরিশ্রম ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয়।

বৈদিক সংহিতা মন্ত্রমূলক। মন্ত্রের শক্তি নিহিত থাকে বর্ণে ও স্বরে।

মন্ত্রের বর্ণবিন্যাসকে যেমন বিপর্যস্ত করা চলে না, তেমনি স্বরেরও বিকৃতি ঘটান যায় না, কারণ তা হ'লে ত'ার প্রয়োগ মিথ্যা অর্থাৎ নিষ্ফল ও অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। সেইজন্যই বলা হ'য়েছে—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তঃ ন তমর্থমাহ।

স্বরব্যঞ্জনাদি বর্ণের উচ্চারণ সম্বন্ধে ঋষিদের তাই এত সতর্কতা। বিধান দিয়েছেন সেইজন্য যে স্বরবর্ণগুলি জোরের সঙ্গে বলতে হ'বে, উষ্মবর্ণগুলি যেন জড়িয়ে বা ছেড়ে না যায় এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হ'বে এবং স্পর্শ বা ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যেন লেশমাত্র পরস্পর মিশে বা জড়িয়ে না যায় অর্থাৎ প্রত্যেকটি পৃথক বা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হ'বে।

'সর্বে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যাঃ···সর্ব উষ্মানোঽগ্রস্তা অনিরস্তা বিবৃতা বক্তব্যাঃ······সর্বে স্পর্শা লেশেনানভিনিহিতা বক্তব্যাঃ।'

বর্ণ উচ্চারণ সম্বন্ধে যেমন সজাগ থাকতে বলা হ'য়েছে তেমনি স্বরপ্রয়োগ বা accent সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হ'য়েছে, কারণ একই শব্দ বা বর্ণসমষ্টি স্বরের সামান্য হেরফের বা অদলবদলে একেবারে বিপরীত অর্থবাচক হ'য়ে পড়তে পারে। এরই চরম উদাহরণ হিসাবে 'ইন্দ্রশত্রু'র কাহিনী বিবৃত হ'য়েছে এবং তার দ্বারা জানান হ'য়েছে যে অশুদ্ধ স্বরপ্রয়োগে মন্ত্র যে শুধু নিষ্ফল হয় তাই নয়, বিপরীত ফলদায়ক হ'য়ে পড়ে, যেমন সর্বরোগহর ঔষধও মাত্রার তারতম্যে প্রাণঘাতী হ'য়ে উঠতে পারে।

এই স্বরবিজ্ঞান বা সৌবরশাস্ত্র তাই বড় জটিল। পাণিনিকে সেইজন্য লৌকিক শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাতে গিয়ে পৃথকভাবে আবার বৈদিক স্বর সম্বন্ধেও নানা সূত্র রচনা করতে হ'য়েছে। এখন এগুলিই আমাদের প্রধান অবলম্বন স্বরনির্ণয় বিষয়ে। অবশ্য মূল সৌবরশাস্ত্র অনেক প্রাচীন এবং প্রাতিশাখ্যে আমরা তা'র প্রথম পরিচয় পাই। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ মূলতঃ পাণিনিকে অবলম্বন ক'রে স্বররহস্য ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হলেও প্রাতিশাখ্য এবং হরদত্ত প্রভৃতি অন্যান্য বৈয়াকরণের মতও আলোচনা করেছেন। সায়ণ তাঁর বেদভাষ্যে স্বরের যে সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্থানে স্থানে তা'তে ত্রুটিও পরিলক্ষিত

হয় এবং সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াসের মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের মৌলিকতা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈদিক মন্ত্রগুলি ত্রৈস্বর্যযুক্ত ক'রে পাঠ করার নিয়ম প্রচলিত ছিল, যদিও এখন অনুশীলনের অভাবে সবই একশ্রুতিতে পর্যবসিত হয়েছে। এই তিনটি স্বর হ'ল উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। আসলে একটি পদে accent বলতে একটিই এবং সেটির নামই উদাত্ত, বাকি সবই unaccented বা অনুদাত্ত। তাই পাণিনিও তাঁর সূত্রে বলেছেন যে একটি বাদে পদে আর সবই অনুদাত্ত (অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্)। তবে উদাত্ত থেকে সহসা অনুদাত্তে নেমে আসা যায় না এবং এইজন্য উদাত্ত ও অনুদাত্তের মাঝে একটি স্বর কল্পিত হ'য়েছে যা'র নাম স্বরিত। উদাত্তের ঠিক পরেই যে অনুদাত্ত তা'কে তাই স্বরিতের রূপে নির্দিষ্ট করেছেন পাণিনি (উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ)। অর্থাৎ উদাত্তের রেশ তখনও মিলিয়ে যায়নি, একেবারে অনুদাত্তের খাদে এসে দাঁড়ায়নি এমন দুইয়ের সমাহার বা মিলনভূমির নামই স্বরিত। সেইজন্য উদাত্তকে rising accent এবং অনুদাত্তকে falling accent রূপে মনে করাই স্বাভাবিক এবং তাব ফলে বৈদিক স্বর যে pitch রূপই, stress নয় এই সিদ্ধান্তই অনেকের কাছে সমীচীন মনে হয়। তবে এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে গভীর মতভেদ আছে এবং কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সুকঠিন।

গ্রন্থের শেষের দিকে প্লুতস্বরের প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় ওঁকারের উচ্চারণ প্রক্রিয়া নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা' গভীর অর্থবহ। ওঁকারের মাত্রা অবলম্বন করেই একটি উপনিষদ্ রচিত হ'য়েছে এবং সেই উপনিষদ্ই বেদান্তের মূল। চেতনার এক এক পাদ বা ভূমির সঙ্গে ওঁকারের এক এক মাত্রার সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্যও সেখানে দেখান হয়েছে। চেতনার ভূমির নানা বিশ্লেষণ দর্শনাদিতে হ'য়েছে বটে কিন্তু মাত্রার রহস্য অনুদ্ঘাটিতই থেকে গিয়েছে। অথচ এই তিনমাত্রার যথাযথ প্রয়োগের উপরই সব কিছু নির্ভর করছে। তা প্রশ্নোপনিষদে সুস্পষ্টই বলা আছে :

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।

ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞ : ॥

সেইজন্য 'স্বর' বল্‌তে যে ওঁকারকেই বোঝায় এ কথা ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অকুণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন : 'এষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ম্'। দেবতারা তাই মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে প্রথম ছন্দের আশ্রয় নিয়েছিলেন কিন্তু ছন্দের আচ্ছাদনেও যখন তাঁরা নিরাপদ বোধ করলেন না তখন 'তে নু বিদিত্বোর্দ্ধা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্', অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুঃর উর্দ্ধে উঠে স্বরেই প্রবিষ্ট হ'য়েছিলেন অর্থাৎ ওঁকারকেই আশ্রয় করেছিলেন এবং অমৃত ও অভয় লাভ করেছিলেন।

স্বরের এই বিপুল রহস্য উদ্‌ঘাটনে পণ্ডিত মহাশয়ের এই গ্রন্থ অনেককে উদ্বুদ্ধ করবে। এই আমাদের আশা। এ ছাড়া যারা সংস্কৃত পাঠরত ছাত্র তাদের স্বরপ্রক্রিয়া বুঝবার পথ সুগম করে দেবে এ গ্রন্থ এবং অধ্যাপকরাও স্বরব্যাখ্যায় প্রভূত সাহায্য পাবেন। তাই সকলের কাছেই এ গ্রন্থটি আদরণীয় হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বরদা বেদমাতা আমাদের এই প্রয়াস সফল করুন্—এই প্রার্থনা।

প্রাক্-কথন

প্রাচীন ভারতে যখন বৈদিক সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনের প্রচলন ছিল, তখন সৌবর শাস্ত্রেরও যথেষ্ট প্রসার পরিলক্ষিত হইত। অধুনা সেইরূপ শাস্ত্রের প্রচলন বা পরম্পরা একেবারে নাই বলিলেও চলে। সৌবরশাস্ত্রের অর্থাৎ স্বর-বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থই বর্তমানে পাওয়া যায় না। আনুমানিক ষোড়শ শতকে নৃসিংহ পণ্ডিত রচিত 'স্বরমঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থও সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য। এই কারণেই এই গ্রন্থটির রচনায় বেশ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। 'স্বর-সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা' নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অন্নামলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কে. বি. শিবরামশাস্ত্রি-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার গ্রন্থকর্তা পণ্ডিত শ্রীনিবাসযজ্বা সপ্তদশ শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ নাগেশভট্ট তাঁহার সমসাময়িক। এই গ্রন্থটি পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমে লেখা। ইহাতে যে-সকল উদাহরণ আছে, সেগুলি সবই তৈত্তিরীয় শাখার। বহ্বৃচ শাখার উদাহরণ একেবারেই নাই, সেইজন্য ঋগ্বেদাধ্যায়ীর পক্ষে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক নয়।

আমি বহুলপ্রচারিত সিদ্ধান্তকৌমুদীরই ক্রমঅনুসরণ করিয়াছি। যদিও এই ক্রমে পাণিনির পৌর্বাপৌর্য সুরক্ষিত হয় নাই, তবুও সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাঠার্থীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া আমি এই ক্রমই গ্রহণ করিলাম। পাণিনির স্বর-প্রকরণে অনেকগুলি এরূপ সূত্রও আছে, যাহার উদাহরণ লৌকিক ভাষাতেই সম্ভব; সেগুলি প্রায়ই বাদ দিয়াছি। কারণ প্রাচীন-কালে লৌকিক সংস্কৃতে উদাত্তাদি স্বরের ব্যবহার থাকিলেও বর্তমানে উহার তেমন প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে প্রসঙ্গক্রমে ক্ষেত্রবিশেষে বৈদিক প্রয়োগের সহিত লৌকিক প্রয়োগেরও উপন্যাস করিতে হইয়াছে। কারণ এইরূপ অনেক সূত্রই আছে যাহার অন্তর্গত বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ ভাষার শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। যতদূর সম্ভব উদাহরণগুলি ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তবে সর্বত্র ইহা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য বহুস্থলেই কেবল তৈত্তিরীয় শাখা হইতেই উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

আবার অনেকস্থলেই ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ—দুই বেদ হইতে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে সুবিধামত যে-কোনও একটির স্মরণ থাকিতে পারে, এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াই একটি সূত্রের একাধিক উদাহরণ দেওয়া সঙ্গত মনে করিলাম। প্রত্যেকটি বৈদিক উদাহরণে স্বরচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। তবে লৌকিকভাষার উদাহরণগুলিতে স্বরচিহ্ন দেওয়া হয় নাই।

কোন কোন স্থলে শাখাভেদেও স্বরভেদ দৃষ্ট হয়। সেইরূপ স্থলে প্রাতিশাখ্য ও আশ্বলায়ন প্রভৃতি শ্রৌতসূত্র হইতে উদ্ধৃতি সংকলন করিয়া শাখাভেদানুসারী ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পাণিনীয় ব্যাকরণ সর্ববেদপারিষদ অর্থাৎ সকল শাখারই উপকারক। সুতরাং কোন একটি মাত্র শাখার উদাহরণ দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। সেইজন্য আমি যতদূর সম্ভব একাধিক বেদ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। ভট্টোজি দীক্ষিতও বেশীরভাগ ঋগ্বেদ হইতেই উদাহরণ দিলেও অন্যান্য শাখার উদাহরণ যে একেবারেই দেন নাই, তাহা নহে। যেমন, 'উঙ্ছাদীনাঞ্চ' (বৈ. স্বর, পৃঃ ১২৩)—ইহার উদাহরণ 'গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ' (তৈ. ব্রা. ২।৮।৮।১২) তৈত্তিরীয় শাখার। আবার যাহার ঋগ্বেদের শাখায় উদাহরণ পাওয়া যায় না অথচ অন্যান্য শাখায় পাওয়া যায় এইরূপ অনেক উদাহরণই সিদ্ধান্তকৌমুদীতে নাই, যেমন 'জয়ঃ করণং'—এই সূত্রের উদাহরণ। আমি তৈত্তিরীয় শাখা হইতে ইহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, যেমন 'তজ্জয়ানাং জয়ত্বম্' (বৈ. স্বর, পৃঃ ১৪২)। আমার মনে হয় ভট্টোজি দীক্ষিত ঋগ্বেদী ছিলেন, সেইজন্য দুই-একটি স্থল ব্যতীত কোথাও তিনি অন্যান্য শাখা হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করেন নাই।

ইহাতে কেবল 'নিপাতস্বর' ব্যতীত সর্বক্ষেত্রেই পাণিনীয় সূত্রানুসারে স্বর-ব্যবস্থা দেখান হইয়াছে। নিপাতস্বর-প্রকরণে প্রায় সব সূত্রই শান্তনবাচার্যের। অনেক স্থলেই বেদের স্বরসাধনার জন্য শান্তনবাচার্য-কৃত ফিট্‌সূত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সেইসকল অতিপ্রয়োজনীয় সূত্রেরও ব্যাখ্যা করিতে বিরত হইলাম।

পরিশেষে গুণমুগ্ধ সুধী ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়কে আমার অশেষ

ধন্যবাদ জানাই যিনি আমাকে নিরন্তর প্রোৎসাহিত করিয়া এবং সম্পাদন-কার্যের অনুকূল সৎপরামর্শ দিয়া আমার এই গ্রন্থখানি প্রকাশনে সাহায্য করিয়াছেন। আর আমার স্নেহভাজন ছাত্র-অধ্যাপক শ্রীমান্ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কেও আশীর্বাদসহ ধন্যবাদ জানাইতেছি, যে আমার পুস্তকের প্রেসকপি প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। নাভানা মুদ্রণ যন্ত্রালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ জানাই, যিনি স্বরচিহ্ন-সম্বলিত বৈদিক মন্ত্রের উদাহরণসহকারে এই বৈদিক স্বররহস্যের প্রকাশনের ন্যায় দুরূহ কার্যভার পালন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

যদি এই গ্রন্থে কোথাও কোনরূপ বিভ্রান্তিকর অথবা সন্দিগ্ধ-স্থলবিশেষের যোজনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদবিদ্-বিদগ্ধজন আমায় অবগত করাইয়া দিলে আমি বাধিত হইব এবং বৈদিক সাহিত্যানুরাগী মনীষিগণ যদি ইহা সাদরে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সফল হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

সংস্কৃত বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীঅযোধ্যানাথ সান্যাল

প্রকরণ-সূচী

বৈদিক স্বররহস্য

ভূমিকা

মানুষ নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করে ভাষার মাধ্যমে। ভাষাই মনোবৃত্তি বা ভাবের বাহক। ভাষাও শব্দসমষ্টিমাত্র। অনেকগুলি শব্দ ভাষার রূপে রূপায়িত হইয়া মানুষের মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং মানব-মনের ভাবাভিব্যক্তি অনুসারে শব্দগত বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হয়। ঐরূপ ভাবাভি-ব্যক্তিই শব্দগত স্বরবৈচিত্র্যের মূল। বক্তা নিজের স্বরের দ্বারাই মনোভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হ'ন। তাঁহার মনোভাব যেরূপ, স্বরও ঠিক তদ্রূপ হইয়া থাকে। এককথায় স্বরকে মনোভাবের প্রতিচ্ছায়া বলিলে কোন অত্যুক্তি হইবে না। সুখে, দুঃখে, শোকে ক্রোধে ও অনুতাপে যে বিলক্ষণ স্বর-সৃষ্টি হয়, উহা সকলেরই অনুভূতির বিষয়। কোন ব্যক্তি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছে ইহা তাহার স্বরশ্রবণে অবশ্যই প্রতীয়মান হয়। শোকাভিভূত মানব-মনের স্বর আনন্দে উচ্ছ্বসিত মানব-চিত্তের স্বর অপেক্ষা যে বিচিত্র—ইহার অবগতি সহজেই সকলের হইয়া থাকে।

কেবল মানুষেরই কেন, প্রত্যেক প্রাণীরই—পশু-পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতিরও একটি নিজস্ব স্বর আছে। কাক, কোকিল, শুক, হংস ও ময়ূরেরও পৃথক্ পৃথক্ স্বর শ্রুত হইয়া থাকে। স্বরশ্রবণেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা কোন্ প্রাণীর। বিহগগণের আকুল রবের দ্বারা বেশ অনুমান করিতে পারা যায় যে উহাদের কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। নিজের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন গাভী কিম্বা মেষ যেরূপ স্বরের দ্বারা স্বকীয় ভাবের অভিব্যক্তি করে তাহাতে সকলেই বুঝিতে সক্ষম হয় যে ঐ গাভী কিম্বা মেষটি স্বীয় দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক প্রাণীই নিজের কাতর স্বরের দ্বারা নিজের গভীর মনের করুণবেদনা প্রকাশ করিতে

চেষ্টা করে। যাহাদের ব্যক্তভাষা নাই তাহারাও অব্যক্তস্বরের মাধ্যমেই মনের অস্ফুট ভাবের অভিব্যক্তি করিয়া থাকে। সেইজন্য বলিতে পারা যায় যে স্বর হইল আকুল প্রাণের স্পন্দন। প্রাণ-বৃত্তি সক্রিয় হইলেই স্বরের আবির্ভাব হয়।

বেদে স্বরের প্রয়োজনীয়তা—

লৌকিক ভাষায় যেরূপ বিভিন্নস্বরশ্রবণে মনুষ্যহৃদয়ের ভাবাভি-ব্যক্তির গ্রহণ হয়—বৈদিক ভাষায়ও তদ্রূপ বৈদিক ঋষিগণের মনোভাব তদীয় স্বরের দ্বারা প্রকট হইয়া থাকে। বহুবৎসর পূর্ব্বে বৈদিক ঋষিগণ সমাহিত অবস্থায় যে স্বর-ঝঙ্কার শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহারই নিদর্শন বেদে উপলব্ধ হয়। প্রাচীন ভারতে যাগের অনুষ্ঠান কালে সস্বর মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা অভীষ্ট দেবতাদের আহ্বান করা হইত। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই স্বরত্রয়েরই ব্যবহার বিশেষতঃ করা হইত। অধ্বর্যু আহবনীয় কুণ্ডে যখন দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবিষ্যপ্রদান করিতেন, উহার পূর্ব্বে হোতা নামক ঋত্বিক্ যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যা নামক ঋঙ্‌মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া দেবতাদের স্মরণ করিতেন। স্থলবিশেষে উদ্‌গাতা নামক সামবেদী ঋত্বিক্ কতকগুলি ঋঙ্‌মন্ত্রেই সুর ও তাল যোগ সহকারে গান করিতেন। ঐরূপ গানকেই সামগান বলা হইত। যদ্যপি প্রত্যেক শ্রৌত অনুষ্ঠানেই ব্রহ্মা, অধ্বর্যু, হোতা ও উদ্‌গাতা—এই চারিজন প্রধান ঋত্বিক্ বিদ্যমান থাকিতেন তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেবল হোতা ও উদ্‌গাতা—এই দুইজন ঋত্বিকেরই কার্য ছিল স্তোত্র পাঠ করা। তবে উদ্‌গাতা ঋঙ্‌মন্ত্রগুলির সুর করিয়া গান করিতেন এবং হোতা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই ত্রৈস্বর্যযোগে মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া স্তোত্র পাঠ করিতেন। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বড় বড় যাগের

অনুষ্ঠানে কেবল চারিজন ঋত্বিকের দ্বারাই কার্য্য সমাধা হইতে পারিত না; সেইজন্য তাহাতে আরও দ্বাদশটি সহায়ক ঋত্বিকের প্রয়োজন হইত; যেমন ব্রহ্মার সহকারী—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অগ্নীৎ ও পোতা, অধ্বর্যুর সহকারী—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা, হোতার সহকারী—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুৎ, উদ্‌গাতার সহকারী —প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য। সুতরাং জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি বৃহৎ যাগের অনুষ্ঠানকালে হোতা ও উদ্‌গাতার সহকারী ঋত্বিগ্‌গণও সস্বর মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দেবতাদের আহ্বান করিতেন।

কিন্তু প্রতিকর্ম্মেই ত্রৈস্বর্য্যের উচ্চারণ হয় না, বরং একশ্রুতির দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণের ব্যবস্থা আছে। একশ্রুতি বলিতে যথেচ্ছ উচ্চারণ বুঝায় না, কিন্তু উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের উচ্চারণ করিতে যে প্রযত্নের প্রয়োজন হইয়া থাকে, উহার যে কোন একটি প্রযত্নের দ্বারা উচ্চারণ করাকে একশ্রুতি বলা হয়। আশ্বলায়ন বলিয়াছেন—"উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানাং পরঃসন্নিকর্ষ ঐকশ্রুত্যম্"— উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের যে অত্যন্ত সন্নিকর্ষ তাহাই একশ্রুতি। ইহার ব্যাখ্যায় নারায়ণী বৃত্তিতে বলা হইয়াছে যে আয়াম, বিস্রম্ভ ও আক্ষেপ নামক যে উদাত্তাদি স্বরের অভিব্যঞ্জক প্রযত্নবিশেষ আছে উহাদের মধ্যে অন্যতম প্রযত্নের দ্বারা উচ্চারণ করিলেই একশ্রুতি হইয়া থাকে। ইহাতে মনে হয় যে উদাত্ত অনুদাত্ত অথবা স্বরিতের যে কোন একটির দ্বারা উচ্চারণ করাকে একশ্রুতি বলা হয়। কিন্তু প্রাতিশাখ্যে এইরূপ স্থলে উদাত্ত অথবা অনুদাত্তের উচ্চারণ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। আয়াম অর্থাৎ কণ্ঠের দৃঢ়তা ও অণুতা এবং অন্ববসর্গ অর্থাৎ কণ্ঠের মৃদুতা ও প্রসারতা—এই দুইটি যথাক্রমে উদাত্ত ও অনুদাত্তের প্রযত্ন, কিন্তু স্বরিতের আক্ষেপ নামক প্রযত্ন বলিতে উপরিউক্ত দুইটির সংমিশ্রণ

বুঝায়। স্বরিতের উচ্চারণ করিতে কোন অতিরিক্ত ব্যাপার নাই বলিলেই হয় কারণ কোন স্থলে স্বরিতস্বরের উচ্চারণে উদাত্ত এবং কোন স্থলে অনুদাত্ত উচ্চারিত হয়—ইহা স্বরের নিরূপণকালে বিশেষরূপে ব্যক্ত করা হইবে।

মন্ত্র ত্রিবিধ—করণমন্ত্র, ক্রিয়মাণানুবাদী মন্ত্র এবং জপমন্ত্র। কর্মানুষ্ঠানের পূর্বে যে মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয়, তাহাই করণমন্ত্র। কর্মেব অনুষ্ঠানকালেই যে মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয়, তাহা ক্রিয়মাণানুবাদী মন্ত্র এবং অদৃষ্টার্থ কর্মানুষ্ঠানকালেই যে মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয়, তাহা জপমন্ত্র। করণমন্ত্র ও ক্রিয়মাণানুবাদী মন্ত্র অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার স্মারক বলিয়া এইগুলিকে দৃষ্টার্থ বলা হয় এবং জপমন্ত্রের কোন দৃষ্টপ্রয়োজন না থাকায় তাহাকে অদৃষ্টার্থ বলা হয়। এস্থলে লক্ষণীয় এই যে জপমন্ত্রগুলিকে ত্রৈস্বর্যযোগে উচ্চারণ করিতে হয় এবং অবশিষ্ট মন্ত্রগুলির উচ্চারণ একশ্রুতিস্বরে করিতে হয়। দর্শপৌর্ণমাসযাগে যজমান, ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও অগ্নীৎ নামক ঋত্বিক্‌চতুষ্টয়ের উদ্দেশ্যে পুরোডাশের চারি ভাগ করিয়া, পুরোডাশগুলিকে স্পর্শ করেন ও "ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথা ভাগমামাবৃষায়ধ্বম্"। (যজুঃ ২।৩১)—এই মন্ত্রটির জপ করেন।

হোতার আশীর্বচন উচ্চারণকালেও যজমানকে "ওঁ ময়ীদমিন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাত্বস্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাম্। অস্মাকং সমন্ত্বাশিষঃ সত্যা নঃ সন্ত্বাশিষঃ"।—(যজুঃ ২।১০) জপমন্ত্রের উচ্চারণ করিতে হইলে ত্রৈস্বর্যযোগে উচ্চারণ করিতে হইবে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন —একশ্রুতি দূরাৎসম্বুদ্ধৌ যজ্ঞকর্মণি—সুব্রহ্মণ্যা-সাম-জপ-ন্যূঙ্খ-যাজমানবর্জম্ (১।৮।১৯) অর্থাৎ সুব্রহ্মণ্যা নামক নিগদ, সামগান—জপ, ন্যূঙ্খ (সোমযাগে প্রাতরনুবাকসংজ্ঞক শস্ত্রের প্রত্যেকটি ঋকের অর্দ্ধর্চ ভাগের প্রথম স্বরটির পরের স্বরটির বিশিষ্ট উচ্চারণ)

ও যাজমান (যজমানের পঠনীয় মন্ত্র) মন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল মন্ত্রগুলির একশ্রুতিতে পাঠ করিতে হইবে। সুতরাং জপ মন্ত্র ও যজমান-পাঠ্যমন্ত্রের ত্রৈস্বর্য যোগেই উচ্চারণ করিতে হইবে।

যজ্ঞের অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রজপের বিধান আছে যেমন ব্রহ্মার বরণ করিবার পরে ব্রহ্মা বৃত হইয়া "অহং ভূপতিরহং ভুবনপতিরহং মহতো ভূতস্য পতি ভূর্ভুবঃ স্বর্দেব সবিতরেতং ত্বা বৃণতে বৃহস্পতিং ব্রহ্মাণং তদহং মনুসে প্রব্রবীমি মনো গায়ত্র্যৈ ত্রিষ্টুভে ত্রিষ্টুব্ জগত্যৈ জগত্যনুষ্টুভেঽনুষ্টুপ্প্রজাপতয়ে প্রজাপতির্বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বৃহস্পতি দেবানাং ব্রহ্মাহং মনুষ্যাণাম্"—এই মন্ত্রটির পাঠ করিয়া থাকেন।

এই প্রকার আর একটি 'ব্রহ্মজপ' অর্থাৎ ব্রহ্মার জপমন্ত্র আশ্বলায়নে বিহিত হইয়াছে "দক্ষিণতশ্চ ব্রজঞ্জপত্যাশুঃশিশান ইতি সূক্তম্" (১।১২) ব্রহ্মা যখন বেদির দক্ষিণদিক্ হইয়া যাইবেন তখন আশুঃশিশান এই সূক্তটির জপ করিবেন। "আশুঃশিশানো বৃষভো ন ভীমঃ ঘনাঘনঃ ক্ষোভনশ্চষর্ণীনাম্। সংক্রন্দনোঽনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ (১০-১০৩)" এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩টি ঋঙ্মন্ত্র এই সূক্তে আছে—এই সমস্ত সূক্তের জপ বিহিত হইয়াছে।

জপ তিন প্রকার—বাচিক, উপাংশু ও মানস। উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই ত্রৈস্বর্য্যযোগে যে মন্ত্রের পদ ও অক্ষরের স্পষ্ট শ্রবণযোগ্য উচ্চারণ করা হয়, তাহাকেই বাচিক জপ বলা হয়:

যদুচ্চনীচোচ্চরিতৈঃ শব্দৈঃ স্পষ্টপদাক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েৎ বাচা বাচিকোঽয়ং জপঃ স্মৃতঃ॥

(নৃসিংহ. পুঃ ৫৮—৭৯)

উপাংশুজপে মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয় বটে; কিন্তু সে উচ্চারণ অপর কেহ শুনিতে পারে না। যথা :—

শনৈরুচ্চারয়েন্ মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়ন্।
অপরৈরশ্রুতঃ কিঞ্চিৎ স উপাংশুজপঃ স্মৃতঃ॥
(নৃসিংহ. পুঃ ৫৮—৮০)

শনৈঃ শনৈঃ মন্ত্রের উচ্চারণ করিতে হইবে যাহাতে ঈষৎ ওষ্ঠ-প্রচালিত হইবে এবং কেহ উহা শ্রবণ করিতে পারিবে না।

মানস জপে যদিও মন্ত্রবর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ করা হয় না তবুও মনে মনে মন্ত্রস্থ বর্ণ, স্বর ও পদের অর্থ সংস্মরণপূর্ব্বক উচ্চারণ করিতে হয়। যথা :—

ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্।
উচ্চরেদর্থসংস্মৃত্যা স উক্তো মানসো জপঃ॥
(নৃসিংহ পুঃ ৫৮—৮১)

উপরি উক্ত ত্রিবিধ জপেই উচ্চারণ করিতে হয়, তবে বাচিকে স্পষ্ট এবং উপাংশু ও মানসে স্পষ্ট নয়; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে। সুতরাং প্রত্যেকটি জপেই উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি স্বরের নিঃসন্দেহ ব্যবহার করিতে পারা যায়।

শ্রৌত যাগে যে জপের বিধান করা হইয়াছে উহা কেবল অদৃষ্টার্থ; সেইজন্য বলিতে হইবে যে অদৃষ্টার্থ যে মন্ত্রের উচ্চারণ উহাই জপ—এইরূপ জপ স্পষ্ট উচ্চারণ করিলেই সম্ভব। কিন্তু শ্রৌতযাগে যে স্থলে জপবিহিত হইয়াছে, উহা উপাংশু জপই বুঝিতে হইবে। যে স্থলে উপাংশুর বিধান করিতে ইচ্ছা করা হয়, সে স্থলে শ্রৌতসূত্রকারগণ উপাংশুশব্দের উল্লেখ করিয়া পাঠের বিধান করিয়াছেন। তাহাতেও যাহাতে স্বরব্যতীত পাঠের কিম্বা

একশ্রুতির সন্দেহ হয় সেইজন্য স্পষ্টরূপে উদাত্ত প্রভৃতির স্বরযোগে উচ্চারণের কথা বলা হইয়াছে ; যেমন ঃ—

"তন্ত্রস্বরান্যুপাংশোরুচ্চানি" (২।১৬) আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রে যে স্থলেই উপাংশুর উল্লেখ আছে সেইস্থলে "উচ্চ" শব্দের দ্বারা উচ্চারণ বিহিত হইয়াছে ; কিন্তু উচ্চ অর্থে কেবল উদাত্ত বুঝায় না ; তন্ত্র স্বরের প্রতীতি হয়। তন্ত্রস্বর বলিতে সংহিতাস্বর বুঝায়। সংহিতায় ত্রৈস্বর্যযোগে মন্ত্রের পাঠ আছে ; সুতরাং তন্ত্রস্বরের অর্থ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই ত্রিবিধ স্বর। সুতরাং জপমন্ত্র ত্রৈস্বর্যসহকারেই উচ্চারিত হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে 'নিগদ'ও উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই তিনটি স্বর সহকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে যেমন—নিবিৎ নামক নিগদ দুটি চরণে গ্রথিত, উহার ত্রৈস্বর্যযোগে পাঠ করার বিধান পাওয়া যায় ঃ—

উচ্চৈর্নিবিদং যথা নিশান্তমগ্নির্দেবেদ্ধ ইতি। আশ্বঃ ৫।৯

এস্থলেও "উচ্চৈঃ" *পদের দ্বারা 'নিবিৎ'—এই নিগদটির পাঠ বিহিত হইয়াছে, সেইজন্য ইহা যে ত্রৈস্বর্যের বোধক ইহা বুঝিতে হইবে। নারায়ণ বৃত্তিতে বলা হইয়াছে যে "ঐকশ্রুত্যং তু শস্ত্রত্বাদেব প্রাপ্তম্" অর্থাৎ "নিবিৎ" পাঠটি শস্ত্র পাঠেরই সঙ্গে উচ্চারিত হইয়া থাকে বলিয়া, ইহা শস্ত্রেরই একটি অঙ্গ। শস্ত্রপাঠ একশ্রুতি স্বরে বিহিত হইয়াছে ; সেইজন্য "নিবিৎ" পাঠের একশ্রুতি স্বরে উচ্চারণ প্রাপ্ত ছিল। উহার বাধক "উচ্চৈঃ" অর্থাৎ ত্রৈস্বর্যের দ্বারা উচ্চারণ বিহিত হইয়াছে। একশ্রুতি প্রাপ্ত ছিল—এইরূপ উক্তির দ্বারা মনে হয় একশ্রুতির বিপরীত ত্রৈস্বর্যের বিধান করা হইয়াছে।

*জোরে ত্রৈস্বর্য্যসহকারে পাঠ।

অগ্নির্দেবেদ্ধঃ, অগ্নির্মন্বিদ্ধঃ, অগ্নিঃ সুষমিৎ, হোতা দেববৃতঃ, হোতা মনুবৃতঃ, প্রণীর্যজ্ঞানাম্, রথীরধ্বরানাম্, অতূর্ত্তো হোতা, তূর্ণির্হব্যবাট্, আদেবো দেবান্ বক্ষৎ, যক্ষদগ্নির্দেবো দেবান্, সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ—এই দ্বাদশটি পদযুক্ত নিবিৎ মন্ত্র আজ্যশস্ত্রের মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া পঠিত হয়। আজ্যশস্ত্রের তিনটি পর্ব্ব, প্রথমে শোংসাবোম্ এই আহাবযুক্ত ওঁ ভুরগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ—এই তুষ্ণীশংস মনে মনে অবিরাম উচ্চারিত হয়, পরে নিবিৎ পাঠ এবং তৎপরে সূক্তপাঠ হইয়া থাকে। শ্রৌতসূত্রকারগণ নিগদকেও মন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন "ঋচো যজুঁষি সামানি নিগদা মন্ত্রাঃ" (কা. শ্রৌ ১. কং ৩।১ তাহা হইলে ইহাই এস্থলে প্রতিপন্ন হইল যে ঋক্, যজু, সাম ও নিগদ—এই মন্ত্র-চতুষ্টয়ের উচ্চারণে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রৈস্বর্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

মন্ত্রের উচ্চারণে উদাত্ত প্রভৃতি স্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিবার উপায় নাই, কারণ মন্ত্রের উল্লিখিত পদে যদি কোন একটি স্বরের স্থলে অন্য কোন স্বরের উচ্চারণ করা হয় তাহা হইলে সেই পদজনিত অর্থবোধেরও বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে।

এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় সংহিতার দ্বিতীয় কাণ্ডস্থ পঞ্চম প্রপাঠকে একটি বিশ্বরূপের আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছে; উহা এই প্রকারঃ— "ত্বষ্টার পুত্র ত্বাষ্ট্র-বিশ্বরূপের তিনটি মুখ ছিল—একটি ভোজনাদির নিমিত্ত, একটি যজ্ঞে সোমপান করিবার নিমিত্ত এবং আর একটি গোপনে অসুরদের সঙ্গে সুরাপানের নিমিত্ত। ত্বাষ্ট্র-বিশ্বরূপের এইরূপ অসুর-সাহচর্য সহ্য করিতে না পারিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তাহার তিনটি মস্তকই ছিন্ন করিলেন। ইহাতে শোক-বিহ্বল ত্বষ্টা কোপবশতঃ ইন্দ্রের আহ্বান না করিয়াই একটি সোম-যাগের অনুষ্ঠান করিলেন। সেইজন্য অনাহূত ইন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়া

যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক সমস্ত সোমরস পান করিলেন। ইন্দ্রের এইরূপ আচরণে ত্বষ্টা অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং ইন্দ্রকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র-নিধনকারী পুত্রের কামনাপূর্ব্বক সেই পীতোচ্ছিষ্ট সোমরসদ্বারা একটি আভিচারিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞকালে "স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব"—এইরূপ একটি মন্ত্র উহিত হইল, যদ্দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে হইবে। ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ শাতয়িতা (ঘাতক) হইবে ; এইরূপ পুত্রের জন্ম হউক —এই উদ্দেশ্যে উক্ত মন্ত্রটির উহ করা হইল ; কিন্তু "ইন্দ্রশত্রুঃ" এই পদটি অন্তোদাত্ত স্থলে আদ্যুদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হওয়ায়, বিবক্ষিত অর্থের প্রতীতি হইল না। অন্তোদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের অর্থ প্রকাশ পায় এবং আদ্যুদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইলে বহুব্রীহি সমাসের অর্থ বুঝায়। উক্ত "ইন্দ্রশত্রু" এই পদটিতে ষষ্ঠী তৎপুরুষ হইলে "ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ ঘাতক"—এইরূপ অভীষ্ট অর্থের বোধ হয় ; কিন্তু বহুব্রীহি সমাস হইলে "ইন্দ্র শত্রু অর্থাৎ ঘাতক যাহার" এইরূপ অনভীষ্ট অর্থের বোধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রের ঘাতক পুত্রের জন্ম হ'ক—এই ইচ্ছায় আভিচারিকযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। কিন্তু আদ্যুদাত্ত স্বরোচ্চারণের নিমিত্ত ইন্দ্র ঘাতক যাহার এইরূপ পুত্রের জন্ম হ'ক—এইরূপ অনভিপ্রেত অর্থের প্রতীতি হইল, ফলে বৃত্রাসুরের জন্ম হইল বটে ; কিন্তু ইন্দ্র কর্ত্তৃক সে নিহত হইয়াছিল।

একটি শ্লোকে উপরিউক্ত তাৎপর্য ব্যক্ত হইয়া থাকে ; সেই শ্লোকটি এই :—

দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তঃ ন তমর্থমাহ।

স বাগ্ বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥

অর্থাৎ যাহা স্বর কিম্বা বর্ণের দ্বারা মিথ্যা প্রযুক্ত হয়—যদি অভীষ্ট স্বর অথবা বর্ণের পরিবর্ত্তে অনভীষ্ট স্বর অথবা বর্ণের প্রয়োগ করা হয়; তাহা হইলে তাহা দুষ্ট শব্দ। এই দুষ্ট শব্দ অভিপ্রেত অর্থের প্রতিপাদন করে না বরং উহা বাক্‌রূপ বজ্র হইয়া যজমানকে হনন করে। যেমন "ইন্দ্রশত্রুঃ" এই পদটিতে অন্তোদাত্ত স্থলে আদ্যুদাত্ত। এইরূপ স্বরাপরাধবশতঃ বৃত্রাসুর নিহত হইয়াছিল। (শিক্ষায় দুষ্টঃশব্দঃ স্থলে দুষ্টো মন্ত্রঃ এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু মহাভাষ্যে 'দুষ্টঃ শব্দঃ'—এইরূপ পাঠই আছে।)

স্বরের স্বরূপ—

প্রাচীনকালে হ্রস্ব দীর্ঘের ন্যায় উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরের উচ্চারণও বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল; সেইজন্য তদানীংকালে স্বরের উচ্চারণ বুঝিতে কোন অসুবিধা হইত না। সম্প্রতি উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরের উচ্চারণ একেবারেই অপ্রচলিত হইয়াছে, সুতরাং এইগুলির উচ্চারণ বুঝিতে হইলে কেবল সম্প্রদায়েরই শরণ লইতে হইবে। বৈদিক সম্প্রদায় ব্যতীত স্বরোচ্চারণের ধারা পাওয়া যায় না। উহাও অধুনা ক্রমশঃ দুর্লভ হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে দুই একটি শাখার প্রচলন আছে; কিন্তু সমগ্র বৈদিক শাখার কোথাও প্রচলন নাই। যেমন সঙ্গীত শাস্ত্রের চর্চার দ্বারা রাগরাগিণীর কিছু জ্ঞান হইতে পারে বটে; কিন্তু ওস্তাদের সান্নিধ্য ব্যতীত উহার উচ্চারণ-পটুতা লাভ করা যায় না; সেইরূপ সৌবর শাস্ত্রেরও অনুশীলনের দ্বারা স্বর জ্ঞান হইলেও স্বরোচ্চারণে দক্ষতা লাভ করা যায় না।

প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণে শরীরস্থ বায়ু ও তালু, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা প্রভৃতি স্থান—এই দুইটির অভিঘাত সংযোগ আবশ্যক। প্রাণবায়ু ও তালু, কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানের সংযোগের দ্বারা প্রতিটি বর্ণ উচ্চারিত হয়। তালু, কণ্ঠ প্রভৃতি উচ্চারণ স্থানগুলি সাবয়ব বলিয়া উহাদের ঊর্দ্ধভাগ ও নিম্নভাগ সম্ভব। সুতরাং প্রাণবায়ুর সহিত যদি তালু প্রভৃতি স্থানে ঊর্দ্ধভাগ ও নিম্নভাগের সংযোগ হয় তাহা হইলে যথাক্রমে উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরের উচ্চারণ হইয়া থাকে।—এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিকটায় লক্ষ্য না করিয়াই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

তাঁহারা বলেন উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিলে উদাত্ত এবং নিম্নস্বরে উচ্চারণ করিলে অনুদাত্ত শ্রুত হয়। এইরূপ ব্যাখ্যা করার মূলে রহিয়াছে উদাত্ত ও অনুদাত্ত শব্দ দুইটির অবয়বার্থ। উৎ অর্থাৎ উচ্চস্বরে যাহা আত্ত অর্থাৎ উচ্চারিত তাহা উদাত্ত এবং যাহা উচ্চস্বরে উচ্চারিত হয় না, তাহা অনুদাত্ত (accented and unaccented)। কিন্তু স্বরিতের বেলায় কোন অবয়বার্থের দ্বারা উহার উচ্চারণ নিরূপণ করিতে না পারিয়া কেবল অনুমান বলে উহার উচ্চারণ সমর্থন করা হইয়াছে—উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যবর্ত্তী উচ্চারণ স্বরিত। কোন স্বরের আরোহ অবস্থা হইতে অবরোহ করিবার সময় যে স্বরের উচ্চারণ হয়, তাহা স্বরিতস্বর অর্থাৎ falling accent। ম্যাকডনেল (Macdonell) এই স্বরগুলি সঙ্গীত সম্বন্ধী (musical) বলিয়াছেন। এইজন্যই এইগুলিকে (Pitch) পিচ্ অর্থাৎ সুরের মাত্রা বা ডিগ্রী বলিয়াছেন। সুরের মাত্রা তিন প্রকার—উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন। উচ্চ (high pitch) উদাত্ত, মধ্য (middle pitch) স্বরিত এবং নিম্ন (low pitch) অনুদাত্ত। স্বরিতকে মধ্যবর্ত্তী স্বর বলিয়া ধ্বনিত (sounded) বলিয়াছেন

'স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ' এই ধাতু হইতে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া "স্বরিত" শব্দটি নিষ্পন্ন হয় বলিয়াই এইরূপ অর্থ বোধহয় করা হইয়াছে; কিন্তু মধ্যবর্ত্তী স্বরই শব্দিত হয় আর উচ্চস্বর শব্দিত হয় না—ইহা বুদ্ধিগম্য নহে। যদি উচ্চস্বরও শব্দিত হয়—ইহা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আর মধ্যবর্ত্তী স্বরকে শব্দিত বলিবার কোন সমীচীন যুক্তি নাই।

উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিলেই যদি উদাত্তস্বর এবং নিম্নস্বরে উচ্চারণ করিলেই যদি অনুদাত্ত স্বর হয় তাহা হইলে উদাত্ত ও অনুদাত্ত আপেক্ষিক বলিয়া বাস্তবরূপে কোন্‌টি উদাত্ত ও কোন্‌টি অনুদাত্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, যে ব্যক্তির কণ্ঠে অধিক বল আছে তাহার অপেক্ষা যাহার কণ্ঠে শক্তির ন্যূনতা আছে, তাহারই উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত অনুদাত্ত এবং কণ্ঠে যাহার বলের আধিক্য আছে, তাহার স্বর অপেক্ষাকৃত উদাত্ত। গলার জোর কাহারও অপেক্ষা বেশী অথবা কম হইতে পারে; যাহার অপেক্ষা বেশী, তাহার অপেক্ষা উদাত্ত এবং যাহার অপেক্ষা কম, তাহার অপেক্ষা অনুদাত্ত—এইজন্য সেই স্বরটিকে উদাত্ত অথবা অনুদাত্ত কিরূপে বলা যাইতে পারে?—মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন (উচ্চৈরুদাত্তঃ—(১।২।২৯) এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ঋঙ্‌মন্ত্রের উচ্চারণে ম্যাক্‌ডনেল আবার ইহাই স্বীকার করেন যে উদাত্তের অপেক্ষা স্বরিতস্বর অধিক উত্তোলিত হইয়া থাকে। এস্থলে উদাত্তের উচ্চারণই মধ্যবর্ত্তী। *স্বরিত লিখিবার সময় স্বরিতের উপরে ঊর্দ্ধগামী রেখা দেওয়া হয় বলিয়া এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে; এবং স্বরিতের পূর্ব্বার্দ্ধকে ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্যে

*Vide :—A Vedic Grammar for Students page 449.

উদাত্ততর বলা হইয়াছে, এইজন্যও বোধ হয় ঋঙ্মন্ত্রে স্বরিতস্বর উচ্চতর উচ্চারিত হয়, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে স্বরিতের পূর্ব্বার্দ্ধকে উদাত্ততররূপে ব্যবহার করিলেও উচ্চারণ করিবার সময় উদাত্তশ্রুতিই হইয়া থাকে। উদাত্তশ্রুতির অর্থ উদাত্তবৎ শ্রুতি অর্থাৎ উদাত্তের ন্যায় শ্রুতি—এইরূপ ব্যুৎপত্তির দ্বারা মনে হয় যে উদাত্ত যেভাবে উচ্চারিত হয় সেই ভাবেই উচ্চারিত হইবে। যদি স্বরিতের স্বর উচ্চতর হইত, তাহা হইলে উহার শ্রুতি উদাত্তের ন্যায় হইত না বরং উদাত্ত অপেক্ষা অধিক হইত। ইহার কারণ এই যে উদাত্তের ন্যায় উচ্চারণ করিতে হইলে উদাত্ত যেভাবে উচ্চারিত হয়, সেই-রূপ প্রযত্ন করিতে হইবে। প্রাণবায়ুর সহিত তালু, মূর্দ্ধা প্রভৃতি উচ্চারণস্থানের ঊর্দ্ধভাগের সংযোগ করিলে তবে ঐরূপ উচ্চারণ হইবে। এইরূপ বায়ুসংযোগে কিছু তারতম্য থাকিলেও উহার অনুভব হয় না ; এইজন্য উদাত্ততর বলিয়া কোন শ্রুতি স্বীকৃত হয় নাই। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যে সুন্দররূপে ইহার নিরূপণ করা হইয়াছে ঃ—

> তস্যোদাত্ততরোদাত্তাদর্দ্ধমাত্রার্দ্ধমেব বা।
> অনুদাত্তঃ পরঃ শেষঃ স উদাত্তশ্রুতির্নচেৎ।
> উদাত্তং বোচ্যতে কিঞ্চিৎ স্বরিতং বাক্ষরং পরম্।
>
> ঋ. প্রা. ৩।৪-৬

স্বরিতের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ স্বতন্ত্র উদাত্তের অপেক্ষা উদাত্ততর, অবশিষ্ট উত্তরার্দ্ধভাগ অনুদাত্ত ; কিন্তু উহা উদাত্তশ্রুতি হয় যদি উহার পরে উদাত্ত অথবা স্বরিত না থাকে।

ইহার দ্বারা স্বরিতের দুই প্রকার উচ্চারণ উপপাদিত হইয়াছে।

স্বরিতের পরে যদি উদাত্ত অথবা অনুদাত্ত না থাকে সেই স্বরিতের উচ্চারণ উদাত্তের ন্যায় হইবে এবং স্বরিতে পরে যদি উদাত্ত অথবা অনুদাত্ত থাকে তাহা হইলে সেই স্বরিতের উচ্চারণ অনুদাত্তের ন্যায় হইবে। যেমন "অগ্নিমী'লে" এইস্থলে মকারের পরবর্ত্তী ঈকারের স্বরিত উদাত্তশ্রুতি হয়, কারণ উহার পরে লের একার প্রচয়। এই-প্রকার "তেঽবর্ধন্ত "দিবীব চক্ষুঃ" ইত্যাদি স্থলে অনুদাত্ত পরে আছে বলিয়া স্বরিতের উদাত্তশ্রুতি হইয়া থাকে। 'ক্ব বোঽশ্বাঃ শতচক্রং যোঽয়ঃ' ইত্যাদিস্থলে যথাক্রমে উদাত্ত ও স্বরিত পরে থাকায় স্বরিতের উচ্চারণ অনুদাত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। এইরূপ অনুদাত্তের ন্যায় স্বরিতের উচ্চারণ হইলে বহ্বৃচ শাখায় "কম্প" বলা হয়।

বাস্তবপক্ষে সামবেদের স্বর গেয়—গান করা হয় বলিয়া উহার উচ্চারণে আরোহ ও অবরোহের ক্রম আছে ; কিন্তু ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের স্বর গেয় নয় বলিয়া উহাদের স্বরে আরোহ ও অবরোহের ক্রম থাকা সম্ভব নয় ; সেইজন্য সামবেদের স্বর, ধর্ম্মী এবং ঋগ্‌বেদ প্রভৃতির স্বর, ধর্ম্মস্বরূপ। সামবেদের ঐরূপ ধর্ম্মীস্বরকে (pitch বা degree) মাত্রা বলিলে কোন আপত্তি নাই ; কিন্তু ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের স্বরকে মাত্রা বা pitch বলা চলে না বরং ঝোঁক বা stress বলা যাইতে পারে। ম্যাকডনেল মহাশয় সামবেদ ও ঋগ্বেদ প্রভৃতির স্বরকে সমানদৃষ্টিতে দেখিয়াই ভুল করিয়াছেন। যদি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ প্রভৃতির স্বরকে পিচ্ বা মাত্রা বলিয়া গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে উহার তারতম্যের বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হওয়ায়, উদাত্ততর উচ্চারণেরও সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু কোন প্রাতিশাখ্যেই উদাত্ততর বলিয়া একটি পৃথক্ শ্রুতি স্বীকৃত হয় নাই। "উচ্চতরাদয় উদাত্তেঽন্তর্ভবন্তি, দৃঢ়প্রয়ত্ন-

তরাদয়স্ত্বনুদাত্তে। অতশ্চতুঃস্বরমেব তৈত্তিরীয় শাখায়াম্” তৈ. প্রা. মাহিষেয় ভাষ্য ২৩ অ. সূ. ১৭)।

শাখানুসারে স্বরের চিহ্ন—

স্বর ও সংস্কার—এই দুইটির দ্বারা বেদের অর্থবোধ হইয়া থাকে। তাহাতেও স্বরই হইল প্রধান। মন্ত্রস্থ অক্ষরের স্বরভেদ বিজ্ঞাত করাইবার জন্য উহাদের জ্ঞাপক কতকগুলি চিহ্নের উপযোগ দৃষ্ট হয়। এই স্বর-ভেদ-জ্ঞাপক চিহ্নগুলিও শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। ঋগ্বেদীগণ অক্ষরের উপরে ও নিম্নে রেখা টানিয়া স্বরের ভেদ প্রদান করিয়া থাকেন। অক্ষরের নিম্নে একটি তির্য্যগ্‌গামী রেখা দ্বারা অনুদাত্ত জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। যথা “অগ্নিম্”—এইস্থলে অকারে। অক্ষরের উপরে উর্দ্ধগামী রেখার দ্বারা স্বরিত স্বর প্রদর্শিত হয়; যথা “অগ্নিমীলে”—এইস্থলে ঈকারে। উদাত্তস্বর চিহ্নের অভাবের দ্বারা জ্ঞাপিত হয় অর্থাৎ উদাত্তস্বর বুঝাইতে হইলে উহাতে কোন চিহ্ন দেওয়া হয় না। চিহ্ন না থাকিলেই উদাত্তস্বরের বোধ হয়, যথা “অগ্নিমীলে” এই স্থলে ‘গ্নি’ এর ইকারে। সুতরাং “অগ্নিমীলে” এই প্রয়োগে অকারের নিম্নে তির্য্যগ্‌গামী রেখার দ্বারা অনুদাত্ত, গ্নির ইকারে চিহ্ন না থাকায় উদাত্ত এবং মীর ঈকারে উর্দ্ধগামী রেখার দ্বারা স্বরিত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রচিত স্বরও উদাত্তেরই ন্যায় চিহ্নরাহিত্যের দ্বারা প্রকটিত হয়। যেমন “অগ্নিমীলে” এইস্থলে লে শব্দের একারে কোন চিহ্ন নাই। শুক্লযজুর্বেদী ও কৃষ্ণযজুর্বেদীগণ ঋগ্বেদের স্বর-জ্ঞাপক চিহ্নগুলিরই ব্যবহার করিয়া থাকেন, কেবল স্বরিত-বিশেষের চিহ্ন অক্ষরের নিম্নে (৪)—চার সংখ্যা লিখিয়া প্রদর্শিত করেন,

যথা 'ধান্ত্বমসি' এইস্থলে যকারের অকারে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বরিতবিশেষের নিম্নে তির্য্যক্ কাকপদ চিহ্নের (<) দ্বারা, উহার প্রকাশ করা হয়।

কঠ শাখার সংহিতায় অক্ষরের উপরে উর্দ্ধগামী রেখার দ্বারা (ঋগ্বেদের স্বরিত চিহ্নের ন্যায়) উদাত্তস্বরের জ্ঞাপন করা হয়। অনুদাত্ত স্বর চিহ্নরাহিত্যের দ্বারা এবং স্বরিতবিশেষের নিম্নে তির্য্যক্ কাকপদ চিহ্নের (<) দ্বারা উহাদের প্রকাশ করা হয়, যথা "কিং ব্রাহ্মণস্য পিতরং কিমু পৃচ্ছসি মাতরম্" এই বাক্যে অক্ষরের উপরে যে উর্দ্ধগামী রেখা দৃষ্ট হইতেছে, উহা উদাত্তস্বরের জ্ঞাপক এবং যে অক্ষরের কোন চিহ্ন নাই, সেইগুলি অনুদাত্তস্বরের বোধক। জাত্য স্বরিতের প্রকাশ করাইবার জন্য অক্ষরের নিম্নে একটি কাকপদ চিহ্ন (<) রেখা অঙ্কিত করা হয়, যথা "বীর্য্যম্" এইস্থলে যকারের নিম্নে। মৈত্রায়ণীশাখার সংহিতায়ও প্রায় এইরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অথর্ব্ববেদে স্বরিত ও অনুদাত্তের চিহ্ন ঋগ্বেদেরই ন্যায়। কেবল স্বরিতবিশেষে স্বরিত অক্ষরের পরে একটি অঙ্কুশচিহ্ন (§) লেখা হয়, যথা "কন্যা §" এইস্থলে।

সামবেদে রেখা-লেখনের দ্বারা উদাত্ত প্রভৃতি স্বরের জ্ঞাপন করা হয় না; কিন্তু অক্ষরের উপরে ৩ সংখ্যা লেখনের দ্বারাই উদাত্ত প্রভৃতি স্বর প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উদাত্তের উপরে (১) এক, স্বরিতের উপরে (২) দুই, এবং অনুদাত্তের উপরে (৩) তিন সংখ্যা লিখিত হয়। অর্থাৎ ১, ২, ৩ যথাক্রমে উদাত্ত, স্বরিত ও অনুদাত্তের বোধক, যথা "অ১গ্ন৩আ১য২াহি" ইত্যাদিস্থলে অকার ও আকার এই উদাত্তদুইটির উপরে (১), 'গ্ন' এর অনুদাত্ত অকারে (৩)

এবং 'যা' শব্দের স্বরিত আকারে (২) দুই সংখ্যা লিখিত হইয়াছে। 'হি' এই প্রচিতস্বরে কোন চিহ্ন নাই—এই চিহ্নরাহিত্যই প্রচিতের বোধক।

যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণে কেবল একশ্রুতিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেস্থলে ত্রৈস্বর্যের কোন উপযোগ নাই। যজুর্ব্বেদেও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীগণ সংহিতার ন্যায় ব্রাহ্মণেও ত্রৈস্বর্যের ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের উচ্চারণে ও লেখনে ত্রৈস্বর্যেরই ব্যবহার করেন। শুক্লযজুর্ব্বেদীগণ তাঁহাদের ব্রাহ্মণে কেবল অনুদাত্ত স্বরেরই জ্ঞাপক চিহ্নের অনুসরণ করেন অর্থাৎ ঋগ্বেদের যাহা অনুদাত্ত-জ্ঞাপক চিহ্ন শুক্ল যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে তাহা উদাত্ত-জ্ঞাপক চিহ্ন। যেস্থলে উদাত্ত অনুদাত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী, সেস্থলে অনুদাত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্ত অক্ষরের নিম্নে একটি তির্য্যক্ রেখা অঙ্কিত করা হয়, যথা "হস্তেঽগ্নৌ আদধীত" ইত্যাদি স্থলে। আর স্বরিতের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুদাত্তে ঐ চিহ্নটিকেই দ্বিগুণিত করিয়া লেখা হয়, যথা "বীর্য্যম্" এইস্থলে বী এর ঈকারে। এইগুলিকে ভাষিক স্বর বলা হয়। ভাষিক স্বরের দ্বারা উদাত্তবিশেষ ও অনুদাত্তবিশেষ বোধিত হইয়া থাকে। শুক্লযজুর্ব্বেদ প্রাতিশাখ্যের "দ্বৌ" (১-১২৯)—এই সূত্রের টীকায় উবট বলিয়াছেন "দ্বৌ স্বরাবুদাত্তানুদাত্তৌ ভাষিতস্বরৌ শতপথ ব্রাহ্মণে আহুঃ" ভাষিক ও ভাষিত—দুইটিই একার্থের বোধক।

সকল বেদেই অক্ষরধর্ম্মস্বরূপ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রৈস্বর্যের উচ্চারণ ও লেখন হইয়া থাকে ; কিন্তু সামবেদে গানের উপযোগী ধর্ম্মীস্বরূপ স্বরের গানকালে প্রয়োগ হয়। তাহা সাত প্রকার—ক্রুষ্ট (১) দ্বিতীয় (২) তৃতীয় (৩) চতুর্থ (৪) মন্দ্র (৫) অতিস্বার্য (৬) ও অতিক্রুষ্ট (৭)। এই ক্রুষ্ট প্রভৃতি সামগানের

স্বরই লৌকিক গানের ষড্‌জ ঋষভ প্রভৃতিতে বিপরিণত হইয়াছে; কিন্তু দুইটির ক্রমভেদ পৃথক্ পৃথক্। লৌকিক ব্যবহারে ষড্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই সপ্ত স্বরের সংক্ষিপ্তরূপ হইল সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি। ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের অপেক্ষা উত্তরোত্তর স্বর আরোহক্রমে উচ্চধ্বনিতে গীত হয় এবং নিষাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ষড্‌জ পর্যন্ত অবরোহ-ক্রমে ক্রমশঃ নিম্নধ্বনিতে গীত হইয়া থাকে। ব্যবহার ক্ষেত্রে লোকে কণ্ঠদ্বারা অথবা বেণু প্রভৃতি যন্ত্রের দ্বারা ইহাদের ব্যবহার করে। এই ষড্‌জ, ঋষভ প্রভৃতি স্বরগুলিই মধ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া বিপরীতক্রমে ক্রুষ্ট প্রভৃতি সামস্বরে পরিণত হইতে পারে। যেমন ক্রুষ্ট, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য্য, ও অতিক্রুষ্ট পঞ্চম—এই সাম স্বরগুলি ক্রমশঃ মধ্যম, গান্ধার, ঋষভ, ষড্‌জ নিষাদ, ধৈবত ও পঞ্চমরূপে গৃহীত হইয়া থাকে অর্থাৎ সামস্বর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ক্রমশঃ ম, গ, রে, সা, নি, ধ, প রূপে পরিণত হয়। ইহাই নারদীয় শিক্ষায় ব্যক্ত হইয়াছে;—

যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ।
যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারস্তৃতীয়স্ত্বৃষভঃ স্মৃতঃ॥

সামবেদে এই ক্রুষ্ট প্রভৃতি স্বরের সূক্ষ্ম গান-পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমস্ত পদ্ধতির উল্লেখ করা এস্থলে অসম্ভব। সংক্ষেপে সকল বেদের স্বরলেখন পদ্ধতি এস্থলে প্রদর্শিত হইল।

সংজ্ঞা প্রকরণ

১ উদাত্ত—তালু, মূর্দ্ধা প্রভৃতি স্থানে উর্দ্ধভাগ হইতে যে স্বরের নিষ্পত্তি হয় তাহাকে "উদাত্ত" বলে[১], যথা—"আয়ে"।

"যৎ" শব্দের প্রথমার বহুবচনে "য়ে" রূপ হয়। "আঙ্" উপসর্গের "আ" "উপসর্গশ্চাভিবর্জ্জম্" (৮১) ফিট্‌সূত্র অনুসারে উদাত্ত এবং "যৎ" শব্দও "ফিষোঽন্ত উদাত্ত" (১) ফিট্‌সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত। সেইজন্য "আয়ে" এইস্থলে দুইটী স্বরই উদাত্ত।

২ অনুদাত্ত—তালু, মূর্দ্ধা প্রভৃতি স্থানে নিম্নভাগ হইতে যে স্বরের উচ্চারণ হয়, উহাকে "অনুদাত্ত" বলে[২], যথা—"দেবাসুরাঃ"।

দেব ও অসুর শব্দের সমাস হইলে "সমাসস্য" (৬-১-২২৩) এই পাণিনীয় সূত্রের দ্বারা অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইলে "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্" সূত্র দ্বারা অবশিষ্ট স্বর অনুদাত্ত হইলে অন্ত্য আকার ব্যতীত পূর্ব্বপূর্ব্ব তিনটী স্বরই অনুদাত্ত।

৩ স্বরিত—উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব, এই দুইটী বর্ণধর্ম্মের যেস্থলে সম্মিশ্রণ থাকে, সেই ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্ট স্বরের নাম "স্বরিত"[৩] যথা "ক্ব"

কিম্ শব্দের উত্তরে "কিমোঽৎ" (৫-৩-১২) সূত্র দ্বারা "অৎ" প্রত্যয় করিলে "ৎ" এর ইৎও লোপ হইলে, "কিম্" শব্দের স্থানে "ক্বাতি" (৭-২-১০৫) সূত্র দ্বারা "ক্ব" আদেশ করার পর "ক্ব" হইয়া যায়। এস্থলে "ৎ" ইৎ যায় বলিয়া "ক" এর স্বর স্বরিত।

---

১ উচ্চৈরুদাত্তঃ পা (১-২-২৯) [তৈ প্রা ১৩৮]
[কা প্রা ১-১০১]

২ নীচৈরনুদাত্তঃ পা. (১-২-৩০) [তৈ প্রা ১-৩৯]
[কা প্রা ১-১০১]

৩ সমাহারঃ স্বরিতঃ পা (১-২-৩১) [তৈ প্রা ১-৪০]

"তিৎস্বরিতম্" (৬-১-১৮৫) সূত্রের দ্বারা তকারেৎসংজ্ঞক প্রত্যয়ের "স্বরিতত্ব" বিধান করা হইয়াছে।

স্বরিত দুইপ্রকার—জাত্য ও অজাত্য। যকার ও বকারবিশিষ্ট স্বর, যাহার পূর্ব্বে কিছুই না থাকে, কিম্বা অনুদাত্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে জাত্য স্বরিত নামে অভিহিত করা হয়; "ক্ব জগতী চ" এস্থলে "ক্ব" এর অকার স্বরিত; যেহেতু ইহা বকারবিশিষ্ট এবং ইহার পূর্ব্বে কিছুই নাই।

"কন্যেব তুন্না" এস্থলে "কন্যা" শব্দের আকার স্বরিত। "তিল্য শক্য মত্য কাম্বর্য্য ধান্য কন্যা" (৭৬) ইত্যাদি ফিট্ সূত্রের দ্বারা "কন্যা" শব্দের আকারের স্বরিতত্ব বিধান করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বের অকারটীর "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্" (৬-১-১৪৮) দ্বারা অনুদাত্তের বিধান করা হইয়াছে; সেইজন্য "কন্যা" শব্দের আকার যকারবিশিষ্ট ও ইহার পূর্ব্বে অনুদাত্ত আছে বলিয়া ইহাও জাত্য স্বরিত।

ঋক্প্রাতিশাখ্যে জাত্য ও অজাত্যের লক্ষণ বেশ স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। যে স্বরিতের পূর্ব্বে উদাত্ত থাকে তাহাকে "অজাত্য স্বরিত" বলিয়া ব্যবহার করা হয় এবং যে স্বরিতের পূর্ব্বে কিছুই না থাকে, কিম্বা অনুদাত্ত থাকে, তাহাকেও "জাত্য স্বরিত" বলিয়া ব্যবহার করা হয়।

উদাত্তপূর্ব্বং স্বরিতমনুদাত্তং পদেঽক্ষরম্ ॥
অতোঽন্যৎ স্বরিতং স্বারং জাত্যমাচক্ষতে পদে ॥
(ঋক্ প্রা· ৩-৭)

অজাত্য স্বরিতের উদাহরণ যথা—ইন্দ্রঃ, হোতা ইত্যাদি। ইন্দ্র ও হোতা শব্দ আদ্যুদাত্ত; সেইজন্য শেষ স্বরটী অনুদাত্ত (ক) এবং

(ক) অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্ (৬-১-১৫৮)

উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত বিহিত হইয়াছে (খ) বলিয়া ইহারা উদাত্তপূর্ব্বক স্বরিত, অতএব ইহারা অজাত্য।

জাত্য স্বরিতের উদাহরণ যথা, 'ক্ব' 'কন্যা' ইত্যাদি। 'ক্ব' শব্দের স্বরিতের পূর্ব্বে কিছুই নাই অর্থাৎ ইহা অপূর্ব্ব এবং কন্যা শব্দের স্বরিতের পূর্ব্বে অনুদাত্ত অর্থাৎ কন্যা শব্দের স্বরিত অনুদাত্ত-পূর্ব্ব; সেইজন্য ইহারা "জাত্যস্বরিত"। আচার্য উবট বলিয়াছেন—অপূর্ব্ব কিম্বা অনুদাত্তপূর্ব্বই জাত্য অর্থাৎ উদাত্ত ও অনুদাত্ত সম্পর্ক ব্যতীত যাহা স্বরূপতঃ জাত।

সন্ধিসংজ্ঞাভেদ নিবন্ধন প্রাতিশাখ্যে স্বরিত সাতপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

(১) ইকারের স্থানে যকার ও উকারের স্থানে বকার হইলে যে স্থলে স্বরিত হয়, তাহাকে ক্ষৈপ্রস্বরিত বলে, যথা; 'ব্যৈবৈনেন' 'স্বধ্বর্য্যুঃ' যো জান্বিন্দ্র তে হরী (ঋগ্‌বেদ ১।৮২।২)।

(২) যকার কিম্বা বকার বিশিষ্ট স্বরবর্ণ যদি স্বরিত হয় এবং সেই স্বরিতের পূর্ব্বে যদি কিছুই না থাকে, কিম্বা অনুদাত্ত পূর্ব্বে থাকে তাহাকে নিত্যস্বরিত বলে, যথা; 'ক্ব জগতী চ' 'কন্যেব তুন্না'। 'ক্ব' এই স্বরিতের পূর্ব্বে কিছুই নাই এবং 'কন্যেব' শব্দে স্বরিতের পূর্ব্বে অনুদাত্ত আছে।

(৩) পূর্ব্ববর্ত্তিপদস্থ উদাত্তের পরবর্ত্তী পদস্থ অনুদাত্ত যে স্থলে সংহিত বিধি দ্বারা স্বরিত হইয়া যায়, সেই স্বরিতকে প্রাতিহত

(খ) উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ (৮-৪-৬৬)

স্বরিত বলা হয়, যথা ; 'ইষে ত্বা' অগ্নিমীলে ইত্যাদি।

উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে "উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ" এই পাণিনি সূত্র এবং" উদাত্তাৎ পরোঽনুদাত্তঃ স্বরিতম্" (তৈ প্রা. ১৪—১৯) সূত্র দ্বারা স্বরিত বিহিত হইয়াছে।

(৪) পূর্ব্ববর্ত্তী পদস্থ একার কিম্বা ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপ হইলে যে স্থলে স্বরিত হয়, সেই স্বরিতকে অভিনিহত স্বরিত বলে যথা, 'তেঽব্রুবন্' 'সোঽব্রবীৎ'।

ব্যাকরণে যেস্থলে "এঙঃ পদান্তাদতি" (৬-১-১০৯) সূত্রদ্বারা পূর্ব্বরূপ বিহিত হইয়াছে প্রাতিশাখ্যে সেই স্থলে একার কিম্বা ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপ বিধান করা হইয়াছে। অনুদাত্ত অকারের লোপ হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্ত একার কিম্বা ওকার স্বরিত হইয়া যায়। 'তস্মিন্নুদাত্তে পূর্ব্ব উদাত্তঃ স্বরিতম্' (তৈ. প্রা. ১২-৯)। পাণিনি বলিয়াছেন—"স্বরিতো বানুদাত্তে পদাদৌ" (৮-২-৬)।

(৫) পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্ত উকার এবং পরবর্ত্তী অনুদাত্ত উকার উভয়ের স্থানে দীর্ঘ একাদেশ হইলে যে স্বরিত হয়, তাহাকে প্রশ্লিষ্ট স্বরিত বলা হয়, যথা ; 'সূন্নীয়মিব' 'মাস্মূত্তিষ্ঠন্' ইত্যাদি।

"উভাবে চ" এই তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের সূত্র দ্বারা উদাত্ত উকার ও অনুদাত্ত উকারের স্থানে জাত দীর্ঘ একাদেশের স্বরিতত্ব বিধান করা হইয়াছে। পাণিনি 'স্বরিতো বানুদাত্তে পদাদৌ' সূত্র দ্বারা স্বরিত বিধান করিয়াছেন।

(৬) দুইটি পদের সন্ধি না হইলে যে স্থলে স্বরিত হয়, সেই স্বরিতকে

পাদবৃত্ত স্বরিত বলে, যথা ; 'তা অস্মাৎ মৃষ্টাঃ'। 'স ইধানঃ' ইত্যাদি।

(৭) একপদস্থ উদাত্তের পরবর্ত্তী স্বরিতকে তৈরোব্যঞ্জন স্বরিত বলা হয়, যথা ; 'স ইন্দ্রোঽমন্যত' 'তদশ্বোঽভবৎ'।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে—"উদাত্তপূর্ব্বস্তৈরোব্যঞ্জনঃ" (তৈ. প্রা. ২০-৭) ; কিন্তু কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্যে ও ঋক্ প্রাতিশাখ্যে লক্ষণ এইরূপ—"উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত যখন স্বরিত হইয়া যায় এবং সেই স্বরিত ও পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তের মধ্যে যদি কোন ব্যঞ্জনের ব্যবধান থাকে, অথবা ব্যবধান না থাকে তাহা হইলে, উহা "তৈরোব্যঞ্জনসংজ্ঞক স্বরিত", কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"স্বরোব্যঞ্জনযুতস্তৈরোব্যঞ্জনঃ", শৌনকও বলিয়াছেন—"উদাত্তপূর্ব্বংনিয়তং বিবৃত্ত্যা ব্যঞ্জনেন বা স্বর্য্যতেঽন্তর্হিতং ন চেদুদাত্তস্বরিতোদয়ম্"

(ঋক্ প্রা.—৩-১৭)

উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তস্বরের স্বরিতত্ব বিহিত হইলে, সেই স্বরিতকে অজাত্যস্বরিত বলা হয় ; যথা "ইষে ত্বা" "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি প্রয়োগে "ইষে" পদে উদাত্ত একারের পরবর্ত্তী "ত্বা" এই পদের অনুদাত্ত আকারের স্থানে স্বরিত আকার হইয়া যায় ; এবং "অগ্নিম্" এই পদে উদাত্ত ইকারের পরবর্ত্তী "ঈলে" পদের অনুদাত্ত ঈকারের স্থানে স্বরিত ঈকার হয় বলিয়া, উহা অজাত্য স্বরিত।

৪ স্বরিতের আদি অর্দ্ধভাগ উদাত্ত ও অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ অনুদাত্ত।[৪] স্বরিতে উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব দুইটী ধর্ম্মের সংমিশ্রণ থাকে ;

৪ তস্যাদিত উদাত্তমর্ধহ্রস্বম্ (১-২-৩২)

কিন্তু কতটা ভাগে উদাত্তত্ব ও কত ভাগে অনুদাত্তত্ব থাকে ইহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বরিতে আদি অর্দ্ধভাগে উদাত্তত্ব ও অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগে অনুদাত্তত্ব থাকে ; কিন্তু শাখানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা দেখা যায় ; যথা বহ্বৃচ শাখায় স্বরিতের আদি অর্দ্ধভাগ উদাত্ত ও শেষ অর্দ্ধভাগ অনুদাত্ত। তৈত্তিরীয় শাখায় স্বরিতের আদি অর্দ্ধ-মাত্রা উদাত্ত ও অবশিষ্ট মাত্রা অনুদাত্ত।

যথা ; "যেঽরাঃ" "তনূনপাৎ" "শচীপতিম্" ইত্যাদি স্থলে বহ্বৃচশাখায় স্বরিতের একার, উকার ও ঈকারের আদি অর্দ্ধভাগ উদাত্ত দেখা যায় ; কিন্তু তৈত্তিরীয় শাখায় "স ইধানঃ" "সখিভ্যো বরিবঃ" 'ইত্যাদিস্থলে স্বরিতের আদি অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও অবশিষ্ট মাত্রা অনুদাত্ত।

বহ্বৃচ শাখানুসারে একমাত্রিক স্বরিতের আদি অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও শেষ অর্দ্ধমাত্রা অনুদাত্ত। দ্বিমাত্রিক স্বরিতের আদি একমাত্রা উদাত্ত ও শেষ একমাত্রা অনুদাত্ত। ত্রিমাত্রিক স্বরিতের আদি ১॥০ মাত্রা উদাত্ত ও শেষ ১॥০ মাত্রা অনুদাত্ত।

তৈত্তিরীয় শাখানুসারে একমাত্রিক স্বরিতের আদি অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও শেষ অর্দ্ধমাত্রা অনুদাত্ত। দ্বিমাত্রিক স্বরিতের আদি অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও শেষ ১॥০ মাত্রা অনুদাত্ত এবং ত্রিমাত্রিক স্বরিতের আদি অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও শেষ ২॥০ মাত্রা অনুদাত্ত।

হ্রস্বস্বরিত—"ক্ব ১ বোঽশ্বাঃ"—বহ্বৃচ ও তৈত্তিরীয় অনুসারে প্রথমই ½ উদাত্ত।

দীর্ঘস্বরিত "রথানাং ন যেঽরাঃ" (ঋ.১০.৭৮.৪)—বহ্বৃচ অনুসারে প্রথমার্দ্ধভাগ উদাত্ত ও শেষ অর্দ্ধভাগ অনুদাত্ত, তৈত্তিরীয় অনুসারে আদি অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও অবশিষ্ট ১॥০ মাত্রা অনুদাত্ত।

প্লুতস্বরিত—"শতচক্রং যোঽহ্যঃ" বহ্বৃচ অনুসারে আদির ১॥০ মাত্রা উদাত্ত ও অবশিষ্ট ১॥০ মাত্রা অনুদাত্ত এবং তৈত্তিরীয় অনুসারে আদি অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত ও শেষ ২॥০ মাত্রা অনুদাত্ত।

ভট্টোজিদীক্ষিত "তস্যাদিত উদাত্তমর্ধহ্রস্বম্" (পা ১।২।৩২) সূত্রের বহ্বৃচ শাখানুসারী ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু নাগেশ ভট্ট তৈত্তিরীয় শাখানুসারে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত সূত্রে হ্রস্বপদের কোনরূপ বিবক্ষা না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা হয় এবং যদি "অর্দ্ধহ্রস্ব" পদটি অর্দ্ধমাত্রা অর্থে রূঢ় হয়, তাহা হইলে শেষোক্ত ব্যাখ্যা হয়।

স্বরিতের পরে যদি উদাত্ত কিম্বা স্বরিত না থাকে, তাহা হইলে উদাত্তাংশের শ্রুতি হইয়া থাকে। যথা "অগ্নিমীলে" এইস্থলে স্বরিত ঈকারের পরে অনুদাত্ত আছে, কিন্তু উদাত্ত নাই; সেইজন্য স্বরিত ঈকারের উদাত্তশ্রুতি হইবে।

যেস্থলে স্বরিতের পরে উদাত্ত কিম্বা স্বরিত থাকে, সেইস্থলে অনুদাত্তেরই শ্রবণ হয় যথা :—

"ক্ব বোঽশ্বাঃ" (ঋ. ৫-৬১-২)—স্বরিতের পরে উদাত্ত।

"শতচক্রং যোঽহ্যঃ" (ঋ ১০-১৪৪-৪)—স্বরিতের পরে স্বরিত।

যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের স্থানে যে সমস্ত আদেশ হয় উহারা সর্ব্বানুদাত্ত, সেইজন্য "বঃ" সর্ব্বানুদাত্ত। "অশ্ব" শব্দ অন্তোদাত্ত বলিয়া উহার আদি অকার 'অনুদাত্ত' এবং "বঃ+অশ্বাঃ" সন্ধি হইয়া "বোঽশ্বাঃ" হইয়াছে। ইহার ওকারটী উদাত্ত ও অনুদাত্তের স্থানে নিষ্পন্ন; সেইজন্য উহা উদাত্ত। "ক্ব" এর অকার যেপ্রকারে স্বরিত হয় ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে "ক্ব" এর অকার

স্বরিত এবং ইহার পরবর্ত্তী ওকার উদাত্ত থাকায় অনুদাত্তশ্রুতি হয়।

"যৎ" শব্দটী "ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ" সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত। ফিট্ শব্দের অর্থ প্রাতিপদিক অথবা নাম। প্রত্যেক নামেরই এই সূত্রানুসারে অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়; সেইজন্য "যৎ" এই নামেরও অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অহ্যঃ" শব্দটী "অহ্" ধাতুর উত্তরে "ণ্যৎ" প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। "ণ্" ইৎ যায়। "ণ্" এর ইৎ হইলে আদিস্বরের বৃদ্ধি হওয়া উচিত; কিন্তু বৈদিকপ্রয়োগ বলিয়া আদিস্বরের বৃদ্ধি হইল না। "ণ্যৎ" প্রত্যয়ের "ৎ" এর ইৎ ও লোপ হয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত "তিৎ স্বরিতম্" সূত্র অনুসারে "অহ্য" শব্দটীর অন্ত্য স্বর স্বরিত এবং "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্" সূত্র অনুসারে আদি অকার অনুদাত্ত। "যৎ" শব্দের সহিত "অহ্যঃ" শব্দের সন্ধি হইলে "যোঽহ্যঃ" এইরূপ প্রয়োগ হয়; এস্থলে যকারোত্তরবর্ত্তী ওকার উদাত্ত হইলেও "অহ্যঃ" এই পদের আদি স্বর অনুদাত্ত পরে আছে বলিয়া, উদাত্ত ওকারের স্থানে বিকল্পে স্বরিত হইয়া যায়। "স্বরিতো বানুদাত্তে পদাদৌ" পাণিনীয় সূত্রে উদাত্তের পরবর্ত্তী-পদের আদিস্বর অনুদাত্ত থাকিলে বিকল্পে উদাত্তের স্থানে স্বরিত বিধান করা হইয়াছে; সেইজন্য "যোঽহ্যঃ" এস্থলে যকরোত্তরবর্ত্তী ওকার ও "অহ্যঃ" শব্দের অন্ত্য অকার দুইটী স্বরিত। এবং স্বরিতের পরে স্বরিত আছে বলিয়া পূর্ব্ব স্বরিতের অনুদাত্তশ্রুতি হইবে।

৫ কোনও একটি পদে যদি কোনও সূত্র দ্বারা একটি বা ততোঽধিক স্বরের উদাত্তত্ব কিম্বা স্বরিতত্বের বিধান করা হয়; সেই স্বরগুলি ব্যতীত অন্যান্য স্বর অনুদাত্ত হয়, অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্ (৬-১-১৫৮) যথা[৫] :

(ক)	"আস্য চত্বারো রীরা জায়ন্তে	(তৈ সং ৭।১।৮।১)
(খ)	"দধ্না তনক্তি"	(তৈ সং ২।৪।৩।৫)
(গ)	"গোপায় নঃ স্বস্তয়ে"	(তৈ সং ১।২।৩।২)
(ঘ)	"কর্ত্তব্যং যজুঃ	(তৈ সং ১।৪।২।৪)

(ক) "চত্ ধাতুর উত্তরে "চতেরুরন্" (৭৪৭) এই ঔণাদিক সূত্রের দ্বারা "উরন্" প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন "চতুর্" শব্দ আদ্যুদাত্ত। "উরন্" প্রত্যয়ের "ন্" এর ইৎ সংজ্ঞা ও লোপ হয়; সেইজন্য ইহা নিৎ এবং নিৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয় "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্" (৬-১-১৯৭)। এই আদ্যুদাত্ত "চতুর্" শব্দের উত্তরে প্রথমায় বহুবচনে "জস্" বিভক্তি আসিলে "চতুর্ অস্" এই অবস্থায় "চতুরনডুহো-রামুদাত্তঃ" (৭-১-৯৮) সূত্র দ্বারা উকার ও রকারের মধ্যে "আম্" আগম ও এই "আম্" এর উদাত্তত্ব বিহিত হইয়া থাকে। "ম্" এর ইৎ ও লোপ হওয়ার পর "চতু আ র্ অস্" এই অবস্থায় উকারের "ব" আদেশ হইলে "চত্বারস্", এবং "স্" এর রুত্ব ও বিসর্গ হইলে "চত্বারঃ" পদ সিদ্ধ হয়। এই স্থলে আদি অকার ও "আম্" এর আকার, এই দুইটীরই উদাত্ত শ্রুতিপ্রাপ্ত; কিন্তু এই সূত্র দ্বারা "আম্" এর আকার ব্যতীত অন্যান্য স্বরগুলির অনুদাত্তত্ব বিধান করা হইয়াছে অর্থাৎ— "চত্বারঃ" এইস্থলে দুইটী উদাত্তধ্বনির সমাবেশ প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু

৫ অনুদাত্তংপদমেকবর্জ্জম্ (৬-১-১৫৮)

এই সূত্রানুসারে কেবল "ত্বা" এর আকারটী উদাত্ত ও অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত বুঝিতে হইবে।

(খ) "দধি" শব্দ "নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য" (২৬) এই ফিট্ সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্ত। "নপ্" শব্দের অর্থ ক্লীবলিঙ্গ। যদি কোনও শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়, তাহা হইলে উহা আদ্যুদাত্ত হইবে ইহাই এই ফিট্ সূত্রের অর্থ। এই আদ্যুদাত্ত "দধি" শব্দের উত্তরে "অস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্তঃ" (৭-১-৯৫) এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে তৃতীয়ার একবচন "টা" বিভক্তি পরে থাকিলে ইকারের স্থানে "অনঙ্" ও তৎসহ এই "অনঙ্" এর অকারের উদাত্তত্ব বিহিত হইয়াছে; সেইজন্য "দধ্না" এই পদে দকারোত্তরবর্ত্তী অকার উদাত্ত এবং এই উদাত্ত স্বরটীকে বাদ দিয়া অন্য স্বর অর্থাৎ বিভক্তির আকার অনুদাত্ত হইবে। এস্থলে প্রকৃতি ও বিকৃতিস্বরের সমাবেশ প্রাপ্ত ছিল।

(গ) "গোপায়" এইপদে দুই প্রকারে দুইটী উদাত্তের সমাবেশ প্রাপ্ত; যথা, "গুপ্" এই আনুপূর্ব্বীটীর "ভূবাদয়ো ধাতবঃ" (পা-১-৩-১) সূত্রানুসারে ধাতুসংজ্ঞা এবং এই গুপ্ ধাতুর উত্তরে "আয়" প্রত্যয় করিলে সেই "আয়" প্রত্যয়ান্ত "গোপায়" এই অংশটুকুর "সনাদ্যন্তা ধাতবঃ" (পা-৩-১-৩২) সূত্র দ্বারা ধাতুসংজ্ঞা হইয়া থাকে। "ধাতোঃ" (পা-৩-১-৩১) সূত্র দ্বারা ধাতুর অন্ত্যস্বরের উদাত্তত্ব বিহিত হইয়াছে বলিয়া, "গুপ্আয়" এস্থলে "গুপ্" ধাতুর অন্ত্যস্বর উকার উদাত্ত এবং উকারের স্থানে ওকার গুণ হইলেও সেই ওকারটীও উদাত্ত হইতে পারে, আর "গোপায়" এই আয় প্রত্যয়ান্তও ধাতুসংজ্ঞক বলিয়া, "গোপায়" এই ধাতুর অন্ত্যস্বর যকারোত্তবর্ত্তী অকারও উদাত্ত হইতে পারে। এইরূপ ওকার ও অন্ত্য অকারে দুইটী উদাত্তের সমাবেশ হইতে পারে; কিন্তু এই সূত্র অনুসারে অন্ত্যঅকারটী উদাত্ত, আর আকার ও ওকার অনুদাত্ত।

(ঘ) "কর্ত্তব্যম্" এইপদে "ধাতোঃ" সূত্র দ্বারা 'কৃ" ধাতুর কর্এর অন্ত্যস্বর অর্থাৎ ককারোত্তরবর্ত্তী অকার, "আদ্যুদাত্তশ্চ" সূত্র অনুসারে "তব্যৎ" প্রত্যয়ের আদিস্বর অর্থাৎ তকারোত্তরবর্ত্তী অকার এবং ৎ ইৎ যায় বলিয়া, "তিৎস্বরিতম্" সূত্র অনুসারে অন্ত্যস্বর অর্থাৎ "ব্য" এই অংশের অকার স্বরিত, এইভাবে দুইটী উদাত্ত ও একটী স্বরিতের সম্বাবেশ প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু এই সূত্র অনুসারে স্বরিতত্বের শ্রুতি হয় এবং অন্যান্য স্বরগুলি অনুদাত্ত হইয়া যায়, সেইজন্য "কর্ত্তব্যম্" এইপদে ক ও র্ত্ত অনুদাত্ত এবং ব্য স্বরিত।

বার্ত্তিককার এই সূত্রের প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়াছেন :—

আগমস্য বিকারস্য প্রকৃতেঃ প্রত্যয়স্য চ।
পৃথক্স্বরনিবৃত্ত্যর্থমেকবর্জং পদস্বরঃ॥

অর্থাৎ আগম, বিকার, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের পৃথক্ স্বর নিবৃত্তিই এই সূত্রের প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ যথা; চত্বারঃ, দধ্না, কর্ত্তব্যম্ ইত্যাদি।

এস্থলে লক্ষণীয় এই যে একাধিক উদাত্ত কিম্বা স্বরিতের সমাবেশ প্রাপ্ত হইলে যেটী শিষ্ট স্বর সেইটীরই শ্রুতি হইবে, অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত; কেননা ভাষ্যকার একটি পরিভাষার দ্বারা শিষ্ট স্বরের বলবত্তা বিধান করিয়াছেন—"সতি শিষ্টস্বরো বলীয়ান্"। অন্যান্যস্বর বর্ত্তমান থাকিতে যে স্বরটীর বিধান করা হয়, উহাকেই সতি শিষ্টস্বর বলা হয়, যথা; "গোপায়" এই পদে "য়" এর অকার সতি শিষ্ট, কেননা "আয়" প্রত্যয় আসার পরে অকারের উদাত্ত বিহিত হইয়াছে; কিন্তু অকারের উদাত্তত্ব বিধানকালে গকারোত্তরবর্ত্তী ওকার উদাত্ত ছিল; সতি শিষ্ট অর্থাৎ একটী

থাকিতে আর একটী হওয়া। এই সূত্র অনুসারে যে উদাত্তটি কিম্বা স্বরিতটী সতি শিষ্ট সেইটী ব্যতীত অন্যান্য স্বরের অনুদাত্তত্বের বিধান করা হইয়াছে।

এস্থলে একটী আশঙ্কা হয় যে যদি সতি শিষ্টস্বরই বলবান হয়, তাহা হইলে "যোঽগ্নিং চিনুতে" "যৌ দ্বৌ সংস্নুতঃ" "পুনীত আত্মানং দ্বাভ্যাম্" ইত্যাদিস্থলে বিকরণ স্বরের প্রসক্তি হইবে; কিন্তু তিঙ্‌স্বর শ্রুত হইয়া থাকে। চি, স্নু প্রভৃতি ধাতুর উত্তরে সার্ব্বধাতুক থাকিতে মধ্যে "নু" এই বিকরণটী পরে আসে বলিয়া ইহা সতিশিষ্ট। বৈয়াকরণগণ তিঙ্‌ ও শিৎ প্রত্যয়কে সার্ব্বধাতুক এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে আগত অংশটীকে বিকরণ বলিয়া থাকেন, যথা "চিনুতে" পদে চি ধাতুর "তে" সার্ব্বধাতুক এবং "নু" বিকরণ। চি, পু ইত্যাদি ধাতুর উত্তরে তিঙ্‌ প্রত্যয় আসিলে তবে মধ্যে সার্ব্বধাতুক-নিমিত্তক "শপ্", "শ্নু" ইত্যাদি বিকরণ আসে। চি ধাতুটী স্বাদিগণীয় ও পু ধাতুটী ক্র্যাদি-গণীয়, সেইজন্য যথাক্রমে "শ্নু" ও "শ্না" বিকরণ মধ্যে আসে। অতএব বিকরণ যেহেতু সতিশিষ্ট সেইজন্য উহারই স্বর বলীয়ান্ বলিয়া শ্রুত হওয়া উচিত; কিন্তু হয় না, কেন না "সতি শিষ্টস্বরো বলীয়ান্" ইহার ব্যতিক্রম আছে—"অন্যত্র বিকরণেভ্যঃ"—অর্থাৎ বিকরণ ব্যতীত স্থলে সতিশিষ্টস্বর বলবান্ হয়। দুইটীর সংমিশ্রণে পরিভাষাটী হয়—"বিকরণেভ্যোঽন্যত্র সতিশিষ্টস্বরো বলীয়ান্" এইরূপ। "চিনুতে" "পুনীত" ইত্যাদিস্থলে বিকরণস্বর সতিশিষ্ট হইলেও উহার শ্রুতি হইবে না; কিন্তু সার্ব্বধাতুক অর্থাৎ "তে" ও "ত" এর উদাত্তস্বর শ্রুত হইবে।

---

* এগুলি সার্বধাতুক ও বিকরণ।

৬ যদি কোনও অনুদাত্ত পরে থাকিতে উদাত্তের লোপ হয়, তাহা হইলে সেই অনুদাত্তের স্থানে উদাত্ত হয় (৬) যথা—'দেবীং বাচমজনয়ন্ত' (ঋ ৮-১০০-১১) (তৈ. ব্রা. ২.৪.৬.১০) 'সা নো দেবী সুহবা শর্ম যচ্ছতু' (তৈ. সং-৩.৩.১১.৪) ইত্যাদি।

'পচাদি'* গণে 'দেবট্' এইরূপ পাঠ থাকায় 'দিব্' ধাতুর উত্তরে 'অচ্' প্রত্যয় করিলে 'দেবঃ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'অচ্' প্রত্যয়ের 'চ্' 'ইৎ' যায় বলিয়া ইহা 'চিৎ' এবং সেইজন্যই 'চিতঃ' (পা ৬।১।১৬৩) এই সূত্র দ্বারা দেব শব্দের অন্ত্য উদাত্ত। এই অন্তোদাত্ত 'দেব' শব্দের উত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। 'ঙীপ্' এর 'ঙ' কার ও 'প' কারের 'ইৎ' সংজ্ঞা হয় বলিয়া ঙীপের ঈকারটি 'পিৎ' এবং সেইজন্য 'অনুদাত্তৌ সুপ্ পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্র দ্বারা ঈ-কারটি অনুদাত্ত। তাহার পর দেব ঈ এই অবস্থায় 'যস্যেতি চ' (পা. ৬।৪।১৪৮) সূত্র দ্বারা বকারোত্তরবর্ত্তী অকারের লোপ হইলে 'দেব্-ঈ'='দেবী' নিষ্পন্ন হয়। এস্থলে 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের ঈ-কারটি অনুদাত্ত এবং 'দেব' শব্দ অন্তোদাত্ত। অনুদাত্ত ঈকার পরে থাকিতে উদাত্ত অকারের লোপ হইয়াছে বলিয়া অনুদাত্ত ঈ-কারটি উদাত্ত হইলে 'দেবী' শব্দে ঈকার উদাত্ত।

৬ অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ (পা. ৬-১-১৬১)
যস্মিন্ননুদাত্তে পরে-উদাত্তো লুপ্যতে তস্য উদাত্তঃ স্যাৎ

* নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ—(পা. ৩-১-১৩৪)

৭ যাহার নকারলোপ হইয়াছে এইরূপ 'অঞ্চ্' ধাতু পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর উদাত্ত হয়(৭) যথা—

'প্রতীচঃ প্রতিযন্তি' (তৈ সং ৩. ৪. ৮. ৫.)

'প্রতীচী দিক্' (তৈ. সং ৪. ৪. ২.১)

'সমীচী নামাসি' (তৈ সং ৫.৫.১০.১.)

'বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ' (তৈ সং ৪. ৪. ৩. ২.)

* 'দেবদ্রীচীং নয়ত দেবয়ন্তঃ' (ঋ· ৩. ১. ১.)

প্রতি উপপদ থাকিতে 'অঞ্চ্' ধাতুর উত্তর 'ঋত্বিক্দধৃক্স্রক্ দিক্' (পা. ৩৷২৷৫৯) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'ক্বিন্' প্রত্যয় করিলে 'প্রতি-অঞ্চ্-ক্বিন্' এই অবস্থায় 'অনিদিতাং হল উপধায়া ক্ঙিতি' (পা. ৬৷৩৷২৬) এই সূত্রদ্বারা নকার লোপ হইলে 'প্রতি-অচ্-ক্বিন্' এই অবস্থায় 'ক্বিন্' এর ককার, ইকার ও নকারের ক্রমশঃ 'লশক্বতদ্ধিতে' (পা. ১৷৩৷৮), 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' (পা. ১৷২৷৩)

৭ চৌ—(পা. ৬-২-১২২) লুপ্তনকারেঽঞ্চতৌ পরে পূর্বস্যান্ত উদাত্তো ভবতি।

* এইরূপ দেবদ্রীচীম্ পদটি পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে 'দেব অচ্' এই অবস্থায় 'বিষ্বগ্দেবয়োশ্চ টেরদ্র্যঞ্চতাবপ্রত্যয়ে' (পা. ৬৷৩৷৬২)—এই সূত্র অনুসারে ক্বিন্ প্রত্যয়ান্ত অঞ্চ্ ধাতু পরে থাকিতে—দেবশব্দের অকারের স্থানে 'অদ্রি' আদেশ হইয়া যায়। তাহা হইলে 'দেবদ্রি অচ্' এই অবস্থায় 'উগিতশ্চ'—(পা. ৪.১.৬) এই সূত্র অনুসারে স্ত্রীপ্রত্যয়ে ঙীপ্ প্রত্যয় হইলে পূর্বোক্তক্রমে 'দেবদ্রি অচ্ ঈ' এইরূপ হওয়ার পর 'অচঃ' সূত্র অনুসারে 'অচ্' এর অকারের লোপ এবং 'চৌ'-এই সূত্র অনুসারে 'দেবদ্রিচ্' এর ইকারের স্থানে ঈকার হইলে 'দেবদ্রীচী' এই অবস্থায় 'চৌ' (পা. ৬৷১৷২২২) সূত্র অনুসারে 'দ্রী' এর ঈকার উদাত্ত হইবে।

ও 'হলন্ত্যম্' (পা. ১।৩।৩) সূত্রদ্বারা ইৎ ও লোপ হইলে 'বেরপৃক্তস্য' (পা. ৬।১।৬৭) সূত্রদ্বারা 'ব্' মাত্রের লোপ হইলে কেবল 'প্রতি-অচ্' অবশিষ্ট থাকিলে এই 'প্রতি-অচ্' এর উত্তর 'শস্' বিভক্তি আসিলে প্রতি-অচ্-অস্ এই অবস্থায় এবং 'উগিতশ্চ' (৪।১।৬) সূত্রদ্বারা 'ঙীপ্' প্রত্যয় হইলে 'প্রতি-অচ্-ঈ' এই অবস্থায়, 'অচঃ' (পা. ৬।৪।১৩৮) সূত্রদ্বারা অকারের লোপ ও 'চৌ' (পা. ৬।৩।১৩৮) সূত্রদ্বারা প্রতিশব্দের ইকারের স্থানে 'ঈ'কার করিলে 'প্রতীচঃ' ও 'প্রতীচী' এইরূপ অবস্থায় 'চ' এর পূর্ব্ববর্ত্তী ঈকার উদাত্ত হইয়া যায়।

'প্রতি-অচ' এই অবস্থায় 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' (পা. ৬।২।১৩৯) সূত্রদ্বারা 'গতির পরবর্ত্তী কৃদন্তের' উত্তরপদপ্রকৃতি স্বর বিধান করিলে সমাস করার পূর্ব্বে যাহা প্রাপ্ত তাহাই হয়, অর্থাৎ 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) সূত্রদ্বারা 'অঞ্চ্' এর অকার উদাত্ত; সেইজন্য 'উপপদমতিঙ্' (পা. ২।২।১৯) সূত্রদ্বারা সমাস করার পরও 'অঞ্চ্' ধাতুর অকার উদাত্ত হইবে এবং 'শস্' প্রভৃতি বিভক্তি ও ঙীপ্ আদি পিৎ প্রত্যয় অনুদাত্ত বলিয়া 'প্রতি-অচ্-অস্' ও 'প্রতি-অচ্-ঈ' এই অবস্থায় অনুদাত্ত পরে থাকিতে 'অচঃ' (পা. ৬।৪।১৩৮) সূত্রদ্বারা 'অঞ্চ্' এর উদাত্ত অকারের লোপ হইলে 'অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ' (পা. ৬।১।১৬১) সূত্রদ্বারা অনুদাত্তের স্থানে উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু উহার বাধক 'চৌ' (পা. ৬।১।২২২) সূত্রদ্বারা 'প্রতীচঃ' ও 'প্রতীচী' পদদ্বয়ে ঈকারের উদাত্ত বিধান করা হইয়াছে। উদাত্ত নিবৃত্তিস্বর হইলে অন্ত্য অকার ও অন্ত্য ঈকার উদাত্ত হইত; কিন্তু নকার লোপ হইলে 'অঞ্চ্' ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের উদাত্ত বিশেষ-সূত্রদ্বারা বিধান হইয়াছে বলিয়া মধ্যবর্ত্তী ঈকার উদাত্ত হইয়া থাকে।

৮ বার্ত্তিককার বলিয়াছেন তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে 'চু'স্বর হয় না। অর্থাৎ নকার লোপ হইয়াছে যাহার এইরূপ 'অঞ্চ্' ধাতুর পরে যদি তদ্ধিত প্রত্যয় থাকে তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণ উদাত্ত হইবে না।(৮) যথা; 'দধীচোঽপত্যম্ দাধীচঃ' ইত্যাদিস্থলে প্রত্যয় স্বরই শ্রুত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অপত্যার্থে 'অণ্' প্রত্যয় হয়, সেই 'অণ্' প্রত্যয়ের অকার 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্রদ্বারা উদাত্ত হইয়াছে। ইহাই এস্থলে সতিশিষ্টস্বর।

৯ 'আমন্ত্রিত' অর্থাৎ সম্বোধনে প্রথমার আদিস্বর উদাত্ত হয়;(৯) যথা—অগ্নে ত্বং নো অন্তিমঃ। (তৈ সং ১. ৫. ৫. ২-৩) বায়ো বীহি স্তোকানাম্। (তৈ সং ১. ৩. ৯. ২)

অগ্নি ও বায়ু শব্দ অন্তোদাত্ত হইলেও সম্বোধনের প্রথমা বিভক্তিতে 'অগ্নে' 'বায়ো' পদে আদ্যুদাত্ত হইবে।

১০ সম্বোধনের প্রথমা বিভক্তি যাহার অন্তে আছে এইরূপ শব্দ, যদি পদের পরে থাকে ও পাদের আদিতে বর্ত্তমান না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ শব্দের সমস্ত স্বরগুলিই অনুদাত্ত হয়।(১০) যথা; ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো। (ঋ. ১।১।৪)*

৮ চোরতদ্ধিতে ইতি বক্তব্যম্—(বা.)

৯ আমন্ত্রিতস্য চ—(পা. ৬-১-১৯৮) 'আমন্ত্রিতম্' ইতি সম্বোধনপ্রথমায়া আমন্ত্রিতসংজ্ঞা উক্তা; তদন্তস্য আদিরুদাত্তঃ স্যাৎ।

১০ আমন্ত্রিতস্য চ (পা. ৮. ১. ১৯) পদাৎ পরস্য অপাদাদিস্থিতস্য আমন্ত্রিত-বিভক্ত্যন্তস্য সর্ব্বস্য অনুদাত্তঃ স্যাৎ। প্রাগুক্তস্য ষাষ্ঠস্যায়মপবাদ আষ্টমিকঃ।

* ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ। অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ॥

এই ঋকে দুইটি আমন্ত্রিতান্ত পদ অর্থাৎ সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি যাহার অন্তে আছে এইরূপ পদ—ইন্দ্র ও চিত্রভানো। ইন্দ্র পদটি কোনও পদের পরবর্ত্তী নয় ও ঋক্‌পাদের আদিতে বর্ত্তমান বলিয়া আষ্টমিক 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্রদ্বারা সর্ব্বস্বর অনুদাত্ত হইতে পারেনা; কিন্তু ষাষ্ঠ 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্রদ্বারা আদ্যুদাত্ত হইবে; সেইজন্য 'চিত্রভানো' এই আমন্ত্রিতান্ত পদটিই আষ্টমিক 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্রের উদাহরণ। ইহা 'যাহি' এই পদের পরবর্ত্তী এবং ঋক্‌পাদের আদিতে বর্ত্তমান নয়।

উদাহৃত ঋগংশটি আর্ষীগায়ত্রীর একটি চরণ। এই পাদ বা চরণের আদিতে বর্ত্তমান 'ইন্দ্র' শব্দ; কিন্তু 'চিত্রভানো' শব্দটি আদিতে বর্ত্তমান নয়।

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমম্।

(তৈ. আ. ১০।১।১৩)

ইহা একটি আষ্টমিক অনুদাত্তের সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ। এস্থলে 'গঙ্গে' 'যমুনে' 'সরস্বতি' তিনটি আমন্ত্রিতান্ত পদের সমস্ত স্বরই অনুদাত্ত। 'মে' পদের পরবর্ত্তী 'গঙ্গে', 'গঙ্গে' পদের পরবর্ত্তী 'যমুনে' ও 'যমুনে' পদের পরবর্ত্তী 'সরস্বতি' পদ আছে এবং ইহারা পাদের আদিতে বর্ত্তমান নহে বলিয়া ইহাদের সর্ব্বানুদাত্ত হইয়া থাকে।

'শুতুদ্রি' পদটি আমন্ত্রিতান্ত হইলেও আষ্টমিক সূত্রদ্বারা সর্ব্বানুদাত্ত হইবেনা; কিন্তু ষাষ্ঠসূত্রের দ্বারা আদ্যুদাত্ত হইবে; যেহেতু ইহা পাদের আদিতে বর্ত্তমান।

'গঙ্গে' 'যমুনে' ও 'সরস্বতি' তিনটি আমন্ত্রিতান্তই সর্ব্বানুদাত্ত হইলেও সংহিতায় সর্ব্বানুদাত্ত থাকেনা কারণ, স্বরিতের পরবর্ত্তী

অনুদাত্তের একশ্রুতি কিম্বা 'প্রচয়' নামক স্বরের বিধান করা হইয়াছে, যথা, 'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্।' (পা. ১।২।৩৯)

প্রচয়স্বরের উচ্চারণ উদাত্তেরই ন্যায় হইয়া থাকে; সেইজন্য লেখার সময় অনুদাত্তের চিহ্ন দেওয়া হয়না। অনুদাত্তের চিহ্ন থাকিলে 'গঙ্গে' 'যমুনে' এইরূপ লেখা হইত; কিন্তু উদাত্তের ন্যায় উচ্চারণ হয় বলিয়া উদাত্তের মত লেখা হয়। সেইজন্য কোনোরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়না। চিহ্ন না দেওয়াই উদাত্তের চিহ্ন। প্রচয়ের উদাত্তেরই ন্যায় শ্রুতি কিম্বা উচ্চারণ হয়, এ সম্বন্ধে প্রাতিশাখ্যে প্রমাণ আছে। যথা, 'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাং প্রচয় উদাত্ত-শ্রুতিঃ' (তৈ. প্রা. ২১।১০)।

সমানবাক্যে নিঘাত যুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যাঃ (বা)। কারণ ও কার্য্য যদি একই বাক্যে থাকে, তাহা হইলে অনুদাত্ত স্বর ও যুষ্মদ্ অস্মদ্ শব্দের স্থানে আদেশ প্রাপ্ত হইবে।

অর্থাৎ পদের পরবর্ত্তী আমন্ত্রিতান্ত শব্দের অনুদাত্ত বিধান করা হইয়াছে এবং যুষ্মদ্ অস্মদ্ শব্দও যদি পদের পরে থাকে, তাহা হইলে উহাদের স্থানে 'তে' 'মে'* প্রভৃতি আদেশ হইয়া থাকে; সুতরাং অনুদাত্তস্বর ও যুষ্মদ্ অস্মদ্ শব্দের আদেশের নিমিত্ত পদ এবং নিমিত্তী অর্থাৎ যাহার অনুদাত্তস্বর ও 'তে' 'মে' আদেশ করা হইবে—উহা হইল আমন্ত্রিতান্ত পদ ও যুষ্মদ্ অস্মদ্ শব্দ। এই আমন্ত্রিতান্ত পদ ও যুষ্মদ্ অস্মদ্ শব্দ একই বাক্যে থাকা উচিত। এস্থলে পদের পরবর্ত্তী বলিতে যে পদের পরে আমন্ত্রিতান্ত ও যুষ্মদ্ অস্মদ্ শব্দ থাকিলে অনুদাত্তস্বর ও তে মে প্রভৃতি আদেশ হয়,

* তেময়াবেকবচনস্য (পা. ৮।১।২২) ষষ্ঠীচতুর্থ্যো [illegible]য়োর্যুষ্মদস্ম-দয়োস্তে মে চ আদেশৌ ভবতঃ।

সেই পদ ধরিতে হইবে। যদি নিমিত্তভূত পদ ভিন্ন-বাক্যস্থ হয়, তাহা হইলে উপর্যুক্ত কার্য্য দুইটি হইবেনা। যথা ; ভবতীহ বিষ্ণুমিত্রঃ দেবদত্তাগচ্ছ। এস্থলে দুইটি বাক্য আছে—ভবতীহ বিষ্ণুমিত্রঃ ও দেবদত্তাগচ্ছ ; সেইজন্য বিষ্ণুমিত্র এই পদের পরবর্ত্তী বলিয়া 'দেবদত্ত' এই আমন্ত্রিতান্ত পদটির অনুদাত্ত স্বর হইবেনা ; এইরূপ 'ওদনং পচ তব ভবিষ্যতি' এই স্থলে 'ওদনং পচ' ও 'তব ভবিষ্যতি' এই দুইটি বিভিন্নবাক্য বলিয়া 'পচ' এই পদের পরবর্ত্তী 'তব' পদের স্থানে 'তে' আদেশ হয়না।

১১ পরবর্ত্তী পদের কার্য করণীয় হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী আমন্ত্রিতান্ত পদ অবিদ্যমানবৎ হইয়া যায়। অবিদ্যমানবৎ অর্থাৎ থাকিলেও না থাকার মত[১১] যথা ;

অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া

ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ। (ঋ. ১. ৩. ২)

এই ঋকে চারিটি পৃথক্ পৃথক নামদ্বারা অশ্বিদেবতার স্তুতি করা হইয়াছে ; সেইজন্য চারিটি প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া, ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষ্য ও অপরটি বিশেষণ, ইহা বলা যায়না। অশ্বিদ্বয় যুগলদেবতা, ইহাদের সঞ্চরণ একই সঙ্গেই হয় ; সেইজন্য দ্বিবচনে প্রযুক্ত চারিটি আমন্ত্রিতান্ত শব্দ—'অশ্বিনৌ' 'পুরুদংসসৌ' 'নরৌ', 'ধিষ্ণ্যৌ'। 'ঔ'কারের স্থানে বেদে 'ডা' অর্থাৎ 'আ' আদেশ হয় বলিয়া অশ্বিনা, পুরুদংসসা, নরা ও ধিষ্ণ্যা এইরূপে আকারান্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। চারিটিই সম্বোধনে প্রথমার দ্বিবচনান্ত। ইহাদের

১১ আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ (পা. ৮. ১. ৭২) পরস্য কার্যে কর্ত্তব্যে পূর্ব্বমামন্ত্রিতমবিদ্যমানবৎ স্যাৎ।

মধ্যে অশ্বিনা, নরা ও ধিষ্ণ্যা তিনটিই পাদের আদিতে বর্ত্তমান বলিয়া যাষ্ঠ 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই সূত্রদ্বারা ইহারা আদ্যুদাত্ত। 'পুরুদংসসা' পদের পূর্ব্বে যে 'অশ্বিনা' আমন্ত্রিতান্ত পদ আছে উহা এই সূত্র অনুসারে 'অবিদ্যমানবৎ' বলিয়া 'পুরুদংসসা' পদটিও পাদের আদিতেই বর্ত্তমান হইয়া যায়; সেইজন্য আষ্টমিক 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্র অনুসারে সর্ব্বানুদাত্ত হইতে পারে না বলিয়া যাষ্ঠ সূত্রদ্বারা আদ্যুদাত্তই হইবে।

অথবা 'ইড়ে রন্তেঽদিতে সরস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি

মহি বিশ্রুত্যেতানি তে অঘ্নিয়ে নামানি।

(তৈ. স. ৭।১।৬।৮)

এইস্থলে 'ইড়ে' পদের অবিদ্যমানবৎ হওয়ায় 'রন্তে' পদের নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত হয়না; এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আমন্ত্রিতান্ত পদের অবিদ্যমানবৎ হওয়ায় পর পর আমন্ত্রিতান্ত পদ সর্ব্বানুদাত্ত হয় না; কিন্তু যাষ্ঠ 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্রদ্বারা আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে। পূর্ব পূর্ব পদগুলি অবিদ্যমানবৎ অর্থাৎ না থাকার মত হইলে পর পর পদগুলি পাদের আদিতে স্থিত হইয়া যায় এবং পদের পরে থাকেনা; সেইজন্য আষ্টমিক সর্বানুদাত্ত হইতে পারেনা।

১২ সমানাধিকরণ আমন্ত্রিতান্ত পদ যদি পরে থাকে, তাহা হইলে বিশেষ্যবোধক পদ অবিদ্যমানবৎ হয় না[১২]; যথা, 'অগ্নে তেজস্বিন্' (তৈ. সং. ৩।৩।১।১) এস্থলে 'তেজস্বিন্' পদটি সমানাধিকরণ অর্থাৎ বিশেষণ এবং 'অগ্নে' পদটি বিশেষ্য। বিশেষণ পরে

১২ নামন্ত্রিতেসমানাধিকরণে সামান্যবচনম্(পা. ৮. ১. ৭৩) সমানাধিকরণে আমন্ত্রিতান্তে পরতঃ সামান্যবচনং বিশেষ্যম্ অবিদ্যমানবৎ ন ভবতি।

থাকিতে বিশেষ্যপদ অবিদ্যমানবৎ হয় না বলিয়া 'তেজস্বিন্' এই আমন্ত্রিতান্ত পদটি পদের পরে আছে; এবং পাদের আদিতেও উহা বর্ত্তমান নয়; সেইজন্য আষ্টমিক 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্র অনুসারে দ্বিতীয় আমন্ত্রিতান্ত পদটি সর্ব্বানুদাত্ত হইবে।

১৩ সমানাধিকরণ আমন্ত্রিতান্ত পদ পরে থাকিতে পূর্ব্ববর্ত্তী আমন্ত্রিতান্ত পদ বহুবচনান্ত হইলে, উহা বিকল্পে অবিদ্যমানবৎ হয় না।[১৩] যথা 'ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আগত।' (ঋ. ১।৩।৭)।

এই ঋকে ওমাসঃ এই বহুবচন আমন্ত্রিতান্ত পদটি অবিদ্যমানবৎ না হওয়ায় উহার পরবর্ত্তী 'চর্ষণীধৃতঃ' পদটির আষ্টমিক 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্রদ্বারা সর্বানুদাত্ত স্বর হয়। যদি 'ওমাসঃ' পদটি অবিদ্যমানবৎ হইত, তাহা হইলে পদের পরে না থাকায় 'চর্ষণীধৃত' পদটির সর্বানুদাত্ত স্বর হইত না; কিন্তু ষাষ্ঠসূত্রদ্বারা আদ্যুদাত্ত হইত।* যেমন—'অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা' এইস্থলে 'অশ্বিনৌ' 'পুরুদংসসৌ' ও 'নরৌ' তিনটিই দ্বিবচনান্ত পদ বলিয়া 'আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ' (পা. ৮।১।৭২) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্বটির 'অবিদ্যমানবৎ' হয়

১৩ বিভাষিতং বিশেষবচনে (পা. ৮. ১. ৭৪) সমানাধিকরণামন্ত্রিতান্তে বিশেষণবোধকে পদে পরতঃ পূর্ব্বমামন্ত্রিতান্তং বিশেষ্যবচনং, বহুবচনমবিদ্যমানবদ্ বা ভবতি। অত্র ভাষ্যকৃতা বহুবচনমিতি পুরিতম্।

* দেবীঃষড়ুর্বীরুরু ণঃ কৃণোত। (ঋ ১০. ১২৮. ৫) এস্থলেও 'দেবীঃ' পদটি অবিদ্যমানবৎ না হওয়ায় পদের পরে থাকার জন্য 'ষড়্' এই পদটি আষ্টমিক সূত্র অনুসারে নিঘাত হইয়া যায়।

বলিয়া পরবর্ত্তী আমন্ত্রিতান্ত পদের ষাষ্ঠসূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে। 'অশ্বিনা' পদটি পূর্ব্বে না থাকার মত; সেইজন্য 'পুরুদংসসা' পদটি আদ্যুদাত্ত এবং 'পুরুদংসসা' পদটিও 'নরা' পদের পূর্ব্বে না থাকার মত বলিয়া ষাষ্ঠ সূত্র দ্বারা উহাও আদ্যুদাত্ত পদ।

১২ সুবন্তের পরে যদি আমন্ত্রিতান্ত পদ থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী সুবন্তপদ, পরবর্ত্তী আমন্ত্রিতান্ত পদের অবয়বের মত হইয়া যায়। অর্থাৎ একটি আমন্ত্রিতান্ত পদে যে স্বর হইবে, সেই স্বরই আমন্ত্রিতান্ত পদের পূর্ব্ববর্ত্তী সুবন্ত ও পরবর্ত্তী আমন্ত্রিতান্ত দুইটি সমুদায়ের হইয়া থাকে। যদি সুবন্ত ও আমন্ত্রিতান্ত পদ পাদের আদিতে না থাকে তাহা হইলে আষ্টমিক আমন্ত্রিত নিঘাত দুইটি পদ সমুদায়েরই হয় এবং যদি পাদের আদিতেই সুবন্ত ও উহার পরে আমন্ত্রিতান্ত পদ থাকে, তাহা হইলে সুবন্ত ও আমন্ত্রিতান্ত পদ এই দুইটি সমুদায়ের আদিস্বর ষাষ্ঠ 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্র অনুসারে হইয়া থাকে, স্বর যদি করণীয় হয়। স্বরব্যতীত অন্য কিছু করণীয় হইলে পরাঙ্গবদ্ হইবে না।[১৪] যথা—

অশ্বিনা যজ্বরীরিষো দ্রবৎপাণী শুভস্পতী।

পুরুভুজা চনস্যতম্। (ঋ ১।৩।১)।

এই ঋকে 'শুভস্পতী' ইহার উদাহরণ। 'শুভ শুম্ভ ধাতুর উত্তরে ভাবে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিলে 'শুব্' এই পদ নিষ্পন্ন হয়। ইহার ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'শুভঃ' এইরূপ পদ হইয়া থাকে।

১৪ সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎস্বরে (পা. ২-১-২) সুবন্তমামন্ত্রিতান্তে পরতঃ পরস্য অঙ্গবদ্ ভবতি স্বরে কর্ত্তব্যে।

'পতী' সম্বোধন পদ। ঐ 'পতী' পরে থাকিতে 'শুভঃ' পদের বিসর্গের স্থানে 'স্' হইয়া যায়, 'ষষ্ঠ্যা পতিপুত্রপৃষ্ঠপারপদ-পয়স্পোষেষু' (পা. ৮।৩।৫৩।)—এই সূত্র অনুসারে। এই 'শুভস্' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদটি 'পতী' এই আমন্ত্রিতান্ত পদের অবয়বের মত হইয়া গেলে 'শুভস্পতী' এই সমুদায়ের আদিস্বর 'আমন্ত্রিতস্য চ' ষাষ্ঠ-সূত্রানুসারে উদাত্ত হইল। আষ্টমিক সূত্র অনুসারে ইহার সর্বানুদাত্ত হইতে পারে না; কারণ আষ্টমিক সর্বানুদাত্ত করিতে গেলেই 'আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ' (৮।১।৭২) সূত্রদ্বারা 'দ্রবৎপাণী' পদটি অবিদ্যমানবৎ অর্থাৎ না থাকার মত হইয়া যাইবে; তাহা হইলে 'শুভস্পতী' পাদের আদিতে বিদ্যমান হইয়া যায়; কিন্তু পাদের আদিতে বিদ্যমান আমন্ত্রিতান্ত পদের সর্বানুদাত্তত্ব হইতে পারে না; যেহেতু 'আমন্ত্রিতস্য' চ (পা. ৮।১।১৯) সূত্রে 'অনুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদৌ' (পা ৮।১।১৮) সূত্রটি অনুবৃত্ত হইয়াছে।

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা।

ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে। (ঋ ১-২-৮)

এই ঋকে মিত্রাবরুণৌ, ঋতাবৃধৌ ও ঋতাস্পৃশা তিনটিই সম্বোধন পদ বলিয়া আষ্টমিক 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্র অনুসারে সর্ব্বানুদাত্ত হইয়া যায়। 'মিত্রাবরুণৌ' এই সম্বোধন পদটি 'ঋতেন' এই পদের পরবর্ত্তী। 'মিত্রাবরুণৌ' পদের পরবর্ত্তী 'ঋতাবৃধৌ' এবং 'ঋতাবৃধৌ' এই পদের পরবর্ত্তী 'ঋতস্পৃশৌ' সর্ব্বানুদাত্ত। 'ঋতস্পৃশৌ' পদ হইতেই 'ঋতস্পৃশা' হইয়াছে। 'ঔ' বিভক্তির স্থানে 'ডা' আদেশ করিলেই ইহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। 'ঋতাবৃধৌ' ও 'ঋতস্পৃশৌ' দুইটিই 'মিত্রাবরুণৌ' পদের বিশেষণ। 'ঋতস্পৃশা'

পদটি ‘ঋতাবৃধৌ’ পদের পরবর্ত্তী ও পাদের আদিতে অবিদ্যমান; সেইজন্য ইহাও আষ্টমিক সূত্র অনুসারে সর্বানুদাত্ত; কিন্তু ‘ঋতাবৃধৌ’ পদটি কি করিয়া সর্বানুদাত্ত হইতে পারে? কারণ ইহা পাদের আদিতে বর্ত্তমান। ‘ঋতাবৃধাবৃতস্পৃশা’ ইহা গায়ত্রীছন্দের অষ্টাক্ষরাত্মক একটি পাদ।

ইহার উত্তর এই যে ‘সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে’ (পা. ২।১।২) সূত্রদ্বারা মিত্রাবরুণৌ পদটি ‘ঋতাবৃধৌ’ পদের অঙ্গবৎ হইয়া গেলে ‘মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধৌ’ এই দুইটিকে মিলিতভাবে আমন্ত্রিতান্ত পদ ধরিতে হইবে, তাহা হইলে ‘ঋতাবৃধৌ’ পদটি পাদের আদিতে বিদ্যমান নয়; সেইজন্য ইহার আষ্টমিক সূত্র অনুসারে সর্বানুদাত্তত্ব করিতে কোনো বাধা নাই। অর্থাৎ ‘মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধৌ’ এই দুইটিকে একটি আমন্ত্রিতান্ত ধরিয়া যদি সর্বানুদাত্ত করা হয়, তাহা হইলে ‘ঋতাবৃধৌ’ পদটিও সর্বানুদাত্ত হইয়া পড়ে। উহাকে একটি পৃথক্ পদ ধরিয়া পাদের আদিতে বিদ্যমান একথা বলা যায় না।

প্রশ্ন ঃ—‘ঋতেন’ এই পদটিও মিত্রাবরুণৌ পদের অঙ্গবৎ হইলে ‘মিত্রাবরুণৌ’ এই আমন্ত্রিতান্ত পদের অবয়ব হওয়ায় ‘ঋতেন মিত্রাবরুণৌ’ এই সমুদয়টিকেও আমন্ত্রিতান্ত পদ ধরিতে পারা যায়। উহা পাদের আদিতে বিদ্যমান অথচ পদের পরবর্ত্তী নয়; সেইজন্য ষাষ্ঠ ‘আমন্ত্রিতস্য চ’ (পা. ৬।১।১৯০) সূত্র দ্বারা উক্ত সমুদায় আদ্যুদাত্ত কেন হইবে না? সমুদায় আদ্যুদাত্ত হইলে ‘ঋতেন’ ইহাও আদ্যুদাত্ত অর্থাৎ ঋকারের উদাত্ত হওয়া উচিত?

উত্তর—‘ঋতেন’ এই পদটির অন্বয় ‘আশাথে’ এই তিঙন্ত পদের সহিত। কিন্তু ‘মিত্রাবরুণৌ’ পদের সঙ্গে উহার কোনও সম্পর্ক না থাকায়, উহাদের মধ্যে কোনরূপ পরস্পরান্বয়াত্মক সামর্থ্য নাই। যাহার সঙ্গে যে পদের সামর্থ্য নাই সেই অনন্বিত পদের অঙ্গবদ

ভাব হইতে পারে না ; কারণ পরাঙ্গবদ্ভাব-বিধায়কসূত্রে সুবন্ত ও আমন্ত্রিত এই দুইটি পদের আশ্রয় করা হইয়াছে বলিয়া, ইহা পদবিধি, এবং পদবিধি হইলেই উহা সামর্থ্যাশ্রিত অর্থাৎ যে স্থলে পরস্পরান্বয়াত্মক সামর্থ্য আছে ; সেই স্থলেই পদবিধি হইবে 'সমর্থঃ পদবিধিঃ' (পা. ২।২।১)। 'মিত্রাবরুণৌ' 'ঋতাবৃধৌ' দুইটি পদই সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে অন্বিত ; সেইজন্য 'মিত্রাবরুণৌ' পদটি 'ঋতাবৃধৌ' পদের অঙ্গবৎ হওয়ায় উহা পাদের আদিতে বিদ্যমান নয় বলিয়া আষ্টমিক সর্বানুদাত্ত হইতেও কোন বাধা নাই।

যে স্থলে পরস্পরান্বয়াত্মক সামর্থ্য থাকে, সে স্থলে পরাঙ্গবদ্ভাব হয়ই ; যথা—'মরুতাং পিতস্তদহং গৃণামি'। (তৈ. সং ৩।৩।৯।১) এই মন্ত্রে 'পিতঃ' এই সম্বোধন পদের অঙ্গবদ্ভাব হওয়ায় 'মরুতাং পিতঃ' সমুদায় পদটিকে আমন্ত্রিতান্ত পদ ধরিয়া আদ্যুদাত্ত করা হইয়াছে ; উহা পাদের আদিতে বিদ্যমান, অথচ পদের পরবর্ত্তী নয় বলিয়া আদ্যুদাত্ত। পরাঙ্গবদ্ভাব হইলে 'মরুৎ' পদটি অন্তোদাত্ত থাকে, যথা—'পৃশ্নিয়ৈ বৈ পয়সো মরুতো জাতাঃ' (তৈ সং ২।২।১১।৪) এই স্থলে 'মরুতঃ' পদে অন্তোদাত্ত প্রযুক্ত। 'মৃগ্রোরুতিঃ' (উ. সূ. ১।৯৪।) সূত্র অনুসারে 'মৃ' ধাতুর উত্তরে 'উৎ' প্রত্যয় করিলে 'মরুৎ' পদ নিষ্পন্ন হয়। 'উৎ' প্রত্যয়ের উকার 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্র অনুসারে উদাত্ত বলিয়া 'মরুৎ' পদের উকার উদাত্ত।

১৫ ষষ্ঠ্যন্ত ও আমন্ত্রিতান্ত-বাচ্য ক্রিয়ার প্রতি যাহা কারক ইহাদের পরাঙ্গবদ্ভাব হয় ; অন্যের হয় না।[১৫] যথা—

[১৫] ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতান্তকারকবচনম্। ষষ্ঠ্যন্তম্, আমন্ত্রিতান্তবাচ্যক্রিয়াং প্রতি যৎ কারকং তচ্চ পরাঙ্গবৎ ভবতি নান্যৎ—(বা.)

(ক) মরুতাং পিতস্তদহং গৃণামি।

(খ) তীক্ষ্ণেণ পরশুনা বৃশ্চন্।

প্রথমটিতে 'মরুতাম্' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদটি 'পিতঃ' এই পদের পরাঙ্গবৎ হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে 'বৃশ্চন্' এই আমন্ত্রিতান্তবাচ্য যে ছেদনক্রিয়া উহার প্রতি করণ কারক যে 'পরশুনা' এই তৃতীয়ান্ত পদ, উহা 'বৃশ্চন্' এই পদের অঙ্গবৎ হইয়াছে। অন্যত্র হয় না যথা 'ঋতেন' এই তৃতীয়ান্ত পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হয় না।

'সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে' (পা. ২।১।২) সূত্রে সুবন্ত ও আমন্ত্রিত এই দুইটি পদের আশ্রয় করা হইয়াছে বলিয়া ইহা পদবিধি এবং পদবিধি হইলেই পরস্পরান্বয়াত্মক সামর্থ্যাশ্রিত হইবে, অর্থাৎ যে স্থলে পরাস্পরান্বয়াত্মক সামর্থ্য নাই সেই স্থলে পরাঙ্গবদ্ভাব হইবে না। 'ঋতেন' পদের অন্বয় 'আশাথে' এই তিঙন্তের সহিত; কিন্তু 'মিত্রাবরুণৌ' আদি আমন্ত্রিতান্ত পদের সঙ্গে উহার অন্বয় নাই; সেইজন্য পরাঙ্গবদ্ভাব হইবে না। সুতরাং বার্তিক স্বীকার করার কোনও প্রয়োজন নাই, ইহাই মহাভাষ্যকারের যুক্তি।

১৬ সমানাধিকরণ সুবন্তেরও পরাঙ্গবদ্ভাব হয়।[১৬] যথা—'তীক্ষ্ণেণ পরশুনা বৃশ্চন্'।

এস্থলে 'বৃশ্চন্' এই আমন্ত্রিতান্ত বাচ্য ক্রিয়া—ছেদন ক্রিয়া, ইহার প্রতি 'পরশুনা' এই করণকারকের পরাঙ্গবদ্ভাব হইয়া যায়; কিন্তু 'তীক্ষ্ণেণ' এই পদটির অব্যবহিত পরে আমন্ত্রিতান্ত পদ নাই, মধ্যে 'পরশুনা' পদের ব্যবধান আছে; সেইজন্য পরাঙ্গবদ্ভাব প্রাপ্ত নাই বলিয়া বার্তিককার বিধান করিয়াছেন। এস্থলে 'তীক্ষ্ণেণ' এই পদটি 'পরশুনা' এই বিশেষ্য পদটির সমানাধিকরণ অর্থাৎ বিশেষণ; সেইজন্য উহা পরশুনা এই পদটির অঙ্গবৎ হইয়া যায়।

১৬ সুবন্তস্য পরাঙ্গবদ্ভাবে সমানাধিকরণস্য উপসংখ্যানম্ (বা)

প্রশ্ন ঃ—'পরশুনা' এই পদটি 'বৃশ্চন্' এই পদের অঙ্গবৎ হইয়া গেলে 'পরশুনা বৃশ্চন্' সমুদায়কেই আমন্ত্রিতান্ত পদ ধরিয়া উহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী 'তীক্ষ্ণেন' এই পদটির পরাঙ্গবদ্‌ভাব করিতে বাধা কি ?

উত্তর ঃ—স্বর যদি করণীয় হয়, তবেই পরাঙ্গবদ্‌ভাব হইবে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এস্থলে স্বর করণীয় নয় ; কিন্তু পরাঙ্গবদ্‌ভাব করিয়া 'বৃশ্চন্' এই আমন্ত্রিতের সঙ্গে 'পরশুনা' এই পদটির ঐক্যসাধন করাই উদ্দেশ্য। এইরূপ আমন্ত্রিতান্ত পদের সহিত ঐক্যবিধান করিবার জন্য পরাঙ্গবদ্‌ভাব করা যায় না ; সেইজন্য 'পরশুনা' এই পদের ব্যবধান থাকায় 'বৃশ্চন্' এই আমন্ত্রিতান্ত পদটি অব্যবহিত পরে নাই বলিয়া সমানাধিকরণের পরাঙ্গবদ্‌ভাবের উপসংখ্যান বা বিধান করা হইয়াছে।

১৭ অব্যয়ের পরাঙ্গবদ্‌ভাব হয়না।[১৭] যথা—'উচ্চৈরধীয়ান' 'নীচৈরধীয়ান' ইত্যাদিস্থলে পরাঙ্গবদ্‌ভাব হইলে ষাষ্ঠ 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্রদ্বারা আদ্যুদাত্ত হইত। কিন্তু ঐ দুইটি শব্দই স্বরাদিতে অন্তোদাত্ত পঠিত।* 'অধীয়ান' এই সম্বোধন পদ পরে থাকিতেও ঐ দুইটি অব্যয় অন্তোদাত্তই থাকে।

১৭ (বা) অব্যয়ানাং প্রতিষেধো বক্তব্যঃ।

* এস্থলে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে "উচ্চৈরধীয়ান" ইত্যাদি প্রয়োগে যদি আদ্যুদাত্ত নিষেধ করাই উক্ত বার্ত্তিকের তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে উহা একেবারেই নিরর্থক হইয়া যায়, কারণ উক্তস্থলে পরাঙ্গবদ্‌ভাবের নিষেধবশতঃ ষাষ্ঠ 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্র অনুসারে আদ্যুদাত্ত না হইলেও 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ"—এই ফিট্‌সূত্র অনুসারে 'উচ্চৈঃ' ইত্যাদি পদের আদ্যুদাত্ত হইয়া যাইবে—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'উচ্চৈঃ' প্রভৃতি অব্যয়গুলির স্বরাদিগণে পাঠ (পা. ১. ১. ৩৭) থাকায় নিপাত ধরিয়া উহাদের আদ্যুদাত্ত হইবে না। স্বরাদিগণে 'উচ্চৈস্' 'নীচৈস্' শব্দগুলি অন্তোদাত্ত পঠিত হইয়াছে, ইহাই বিশেষ বিধি ; সুতরাং নিষেধ করার ফল হইল এস্থলে অন্তোদাত্ত শ্রুতি।

অব্যয়ীভাব সমাস অব্যয় হওয়া সত্ত্বেও পরাঙ্গবৎ হইয়া যায় ; যথা—'উপাগ্ন্যধীয়ান' ইত্যাদি।

'উপাগ্নি' পদটি যদিও অব্যয়, কিন্তু ইহার পরাঙ্গবদ্‌ভাব হইয়া যায় ; সেইজন্য 'উপাগ্ন্যধীয়ান' এই সমুদায়টিকে একটি আমন্ত্রিতান্ত পদ ধরিয়া ষাষ্ঠ 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্র অনুসারে ইহা আত্ম্যুদাত্ত অর্থাৎ উকারটি উদাত্ত।

কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বাঙ্গবৎ অর্থাৎ পূর্ব্বপদের অঙ্গের ন্যায় পরবর্ত্তী পদ হইয়া যায়—পূর্বাঙ্গবচ্চেতি বক্তব্যম্ (বা), ফলে 'আ তে পিতর্মরুতাম্' (ঋ. ২-৩৩-১) 'প্রতি ত্বা দুহিতর্দিবঃ' (ঋ. ৭-৮১-৩) ইত্যাদিস্থলে 'মরুতাম্'—এই পদটি 'পিতঃ'—আমন্ত্রিতান্ত-পদের অঙ্গবৎ হওয়ায়, আষ্টমিক 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্র অনুসারে 'পিতর্মরুতাম্'—এই দুইটি পদের সর্বানুদাত্ত হইয়া যায়। এইরূপ 'দুহিতর্দিবঃ'—এই পদদ্বয়েরও সকল স্বরগুলি অনুদাত্ত হয়। এই অনুদাত্তগুলি স্বরিতের পরে থাকায় সংহিতায় প্রচয় স্বর হয় বলিয়া উদাত্তশ্রুতি হইয়া থাকে।

১৮ উদাত্ত কিম্বা স্বরিতের স্থানে জায়মান 'য্' কিম্বা 'ব্' এর পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত হইয়া যায়। ([১৮])

যথা—(ক) সো অর্ণবো ন নদ্যঃ সমুদ্রিয়ঃ (ঋ. ১।৫৫।২)

(খ) অজা হ্যগ্নেরজনিষ্ট গর্ভাৎ সা বা অপশ্যৎ (তৈ. সং ৪।২।১০।৪)

(গ) খলপ্ব্যাশা

১৮ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য (পা. ৮।২।৪) উদাত্তস্য স্বরিতস্য বা স্থানে যো যণ্ ততঃ পরস্য অনুদাত্তস্য স্বরিতঃ স্যাৎ।

(ক) 'নদ্* অব্যক্তে শব্দে' ধাতুর উত্তরে কর্ত্তায় 'অচ্' প্রত্যয় হইলে 'নদ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'চ্' ইৎ হইলে 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্র দ্বারা অন্তোদাত্ত হয়; সেইজন্য 'নদ' এই প্রাতিপদিকটি অন্তোদাত্ত অর্থাৎ দকারোত্তরবর্ত্তী অকার উদাত্ত। 'পচাদি'গণে 'নদট্' এইরূপ টকার অনুবন্ধ করিয়া পাঠ করা হইয়াছে; সেইজন্য উহা টকারেৎ সংজ্ঞক বলিয়া 'টিড্ঢাণঞ্দ্বয়সজ্—(পা. ৪।১।১৫†) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'ঙীপ্' করিয়া 'ঙ্' ও 'প্' এর ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে যে ঈ-কার থাকে উহা 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্র অনুসারে 'প্' ইৎ সংজ্ঞক বলিয়া অনুদাত্ত।

'নদ ঈ' এইরূপ অবস্থায় 'যস্যেতি চ' (পা. ৬।৪।১৪৮) সূত্র অনুসারে দকারোত্তরবর্ত্তী উদাত্ত অকারের লোপ হইলে 'নদ্ ঈ' এইরূপ অবস্থায় অনুদাত্ত ঈকার উদাত্ত হইয়া যায়, কারণ যে অনুদাত্ত পরে থাকিতে উদাত্তের লোপ হয়, সেই অনুদাত্তের স্থলে উদাত্ত আদেশ হইয়া যায়—'অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ' (পা. ৬।১।১৬১)। তাহা হইলে 'নদী' শব্দ অন্তোদাত্ত হইল। ইহার পরে প্রথমার বহুবচনে 'জস্' বিভক্তি আসে, উহা 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্র অনুসারে অনুদাত্ত। 'জ্' ইৎ গেলে 'নদী অস্' এই অবস্থায় 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) সূত্রদ্বারা উদাত্ত ইকারের স্থানে 'য্' আদেশ করিলে, এই উদাত্ত-স্থানিক 'য্' এর পরবর্ত্তী অনুদাত্ত অকারের স্বরিত হইয়া যায়; সেইজন্য 'নদ্যস্' এই অবস্থায় 'দ্য' এর অকার স্বরিত, 'স্' এর 'র্' ও 'র্' এর বিসর্গে 'নদ্যঃ'।

(খ) 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮০) এই ফিট্ সূত্র

* ধাতুপাঠে 'ণদ অব্যক্তে শব্দে'—এইরূপ মূর্ধন্যযুক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়।

† টিড্ঢাণঞ্দ্বয়সজ্দঘ্নঞ্মাত্রচ্তয়প্ঠক্ঠঞ্কঞ্ক্বরপঃ

অনুসারে ‘হি’ এই নিপাতটি উদাত্ত এবং ‘অগ্নি’ পদের অকার অনুদাত্ত। ‘অগি’ ধাতুর উত্তরে ‘অঙ্গের্নলোপশ্চ’ (৪৯৯) উণাদি সূত্রের দ্বারা ‘নি’ প্রত্যয় এবং ইদিৎ ধাতুর যে ‘ইদিতো নুম্‌-ধাতোঃ’ (পা. ৭।১।৫৮) সূত্র অনুসারে ‘নুম্‌’ আগম হয় সেই ন-কারের লোপ হইলে, অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে যে ‘নি’ প্রত্যয় আছে উহা ‘আদ্যুদাত্তশ্চ’ (পা. ৩।১।৩) সূত্র দ্বারা উদাত্ত। ‘নি’ প্রত্যয়টি উদাত্ত হইলেই ‘অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্‌’ (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্র অনুসারে অকার অনুদাত্ত। এই অনুদাত্ত অকার পরে থাকিতে উদাত্ত ‘হি’ এর ইকারের স্থানে ‘ইকো যণচি’ (পা. ৬।১।৭৭) সূত্র অনুসারে ‘য্‌’ আদেশ করিলে অনুদাত্ত অকারের স্থানে স্বরিত হইয়া যায়; সেইজন্য ‘হ্যগ্নেঃ’ এইস্থলে ‘হ্য’ এর অকার স্বরিত।

(গ) স্বরিত ‘য্‌’ এর পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে স্বরিতের উদাহরণ ‘খলপ্ব্যাশা’। ‘খলং পুনাতি’ এই অর্থে খল উপপদ থাকিতে ‘পূ’ ধাতুর উত্তরে ‘ক্বিপ্‌’ প্রত্যয় করিলে ‘খলপূ’ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ‘পূ’ ধাতুটি ‘ধাতোঃ’ (পা ৬।১।১৬২) সূত্রদ্বারা অন্তোদাত্ত। ক্বিপ্‌ প্রত্যয় করার পর ‘উপপদমতিঙ্‌’ (পা. ২।২।১৯) সূত্রদ্বারা উপপদতৎপুরুষ সমাস করিলে ‘গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ’ (পা. ৬।২।১৩৯) সূত্র অনুসারে খল এই উপপদের পরবর্ত্তী ‘পূ’ এই কৃদন্ত উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হয়। প্রকৃতিস্বরের অর্থ সমাস হওয়ার পূর্ব্বে যে স্বর হয়; সেই স্বরই সমাসের পরেও থাকে। এস্থলে সমাস হওয়ার পূর্ব্বে যে অন্তোদাত্ত ছিল উহাই সমাস হওয়ার পরও থাকিল অর্থাৎ ‘খলপূ’ শব্দের উকার উদাত্ত। এই ‘খলপূ’ শব্দের ‘কৃৎতদ্ধিতসমাসাশ্চ’ (পা. ১।২।৪৬) সূত্র অনুসারে প্রাতি-পদিক সংজ্ঞা করার পর উহার উত্তরে সপ্তমীতে ‘ঙি’ বিভক্তি আসিলে ‘ঙ্‌’ ইৎ গেলে ‘খল পূ ই’ এই অবস্থায় ‘অনুদাত্তৌ

স্বপ্পিতৌ' (পা. ৩৷১৷৪) সূত্রদ্বারা বিভক্তির ইকার অনুদাত্ত এবং 'ওঃ সুপি' (পা. ৬৷৪৷৮৩) সূত্র দ্বারা 'পূ' এর উদাত্ত উ-কারের স্থানে 'ব' করার পর 'উদাত্ত' যণ্ এর পরবর্ত্তী অনুদাত্ত ই-কারের স্থানে এই সূত্র অনুসারে 'স্বরিত' হইয়া যায় অর্থাৎ 'খলপ্বি' পদে ই-কার স্বরিত। 'আশা' শব্দ 'আশায়া অদিগাখ্যা চেৎ' (১৮) এই ফিট্ সূত্রদ্বারা অন্তোদাত্ত হইলে 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬৷১৷১৫৮) সূত্রদ্বারা 'আশা' শব্দের প্রথম আকারটি অনুদাত্ত। তাহার পর 'খলপ্বি' পদের সহিত 'আশা' পদের সন্ধি করিয়া 'খলপ্বি আশা' এই অবস্থায় 'ইকো যণচি' (পা. ৬৷১৷৭৭) সূত্র অনুসারে স্বরিত ইকারের স্থানে 'য্' আদেশ করিলে 'খলপ্ব্ য্ আশা' এই অবস্থায় স্বরিত ই-কারের স্থানে জায়মান য-কারের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত আকারের স্থানে স্বরিত হইয়া গেলে 'খলপ্ব্যাশা' পদে 'প্ব্যা' এর আকার স্বরিত স্বর। এই সূত্রটি 'ত্রিপাদী' এবং 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' সূত্র সপাদসপ্তাধ্যায়ী, সেইজন্য 'পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্' (পা. ৮৷১৷১) সূত্র অনুসারে এই সূত্র দ্বারা নিষ্পন্ন স্বরিত অসিদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত হইল না।

১৯ উদাত্ত ও অনুদাত্ত, উদাত্ত ও উদাত্ত, এবং উদাত্ত ও স্বরিতের স্থানে একাদেশ হইলে উদাত্তই হইয়া থাকে[১৯] যথা ;—

[১৯] একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ (পা ৮৷২৷৫) উদাত্তেন সহ একাদেশঃ উদাত্তঃ স্যাৎ। উদাত্তবত্যেকীভাব উদাত্তং সন্ধ্যমক্ষরম্ (ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য—৩৷১১)। উদাত্তমুদাত্তবতি—(তৈ. প্রাতিশাখ্য—১০৷১০) উদাত্তধর্ম্মবিশিষ্টে বর্ণে পূর্ব্বতঃ পরত উভয়তো বা স্থিতে উভে অপ্যেকাদেশমাপন্ন উদাত্তধর্ম্মমাপ্নুতঃ (ত্রিভাষ্যরত্নম্)।

(ক) সবিতা প্রার্পয়তু। (তৈ. সং ১।১।১।১)

(খ) জাতৌ বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপৌ। (তৈ. সং ১।৮।২১।৫)

(গ) ব্রহ্ম যচ্ছাপ। (তৈ. সং ১।১।৭।৩)

(ঘ) মৈত্রাবরুণীত্যাহ। (তৈ সং ২।৬।৭।৪)

(ঙ) নরা জুজুষাণোপ যাতম্ (ঋ. ২।৩৯।৮)

(চ) সবনমুখে সবনমুখে কার্য্যেতি। (তৈ. সং ৭।৫।৫১)

(ছ) ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসঃ। (ঋ ১।৯।১)

(ক) 'প্র' এই উপসর্গের অকার 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্' (ফি. ৮১) এই ফিট্ সূত্র অনুসারে উদাত্ত এবং 'অর্পয়তু'—এই তিঙন্ত পদটি 'তিঙ্ ঙতিঙঃ' (পা. ৮।২১।২৮) সূত্র অনুসারে সর্বানুদাত্ত। অতএব 'প্র' এই উপসর্গের উদাত্ত অকার এবং 'অর্পয়তু' এই সর্ব্বানুদাত্ত তিঙন্তপদের অনুদাত্ত অকার, উভয়ের স্থানে জাত যে 'প্রা' এইরূপ দীর্ঘ একাদেশ ইহা উদাত্ত স্বরই হইয়া থাকে ; সেইজন্য 'প্রার্পয়তু' এই পদে 'প্রা' এর আকার উদাত্ত।

(খ) 'জাত' শব্দ 'ক্ত'-প্রত্যয়ান্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত ; কারণ 'ক্ত' প্রত্যয়টি 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্র অনুসারে উদাত্ত এবং উহা অন্তে থাকায় 'জাত' শব্দটি অন্তোদাত্ত। উহার উত্তরে প্রথমার দ্বিবচনে 'ঔ' বিভক্তি 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্র অনুসারে অনুদাত্ত। 'জাত+ঔ' এইরূপ অবস্থায় 'বৃদ্ধিরেচি' (পা. ৬।১।৮৮) সূত্র অনুসারে উদাত্ত অকার ও অনুদাত্ত ঔকার ;

এই দুইটির স্থানে যে একটি ঔকার বৃদ্ধি একাদেশ হইয়া 'জ্ঞাতৌ' হয়, ঐ ঔকারটির উদাত্ত স্বর হয়।

(গ) 'যচ্ছ' এই তিঙন্তপদটি 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্র অনুসারে সর্ব্বানুদাত্ত এবং 'অপ' এই উপসর্গটি 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জম্' (ফি. ৮১) এই ফিট্‌সূত্র অনুসারে আদ্যুদাত্ত। 'যচ্ছ+অপ' এইরূপ অবস্থায় সন্ধি করিয়া দীর্ঘ একাদেশ করিলে অনুদাত্ত ও উদাত্ত অকারদ্বয়ের স্থানে 'যচ্ছাপ' এইরূপ দীর্ঘ একাদেশ হইলে আকারটি উদাত্ত।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলিতে পূর্ব্বে উদাত্ত ও পরে অনুদাত্ত কিন্তু এই উদাহরণটিতে পূর্ব্বে অনুদাত্ত ও পরে উদাত্ত।

(ঘ) 'মৈত্রাবরুণী' পদে ঈকার উদাত্ত এবং 'ইতি' শব্দের ইকার উদাত্ত; সেইজন্য উদাত্ত ঈকার ও উদাত্ত ইকারের স্থানে জাত যে দীর্ঘ একাদেশ, উহাও উদাত্ত। 'মৈত্রাবরুণীত্যাহ' এই বাক্যে ঈকার উদাত্ত। ইহাতে উদাত্ত পূর্ব্বে ও উদাত্ত পরে আছে।

(ঙ) 'জুজুষাণা' পদেও অন্ত্য আকারটি অনুদাত্ত; কারণ আষ্টমিক সূত্র অনুসারে উহা সর্ব্বানুদাত্তপদ। 'জুজুষাণা' পদে সমস্ত স্বরগুলিই অনুদাত্ত হইলে 'ণা'-এর আকারটিও অনুদাত্ত হইবে এবং পরে যে 'উপ' উপসর্গ আছে উহার উকার 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জম্' (ফি. ৮১) এই ফিট্ সূত্র অনুসারে উদাত্ত। 'জুজুষাণা+উপ' এই দুইটির সন্ধি করিলে উহা অনুদাত্ত আকার ও উদাত্ত উকারের স্থানে 'আদ্‌গুণঃ' (পা. ৬।১।৮৭) সূত্র অনুসারে ওকার গুণ-একাদেশ হইলে উহা উদাত্ত; সেইজন্য 'জুজুষাণোপ' এই পদদ্বয়ের সন্ধি করার পর যে ওকার হইয়াছে, উহা উদাত্ত।

(চ) 'কার্য্য' শব্দ 'ঋহলোর্ণ্যৎ' (পা. ৩।১।১২৪) সূত্র অনুসারে 'ণ্যৎ' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া 'তিৎস্বরিতম্' (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্র অনুসারে

উহার অন্ত স্বরিত এবং ইহার অন্তে টাপ্‌ও স্বরিত। 'ইতি' শব্দটি নিপাত বলিয়া 'নিপাতাঃ আদ্যুদাত্তাঃ' এই ফিট্‌সূত্র অনুসারে উহার ইকার উদাত্ত। তাহার পর 'কার্য্যা+ইতি' এই দুইটি পদের সন্ধি করিলে 'আদ্‌গুণঃ' (পা. ৬।১।৮৭) সূত্র অনুসারে স্বরিত আকার ও উদাত্ত ইকারের স্থানে জাত যে একার গুণ একাদেশ, উহা এই সূত্রানুসারে উদাত্ত; সেইজন্য 'কার্যেতি' এই পদদ্বয়ের সন্ধিতে যে একার গুণ হইয়াছে, উহা উদাত্ত। এ স্থলে স্বরিত ও উদাত্তের স্থানে জাত উদাত্তের উদাহরণ।

(ছ) ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্ব্বভিঃ।

মহাঁ অভিষ্টিরোজসা। (ঋ ১।৯।১)

এই ঋকের 'ইন্দ্র+আ+ইহি' এই তিনটি পদের সন্ধি করিয়া 'ইন্দ্রেহি' এইরূপে প্রয়োগ হইয়াছে। ইহাতে 'ইন্দ্র' শব্দটি সম্বোধন পদ এবং পাদের আদিতে বর্ত্তমান; সেইজন্য ষাষ্ঠ 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই সূত্রদ্বারা উহা আদ্যুদাত্ত অর্থাৎ 'ইন্দ্র' এই পদের ইকার উদাত্ত এবং ইকার উদাত্ত হইলে 'ন্দ্র' এর অকার 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্র অনুসারে অনুদাত্ত। 'আঙ্' এর আকার 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জ্জম্' (ফি. ৮১) এই ফিট্‌সূত্র অনুসারে উদাত্ত। গত্যর্থক 'ইণ্' ধাতুর লোট্ লকারে মধ্যমপুরুষের একবচনে 'ইহি' পদ হইয়া থাকে। এই 'ইহি' তিঙন্ত পদটি 'আঙ্' এই অতিঙন্ত পদের পরবর্ত্তী বলিয়া 'তিঙ্ঙতিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮) সূত্র অনুসারে সর্ব্বানুদাত্ত অর্থাৎ আদি ইকার ও 'হি' এর ইকার অনুদাত্ত। উদাত্ত আকারের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত ইকারের স্থানে 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) এই সূত্র অনুসারে স্বরিত হইয়া যায়। 'ইন্দ্র' পদে উদাত্ত

ইকারের পরবর্ত্তী 'ন্দ্র'-এর অনুদাত্ত অকারের কিন্তু উক্ত সূত্র অনুসারে স্বরিত হয় না; কারণ 'নোদাত্তস্বরিতোদয়গার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্' (পা. ৮।৪।৬৭) সূত্র অনুসারে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের পরে উদাত্ত থাকিলে ঐরূপ অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত হয় না। এস্থলে 'ন্দ্র'-এর অনুদাত্ত অকারের পরে উদাত্ত আকার আছে। অতএব 'ইন্দ্র + আ + ইহি' এইস্থলে উদাত্ত, অনুদাত্ত, উদাত্ত, স্বরিত ও অনুদাত্ত যথাক্রমে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে দুইটি সন্ধি যুগপৎ প্রাপ্ত—'ইন্দ্র' ও 'আ'-এর 'ওমাঙোশ্চ' (পা. ৬।১।৯৫) সূত্র অনুসারে পররূপ সন্ধি এবং 'আ' ও 'ইহি' এই দুইটির 'আদ্‌গুণঃ' (পা. ৬।১।৮৭) সূত্র অনুসারে গুণ সন্ধি। 'ধাতূপসর্গকার্য্যমন্তরঙ্গম্' এই ন্যায় অনুসারে ধাতু ও উপসর্গের সন্ধি অন্তরঙ্গ বলিয়া পূর্ব্বে 'আ' এই উপসর্গ ও 'ইণ্' ধাতুর ইকারের সহিত যে সন্ধি, ইহাই হইবে। সেইজন্য প্রথমে 'আদ্‌গুণঃ' সূত্র অনুসারে আকার ও ইকারের স্থানে একটি একার গুণ আদেশ প্রাপ্ত হইলে উদাত্ত আকার ও স্বরিত ইকারের স্থানে উদাত্ত একারই 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫) অনুসারে হইবে। এইবার 'ইন্দ্র + এহি' এই অবস্থায় 'অন্তাদিবচ্চ' (পা. ৬।১।৮৫) সূত্র অনুসারে 'এহি' এই পদের একারটিকে পূর্ব্বান্তবৎ করিয়া 'আঙ্' ধরিয়া 'ওমাঙোশ্চ' (পা ৬।১।৯৫) সূত্র অনুসারে পররূপ অর্থাৎ একারের মত রূপ—'ন্দ্র'-এর অকার একার একাদেশ—প্রাপ্ত হইলে অনুদাত্ত অকার ও উদাত্ত একার উভয়ের স্থানে উদাত্ত একার আদেশ হইয়া যায়; সেইজন্য 'ইন্দ্রেহি' স্থলে মধ্যবর্ত্তী উদাত্ত পরবর্ত্তী স্বরিত ও পূর্ব্ববর্ত্তী অনুদাত্ত উভয়কেই উদাত্তে পরিণত করিয়াছে।*

* অত্র মধ্যগত আকার উদাত্তোঽধস্তনং স্বরিতমুপরিতনং চানুদাত্তমুদাত্তীকরোতি।—ঋ. প্রা. উবট ভাষ্য (৩-১১)।

২০ পদের আদিতে অনুদাত্ত থাকিলে সেই অনুদাত্তের সহিত উদাত্তের যে একাদেশ, তাহা বিকল্পে স্বরিত হইয়া যায়। স্বরিত না হইলে পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা উদাত্ত হইয়া যায়। বেদে স্বরিত উদাত্ত প্রভৃতি স্বর ব্যবস্থিত ; সেইজন্য ইহা ব্যবস্থিত বিকল্প[২০]।

উকারদ্বয়ের দীর্ঘ একাদেশ হইলে ও পদান্ত একার কিম্বা ওকারের পরবর্ত্তী অকারের পূর্ব্বরূপ হইলে স্বরিত হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত অন্যত্র উদাত্ত। এই হইল তিত্তিরিশাখার ব্যবস্থা।

(ক) সূন্নীয়মিব। (তৈ ব্রা. ৬. ২. ৪. ১)

(খ) মাস্মূত্তিষ্ঠন্। (তৈ. সং. ৭. ৫. ২. ২)

(গ) তেঽব্রুবন্। (তৈ সং. ২. ৬. ৮ ৩)

(ঘ) আদিত্যোঽস্মিন্। (তৈ. সং. ২. ৫. ৮. ১)

কিন্তু 'দিবীব চক্ষুঃ' (তৈ. সং. ১. ৩. ৬. ২) ইত্যাদি স্থলে ইকারদ্বয়ের দীর্ঘ একাদেশ হইলে ঈকার উদাত্তই থাকিবে।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের সূত্র যথা—

'উভাবে চ' (তৈ. প্রা. ১০. ১৭) উদাত্ত উকারের পরে অনুদাত্ত উকার থাকিলে, উভয়ের স্থানে যে দীর্ঘ উকার আদেশ হয়, উহা স্বরিত হইয়া থাকে।

'তস্মিন্নমুদাত্তে পূর্ব্ব উদাত্তঃ স্বরিতম্' (তৈ. ব্রা. ১২. ৯) উদাত্ত একার কিংবা ওকারের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত অকারের লোপ হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তের স্থানে স্বরিত হইয়া যায়। যথা—'তেঽব্রুবন্' 'সোঽব্রবীৎ' ইত্যাদি। পাণিনীয় ব্যাকরণে যে স্থানে পদান্ত একার

---

২০ স্বরিতো বানুদাত্তে পদাদৌ (পা. ৮।২।৬) পদাদাবনুদাত্তে পরে উদাত্তেন সহ একাদেশঃ স্বরিতো বা স্যাৎ।

কিম্বা ওকারের পরবর্ত্তী অকারের পূর্ব্বের মত রূপের বিধান 'এঙঃ পদান্তাদতি' (পা. ৬।১।১০৯) সূত্র অনুসারে করা হইয়াছে সেই-স্থানে প্রাতিশাখ্যে উপর্য্যুক্ত একার কিংবা ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপ বিধান করা হইয়াছে।

বহ্বৃচ শাখা অনুসারে ইকারদ্বয়ের দীর্ঘ 'ঈ' কার আদেশ হইলে, ক্ষৈপ্রসন্ধি অর্থাৎ ইকার ও উকারের স্থানে য্ কিংবা ব্ আদেশ হইলে এবং অভিনিহিত সন্ধি অর্থাৎ পদান্ত একার কিংবা ওকারের পরবর্ত্তী অকারের পূর্ব্বরূপ হইলে স্বরিত হইয়া যায়। যথা—

(ক) স্রুচীব ঘৃতম্। (ঋ. ১০।৯১।১৫)

(খ) যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী। (ঋ. ১।৮২।১)

(গ) তেঽবর্ধন্ত স্বতবসঃ। (ঋ. ১।৮৫।৭)

'দিবীব চক্ষুঃ' (ঋ ১. ২৩. ২০) ইত্যাদিস্থলে বহ্বৃচশাখা অনুসারে ঈকার স্বরিত কিন্তু তৈত্তিরীয় শাখা অনুসারে ঈকার উদাত্ত। যথা ঋঙ্‌মন্ত্রে—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুরাততম্। (ঋ. ১।২৩।২০)

ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে শৌনক বলিয়াছেন—

ইকারয়োশ্চ প্রশ্লেষে ক্ষৈপ্রাভিনিহিতেষু চ।
উদাত্তপূর্ব্বরূপেষু শাকল্যস্যৈবমাচরেৎ॥
(ঋ. প্রা. ৩।১৩)

ইকারদ্বয়ের ঈকার একাদেশে, ক্ষৈপ্র এবং অভিনিহিত সন্ধিতে

বহ্বৃচ শাখা অনুসারে পূর্ববর্ত্তী উদাত্ত ও পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে একাদেশ স্বরিতই হইবে ; কিন্তু উদাত্ত হইবে না। সুতরাং উদাহৃত ঋঙ্‌মন্ত্রে 'দিবীব' ইহা একটি প্রশ্লিষ্ট স্বরিতের উদাহরণ।

২১ উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে সংহিতায় স্বরিত আদেশ হইয়া থাকে ; ([২১]) যথা 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি।

(ক) অগ্নিমীলে। (ঋ ১।১।১)

(খ) স ইধানঃ। (তৈ. সং ৪. ৪. ৪. ৫)

'অগ্নিম্' শব্দ অন্তোদাত্ত এবং 'ঈড়ে' এই তিঙন্তপদ 'অগ্নিম্' এই অতিঙন্ত পদের পরবর্ত্তী বলিয়া 'তিঙ্‌ঙতিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮) সূত্রদ্বারা সর্বানুদাত্ত হইয়া যায়। তাহার পর 'অগ্নিম্' পদের উদাত্ত ইকারের পরবর্ত্তী 'ঈড়ে' পদের অনুদাত্ত ঈকারের স্থানে স্বরিত হইয়া যায়। দুইটি স্বরের মধ্যবর্ত্তী ডকারের স্থানে 'ল'কার বহ্বৃচ শাখায় প্রসিদ্ধ।—

দ্বয়োশ্চাস্য স্বরয়োর্মধ্যমেত্য
সম্পদ্যতে স ডকারো লকারঃ।—(ঋ. প্রা. ১।৫২)

প্রশ্ন—'অগ্নিম্ ঈলে' এই স্থলে উদাত্ত ইকারের পরবর্ত্তী ঈকার কোথায়? মধ্যে 'ম্' এর ব্যবধান আছে। তাহা হইলে কি করিয়া এই সূত্র অনুসারে স্বরিত হইতে পারে?

---

২১ 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা ৮-৪-৬৬) উদাত্তাৎ পরস্য অনুদাত্তস্য স্বরিতঃ স্যাৎ সংহিতায়াম্। তয়োর্য্বাবচি সংহিতায়াম্ (পা ৮।২।১০৮) ইত্যতঃ সংহিতায়ামিত্যনুবৃত্তেঃ পদকালে 'পুরোহিতমিতি পুরঃ/হিতম্' ইত্যাদৌ নায়ং স্বরিতঃ। বহ্বৃচাস্তু অবগ্রহেঽপি স্বরিতং পঠন্তি। উদাত্তাৎ পরোঽনুদাত্তঃ স্বরিতম্ (তৈ. প্রা. ১৪-২৯) উদাত্তাৎপরো যোঽনুদাত্তঃ স স্বরিতমাপদ্যতে। যথা—প্রপা অসি ত্বম্ (তৈ সং ২-৫-১২)

উত্তর—'ম্' এর ব্যবধান থাকিলেও স্বরবিধিতে ব্যঞ্জন অবিদ্যমানবৎ হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বরবিধিতে ব্যঞ্জন না থাকার মত—হল্‌স্বরপ্রাপ্তৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবৎ। হল্ এর স্বর প্রাপ্তি হইলে উহা না থাকার মত; সেইজন্য এস্থলে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত হইতে কোন বাধা নাই।*

সংহিতায় উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত হয়, ইহা বলিলে যে স্থলে সংহিতা থাকে না, সে স্থলে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত হইবে না; সেইজন্যই অবগ্রহে পদকারগণ এইরূপ স্থলে স্বরিত করেন না। যথা 'পুরোহিতম্' ইত্যাদি স্থলে 'ও' কার উদাত্ত এবং ইহার পরবর্ত্তী 'হি' এর অনুদাত্ত ইকার স্বরিত হইয়া যায়; কিন্তু অবগ্রহে পদপাঠকালে তৈত্তিরীয় শাখায় 'হি' এর ইকারটি অনুদাত্তই রাখিয়া 'পুরোহিতমিতি পুরঃ/হিতম্' এইরূপে পঠিত হয়। বহ্বৃচ শাখা অনুসারে অবগ্রহেও 'হিত' শব্দের ইকার স্বরিত পঠিত হয়। প্রমাণরূপে আমরা ঋক্ প্রাতিশাখ্যের বচন উদ্ধৃত করিলাম :

যথা সন্ধীয়মানানামনেকীভবতাং স্বরঃ।
উপদিষ্টস্তথা বিদ্যাদক্ষরাণামবগ্রহে॥ (ঋ. প্রা. ৩. ২৪)

প্রশ্লিষ্ট না হওয়া কালে যে স্বর—সেই স্বর যেমন সন্ধি করিলে হয়, অবগ্রহ করিবার সময়ও সেই স্বরই হইয়া থাকে; যথা 'গণপতিম্', 'গণ/পতিম্' (ঋ ২।২৩।১); পুরোহিতম্, 'পুরঃ/হিতম্' (ঋ ১।১।১)

---

* প্রাতিশাখ্যে ইহা স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে যে ব্যঞ্জনের ব্যবধান থাকিলে অথবা কোন বর্ণের ব্যবধান না থাকিলেও উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত হইয়া যায় :—

উদাত্তপূর্বং নিয়তং বিবৃত্ত্যা ব্যঞ্জনেন বা।
স্বর্য্যতেঽন্তর্হিতং ন চেদুদাত্তস্বরিতোদয়ম্। —ঋ. প্রা. ৩-১৭

প্রশ্ন—সমাসে সংহিতা নিত্য হইয়া থাকে ; ইহা সকলেই স্বীকার করেন। 'পুরোহিতম্' ইত্যাদিস্থলেও 'পুরস্ ও হিতম্' শব্দের সমাস হইয়াছে ; তাহা হইলে সংহিতা না করিয়া পদকারগণ কি করিয়া অবগ্রহ করেন? বৈয়াকরণ আচার্যগণ বলেন 'সংহিতৈকপদে নিত্যা, নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ। নিত্যা সমাসে…" ইত্যাদি।*

উত্তর—সমাসে সংহিতা নিত্যা হইলেও পদকারগণ পরঃসন্নিকর্ষ-রূপ সংহিতার বিবক্ষা না করিয়াই অবগ্রহ করেন ; সেইজন্য অবগ্রহে সংহিতাপ্রযুক্ত কার্য্য হয় না।

অতএব 'পুরোহিতম্' এর 'পুরঃ/হিতম্' এইরূপ অবগ্রহে বহ্বৃচ শাখা অনুসারে 'হিতম্' এর ইকার স্বরিত এবং তৈত্তিরীয় শাখানুসারে অনুদাত্ত।

২২. উদাত্ত কিম্বা স্বরিত পরে থাকিলে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত হয় না।

গার্গ্য, কাশ্যপ ও গালব আচার্যের মতে উদাত্ত কিম্বা স্বরিত পরে থাকিলেও উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত হইয়া যায়। (২২)

---

* সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ।
নিত্যা সমাসে বাক্যে তু সা বিবক্ষামপেক্ষতে।

২২ নোদাত্তস্বরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্ (পা ৮।৪।৬৭) উদয়-শব্দঃ পরশব্দপর্য্যায়ঃ প্রাতিশাখ্যে প্রসিদ্ধঃ। উদাত্তে স্বরিতে বা পরত উদাত্তাৎ পরস্য অনুদাত্তস্য স্বরিতো ন স্যাৎ। গার্গ্যাদীনাং মতে তু স্যাদেব।

গার্গ্য, কাশ্যপ ও গালবের মতে উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে থাকিলেও উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত স্বরিত হয়, ইহা বলা হইয়াছে ; কিন্তু কোন্ শাখায় যে এইরূপ হয়, তাহা বলা কঠিন। বহ্বৃচশাখানুসারে উদাত্ত অথবা স্বরিত

যথা—

(ক) ইন্দ্র সোমং সোমপতে পিবেমম্। (ঋ. ৩।৩২।১)

(খ) ক ১ বোঽশ্বাঃ ক্বা ৩ ভীশবঃ। (ঋ. ৫।৬১।২)

(গ) ইষে ত্বোর্জে ত্বা। (তৈ. সং ১।১।১।১)

(ঘ) যোঽস্য স্বোঽগ্নিঃ। (তৈ সং ৫।৭।৯।১)

(ক) ইন্দ্র সম্বোধনপদ; সেইজন্য ষাষ্ঠ 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্র দ্বারা ইহা আদ্যুদাত্ত। ইকারটি উদাত্ত এবং 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্রানুসারে 'ন্দ্র' এর অকার অনুদাত্ত। 'সোম' শব্দটি সুধাতুর উত্তরে 'অর্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষিক্ষুভায়াবা পদিযক্ষিনীভ্যো মন্' (উ. ১৪৫) এই উণাদি সূত্র দ্বারা মন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন; সেইজন্য 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) সূত্রানুসারে 'সোম' শব্দটি আদ্যুদাত্ত, অর্থাৎ সোম শব্দের ওকারটি উদাত্ত; সেইজন্য এই স্থলে 'ইন্দ্র সোমম্' উদাত্ত, অনুদাত্ত, উদাত্ত এইরূপে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের পরে উদাত্ত আছে বলিয়া 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৬।৪।৫৬) এই সূত্রানুসারে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত হইল না; কিন্তু অনুদাত্তই থাকিল। 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি স্থলে উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও অনুদাত্ত স্বর যথাক্রমে আছে। অর্থাৎ 'গ্নি' উদাত্ত, 'মী' অনুদাত্ত, এবং 'লে' অনুদাত্ত। এইরূপ

পরে থাকিলে, উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত স্বরিত মোটেই হয় না, শৌনক বলিয়াছেন—

স্বর্য্যতেঽন্তর্হিতং নচেদুদাত্তস্বরিতোদয়ম্—ঋ. প্রা ৩-১৭। তৈত্তিরীয়শাখায়ও অনুরূপভাবেই স্বরিত হইয়া থাকে।

উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের পরে অনুদাত্ত থাকায়, উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত হইয়া থাকে।

বিশ্বামিত্র ঋষিদৃষ্ট সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এইরূপ ঃ—

ইন্দ্র সোমং সোমপতে পিবেমং
মাধ্যন্দিনং সবনং চারু যৎ তে।

প্রপ্রুধ্যা শিপ্রে মঘবন্নৃজীষিন্
বিমুচ্যা হরী ইহ মাদয়স্ব॥

(খ) ক্ব শব্দ 'কিম্' শব্দের উত্তরে 'কিমোঽৎ' (পা. ৫।৩।১২) সূত্র দ্বারা অৎ প্রত্যয় করিয়া 'ক্বাতি' (পা. ৭।২।১০৫) সূত্র দ্বারা 'কিম্' শব্দের স্থানে 'ক্ব' আদেশ করিলেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'অৎ' প্রত্যয়ের 'ৎ' এর ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হয় বলিয়া 'ক্ব' এর অকারটি 'তিৎ' অর্থাৎ তকারেৎ সংজ্ঞক, সেইজন্য 'তিৎস্বরিতম্' (পা. ৬।১।১৮৫) সূত্রানুসারে স্বরিত। 'বস্' যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে আদেশ 'অনুদাত্তং সর্বমপাদাদৌ' (পা. ৮.১.১৮) এর অধিকারে হয় বলিয়া ইহার অকার অনুদাত্ত এবং 'স' এর স্থানে 'রু' ও 'রু' এর স্থানে উকার করার পর, 'আদ্গুণঃ' (পা. ৬।১।৮৭) সূত্র দ্বারা অকার ও উকারের স্থানে ওকার গুণ একাদেশ করিলে 'বো' এইরূপ হইয়া থাকে। 'অশ্ব' শব্দ ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশূ' ধাতুর উত্তরে 'অশূপ্রুষিলটিকনিখটি বিশিভ্যঃ ক্বন্' (উ. ১৪৭) এই উণাদি সূত্র অনুসারে ক্বন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। ক্বন্ এর নকার ইৎ বলিয়া 'অশ্ব' শব্দটি 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' সূত্র অনুসারে আদ্যুদাত্ত; সেইজন্য

'এঙঃপদান্তাদতি' (পা. ৬।১।১০৯) সূত্র অনুসারে অশ্ব শব্দের অকারের পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ ওকারের মত রূপ হইলে 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫) এই সূত্রদ্বারা 'বো' এর ওকার উদাত্ত এবং 'শ্বাঃ' এর আকার অনুদাত্ত 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' অনুসারে। তাহা হইলে 'বো' এর ওকার উদাত্ত, 'শ্বাঃ' এর আকার অনুদাত্ত এবং 'ক্ব' এর অকার স্বরিত—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এইরূপ উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের পরে এস্থলে স্বরিত আছে বলিয়া উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তটি স্বরিত হয় না; কিন্তু উহা অনুদাত্তই থাকে।

'ক্ব বোঽশ্বাঃ' উদাহরণ। ইহা হইল অত্রিপুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষিদৃষ্ট একটি গায়ত্রী—

ক্ব বোঽশ্বাঃ কাভীশবঃ কথং শেক কথা যয়।

পৃষ্ঠে সদো নসোর্যমঃ॥

(গ) 'ইষে' পদে ইকার অনুদাত্ত ও একার উদাত্ত, 'ত্বা' পদটি 'যুষ্মদ্' শব্দের আদেশ হইয়াছে বলিয়া ইহা অনুদাত্ত; তাহা হইলে এস্থলে 'ইষে' পদের একার উদাত্ত, 'ত্বোর্জ্জে'তে 'ত্ব' এর ওকার অনুদাত্ত এবং 'র্জ্জে'তে একার উদাত্ত। এস্থলে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের পরে উদাত্ত আছে বলিয়া অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত হয় নাই; কিন্তু অনুদাত্তই রহিয়াছে।

(ঘ) এস্থলেও স্বরিত পরে আছে বলিয়া উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত হইল না; কিন্তু অনুদাত্তের শ্রবণ হইয়া থাকে।

উপর্যুক্ত বিধি ও নিষেধ ঋক্ প্রাতিশাখ্যে একটি কারিকার দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

উদাত্তপূর্ব্বং নিয়তং বিবৃত্ত্যা ব্যঞ্জনেন বা।

স্বর্যতেঽন্তর্হিতং ন চেদুদাত্তস্বরিতোদয়ম্॥ (ঋ. প্রা. ৩।১৭)

উদাত্ত যাহার পূর্ব্বে আছে এইরূপ অনুদাত্ত, বিবৃত্তি কিম্বা ব্যঞ্জনের দ্বারা ব্যবহিত থাকিলেও স্বরিত হইয়া যায়; কিন্তু উদাত্ত কিম্বা স্বরিত পরে থাকিলে ঐরূপ অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত হয় না। বিবৃত্তি অর্থাৎ—দুইটি স্বরের উচ্চারণে কালকৃত ব্যবধান—'স্বরান্তরং তু বিবৃত্তিঃ'।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেও পাণিনিরই মত তিনটি সূত্র পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।—

'উদাত্তাৎ পরোঽনুদাত্তঃ স্বরিতম্' (তৈ. প্রা. ১৪।৩০)

'ব্যঞ্জনান্তর্হিতেঽপি' (তৈ. প্রা. ১৪।৩১)

'নোদাত্তস্বরিতপরঃ' (তৈ. প্রা. ১৪।৩২)

আগ্নিবেশ্যায়ন নামক শাখাপ্রবর্ত্তক আচার্য্যের মতেও উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে থাকিলে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত হয় না—নাগ্নিবেশ্যায়নস্য—তৈ. প্রা. ১৪।৩২।

কেহ কেহ আবার এইরূপস্থলে অর্থাৎ উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের একেবারেই স্বরিত স্বীকার করেন না—উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে থাকিলেও নয় এবং উদাত্ত অথবা স্বরিত পরে না থাকিলেও নয়।

ব্যঞ্জনের ব্যবধান থাকিলে উদাত্তের অব্যবহিত অনুদাত্ত না থাকায় উহার স্থানে স্বরিত হইতে পারে না; সেইজন্য একটি সূত্র করিয়া ঐরূপ স্থলেও স্বরিতত্বের বিধান করা হইয়াছে। পাণিনি ইহার জন্য পৃথক সূত্র করেন নাই; কিন্তু একটি পরিভাষা আছে

'হল্‌স্বরপ্রাপ্তৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবৎ।' 'অগ্নিমীলে' ইত্যাদি স্থলে উদাত্তস্বর ও অনুদাত্তস্বরের মধ্যে 'ম্' এই ব্যঞ্জনের ব্যবধান থাকিলেও স্বরিত হইতে কোনও বাধা নাই।

২৩ দূর হইতে সম্যক্ বোধন করাইবার জন্য যে বাক্যের প্রয়োগ করা হয় সেই বাক্যের একশ্রুতি হয়।[২৩] যথা—

(ক) আগচ্ছ ভো মাণবক ৩।

(খ) আগচ্ছত ব্রাহ্মণাঃ।

দূর হইতে সম্যক্ বোধন করাইবার উদ্দেশ্যে বাক্যের প্রয়োগ না করিলে একশ্রুতি হয় না; কিন্তু সেক্ষেত্রে ত্রৈস্বর্যই হইয়া থাকে। এস্থলে দূরত্ব বলিতে যে স্থান হইতে স্বাভাবিক প্রযত্নের দ্বারা উচ্চারিত বাক্যের উপলব্ধি হইতে পারে না, কিন্তু অধিক প্রযত্নের দ্বারা উচ্চারণ করিলেই উহার উপলব্ধি হইয়া থাকে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

একা শ্রুতির্যস্য তদিদমেকশ্রুতিবাক্যম্ এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা

২৩ একশ্রুতিঃ দূরাৎ সম্বুদ্ধৌ (পা. ১।২।৩৩) দূরাৎ অনুষ্ঠেয়তয়া বোধনায়াং করণীভূতং বাক্যম্ একশ্রুতিঃ স্যাৎ। যাবতি দেশে প্রাকৃতপ্রযত্নেনোচ্চারিতং সম্বোধ্যমানেন ন শ্রূয়তে; কিন্তু অধিকপ্রযত্নমপেক্ষ্যতে তদিহ দূরত্বং বিবক্ষিতম্। সম্ পূর্ব্বাৎ বুধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্তিন্।

(ক) (খ) আঙ উপসর্গটি 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্' (ফি. ৮১) এই সূত্র অনুসারে উদাত্ত এবং 'গচ্ছ' ও 'গচ্ছত'—এইগুলি অতিঙন্ত পদের পরে থাকায় 'তিঙ্ঙতিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮) এই সূত্র অনুসারে অনুদাত্ত 'ভো' শব্দটি নিপাত বলিয়া 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফিঃ ৮০) সূত্র অনুসারে উদাত্ত আর 'মাণবক' ও 'ব্রাহ্মণাঃ'—এই দুইটিই আমন্ত্রিতপদ "আমন্ত্রিতস্য চ' (পা ৮।১।১৯) এই আষ্টমিক সূত্রের দ্বারা নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত—এইরূপ প্রাপ্ত ছিল। দূর হইতে সম্বোধন না করিলে তাহাই হইবে।

যে বাক্যে একপ্রকার শ্রুতি হয় তাহাকে একশ্রুতি বলা হয়। ত্রৈস্বর্যের পাঠে ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতি হইয়া থাকে। যে বাক্যে ত্রৈস্বর্যের পাঠ আছে সে বাক্যে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিতের পাঠকালে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রযত্ন ও উচ্চারণ হয় বলিয়া তাহাকে একশ্রুতি বলা যায় না; কিন্তু যে বাক্যে উদাত্ত প্রভৃতি ত্রৈস্বর্য-প্রযুক্ত উচ্চারণ-ভেদ শ্রবণ হয় না, সেইরূপ বাক্যকেই একশ্রুতি বলা যাইতে পারে।

আচার্য কৈযট বলিয়াছেন—'ক্ষীরোদকবৎ উদাত্তানুদাত্তয়োর্ভেদ-তিরোধানমেকশ্রুতিঃ।' দুগ্ধে জল মিশাইলে যেমন দুধ ও জলের ভেদজ্ঞান থাকে না, সেইরূপ উদাত্ত ও অনুদাত্তের ভেদ যে স্থলে তিরোহিত হইয়া যায়, উহা একশ্রুতি।

আশ্বলায়ন বলিয়াছেন—'উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানাং পরঃ সন্নিকর্ষঃ ঐকশ্রুত্যম্।' আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের নারায়ণবৃত্তিকার ইহার বিবরণ করিয়াছেন—'উদাত্তাদীনামভিব্যঞ্জকা যে প্রযত্না আয়ামবিশ্র-ম্ভাক্ষেপাঃ তেষামন্যতমস্য একস্যৈব পরঃ সন্নিকর্ষঃ-বিজাতীয় প্রযত্না-ব্যবধানম্ একশ্রুতিঃ।'

অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিতের অভিব্যঞ্জক যে প্রযত্নবিশেষ আয়াম, বিশ্রম্ভ ও আক্ষেপ, ইহাদের যে কোনো একটিরই অত্যন্ত সন্নিকর্ষ—বিজাতীয় প্রযত্নের অব্যবধানকে একশ্রুতি বলা হয়।

উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিতের উচ্চারণ করিতে হইলে যথাক্রমে আয়াম বিশ্রম্ভ ও আক্ষেপ এই তিনটি প্রযত্ন প্রাতিশাখ্যে কথিত হইয়াছে। 'আয়ামঃ গাত্রাণাং স্তব্ধতা' অর্থাৎ শরীরকে স্তব্ধ করা। 'বিশ্রম্ভঃ গাত্রাণাম্ শৈথিল্যম্' অর্থাৎ শরীরের শিথিলতা এবং আক্ষেপ অর্থাৎ দুই প্রযত্নেরই সম্মিশ্রণ।

উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের যে কোনও একটি প্রযত্ন-বিশেষের

ব্যবধানরাহিত্যই একশ্রুতি। এই মতে যে কোনও একটি স্বরের উচ্চারণেও একশ্রুতি কথিত হইতে পারে।

ষড়্গুরুশিষ্য বিরচিত আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের বৃত্তিতে এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

'পরশব্দঃ অতিশয়িতার্থঃ। প্রত্যাসত্তিঃ সন্নিকর্ষঃ ভেদতিরোধানরূপঃ। 'উচ্চৈরুদাত্তঃ' 'নীচৈরনুদাত্তঃ' 'সমাহারঃ স্বরিতঃ' ইতি প্রসিদ্ধোদাত্তাদিস্বরাণাং ভেদতিরোধানরূপমৈকশ্রুত্যম্।'

তাহা হইলেও ষড়্গুরুশিষ্য মতেও উদাত্তাদিস্বরের ভেদ যে স্থলে তিরোহিত হইয়া যায় সেখানেই অর্থাৎ উদাত্ত প্রভৃতি স্বরের ভেদজ্ঞান না থাকিলেই একশ্রুতি হয়।

এই একশ্রুতিকেই প্রচয়স্বর বলা হয়। প্রচয়স্বর বলিয়া কোনও পৃথকস্বর নাই; কেন না প্রচয়স্বরেরও উদাত্তেরই ন্যায় উচ্চারণ হইয়া থাকে; সেইজন্যই তৈত্তিরীয় প্রতিশাখ্যে কথিত হইয়াছে—'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাং প্রচয় উদাত্তশ্রুতিঃ।' (তৈ. প্রা. ২১।১০)

প্রাতিশাখ্যের উক্ত সূত্রটি পাণিনির 'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্' (পা. ১।২।৩৯) এই একশ্রুতিবিধায়ক সূত্রেরই অনুরূপ এবং যে স্থলে পাণিনি একশ্রুতি বিধান করিয়াছেন সেই স্থলেই তৈত্তিরীয় প্রতিশাখ্যে প্রচয় বিধান করা হইয়াছে; সেইজন্য একশ্রুতি ও প্রচয় দুইটিই সমানার্থক।

বাজসনেয়ি-প্রাতিশাখ্যে কিন্তু—

'একম্' (১।১৩০) তানলক্ষণমেকং স্বরমাহুর্যজ্ঞকর্মণি। যজ্ঞকর্মে তানলক্ষণ একটি স্বর উচ্চারিত হইবে অর্থাৎ একশ্রুতিকে 'তান' বলা হইয়াছে। একই প্রকার শ্রবণ হয় বলিয়া একশ্রুতি বলা হয় এবং উহাকে 'তান'ও বলা হয়। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রেও উহাকে 'তান' বলা হইয়াছে যথা—

'তানো বা নিত্যত্বাৎ।' (কা. শ্রৌ. ১।৮।১৮)। যজ্ঞকর্ম্মে তানস্বরেই মন্ত্রের উচ্চারণ করা উচিত ; কারণ উহা নিত্যস্বর।

২৪ জপ, ন্যুঙ্খ, ও সাম ব্যতীত মন্ত্রের উচ্চারণে যজ্ঞকর্মে একশ্রুতি হইয়া থাকে।[২৪] যথা—

অগ্নিসমিন্ধনের জন্য হোতা যে সমস্ত সামিধেনী ঋঙ্‌মন্ত্রের পাঠ করেন, সেই সমস্ত মন্ত্রই একশ্রুতিতে উচ্চারিত হয়। ইষ্টি বিশেষে কোনও স্থলে পঞ্চদশ, কোনও স্থলে সপ্তদশ ও কোনও স্থলে এক-বিংশতি সামিধেনী ঋকের পাঠ করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। দর্শ-পৌর্ণমাস ইষ্টিতে পঞ্চদশ সামিধেনীর পাঠ করিতে হয়। যদ্যপি বৈদিক গ্রন্থে 'প্র বো বাজা' ইত্যাদি* একাদশটি সামিধেনী ঋকেরই পাঠ দেখা যায়, কিন্তু আদি ও অন্ত্য মন্ত্রের তিন তিনবার আবৃত্তি করিলেই পঞ্চদশ হইয়া যায়। এইরূপ পঞ্চদশটি সামিধেনী ঋকের† যখন হোতা পাঠ করেন তখন পাঠকালে উহাদের উচ্চারণ একশ্রুতি স্বরে করিতে হয়। আশ্বলায়ন সামিধেনী ঋকের অনুবচনের জন্য প্রত্যেকটি ঋকের প্রতীক দেখাইয়া বলিয়াছেন—

তা একশ্রুতি সন্ততমনুব্রূয়াৎ। (আ. শ্রৌ ১।২)

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সামিধেনী ঋঙ্‌মন্ত্রগুলি একশ্রুতি স্বরে সর্ব্বদা উচ্চারণ করিবে।

---

২৪ যজ্ঞকর্ম্মণ্যজপন্যুঙ্খসামসু (পা. ১।২।৩৪) জপাদীন্ বর্জয়িত্বা যজ্ঞ-ক্রিয়ায়াং মন্ত্রে একশ্রুতিঃ স্যাৎ।

* প্র বো বাজা অভিদ্যবো হবিষ্মন্তো ঘৃতাচ্যা।

দেবাঞ্জিগাতি সুম্নয়ুঃ॥ (ঋ. ৩।২৭।১)

† যে ঋকের পাঠ করিয়া অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপ করা হয়, তাহাকে সামিধেনী ঋক্ বলে।

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।

অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্। (ঋ ১।১২।১)

ইহা একটি কণ্বপুত্র মেধাতিথি ঋষিদৃষ্ট গায়ত্রী। ইহাও একটি সামিধেনী ঋক্। এই ঋকে যে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনপ্রকার স্বরের বিভিন্নশ্রুতি দৃষ্ট হয়, এই শ্রুতিভেদ থাকে না অর্থাৎ হোতা যখন যজ্ঞকর্মে এই ঋকের প্রয়োগ করেন তখন এই শ্রুতিভেদের তিরোধানপূর্ব্বক কেবল একটি শ্রুতিতেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

যজ্ঞকর্ম্মেও জপ, ন্যুঙ্খ ও সাম এই তিনটি স্থলে একশ্রুতি হয় না, কিন্তু ত্রৈস্বর্য্যে অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই স্বরত্রয়ের উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিতে হয়।

জপ—উপাংশু প্রয়োগ। আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন প্রভৃতি শ্রৌতসূত্রে জপ করার মন্ত্রগুলির উপাংশু* উচ্চারণ বিধান করা হইয়াছে। উদাত্ত প্রভৃতি স্বরে যথাবৎ উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের উপাংশু জপই বিহিত। যথা—

বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষণ্ বৃষণঃ সমিধীমহি।

অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ॥ (ঋ. ৩।২৭।১৫)

বিশ্বামিত্র ঋষি-দৃষ্ট গায়ত্রীছন্দের এইরূপ ১৫টি ঋগ্‌বিশিষ্ট এই সূক্তটির পাঠ করিয়া সমিধাদান করা হয়।

* করণবদশব্দমনঃ প্রয়োগমুপাংশু (তৈ. প্রা. ২৩।৩) উপাংশুপ্রয়োগে বর্ণগুলি উচ্চারণস্থান ও প্রযত্নের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়; কিন্তু উহাদের ধ্বনি অপরে কেহ শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহা মানসিক নয়।

দর্শ-পৌর্ণমাস ইষ্টিতে বৃত হইয়া হোতা একটি জানুতে ভর দিয়া উপবেশনপূর্ব্বক, কুশ স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রের জপ করিতে থাকেন।*

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো

নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ।

যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম

মা জ্যায়সঃ শংসমা বৃক্ষি দেবাঃ।

(ঋ—১।২৭।১৩)

এই ঋক্‌টি সংহিতায় যেরূপে ত্রৈস্বর্যে পঠিত, হোতার জপকালেও সেইরূপ ত্রৈস্বর্যে উচ্চারণ করিতে হইবে।

সোমযাগ সমাপ্তি করিয়া ঋত্বিক্‌গণ অবভৃথ স্নান করার পর যখন দেবযজন ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় 'আমহীয়' সংজ্ঞক ঋক্‌টি তাঁহাদের জপ করিতে হয়। 'আমহীয়' সংজ্ঞক ঋক্‌টি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।

কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্ত্তিরমৃত মর্ত্যস্য॥

(ঋ ৮।৪৮।৩)

---

* জানুশিরসা বর্হিরুপস্পৃশ্যাত ঊর্দ্ধং জপেৎ—আ. শ্রৌ. ১. ৫.।

কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে এইরূপ বিধি বিধৃত হইয়াছে—'উদ্বয়মিত্যুন্নেত্রোন্নীতা আমহীয়াং জপন্তো গচ্ছন্তি'

অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।
কিম্নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্ত্তিরমৃত মর্ত্ত্যস্যেতি।'

(কা. শ্রৌ. ১০. ৯. ৮)

অর্থাৎ উদ্বয়ং তমসস্পরি*

এই ঋক্‌টি পাঠ করিতে করিতে উন্নেতা নামক ঋত্বিক্ অন্যান্য ঋত্বিগ্‌গণকে জল হইতে হাত ধরিয়া উঠাইলে, তাঁহারা সকলে একযোগে উপর্যুক্ত আমহীয় সংজ্ঞক ঋঙ্‌মন্ত্র জপ করিতে করিতে দেবযজনভূমিতে ফিরিবেন।

এইরূপে 'আমহীয়' সংজ্ঞক ঋঙ্‌মন্ত্রের জপ ত্রৈস্বর্য্যে উপাংশু করিতে হইবে।

ন্যূঙ্খ—কোনও স্বরবর্ণের বিশেষরূপে উচ্চারণের নাম ন্যূঙ্খ। 'নিতরামত্যন্তবিষমপ্রকারেণ উচ্চারণং ন্যূঙ্খঃ' (সায়ণ)। চতুর্থাহেন†

---

* উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্মজ্যোতিরুত্তমম্॥

—ঋ ১।৫০।১০

ইহা প্রস্কণ্ব ঋষি-দৃষ্ট ত্রয়োদশ ঋগ্‌বিশিষ্ট একটি সূক্তের অন্তর্গত অনুষ্টুপ ছন্দের ঋক্। আশ্বলায়ন সূত্র অনুসারে উন্নেতা যখন অন্যান্য ঋত্বিগগণকে হাত ধরিয়া জল হইতে উত্তোলন করেন, তখন তাঁহারা জল হইতে উঠিয়া একযোগে এই উদ্ধৃত ঋক্‌টির উপাংশু জপ করিয়া থাকেন—উদ্বয়ং তমসস্পরীত্যুদেত্য।—আ. শ্রৌ. ৬।১৩। ইহার উচ্চারণও ত্রৈস্বর্য্যযোগেই করিতে হইবে।

† দ্বাদশাহ নামক ক্রতুর চারিটি ত্র্যহ আছে। তিন তিন দিনের একটি সমষ্টি হইল একটি ত্র্যহ। তাহাতে যে মধ্যম ত্র্যহ আছে, উহা প্রথম দিন

প্রাতরনুবাকের প্রথম ঋক্ পাঠের সময় প্রথম ও তৃতীয় চরণে ন্যুঙ্খ করা হয়। যথা—প্রাতরনুবাকের প্রথমমন্ত্র—

আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ

ক্রতুং চ ভদ্রং বিভৃথামৃতং চ।

রায়শ্চ স্থঃ স্বপত্যস্য পত্নীঃ

সরস্বতী তদ্‌গৃণতে বয়ো ধাৎ॥ (ঋ. ১০।৩০।১২)

প্রথমচরণে 'আপো' পদের শেষ ওকার উদাত্ত স্বরে তিনমাত্রা যুক্ত করিয়া, তিনবার উচ্চারণ করিবে। প্রত্যেকবার উদাত্ত উচ্চারণের পরে কয়েকবার অনুদাত্ত স্বরে অর্দ্ধমাত্রায় উচ্চারণ করিবে। প্রথম উদাত্তের পর পাঁচ অনুদাত্ত, দ্বিতীয় উদাত্তের পর তিন অনুদাত্তের উচ্চারণ করিতে হয়। ত্রিমাত্রযুক্ত প্লুত 'ও̄', এবং অর্দ্ধমাত্রযুক্ত হ্রস্ব 'ও̆' চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করিলে ন্যুঙ্খ এইরূপ হইবে।

ও ও̆ ও̆ ও ও̆ ও̆ ও̄ ও̆ ও̆ ও̆ ও̆ ও̆ ও̄ ও̆ ও̆ ও

এইরূপ তৃতীয় চরণের 'রা য়ো' পদের ওকারেরও ন্যুঙ্খ হইবে। সম্পূর্ণ ঋক্‌টি, প্রথম ও তৃতীয় চরণের দ্বিতীয় স্বরটি ন্যুঙ্খ করিলে, এইরূপ হইবে, যথা—

অপেক্ষা চতুর্থ; এই চতুর্থ দিনে প্রাতরনুবাকের প্রথম ঋকটির প্রথম ও তৃতীয় চরণে নূঙ্খ বিধেয়। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

আপো৩ ও ও ও ও ও ও৩ ও ও ও ও ও ও৩ ও ও ও

রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুং চ ভদ্রং বিভৃথামৃতং চ।

রায়ো৩ ও ও ও ও ও ও৩ ও ও ও ও ও ও৩ ও ও ও

শ্চ স্থঃ স্বপত্যস্য পত্নীঃ।

সরস্বতী তদ্‌গৃণতে বয়ো ধো৩মাপো৩।

এইরূপ, ন্যূঙ্খ করিবার সময় একশ্রুতি হইবে না; কিন্তু উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরযুক্ত হইবে।

বর্ত্তমান সংহিতায়—'রায়ঃ' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'রায়োঃ' এইরূপ পাঠ করিয়া ওকারের ন্যূঙ্খ করা হইয়াছে।

বৃত্তিকার গার্গ্য নারায়ণ আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রোক্ত পাঠকেই সাম্প্রদায়িক মনে করেন; কিন্তু সংহিতায় যে পাঠ দৃষ্ট হয় উহা প্রমাদকৃৎ। সেইজন্যই অসাম্প্রদায়িক। আমাদের মনে হয় আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের পাঠ শাখান্তর হইতে গৃহীত।

সাম—সামশব্দ গীতিবিশেষবাচী। পবমান প্রভৃতি স্তোত্রগুলি সামগানেই গীত হয়। প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে সামগায়ী ঋত্বিকেরা স্তোত্রগান করেন। যতগুলি শস্ত্র, স্তোত্রও ততগুলি। অগ্নিষ্টোমে ১২টি শস্ত্র ও ১২টি স্তোত্র। শস্ত্রও একপ্রকার স্তোত্র,*

* প্রগীতমন্ত্রসাধ্যং স্তোত্রম্।
অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যং শস্ত্রম্।
যে মন্ত্রটি গান করিয়া পাঠ করা হয়, তাহা স্তোত্র এবং যাহা গান না করিয়া পাঠ করা হয়, উহা শস্ত্র।

কিন্তু ইহা হোতার পাঠ্য। ঋঙ্‌মন্ত্রে স্বর বসাইয়া গান করিলে উহা সামে পরিণত হয়। গাইবার সময় একই ঋক্ সুর দিয়া একাধিকবারও আবৃত্তি করিতে হয়। কাজেই প্রত্যেক আবৃত্তিকে একটি সামমন্ত্র ধরিলে সামমন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এইরূপ কতিপয় সামমন্ত্রের সমষ্টি এক একটি স্তোত্র। ওই স্তোত্রগুলি পাঠ করিবার সময় উদ্‌গাতৃগণ উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিতের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, একশ্রুতি করেন না। একশ্রুতি হইলে উদাত্ত প্রভৃতি স্বরের বিভিন্নতা থাকে না।

বাজসনেয়ি-প্রাতিশাখ্যে ও সাম, জপ, ও ন্যূঙ্খ ব্যতীত যজ্ঞ-ক্রিয়ায় একশ্রুতি বিধান করা হইয়াছে। যথা—

একম্ (বাজ. প্রা. ১. ১৩০)

সামজপন্যূঙ্খবর্জম্—(বাজ. প্রা. ১. ১৩১)

২৫ যজ্ঞকর্ম্মে বৌষট্ শব্দ উদাত্ততর হইয়া যায়।

'উচ্চৈস্তরাং বা বষট্কারঃ'[২৫] (১।২।৩৫) এই সূত্রে বষট্ শব্দের দ্বারা বৌষট্ শব্দেরই বোধ হইয়া থাকে। শ্রৌতসূত্রে ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে সর্ব্বত্রই 'বষট্কার'· শব্দ বৌষট্ শব্দে নিরূঢ়। আশ্বলায়ন বলিয়াছেন—যে ৩ যজামহে ইত্যাগূঃ ;* বষট্-কারোঽন্ত্যঃ সর্ব্বত্র। (আ. শ্রৌ ১।৫)

---

২৫ উচ্চৈস্তরাং বা বষট্কারঃ (১।২।৩৫) যজ্ঞকর্ম্মণি বৌষট্ শব্দ উদাত্ততরো বা ভবতি ; পক্ষে ঐকশ্রুত্যম্। সূত্রে বষট্ শব্দেন বৌষট্ শব্দো লক্ষ্যতে।

* 'যে ৩ যজামহে'—এই বাক্যটিকে 'আগূ' নামে যাজ্ঞিকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আগূর আদি স্বর এবং বৌষট্‌এর আদি স্বর ত্রিমাত্রায় অর্থাৎ প্লুত করিয়া উচ্চারিত হয়—আশ্বলায়ন বলিয়াছেন—তয়োরাদী প্লাবয়েৎ (১।৫)। যাজ্যা মন্ত্রের আদিতে আগূ এবং অন্তে বৌষট্ শব্দের উচ্চারণ করিতে হয়। হোতার পূর্বে যাজ্যা মন্ত্রের পাঠ শেষ হইলে তবে অধ্বর্যু আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।

যাজ্যামন্ত্রের আরম্ভে 'যে ৩ যজামহে' এই আগূর প্রয়োগ করিতে হয় এবং শেষে বষট্‌কারের উচ্চারণ করিতে হয়। যে যজামহে ইহাকেই যাজ্ঞিকগণ আগূ বলেন। যাজ্যার শেষে বষট্‌কারের উচ্চারণ করিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু কোথাও 'বষট্‌' এর উচ্চারণ দেখা যায় না; সর্ব্বত্রই বৌষট্‌ শব্দেরই উচ্চারণ করা হয়, যথা 'সোমস্য অগ্নে বীহি বৌষট্‌' ইত্যাদি। এইজন্যই বষট্‌কারশব্দ বৌষট্‌ শব্দে নিরূঢ়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'বৌষট্‌' এই বলিয়া বষট্‌কার হয়। আদিত্যই 'বৌ' আর ঋতুসমূহ 'ষট্‌' ছয়, এতদ্বারা তাহাকেই (আদিত্যকেই) ঋতুসমূহে নিহিত করা হয় এবং ঋতু সমূহেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। (ঐ. ব্রা. ৩।১১) আরও বলা হইয়াছে—'ত্রয়ো বৈ বষট্‌কারাঃ'—বষট্‌কার ত্রিবিধ, বজ্র, ধামচ্ছৎ, ও রিক্ত। হোতা যখন উচ্চৈঃস্বরে ও বলের সহিত যে বষট্‌কার করেন, তাহার নাম বজ্র। যেহেতু যে হোতার হন্তব্য, তাহার হত্যার জন্য দ্বেষকারী শত্রুর উদ্দেশে ঐ বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়; সেইজন্য শত্রুযুক্ত যজমানকর্ত্তৃক ঐরূপে বষট্‌কার প্রযোজ্য।

আর যাহা সমানস্বরে উচ্চারিত, অবিচ্ছিন্ন ও যাহার যাজ্যা পরিত্যক্ত হয় নাই, সেই বষট্‌কার ধামচ্ছৎ*। প্রজাগণ ও পশুগণ সেই বষট্‌কারের নিকট উপস্থিত থাকে। সেইজন্য প্রজাকামী ও পশুকামী যজমানকর্ত্তৃক ঐরূপ বষট্‌কার প্রযোজ্য।

আর যদ্দ্বারা বৌষট্‌ (মৃদুস্বরে উচ্চারণ হেতু) সমৃদ্ধিহীন হয় তাহার নাম রিক্ত। উহা হোতাকে রিক্ত (সমৃদ্ধিহীন)

* ধাম যজ্ঞস্থানং তত্র যথা রক্ষাংসি ন প্রবিশন্তি তথা ছাদয়তি স ধামচ্ছৎ—রাক্ষসগণ যাহাতে যজ্ঞভূমিতে না প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জন্য যে ছাদন করে এইরূপ বষট্‌কার হইল ধামচ্ছৎ।—সায়নাচার্য্য

করে* যজমানকেও রিক্ত করে, বষট্‌কর্ত্তাও পাপযুক্ত হয়। যে যজমানের উদ্দেশে ঐরূপ বষট্‌কার হয় সেও পাপযুক্ত হয়। সেইজন্য ঐরূপ বষট্‌কারের ইচ্ছাও করিবে না।' (ঐ. ব্রা. ১১।৭)

উপর্য্যুক্ত ব্রাহ্মণের তাৎপর্য এই যে উদাত্তস্বরে উচ্চারিত বৌষট্‌ শব্দ বজ্রস্বরূপ, সমানস্বরে অর্থাৎ একশ্রুতিতে উচ্চারিত বৌষট্‌ শব্দই ধামচ্ছৎ, উহা পশুকামী ও প্রজাকামী যজমানকর্ত্তৃক প্রযোজ্য। মৃদুস্বরে উচ্চারিত বৌষট্‌ শব্দই রিক্তপদবাচ্য, উহা যজমান ও হোতাকে রিক্ত অর্থাৎ সমৃদ্ধিহীন করে ; সেইজন্য উদাত্তস্বরে কিংবা একশ্রুতিতে—বৌষট্‌ শব্দের উচ্চারণ করা উচিত। মৃদুস্বরে উহার উচ্চারণ মোটেই উচিত নয়।

'যে যজামহে' এইরূপ আগূ যাহার আদিতে, শেষে বৌষট্‌ শব্দ, এবং দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিবার পূর্ব্বেই যাহা উচ্চারিত, উহা যাজ্যা নামে যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ে খ্যাত। যথা—'যে যজামহে সোমস্য অগ্নে বীহি বৌষট্‌।'

জ্যোতিষ্টোমে তিনটি সবন আছে—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন্‌ ও তৃতীয়সবন। প্রত্যেক সবনেই উদ্‌গাতা কর্ত্তৃক স্তোত্র† পাঠের পর হোতা কর্ত্তৃক শস্ত্র‡ পাঠ করার বিধান আছে। শস্ত্রপাঠান্তে হোতার উক্‌থবীর্য্য পাঠ—উক্‌থং বাচি, তৎপরে অধ্বর্য্যু 'ওঁ'

---

* রিণক্ত্যাত্মানং রিণক্তি যজমানং পাপীয়ান্‌ বষট্‌কর্ত্তা ভবতি পাপীয়ান্‌ যস্মৈ বষট্‌ করোতি তস্মাৎ তস্যাশাং নেয়াৎ।
(ঐ. ব্রা. ১১।৭)

† প্রগীতমন্ত্রসাধ্যং গুণিনিষ্ঠগুণাভিধানং স্তোত্রম্‌—
গীতিসহকারে মন্ত্রের দ্বারা গুণীর গুণাভিধান করা স্তোত্র।

‡ অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যং গুণিনিষ্ঠগুণাভিধানং শস্ত্রম্‌—
গান না করিয়া মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা গুণীর গুণাভিধান করা শস্ত্র।

উচ্চারণ করিয়া হবির্দ্ধান-মণ্ডপে প্রবেশ করেন ও সেখান হইতে সোমরস আহুতি দিবার গ্রহ নামক পাত্র বিশেষ হস্তে লইয়া বাহিরে আসিয়া 'ওঁ শ্রাবয়' বলিয়া আশ্রাবণ করেন। আগ্নীধ্র কর্ত্তৃক 'অস্তু শ্রৌষট্' বলিয়া প্রত্যাশ্রবণ হইলে পর অধ্বর্যু হোতাকে 'উক্থশাঃ যজ সোমস্য' বলিয়া যাজ্যাপাঠ করিতে আদেশ দেন। তখন হোতা 'যে যজামহে' পূর্ব্বক যাজ্যামন্ত্র* পাঠ করেন। যাজ্যান্তে হোতা বৌষট্ উচ্চারণ করিলে দণ্ডায়মান অধ্বর্য্যু আহবনীয় অগ্নিতে গ্রহের আহুতি দেন।

২৬ বেদে বিকল্পে একশ্রুতি হয়।

কাশিকাবৃত্তিকার জয়াদিত্য বলিয়াছেন—বেদে বিকল্পে একশ্রুতি বিহিত হইয়াছে বলিয়া, স্বাধ্যায়কালেও স্বেচ্ছায় উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরযুক্ত করিয়া কিম্বা একশ্রুতিতেই বেদের পাঠ করা উচিত।[২৬] যথা—

ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা
অগ্ন আয়াহি বীতয়ে।
অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।
শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে॥ ইত্যাদি

কিন্তু বৈদিক সম্প্রদায় অনুসারে স্বাধ্যায় করিবার সময়ও সস্বর পাঠই বিধেয়, সেইজন্য 'বিভাষা ছন্দসি' (পা. ১।২।৩৬) এই

---

* যথা ; যে ৩ যজামহে অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমং বৌ৩ষট্।

২৬ বিভাষা ছন্দসি (পা. ১।২।৩৬)
ছন্দসি বিষয়ে বিভাষা একশ্রুতি র্ভবতি।

পাণিনীয় সূত্রের যে বিভাষা পদ আছে উঁহার অর্থ ব্যবস্থিত বিভাষা করিয়া স্বরমঞ্জরীকার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—বেদে মন্ত্রের পাঠ করিবার সময় সর্ব্বত্রই ত্রৈস্বর্য্যে উচ্চারণ করিতে হইবে; কিন্তু ব্রাহ্মণে কোথাও একশ্রুতি এবং কোথাও দুইটি স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে অর্থাৎ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একশ্রুতি এবং শতপথ ব্রাহ্মণে দুইটি স্বরের প্রয়োগ।

বেদের প্রত্যেক শাখায় সম্প্রদায় অনুসারে স্বরের ব্যবস্থা দেখা যায়। সম্প্রদায় অনুসারে যে শাখায় যেরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা অনুসারেই স্বাধ্যায় করিতে হইবে—ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য।

কোন কোন কাশিকায়—দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিও কাহারও মত* বলিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু কাশিকার টীকা 'পদমঞ্জরী' ও 'বিবরণ-পঞ্জিকায়' হরদত্ত মিশ্র ও জিনেন্দ্রবুদ্ধি ঐরূপ পাঠের উল্লেখ করেন নাই।

কেহ কেহ 'বিভাষা অছন্দসি' এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া বেদাতিরিক্ত স্থলেও ঐচ্ছিক একশ্রুতি স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বেদে সম্প্রদায় অনুসারে ব্যবস্থার বিকল্প এবং বেদাতিরিক্ত স্থলে লৌকিক ভাষায় স্বেচ্ছায় ত্রৈস্বর্য্যের কিম্বা একশ্রুতির ব্যবহার হইবে। ইহার দ্বারা আমাদের মনে হয় পূর্ব্বে লৌকিক ভাষায়ও স্বরের প্রচলন ছিল।

২৭ সুব্রহ্মণ্যা নামক নিগদে† যজ্ঞকর্ম্মেও একশ্রুতি হয়না; কিন্তু

* ব্যবস্থিতবিকল্পোঽয়মিতি কেচিৎ, ব্যবস্থা চ বেদে মন্ত্রদলে নিত্যং ত্রৈস্বর্য্যং, ব্রাহ্মণদলে নিত্যমৈকশ্রুত্যমিতি।

† যজুর্মন্ত্রবিশেষ।

নিগদের যদি কোথাও স্বরিত থাকে, উহার স্থানে উদাত্ত হইয়া যায়।[২৭] যথা— 'সুব্রহ্মণ্যোম্।'

এই স্থলে সুব্রহ্মণি সাধুঃ সুব্রহ্মণ্যঃ 'তত্রসাধুঃ' (পা. ৪।৪।৯৮) সূত্রদ্বারা সুব্রহ্মণ্ শব্দের উত্তর সাধু অর্থে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'সুব্রহ্মণ্য' শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

এই সুব্রহ্মণ্য শব্দের উত্তর স্ত্রীত্ববিবক্ষায় 'অজাদ্যতষ্টাপ্' (পা. ৪।১।৪) সূত্রদ্বারা 'টাপ্' প্রত্যয় করিয়া 'ট্' ও 'প্' এর ইৎ হইলে 'সুব্রহ্মণ্য আ' এই অবস্থায় 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (পা. ৬।১।১০) সূত্রের দ্বারা সবর্ণ দীর্ঘ হইলে 'সুব্রহ্মণ্যা' পদ নিষ্পন্ন হয়। 'সুব্রহ্মণ্য' শব্দ যৎ প্রত্যয়ান্ত বলিয়া 'স্বরিতান্ত' কারণ 'যৎ' প্রত্যয়ের 'ৎ' 'ইৎ' যায় বলিয়া উহার অকার 'তিৎস্বরিতম্' (পা. ৬।১।১৮৫) সূত্রদ্বারা স্বরিত। 'টাপ্' এর আকার ও সুব্রহ্মণ্য শব্দের অকার উভয়ের স্থানে জাত আকারও 'স্থানেঽন্তরতমঃ' (পা. ১।১।৫০) সূত্র অনুসারে আন্তরতম্যবশতঃ স্বরিত-স্বরবিশিষ্ট হইবে। 'টাপ্'-এর আকার যদিও 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্র অনুসারে 'পিৎ' বলিয়া অনুদাত্ত তবুও স্বরিত ও অনুদাত্তের স্থানে জাত একাদেশ স্বরিতই হইবে ; কিন্তু অনুদাত্ত হইবে না। স্বরিতে উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব দুইটি ধর্ম্মই থাকে ; কিন্তু অনুদাত্তে কেবল অনুদাত্তত্বই থাকে ; সেইজন্য স্বরিত ও অনুদাত্তের স্থানে জাত একাদশ স্বরিতই হইবে ;* কিন্তু অনুদাত্ত

২৭ ন সুব্রহ্মণ্যায়াং স্বরিতস্য তুদাত্তঃ (পা. ১।২।৩৭) সুব্রহ্মণ্যাখ্যে নিগদে 'যজ্ঞকর্ম্মণি' ইতি 'বিভাষা ছন্দসি' ইতি চ প্রাপ্তা একশ্রুতির্ন ভবতি যস্তু তত্রত্যঃ স্বরিতস্তস্যোদাত্ত আদেশো ভবতি।

* স্বরিতানুদাত্তসন্নিপাতে স্বরিতম্। (তৈ. প্রা. ১০।১২) স্বরিতস্য চানুদাত্তস্য চ সন্নিপাতে একাদেশে উভাবপি স্বরিতমাপদ্যতে।

হইবে না। স্বরিত হইলেই অনুদাত্তের হওয়াও সিদ্ধ। তারপর 'সুব্রহ্মণ্যা+ওম্' এইরূপ অবস্থায় ওম্ শব্দের সহিত সন্ধি করিলে 'ওমাঙোশ্চ'—(পা. ৫।১।৯৫) সূত্রানুসারে পররূপ একাদেশ অর্থাৎ 'সুব্রহ্মণ্যা' শব্দের আকার পরবর্ত্তী ওকারের রূপে পরিবর্ত্তিত হইলে 'সুব্রহ্মণ্যোম্' এইরূপ হইবে। এস্থলে 'ওম্' শব্দটি নিপাত বলিয়া 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮০) সূত্র অনুসারে 'ওম্' এর ওকারটি উদাত্ত এবং 'সুব্রহ্মণ্যা' শব্দের স্বরিত আকার ও 'ওম্' এর উদাত্ত ওকার উভয়ের স্থানে জাত ওকারও আন্তরতম্যবশতঃ স্বরিতই হইবে ; কিন্তু উদাত্ত হইবে না।

প্রশ্ন—'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা ৮।২।৫) সূত্র দ্বারা এস্থলে স্বরিত ও উদাত্তের স্থানে জাত ওকার একাদেশ উদাত্ত হইবে না কেন ?

উত্তর—উদাত্ত ও অনুদাত্তের স্থানে জাত একাদেশই উদাত্ত হয় ; কিন্তু স্বরিত ও উদাত্ত স্থানে জাত একাদেশ উদাত্ত হয় না ; কারণ উপর্য্যুক্ত সূত্রে 'অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ' (পা. ৬।১।৬১) সূত্র হইতে 'অনুদাত্তস্য' এই পদটির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে ; সেইজন্য উদাত্ত ও অনুদাত্তের স্থানে জাত একাদেশই উদাত্ত হয়।*

'সুব্রহ্মণ্যোম্' এই নিগদাংশে স্বরিত 'আ'কার ও উদাত্ত 'ও'কার উভয়ের স্থানে জাত স্বরিত ওকারের স্থানে এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত বিহিত হইলে 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্রদ্বারা

* আমরা ১৯ সংখ্যক সূত্রের উক্ত পদটির অনুবৃত্তি না করিয়াই অর্থ করিয়াছি। ঋক্ প্রাতিশাখ্যে ও স্বরমঞ্জরীতে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। কিন্তু 'অনুদাত্তস্য' পদের অনুবৃত্তি করাই বৃত্তিগ্রন্থ ও মহাভাষ্যকারের অভিপ্রেত।

উদাত্ত ওকারটিকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট সমস্ত স্বরগুলি অনুদাত্ত, সেইজন্য 'সু' 'ব্র' 'হ্ম' অনুদাত্ত এবং 'ণ্যোম্' উদাত্ত।

'সুব্রহ্মণ্যা'—সুব্রহ্মণ্য নামক সামবেদী ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক পাঠ্য নিগদ বিশেষ। অন্যান্য নিগদের পাঠ প্রায় হোতাই করিয়া থাকেন। কতকগুলি যজুর্মন্ত্রবিশেষকেই 'নিগদ' বলা হয়; যথা—'বসতীবরী' (পর্য্যুষিত জল) ও 'একধনা' (সদ্যঃ আনীত জল) নামক জল মিশ্রণ করিবার সময় হোতা 'তাম্বু···প্রত্যুত্তিষ্ঠতি'* ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠ করিয়া থাকেন। (ঐ ব্রা. ৮ম অধ্যায়)। কেবল 'সুব্রহ্মণ্যা' নামক নিগদই সুব্রহ্মণ্য ঋত্বিক্ পাঠ করেন। সুব্রহ্মণ্যা দুই প্রকার—আগ্নেয়ী ও ঐন্দ্রী। অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে যে নিগদের পাঠ করা হয় উহা আগ্নেয়ী সুব্রহ্মণ্যা এবং ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশ্যে যে নিগদের পাঠ সুব্রহ্মণ্য ঋত্বিক্ করেন উহা ঐন্দ্রী সুব্রহ্মণ্যা। 'অগ্নিষ্টুৎ' নামক সোমের বিকৃত যাগেই কেবল আগ্নেয়ী সুব্রহ্মণ্যা পঠিত হয়, তদ্ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই ঐন্দ্রী সুব্রহ্মণ্যার পাঠ বিহিত। ঐন্দ্রী সুব্রহ্মণ্যার দ্বারা আহ্বান করা হয় যথা—'ইন্দ্রাগচ্ছ হরিব আগচ্ছ মেধাতিথের্মেষ বৃষণশ্বস্য মেনে গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জার কৌশিক ব্রাহ্মণ গৌতমব্রুবাণিতাবদহে সুত্যাম্' ইতি। এই সুব্রহ্মণ্যা নিগদ পাঠ করিবার পূর্ব্বে তিনবার 'সুব্রহ্মণ্যোম্, সুব্রহ্মণ্যোম্, সুব্রহ্মণ্যোম্' এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয়।†

---

* তাম্বিত্যাদিরোমিত্যন্তো নিগদস্তেন মন্ত্রেণ হোতা দ্বিবিধানামপ্যপাং প্রত্যুত্থানং কুর্য্যাৎ—(ঐ ব্রা. ৮. ২.) সা. ভা. এই নিগদটির পূর্বে 'তাম্বু' এবং শেষে 'ওমিতি' এইরূপ আছে—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।

† নিগদশব্দটি পুংলিঙ্গ হইলেও 'বাক্' এর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া 'সুব্রহ্মণ্যা' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। 'সুব্রহ্মণ্যা বৈ বাক্'—এই শ্রুতির দ্বারা 'বাক্'

সোমযাগকালে এইরূপ সুব্রহ্মণ্যা নিগদ পাঠ করিবার অনেক স্থলেই বিধান করা হইয়াছে, যথা—সোমবিক্রয়ীর নিকট হইতে সোম ক্রয় করার পর যজমান সেই সোমের পুঁটুলিটিকে মাথায় করিয়া হবির্ধানশকটে (যে শকটে করিয়া সোম লইয়া যাওয়া হয়) যাহা সোমক্রয়ণ করিবার স্থানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত—কৃষ্ণাজিনের উপর এক বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিলে শকট চালাইবার জন্য দুইটি বলদ নিযুক্ত করা হয়, সেই সময় দুইটি জোয়ালের মধ্যে অবস্থিত সুব্রহ্মণ্য সপত্রপলাশশাখা হাতে করিয়া পলাশশাখা দিয়া বলদ দুইটিকে চলিবার জন্য প্রেরণা করেন। যখন শকট পূর্ব্বদিক অভিমুখে চলিতে থাকে তখন অধ্বর্যু তাঁহাকে সুব্রহ্মণ্যা নিগদ পাঠ করিবার জন্য প্রৈষ অর্থাৎ আজ্ঞা দেন, অধ্বর্যুর প্রৈষ শ্রবণ করিয়াই সুব্রহ্মণ্য নামক ঋত্বিক্ 'সুব্রহ্মণ্যোম্' 'সুব্রহ্মণ্যোম্', 'সুব্রহ্মণ্যোম্' এইরূপ তিনবার এবং পশ্চিম দিকে শকট চলিতে লাগিলে মন্দ্রস্বরে ছয়বার সুব্রহ্মণ্যা-আহ্বান করিয়া থাকেন।
লাট্যায়ন বলিয়াছেন—

সুব্রহ্মণ্যোমিতি ত্রিরাহ্বয়েৎ প্রাচ্যাবর্ত্তমানে।
ষটকৃত্বঃ প্রতীচি—(লাট্যা শ্রৌ. ১।২।২০,২১)

লাট্যায়ন কেবল এইস্থলে 'সুব্রহ্মণ্যোম্' পাঠ করিতে বলেন; কিন্তু কাত্যায়ন তিনবার 'সুব্রহ্মণ্যোম্' এই সুব্রহ্মণ্যাহ্বান পাঠ করিয়া একবার 'ইন্দ্রাগচ্ছ'—ইত্যাদি নিগদ পাঠ করিতে বলেন। যথা—

সুব্রহ্মণ্যাং চাহ্বায়তি সুব্রহ্মণ্যোম্ সুব্রহ্মণ্যোমিতি
ত্রিরুক্ত্বা সকৃন্নিগদং যাবদহে সুত্যা তথাহ।

(কা. শ্রৌ ৭.৯।১৭)

এর বিশেষণরূপে ব্যবহার প্রমাণসিদ্ধ। ইন্দ্রাগচ্ছ-ইত্যাদি নিগদে 'সুব্রহ্মণ্য' শব্দ থাকে বলিয়া ঐ নিদগটিকে 'সুব্রহ্মণ্যা নিগদ' বলা হয়।

যতদিন পরে সুত্যা হইবে নিগদে ততদিনের উল্লেখ করিতে হইবে, যথা তিন দিন পরে যদি চতুর্থ দিবসে সুত্যা হয়, তাহা হইলে 'চতুরহে' এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে। যথা,

ওঁ সুব্রহ্মণ্যোম্ সুব্রহ্মণ্যোম্ সুব্রহ্মণ্যোম্ ইন্দ্রাগচ্ছ হরিব আগচ্ছ মেধাতিথের্মেষ বৃষণশ্বস্য মেনে। গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জার কৌশিকব্রাহ্মণ-গৌতমব্রুবাণ চতুরহে সুত্যামাগচ্ছ মঘবন্।

রাজা সোমের অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি আতিথ্যেষ্টির অনুষ্ঠান আছে—এই আতিথ্যেষ্টি সমাপ্ত হইলে, পত্নীশালায় যজমান ও তৎপত্নী পরস্পর সংস্পৃষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন, সেই সময় 'সুব্রহ্মণ্য' নামক ঋত্বিক্ পত্নীশালার দ্বারে বাহু রাখিয়া 'সুব্রহ্মণ্যোম্' এই আহ্বানটি তিনবার উচ্চারণ করিবার পর 'ইন্দ্রাগচ্ছ' ইত্যাদি নিগদ পাঠ করিবার বিধান আছে।

লাট্যায়ন বলিয়াছেন—

আতিথ্যায়াং সংস্থিতায়াং দক্ষিণস্য দ্বারবাহোঃপুরস্তাৎ তিষ্ঠন্ অন্তর্বেদি দেশেঽন্বারব্ধে যজমানে পত্ন্যাঞ্চ সুব্রহ্মণ্যোমিতি ত্রিরুক্ত্বা নিগদং ব্রুয়াৎ—'ইন্দ্রাগচ্ছ হরিব আগচ্ছ—মেধাতিথের্মেষ বৃষণশ্বস্য মেনে গৌরাবস্কন্দিন্ অহল্যায়ৈজার কৌশিকব্রাহ্মণ গৌতম ব্রুবাণৈতাবদহে সুত্যামিতি যাবদহে স্যাৎ।' (লাট্যা, শ্রৌ. ১।৩)

কাত্যায়নও আতিথ্যেষ্টি সমাপ্তির পর—সুব্রহ্মণ্যাহ্বানের বিধান করিয়াছেন—

'সুব্রহ্মণ্যাং চ প্রেষ্যতি।' (কা. শ্রৌ. ৮।২।১৩)

সোমযাগে দ্বিতীয় দিবসে সোমলতার ক্রয়, আতিথ্যেষ্টি এবং আতিথ্যেষ্টি সমাপ্ত হওয়ার পর প্রবর্গ্য* ও উপসৎ নামক আরও

* দ্বিতীয় দিবস হইতে চতুর্থ দিবস পর্য্যন্ত প্রবর্গ্য হোম করিতে হয়—দুই

দুইটি ইষ্টি করিতে হয়। প্রবর্গ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর 'উপসদ্' ইষ্টির অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশ্যে আহবনীয় অগ্নিতে আজ্যদ্রব্যের আহুতি প্রদান করিতে হয়। এইরূপ 'উপসদ্' নামক ইষ্টি প্রত্যহ দুইবার করিয়া দিনত্রয় অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন হইতে আরম্ভ কবিয়া চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুইবার অনুষ্ঠান বিহিত। তিনদিনে ছয়টি 'উপসদ্' ইষ্টির অনুষ্ঠান হয়—এই ইষ্টিতে প্রত্যেকবার ইষ্টির শেষে সুব্রহ্মণ্যাহ্বান ও নিগদপাঠের ব্যবস্থা আছে—ইহাও সুব্রহ্মণ্য নামক ঋত্বিক্ করিয়া থাকেন।

লাট্যায়ন বলিয়াছেন—

'এবং সর্ব্বেষ্পসদন্তেষু' (লাট্যায়ন শ্রৌ ১।৩।১৫) ইহা ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও সুব্রহ্মণ্যাহ্বান ও সুব্রহ্মণ্যানিগদ পাঠেব বিধান দেখা যায়—যথা, অগ্নীষোমীয় পশুর বপা হোম করিবার সময়, বসতীবরীসংজ্ঞক জল আনিবার সময় ও প্রাতরনুবাক আরম্ভ করিবাব সময়। সামবেদীয় লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ইহাব সবিস্তর উল্লেখ ও বিধি পাওয়া যায়।

সুব্রহ্মণ্যা-নিগদে একশ্রুতির নিষেধ হইলে ত্রৈস্বর্য্য হইবে ; যথা—

(ক) ইন্দ্রাগচ্ছ হরিব আগচ্ছ।

(খ) মেধাতিথের্মেষ বৃষণশ্বস্য মেনে।

দিন পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে এবং চতুর্থ দিনে পূর্বাহ্নেই দুইবার ইহা অনুষ্ঠেয়। 'মহাবীর' নামক মৃন্ময়পাত্রে গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিলে 'ঘর্ম' নামক হব্য প্রস্তুত কবা হয়। এই ঘর্মের দ্বারা আহুতি প্রদান করাকেই প্রবর্গ্য-অনুষ্ঠান বলা হয়। অধ্বর্যু্ই মহাবীর-নির্মাণ ও ঘর্মপাক হইতে আহুতি প্রদান পর্য্যন্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

(গ) গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জার।

(ঘ) কৌশিক ব্রাহ্মণ গৌতম ব্রুবাণ।

(ঙ) শ্বঃ সুত্যামাগচ্ছ মঘবন্।

(ক) 'ইন্দ্র' এই সম্বোধন পদটি 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই ষাষ্ঠসূত্রের দ্বারা আদ্যুদাত্ত অর্থাৎ ইহার 'ই' কার উদাত্ত এবং 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে অবশিষ্ট অংশ অনুদাত্ত। তাহা হইলে উদাত্তের পরে অনুদাত্ত আছে বলিয়া 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) অনুসারে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত হইলে 'ন সুব্রহ্মণ্যায়াং স্বরিতস্য তূদাত্তঃ' (পা. ১।২।৩৭) সূত্র অনুসারে স্বরিতের স্থানে উদাত্ত হইয়া যায়; সেইজন্য 'ইন্দ্র' পদে দুইটি উদাত্ত।

'আগচ্ছ' 'আঙ্' এর আকারটি 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' সূত্র-অনুসারে উদাত্ত। 'গচ্ছ' এই তিঙন্ত পদটি 'তিঙঙতিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮) এই সূত্রানুসারে সর্বানুদাত্ত, উহা অতিঙন্ত 'আঙ্' এই পদের পরে আছে বলিয়া। তাহার পর 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' এই সূত্র অনুসারে উদাত্ত আকারের পরবর্ত্তী গকারের অনুদাত্ত অকার স্বরিত হইয়া গেলে, 'ন সুব্রহ্মণ্যা' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা গকারের স্বরিত অকারের স্থানে উদাত্ত হইয়া যায়। 'চ্ছ' কারের অকার অনুদাত্তই থাকে।

'হরিবঃ' 'হরি' শব্দের উত্তরে 'মতুপ্' প্রত্যয় করিলে 'হরিমন্' এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হয়। তাহার পর 'মতুবসোঃ রু সম্বুদ্ধৌ ছন্দসি' (পা ৮।৩।১) সূত্রদ্বারা 'ন্' এর স্থানে 'রু' হইয়া যায়। উকারের ইৎসংজ্ঞা ও 'র্' এর বিসর্গ হইলে, 'ছন্দসীরঃ' (পা. ৮।২।১৫)

সূত্র অনুসারে ইকারের পরবর্ত্তী মকারের স্থানে 'ব' কার হইয়া গেলে 'হরিবঃ' এই বৈদিকপদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহাও 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পা. ৬।১।১৯৭) এই ষাষ্ঠ সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্ত এবং 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে হকারের পরবর্ত্তী স্বরগুলি অনুদাত্ত। তাহা হইলে 'হ' কারের অকার উদাত্ত। 'রি' ও 'ব' এর ইকার ও অকার অনুদাত্ত। এই অবস্থায় উদাত্তের পরে অনুদাত্ত আছে বলিয়া, 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) সূত্রানুসারে 'হ'কারের উদাত্ত অকারের পরবর্ত্তী 'রি' এর অনুদাত্ত ইকার স্বরিত হইলে 'ন সুব্রহ্মণ্যা'—ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ঐ স্বরিতের স্থানে উদাত্ত হইয়া যায়; সেইজন্য 'হরিবঃ' পদে দুইটি উদাত্ত ও একটি অনুদাত্ত।

'আগচ্ছ' পদেও পূর্ব্বেরই ন্যায় আকার ও গকারের অকার এই দুইটি উদাত্ত এবং 'চ্ছ' কারের অকার অনুদাত্ত।

'মেধাতিথেঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদটি 'সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে' (পা. ২।১।২) সূত্র অনুসারে পরের অঙ্গবৎ হইয়া যায় বলিয়া, 'মেধাতিথের্মেষ' এই অংশটি 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পা. ৬।১।১৯৮) অনুসারে আদ্যুদাত্ত, অর্থাৎ 'মে' এর একার উদাত্ত এবং 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্'. (পা. ৬।১।১৫৮.) অনুসারে অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত। সেইজন্য 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৫৬) সূত্রদ্বারা উদাত্তের পরবর্ত্তী 'ধা' এর অনুদাত্ত আকারের স্থানে স্বরিত হইলে 'ন সুব্রহ্মণ্য' ইত্যাদি দ্বারা ঐ স্বরিতের স্থানে উদাত্ত হইয়া যায়। এইভাবে 'মেধাতিথের্মেষ' এই বাক্যে আদি স্বর দুইটি উদাত্ত ও পর পর চারিটি স্বরই অনুদাত্ত।

'বৃষণশ্বস্য মেনে' 'বৃষাণোঽশ্বা যস্য' এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'বৃষণশ্বঃ' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে—'বৃষণ্ বস্বশ্বয়োঃ'

(পা. ১।৪।১৮) এই বার্ত্তিক অনুসারে অশ্ব শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী 'বৃষণ্' পদটির 'ভ' সংজ্ঞা হয়; সেইজন্য 'ন লোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য' (পা. ৮।২।৭) সূত্র দ্বারা নকারের লোপ ও 'পদান্তস্য' (পা. ৮।৪।৩৭) সূত্র দ্বারা ণত্বনিষেধ হয় না। 'বৃষণশ্বস্য' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদটির 'পরাঙ্গবৎ' হওয়ায় 'বৃষণশ্বস্য মেনে' এই বাক্যে পূর্ব্বেরই ন্যায় আদিস্বর দুইটি উদাত্ত এবং অবশিষ্ট পাঁচটি স্বর অনুদাত্ত।

'গৌরাবস্কন্দিন্'

'অহল্যায়ৈ জার'

'কৌশিক ব্রাহ্মণ'

'গৌতম ব্রুবাণ'

এই চারিটি বাক্যে পূর্ব্বের ন্যায় আদিস্বর দুইটি উদাত্ত ও অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত।

'শ্বঃ' সুত্যামাগচ্ছ 'মঘবন্' (সুত্যার পূর্ব্বদিবসে সুব্রহ্মণ্যা নিগদের পাঠ হইলে 'শ্বঃ' শব্দের যোগে পাঠ করিতে হয়)। এই 'শ্বঃ' শব্দটি নিপাত বলিয়া 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮০) অনুসারে ইহা উদাত্ত। 'সুত্যা' পদটি 'সংজ্ঞায়াং সমজ-নিষদ-নিপত-মন-বিদ-ষুঞ্-শীঙ্-ভৃঞিনঃ' (পা. ৩।৩।৯৯) সূত্র দ্বারা 'ষুঞ্ অভিষবে' ধাতুর উত্তরে 'ক্যপ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। এই সূত্রে 'মন্ত্রে বৃষেষ-পচ-মন-বিদ-ভূবীরা উদাত্তঃ' (পা. ৩।৩।৯৬) হইতে উদাত্ত পদের অনুবৃত্তি হয় বলিয়া 'সুত্যা' পদটি অন্তোদাত্ত।

'শ্বঃ' পদের পরিবর্ত্তে 'দ্ব্যহে' 'ত্র্যহে' এইরূপ পাঠেরও বিধান দেখা যায়। দীক্ষা দিবস হইতে যতদিন পরে 'সুত্যা' হইবে ততদিনের উল্লেখ করিতে হয়। 'যাবদহে সুত্যা তথাহ' (কাত্যায়ন শ্রৌ. ৭।৯।১৭)।

'দ্ব্যহঃ' ও 'ত্র্যহঃ' পদ টচ্ প্রত্যয়ান্ত। সেইজন্য চিতঃ (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত।

লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে সুব্রহ্মণ্যা নিগদ পাঠ করিবার অনেক-প্রকার বিধান পাওয়া যায়। যথা;

'প্রাক্ সুত্যাদেশান্নামগ্রাহঃ'

অগ্নীষোমীয়বপায়াং হুতায়াং পরিহৃতাসু বসতীবরীষু প্রাতরনু-বাকোপক্রমবেলায়াম্ 'অসৌ যজতে' ইতি প্রত্যেকং গৃহ্নীয়াদ্ যজমাননামধেয়ানি অমুষ্য পুত্রঃ পৌত্রো নপ্তা ইতি পূর্ব্বেষাম্।

অথাবরেষাং যথাজ্যেষ্ঠং স্ত্রীপুংসানাং যে জীবেয়ুঃ।

(লাট্যায়ন শ্রৌ. ১।৩।১৭।১৮।১৯)

'সুত্যাম্' এই বচনটি উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে যজমানের নাম গ্রহণ করিতে হইবে। উহা কোথায় কিরূপ তাহাও কথিত হইয়াছে—অগ্নীষোমীয় পশুর বপাহুতি হইয়া গেলে বসতীবরী নামক জল আনিবার সময় এবং প্রাতরনুবাক আরম্ভ করিবার সময় 'অসৌ যজতে' অর্থাৎ বাসুদেব যজ্ঞ করিতেছে এইরূপ যজনকারী ব্যক্তির নামোল্লেখ করিবে এবং যজমানের পূর্ব্ববর্ত্তী তিনপুরুষেরও নামোল্লেখ করিবে, যথা—'নারায়ণস্য পৌত্রো বাসুদেবস্য পুত্রঃ পশুপতের্নপ্তা দেবদত্তনামকো যজতে' ইত্যাদি।

যিনি যাগ করিতেছেন, তাঁহার পরবর্ত্তী পুত্র পৌত্রাদি যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পৌত্রের নাম গ্রহণ করিবে, যথা; দাক্ষেঃ পিতা, গার্গ্যস্য পিতামহঃ, রাম-ভদ্রস্য প্রপিতামহঃ ইত্যাদি।

সুব্রহ্মণ্যাহ্বান সহ সম্পূর্ণ নিগদমন্ত্রটি এইরূপ হইবে; যথা—'সুব্রহ্মণ্যোম্ সুব্রহ্মণ্যোম্ সুব্রহ্মণ্যোম্ ইন্দ্রাগচ্ছ হরিব আগচ্ছ মেধাতিথের্মেষ বৃষণশ্বস্য মেনে গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জার কৌশিক

ব্রাহ্মণ গৌতম ব্রুবাণ ত্র্যহে বাসুদেবস্য পুত্রঃ পশুপতেঃ পৌত্রো নারায়ণস্য নপ্তা রামভদ্রস্য পিতা মহেন্দ্রস্য পৌত্রঃ কমলাকরস্য প্রপৌত্রো দেবদত্তো যজতে সুত্যাম্’।

এইরূপ বিধানের দ্বারা জ্ঞাত হইতেছে যে যজমানের নামগ্রহণ-কালে নামটি প্রথমান্ত এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা পরবর্ত্তী তিন পুরুষের নামগ্রহণ কালে ষষ্ঠ্যন্ত পদের প্রয়োগ করিতে হইবে। ষষ্ঠ্যন্ত আবার দুইপ্রকার হইতে পারে একটি ‘স্যান্ত’ ও অপরটি তদ্‌ভিন্ন; সেইজন্য ব্যাকরণে—কাত্যায়ন প্রথমান্ত নামের জন্য এবং স্যান্ত ও স্যান্ত-ভিন্ন ষষ্ঠ্যন্ত পদের জন্য চারিটি বার্ত্তিক লিখিয়াছেন।

২৮ প্রথমান্ত পদের দ্বারা যজমানের নামোল্লেখ করিলে সেই প্রথমান্ত পদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়, যথা গার্গ্যো যজতে, এস্থলে ‘গার্গ্যঃ’ এই পদটি অন্তোদাত্ত।[২৮]

২৯ স্যান্ত ব্যতীত ষষ্ঠ্যন্ত পদ অন্তোদাত্ত হয়, যথা, দাক্ষেঃ পিতা যজতে।

২৮ অসাবিত্যন্তঃ (বা. ১।২।৩৭) তস্মিন্নেব নিগদে প্রথমান্তস্য অন্ত উদাত্তো ভবতি। যথা; গার্গ্যো যজতে ইতি।

‘গার্গ্যঃ’ এই পদটি ‘গর্গাদিভ্যো যঞ্’ (পা. ৪।১।১০৫) সূত্র অনুসারে যঞ্-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; সেইজন্য ‘ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্’ (পা. ৬।১।১৯৭) সূত্র অনুসারে আদ্যুদাত্ত হওয়া উচিত; কিন্তু অন্তোদাত্ত হইল।

২৯ অমুষ্যেত্যন্তঃ (বা ১।২।৩৭) অমুষ্য ইতি ষষ্ঠ্যন্তস্যোপলক্ষণম্। তস্মিন্নেব নিগদে ষষ্ঠ্যন্তস্যাপি অন্ত উদাত্তো ভবতি। যথা; ‘দাক্ষেঃ পিতা যজতে’ ইতি।

‘দক্ষস্য গোত্রাপত্যম্’—এই অর্থে দক্ষশব্দের উত্তরে ‘অত ইঞ্’ (পা. ৪।১।৯৫) এই সূত্র অনুসারে ‘ইঞ্’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; সেইজন্য এস্থলেও ঞ্ ইৎ যায় বলিয়া ‘ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্’ (পা ৬।১।১৯৭) সূত্র অনুসারে আদ্যুদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু তাহা না হইয়া এই বার্ত্তিকের দ্বারা অন্তোদাত্ত হইল।

৩০ 'স্যান্ত ষষ্ঠ্যন্ত পদের উপোত্তম স্বর অর্থাৎ অন্ত্যস্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর এবং অন্ত্যস্বরও উদাত্ত হইবে।'[৩০] যথা—

'গার্গ্যস্য পিতা যজতে।'

এইস্থলে 'গ্য' এর অকার এবং 'স্য'এর অকার উদাত্ত অর্থাৎ মধ্যোদাত্ত ও অন্তোদাত্ত।

৩১ নামবাচক পদ স্যান্ত ষষ্ঠ্যন্ত হইলে বিকল্পে উপোত্তম উদাত্ত হয় যথা—

বাসুদেবস্য পিতা যজতে।

এইস্থলে 'ব'এর অকার কিম্বা 'স্য'এর অকার উদাত্ত হইবে। 'ব'এর অকার উদাত্ত না হইলে 'স্য'এর অকার উদাত্ত হইবে। গৌতমের মতে সুব্রহ্মণ্যা নিগদে 'এতাবদহে সুত্যাম্' ইহার পর 'দেবা ব্রহ্মাণ আগচ্ছত আগচ্ছত আগচ্ছত' এইরূপ বাক্য পাঠ করিতে হয়, এবং মতান্তরে এই বাক্যটি উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে 'আগচ্ছ মঘবন্' এই আর একটি ইন্দ্রের আহ্বানকারক বাক্যের পাঠ করিতে হয়।

'আগচ্ছ মঘবন্ দেবা ব্রহ্মাণ আগচ্ছত আগচ্ছত আগচ্ছত'

লাট্যায়ন বলিয়াছেন—

দেবা ব্রহ্মাণ আগচ্ছত আগচ্ছত আগচ্ছতেতি গৌতমঃ।

'আগচ্ছ মঘবন্' (লাট্যা. শ্রৌ ১।৩।৩,৫)

৩০ স্যান্তস্য চোপত্তমং চ (বা. ১।২।৩৭) স্যশব্দান্তস্য উপোত্তমমন্ত্যশ্চ উভয়মুদাত্তং ভবতি।

৩১ বা নামধেয়স্য (বা. ১।২।৩৭) স্যান্তস্য নামধেয়স্য উপোত্তমমুদাত্তং বা ভবতি।

'স্য' অন্তে যাহার আছে এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত নাম হইলে উহার উপোত্তম অর্থাৎ অন্ত্যের পূর্ববর্তী স্বর বিকল্পে উদাত্ত হয়। যখন উপোত্তম উদাত্ত হইবে না, তখন অন্ত্যস্বরই উদাত্ত হইবে।

'দেবা ব্রহ্মাণঃ' এই দুইটি পদে কোন স্বর হইবে, উদাত্ত, অনুদাত্ত কিম্বা স্বরিত? পাণিনি এই দুইটি পদে স্বরিতের স্থানে অনুদাত্ত বিধান করিয়াছেন। যথা—

৩২ নিগদশেষে দেব ও ব্রহ্মন্ শব্দের, স্বরিতের স্থানে অনুদাত্ত হইয়া যায়[৩২]। যথা—

'দেবা ব্রহ্মাণ আগচ্ছত আগচ্ছত আগচ্ছত'

পূর্ব্বে সুব্রহ্মণ্যা নিগদে স্বরিতের স্থানে উদাত্ত বিধান করা হইয়াছে, ইহা সেই উদাত্তবিধির ব্যতিক্রম। কাহারও মতে এই দুইটি পদ সমানাধিকরণ, কাহারও মতে ইহাদের বৈয়ধিকরণ্য।

সামানাধিকরণ্যমতে 'বিভাষিতং বিশেষবচনে' (পা. ৮।১।৭৪) সূত্র অনুসারে প্রথম আমন্ত্রিতান্ত 'দেবা' পদটি বিকল্পে বিদ্যমানবৎ হইলে 'দেবা' এই পদটির পরবর্ত্তী আমন্ত্রিতান্ত পদমাত্রেরই অনুদাত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'ব্রহ্মাণঃ' পদেরও অনুদাত্ত হইবে, তজ্জন্য 'ব্রহ্মাণঃ' পদের জন্য পৃথক অনুদাত্ত বিধান বৃথা।

'দেবাঃ' পদটি পদের পরবর্ত্তী নয় বলিয়া 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই ষাষ্ঠ সূত্র দ্বারা 'আদ্যুদাত্ত' হইলে উদাত্ত একারের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত আকারের স্থানে 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৫৬) সূত্রদ্বারা স্বরিত হইলে সেই স্বরিতের স্থানে এই সূত্র অনুসারে অনুদাত্ত হইয়া যায় এবং বৈয়ধিকরণ্য পক্ষে প্রথম আমন্ত্রিতান্ত 'দেবাঃ' পদটি অবিদ্যমানবৎ বলিয়া দ্বিতীয় আমন্ত্রিতান্ত 'ব্রহ্মাণঃ' পদটি কোনও পদের পরবর্ত্তী নয়, সেইজন্য ষাষ্ঠ 'আমন্ত্রিতস্য চ' সূত্র দ্বারা ইহাও আদ্যুদাত্ত অর্থাৎ 'ব্র' এর অকার উদাত্ত এবং ইহার পরবর্ত্তী স্বরগুলি 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্র দ্বারা অনুদাত্ত;

৩২ দেবব্রহ্মণোরনুদাত্তঃ (পা. ১।২।৩৮) দেবব্রহ্মণোঃ স্বরিতস্য অনুদাত্ত আদেশো ভবতি।

কিন্তু 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা ৮।৪।৬৬) সূত্রানুসারে 'ব্র' এর পরবর্ত্তী 'হ্মা' এর অনুদাত্ত আকার স্বরিত হইয়া যায়। এই সূত্রদ্বারা সেই স্বরিতের স্থানে অনুদাত্ত হইয়া গেলে প্রথমস্বরটি উদাত্ত ও পরবর্ত্তী স্বরগুলি অনুদাত্ত হইবে। সম্পূর্ণ নিগদটি এইরূপ :—

'ওঁ সুব্রহ্মণ্যোং সুব্রহ্মণ্যোং সুব্রহ্মণ্যোম্ ইন্দ্রাগচ্ছ হরিব আগচ্ছ মেধাতিথের্মেষ বৃষণশ্বস্য মেনে। গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জার কৌশিকব্রাহ্মণ গৌতম ব্রুবাণ। ত্র্যহে সুত্যামাগচ্ছ মঘবন্ দেবা ব্রহ্মাণ আগচ্ছতাগচ্ছতাগচ্ছত।'*

যজমানের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পুরুষের নাম 'সুত্যাম্' এই বচনটির পূর্ব্বে সন্নিবেশ করিয়া পাঠ করিতে হইবে—ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

৩৩। সংহিতায় স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের একশ্রুতি হয়। স্বরিতের পরবর্ত্তী একটি, দুইটি কিম্বা অনেকগুলি অনুদাত্তের যুগপৎ একশ্রুতি হইয়া থাকে।[৩৩] ক্রমশঃ উদাহরণ যথা—

(ক) অগ্নিমীলে। (ঋ. ১।১।১)

(খ) স দেবাঁ এহ বক্ষতি। (ঋ. ১।১।২)

(গ) স ইদ্বেদ্দেষু গচ্ছতি। (ঋ. ১।১।৪)

(ঘ) ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা। (ঋ. ১।২।৮)

---

৩৩ স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্ (পা. ১।২।৩৯)
স্বরিতাৎ পরেষামনুদাত্তানাং সংহিতায়ামেকশ্রুতিঃ স্যাৎ।

* ইন্দ্রাগচ্ছেতি হরিব আগচ্ছ মেধাতিথের্মেষ বৃষণশ্বস্য মেনে। গৌরাবস্কন্দিন্নহল্যায়ৈ জারেতি—শত. ব্রা. (৩।৩।৪।১৮)

(ক) 'অগ্নিম্' এই পদটি অন্তোদাত্ত এবং 'ঈলে' এই তিঙন্তটি সর্বানুদাত্ত। 'ঈ' কারটি উদাত্তের পরবর্ত্তী বলিয়া স্বরিত এবং 'লে'-টি স্বরিতের পরে আছে বলিয়া সংহিতায় প্রচয়াপর নামক একশ্রুতি। এস্থলে স্বরিতের পরবর্ত্তী একটি অনুদাত্তের স্থানে একশ্রুতি হইয়াছে।

গত্যর্থক 'অগি' ধাতুটির 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) সূত্রানুসারে অকার উদাত্ত। ইহার উত্তরে 'অঙ্গের্নলোপশ্চ' (উ. সূ ৪।৪৯০) সূত্র অনুসারে 'নি' প্রত্যয় হয় এবং ধাতুর ইকার ইৎ যায় বলিয়া 'ইদিতো নুম্ ধাতোঃ' (পা. ৭।১।৫৮) সূত্রদ্বারা নুম্ আগম হইয়া যে নকার প্রাপ্ত হয় উহার লোপও 'অঙ্গের্ন লোপশ্চ' সূত্রদ্বারাই হয়। তাহা হইলে 'অগ্নি' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'নি' প্রত্যয়টির 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা.৩।১।৩) সূত্রদ্বারা ইকার উদাত্ত হইলে যুগপৎ দুইটি উদাত্তের শ্রবণ প্রাপ্ত হয় :—একটি ধাতুর ও অপরটি প্রত্যয়ের ; কিন্তু 'অগি' ধাতুর অকারটি ধাতুপাঠে পঠিত অবস্থায় উদাত্ত ; ইহা থাকাকালে 'নি' প্রত্যয়টির উদাত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে ; সেইজন্য প্রত্যয়ের স্বরটি সতিশিষ্ট স্বর। 'সতিশিষ্টস্বরো বলীয়ান্ '(পা.৬।১।১৫৮) এই পরিভাষা অনুসারে সতিশিষ্টস্বর অর্থাৎ যেটি পরে উপদিষ্ট তাহাই বলবান্ বলিয়া এস্থলে 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্র অনুসারে প্রত্যয়ের উদাত্ত ইকারটিকে বাদ দিয়া ধাতুর অকারটি অনুদাত্ত হইয়া যায় ; সেইজন্য 'অগ্নি' এই প্রাতিপদিকটি অন্তোদাত্ত। ইহার উত্তরে দ্বিতীয়ার একবচনে 'অম্' বিভক্তি আসিলে 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে উহা অনুদাত্ত। 'অগ্নি+অম্' এইরূপ অবস্থায় 'অমি পূর্ব্বঃ' (পা ৬।১।১০৭) সূত্রদ্বারা ইকার ও অকার উভয়ের স্থানে ইকার একাদেশ হইয়া 'অগ্নিম্' এইরূপ পদ হইলে 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫) অনুসারে উদাত্ত

ইকার ও অনুদাত্ত অকার উভয়ের স্থান জাত ইকার উদাত্তই হইবে; সেইজন্য ঐ পদটিও অন্তোদাত্ত।

'ঈলে' এই তিঙন্ত পদটি 'অগ্নিম্' এই অতিঙন্ত পদের পরে আছে বলিয়া 'তিঙঙতিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮) অনুসারে সর্বানুদাত্ত অর্থাৎ 'ঈ' ও 'লে'র একার অনুদাত্ত। 'ঈলে'র অনুদাত্ত 'ঈ' কারটি 'অগ্নিম্' এই পদের ইকারের পরে আছে, 'ম্' এই ব্যঞ্জনটি মধ্যে থাকিলেও 'স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবৎ'—এই পরিভাষানুসারে উহা অবিদ্যমানবৎ অর্থাৎ না থাকার মত; সেইজন্য 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) অনুসারে উদাত্ত ইকারের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত 'ঈ'কারটি স্বরিত হইয়া যায়। সুতরাং 'অগ্নিমীলে' এই বাক্যে 'অ'কার অনুদাত্ত 'গ্নি' এর ইকার উদাত্ত, 'ঈলে'র ঈকার স্বরিত এবং 'লে'র একার অনুদাত্ত। স্বরিত ঈকারের পরে 'লে' অনুদাত্ত আছে বলিয়া 'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্' (পা. ১।২।৩৯) সূত্রানুসারে ইহা প্রচয়াপর নামক একশ্রুতি।

(খ) 'এহ' এই পদটি অন্তোদাত্ত এবং 'বক্ষতি' এই তিঙন্ত পদটি সর্বানুদাত্ত। 'এহ বক্ষতি' এই বাক্যে 'ব' এর অনুদাত্ত অকারটি হ এর উদাত্ত অকারের পরবর্ত্তী বলিয়া উহা স্বরিত, এবং 'ক্ষ' এর অনুদাত্ত অকার ও 'তি' এর অনুদাত্ত ইকার স্বরিতের পরে আছে বলিয়া, উহাদের একশ্রুতি হইয়া যায়। এস্থলে স্বরিতের পরবর্ত্তী দুইটি অনুদাত্তের একশ্রুতি হইয়াছে।

'আ + ইহ' এই দুইটির যোগে 'এহ' হইয়াছে। 'আ' নিপাত বলিয়া 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮০) সূত্রদ্বারা উদাত্ত এবং ইদম্ শব্দের উত্তরে 'ইদমো হঃ' (পা ৫।৩।১১) সূত্রদ্বারা 'হ' প্রত্যয় ও 'ইদম ইশ্' (পা. ৫।৩।৩) সূত্রদ্বারা 'ইদম্' শব্দের স্থলে 'ইশ্' আদেশ হওয়ার পর 'শ্' এর ইৎ ও লোপ হইলে 'ইহ' পদ সিদ্ধ হয় বলিয়া

অন্তোদাত্ত। কারণ 'হ' প্রত্যয়ের অকারটি 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্রানুসারে উদাত্ত। 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে 'ইহ' এই পর-পদের ইকারটি অনুদাত্ত। উদাত্ত আকার ও অনুদাত্ত ইকার উভয়ের স্থানে 'আদ্গুণঃ' (পা. ৬।১।৮৭) সূত্র দ্বারা জাত একারও 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫) অনুসারে উদাত্ত ; সেইজন্য 'এহ' এইস্থলে দুইটি উদাত্ত।

'বক্ষতি' এই তিঙন্তপদটি 'এহ' এই অতিঙন্ত পদের পরবর্ত্তী আছে বলিয়া 'তিঙতিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮) সূত্রানুসারে সর্বানুদাত্ত অর্থাৎ ব-ক্ষ-তি সবগুলিই অনুদাত্ত হইলেও অনুদাত্তের শ্রবণ হয়না, কেননা 'ব' কারের অকারটি উদাত্তের পরে আছে বলিয়া 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) সূত্রানুসারে স্বরিত এবং এই স্বরিতের পরবর্ত্তী 'ক্ষ' ও 'তি' এর অনুদাত্ত 'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্' (পা. ১।২।৩৯) অনুসারে একশ্রুতি হইয়া যায়, অর্থাৎ—অনুদাত্তের শ্রবণ না হইয়া একশ্রুতি কিম্বা প্রচয় হইয়া যায়—প্রচয়স্বরে উদাত্ত শ্রুতিই হইয়া থাকে ; সেইজন্য সংহিতায় লিখিবার সময় উদাত্তেরই মত কোনও চিহ্ন না দিয়া স্বরের উচ্চারণ প্রকাশ করা হয়। এস্থলে লক্ষণীয় যে সংহিতা* পাঠেই 'এহ বক্ষতি' এইরূপ 'হ' এই উদাত্তের পরবর্ত্তী 'ব' এই অনুদাত্তের স্বরিত হইয়া থাকে এবং স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত দুইটির একশ্রুতি বা প্রচয় হইয়া যায় ; কিন্তু পদপাঠে যখন পদগুলির পৃথক্ করিয়া পাঠ করা হইবে তখন এহ ও বক্ষতি—এই দুইটি পদের

* অর্দ্ধমাত্রার অধিককালের ব্যবধান না থাকিলে সংহিতা হইয়া থাকে—পরঃসন্নিকর্ষঃ সংহিতা (পা. ১।৪।১০৯)। পদপাঠে অর্দ্ধমাত্রার অধিককালের ব্যবধান করিয়া উচ্চারণ করা হয়।

মাঝখানে একমাত্রার ব্যবধান থাকায় উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত হয় না, বরং অনুদাত্তই থাকে, যথা—আ ইহ বক্ষতি।

(গ) 'স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি' এস্থলে 'দেব' শব্দটি অন্তোদাত্ত ; কিন্তু 'ষু' এই বিভক্তিটি অনুদাত্ত, উদাত্তের পরে আছে বলিয়া উহা স্বরিত , এবং 'গচ্ছতি' এই তিঙন্ত পদটি সর্বানুদাত্ত, 'ষু' এর স্বরিত উকারের পরে আছে বলিয়া 'গ' 'চ্ছ' তি' এর অনুদাত্তগুলি একশ্রুতি হইয়া যায়।

দেব শব্দটি 'অচ্' প্রত্যয়ান্ত ; সেইজন্য 'চিতঃ' (পা. ৬৷১৷১৬৩) সূত্রানুসারে উহা অন্তোদাত্ত। সপ্তমী বিভক্তির বহুবচনে 'সুপ্' প্রত্যয় আসিলে, উহা 'অনুদাত্তৌ সুপ্‌পিতৌ' (পা. ৩৷১৷৪) অনুসারে অনুদাত্ত। 'দেব সু' এই অবস্থায় 'বহুবচনে ঝল্যেৎ' (পা. ৭৷৩৷১০৩) অনুসারে উদাত্ত অকারের স্থানেই একার হয় বলিয়া উহাও উদাত্ত। 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা ৬৷১৷১৫৮) অনুসারে 'দে' অনুদাত্ত। 'ষু'*এর অনুদাত্ত উকার উদাত্তের পরে আছে ; সেইজন্য উহা 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮৷৪৷৬৬) অনুসারে স্বরিত এবং এই স্বরিতের পরবর্ত্তী গ, চ্ছ, তি, অনুদাত্তগুলি এই সূত্র অনুসারে প্রচয়াপর নামক একশ্রুতি হইয়া যায়। এস্থলে স্বরিতের পরে তিনটি অনুদাত্তেরই যুগপৎ একশ্রুতি হইয়া যায়। মধুচ্ছন্দা ঋষিদৃষ্ট সম্পূর্ণ মন্ত্রটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।

স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি।

* 'সু' এই প্রত্যয়টির সকারের স্থানে 'ষ' হয়, 'আদেশপ্রত্যয়য়োঃ' (পা. ৮৷৩৷৫৯) অনুসারে।

এই ঋঙ্‌মন্ত্রেও সংহিতা অবস্থাতেই 'ষু' এই স্বরিতের পরবর্ত্তী 'গচ্ছতি'—এই তিনটি অনুদাত্তগুলির একশ্রুতি হইয়া থাকে ; কিন্তু পদপাঠে অনুদাত্তই থাকে, একশ্রুতি হয় না ; যথা—'দেবেষু গচ্ছতি'*

(ঘ) 'ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা।' এই স্থলে 'ন' এর স্বরিত অকারের পরবর্ত্তী অনেকগুলি অনুদাত্তের একশ্রুতি হইয়াছে।

'ঋত' শব্দটির ঘৃতাদিতে পাঠ আছে বলিয়া 'ঘৃতাদীনাঞ্চ' (ফি: ২১) এই ফিট্‌ সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত এবং 'ঋ' কারটি 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্‌' (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্রানুসারে অনুদাত্ত। এই 'ঋত' শব্দের উত্তরে তৃতীয়ার একবচনে 'টা' বিভক্তি আসিলে 'টা' বিভক্তির স্থানে 'ইন' আদেশ হইয়া যায়। 'অনুদাত্তৌ সুপ্‌পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্রানুসারে সুপ্‌ বিভক্তি অনুদাত্ত হয় বলিয়া 'ইন' এই দুইটিই অনুদাত্ত ; কিন্তু 'ঋত ইন' এইরূপ অবস্থায় 'ত' কারের উদাত্ত অকার ও অনুদাত্ত 'ই'কারের স্থানে একার গুণ একাদেশ হয় ; সেইজন্য উহা 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫) সূত্রানুসারে উদাত্ত এবং 'ন' এর অকারটি উদাত্তের পরে আছে বলিয়া উহা 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) অনুসারে স্বরিত ; সেইজন্য 'ঋতেন' এই স্থলে প্রথম স্বরটি অনুদাত্ত, দ্বিতীয় স্বরটি উদাত্ত এবং তৃতীয় স্বরটি স্বরিত।

'মিত্রাবরুণৌ, ঋতাবৃধৌ ও ঋতস্পৃশা' তিনটিই সম্বোধনপদ ; অথচ প্রত্যেকটিই প্রত্যেকটির পরে আছে। যেমন 'মিত্রাবরুণৌ' পদটি 'ঋতেন' এই পদের পরে আছে ; 'ঋতাবৃধৌ' পদটি

* মাত্রাকালমবগ্রহঃ—একমাত্রার ব্যবধান করিয়া উচ্চারণ করিলে অবগ্রহ হয়।

'মিত্রাবরুণৌ' এই পদের পরে আছে এবং 'ঋতাস্পৃশা' এই পদটি 'ঋতাবৃধৌ' এই পদের পরে আছে। সেইজন্য ইহারা পদের পরবর্ত্তী অথচ পাদের আদিতে বর্ত্তমান নয় বলিয়া প্রত্যেকটিই 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পা. ৮।১।১৯) অনুসারে সর্ব্বানুদাত্ত ; কিন্তু এই সমস্ত অনুদাত্ত স্বরগুলিই 'ন' এই স্বরিতের পরবর্ত্তী বলিয়া 'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্' (পা. ১।২।৩৯) সূত্রানুসারে সংহিতায় একশ্রুতি অর্থাৎ প্রচয় হইয়া যায়।

উবট অনেকগুলি অনুদাত্তের একশ্রুতি হওয়ার একটি সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ দিয়াছেন—'ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি' (ঋ. ১০।৭৫।৫) 'মে' এই স্বরিতের পরবর্ত্তী 'গঙ্গে যমুনে সরস্বতি'—এতগুলি অনুদাত্তের একশ্রুতি বা প্রচয় হইয়াছে। গঙ্গে, যমুনে ও সরস্বতি—এই তিনটি আমন্ত্রিতই 'মে'—এই পদের পরবর্ত্তী এবং পাদের আদিতে বিদ্যমান নয় বলিয়া 'আমন্ত্রিতস্য চ'—এই আষ্টমিক সূত্র অনুসারে ঐ তিনটি পদেই নিঘাত অর্থাৎ অনুদাত্ত হইয়া থাকে। সংহিতায় একশ্রুতি হয় বলিয়া পদপাঠে অনুদাত্তই থাকে। সম্বোধনে প্রথমা বিভক্ত্যন্তপদকে আমন্ত্রিত বলা হয়। 'সামন্ত্রিতম্' (পা. ২।৩।৪৮) সূত্রে ইহার বিধান করা হইয়াছে। 'মিত্রাবরুণৌ' প্রভৃতি পদগুলি সম্বোধনের দ্বিবচনে নিষ্পন্ন। সম্বোধনে প্রথমার দ্বিবচন পরে থাকায় এই পদগুলিও আমন্ত্রিত। 'আমন্ত্রিতস্য চ' (পা ৮।১।১৯) এই আষ্টমিক সূত্রদ্বারা পদের পরবর্ত্তী ও পাদের আদিতে বর্ত্তমান আমন্ত্রিতসংজ্ঞক পদের অনুদাত্ত স্বর হইয়া থাকে। 'ঋতস্পৃশা' পদটি 'সুপাংসুলুক্' (পা. ৭।১।৩৯) সূত্রদ্বারা 'ঔ' বিভক্তির স্থলে 'ডা' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন।

স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত প্রচয় হইয়া যায় এবং সেই প্রচয়

স্বরের উচ্চারণ উদাত্তেরই ন্যায় হয়, একথা তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে বলা হইয়াছে।

স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাং প্রচয় উদাত্তশ্রুতিঃ

(তৈ. প্রা. ২১।১০)

বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্যে স্বরিতাক্ষরের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত 'উদাত্তময়' হইয়া যায়, ইহা বলা হইয়াছে। উদাত্তময় শব্দের অর্থ ভাষ্যকার উবট প্রচিত কিম্বা একশ্রুতি করিয়াছেন।

স্বরিতাৎ পরমনুদাত্তমুদাত্তময়ম্।

স্বরিতাদক্ষরাৎ পরং ব্যবহিতং যদনুদাত্তমক্ষরং তদুদাত্তময়ং ভবতি। উদাত্তময়ং প্রচিতমেকশ্রুতীতি পর্য্যায়াঃ।

(বাজ. প্রাতি. ৪।১৪১)

উবটের মতে উদাত্তময়, প্রচিত ও একশ্রুতি প্রতিশব্দ। আমরা মনে করি—স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের উদাত্তেরই ন্যায় উচ্চারণ হয় অর্থাৎ উদাত্তশ্রুতি হয় ইহাই প্রাতিশাখ্যের তাৎপর্য্য।

প্রচয়স্বর বলিলেও উহার উচ্চারণভেদ বলিতে হইত। যেমন তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে প্রচয়স্বর বলার পরও উহার উচ্চারণ উদাত্তেরই ন্যায় হয়, ইহা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশে উদাত্ত-শ্রুতি বলা হইয়াছে।

স্বরিতের পরবর্ত্তী অনেকগুলি অনুদাত্তের যুগপৎ একশ্রুতি বিধান করার জন্য বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্যে আর একটি সূত্র করা হইয়াছে।

'অনেকমপি'

স্বরিতাদক্ষরাৎ পরং ব্যঞ্জনব্যবহিতং যদনুদাত্তমক্ষরমেকমনেকং বা তৎসর্ব্বমনুদাত্তমুদাত্তময়ং ভবতি। প্রচিতং ভবতীত্যর্থঃ।

(বাজ. প্রাতি. ৪।১৪২)

ঋক্ প্রাতিশাখ্যেও—

স্বরিতাদনুদাত্তানাং পরেষাং প্রচয়ঃ স্বরঃ।
উদাত্তশ্রুতিতাং যান্ত্যনেকং দ্বে বহূনি বা॥

(ঋ. প্রা. ৩।১৩.১৯)

আমরা ইহার উদাহরণ সবিস্তর প্রদর্শন করিয়াছি।

৩৪ যে অনুদাত্তের পরে উদাত্ত কিম্বা স্বরিত থাকে, সেই অনুদাত্তের স্থানে সন্নতর অর্থাৎ অনুদাত্ততর আদেশ হইয়া যায়।[৩৪] যথা :—

(ক) অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ (ঋ. ১।১।১)

(খ) অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ (ঋ. ১।১।৩)

(গ) যোঽস্য স্বোঽগ্নিঃ (তৈ. সং ৫।৭।৯।১)

(ঘ) রায়ো দুরো ব্যৃতজ্ঞা অজানন্ (ঋ. ১।১২।৭২।৮)

(ক) 'পুরঃ' শব্দটি অন্তোদাত্ত বলিয়া 'পু' এর উকার অনুদাত্ত এবং এই অনুদাত্তটির পরে উদাত্ত আছে, সেইজন্য ইহা সন্নতর অর্থাৎ অনুদাত্ততর হইয়া যায়। 'পু' এর উকারটি যদি অনুদাত্ততর না হইত, তাহা হইলে 'মী' এর স্বরিতের পরবর্ত্তী 'লে' যেমন প্রচিত হয়, সেইরূপ 'পু' এর উকারও প্রচিত হইত। কারণ স্বরিতের পরবর্ত্তী একটি দুইটি কিম্বা ততোধিক অনুদাত্তগুলি প্রচিত হইয়া যায়।

---

৩৪ উদাত্তস্বরিতপরস্য সন্নতরঃ (পা. ১।২।৪০) উদাত্তঃ স্বরিতঃ পরো বা যস্মাৎ তস্য অনুদাত্তস্য সন্নতরঃ অনুদাত্ততর আদেশো ভবতি।

'পূর্ব্ব' শব্দের উত্তরে 'পূর্ব্বাধরাবরাণামসিপুরধবশ্চৈষাম্ (পা. ৫।৩।৩৯) সূত্র দ্বারা 'অসি' প্রত্যয় ও পূর্ব্ব শব্দের স্থানে 'পুর্' আদেশ হইলে 'পুরস্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্রদ্বারা 'অসি' প্রত্যয়ের অকারটি উদাত্ত এবং 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্রদ্বারা 'পু' এর উকারটি অনুদাত্ত। 'স্' এর স্থানে 'রু' ও 'রু' এর স্থানে উকার হইলে 'পুর উ' এই অবস্থায় সন্ধি করিয়া 'পুরো' হইয়াছে; সেইজন্য ওকারটি উদাত্ত এবং এই উদাত্তটি 'পু' এর অনুদাত্ত উকারের পরে আছে বলিয়া উহা অনুদাত্ততর।

(খ) 'অগ্নি' শব্দটি অন্তোদাত্ত এবং 'টা' এই তৃতীয়ার একবচনের স্থানে 'না' আদেশ করিলে 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্রদ্বারা উহা অনুদাত্ত। 'অগ্নিনা' এই স্থলে অনুদাত্তের পরে উদাত্ত ও উদাত্তের পরে অনুদাত্ত আছে। 'না' এর আকারটি উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত বলিয়া 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' সূত্রদ্বারা স্বরিত হইয়া যায়। 'রয়ি' শব্দটি 'ফিষোঽন্তোদাত্তঃ' ফিট্ সূত্র দ্বারা অন্তোদাত্ত।

ফিট্ শব্দের অর্থ প্রাতিপদিক; সেই জন্য 'রয়ি' এই প্রাতিপদিকটির অন্ত অর্থাৎ ইকার উদাত্ত; সেইজন্য 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্রদ্বারা 'রয়ি' শব্দের আদ্যস্বরটি অনুদাত্ত। 'রয়ি' এই প্রাতিপদিকের পরবর্ত্তী 'অম্' বিভক্তিটি 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্রদ্বারা অনুদাত্ত এবং 'অমিপূর্ব্বঃ' (পা. ৬।১।১০৭) সূত্রদ্বারা 'রয়ি+অম্' এই অবস্থায় পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ ইকার ও অকারের স্থানে ইকার একাদেশ হইয়া গেলে 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫) সূত্রদ্বারা উদাত্ত ও অনুদাত্তের স্থলে একাদেশ উদাত্তই হইয়া যায়; সেইজন্য 'রয়িম্'

পদটি অন্তোদাত্ত। 'র'কারের অনুদাত্ত অকারের পরে উদাত্ত ইকার আছে বলিয়া 'র'কারের অকারটি অনুদাত্ততর হইয়া যায়।

(গ) 'যোঽস্য স্বোঽগ্নি' এস্থলে 'যো' এর ওকার স্বরিত, 'স্যঃ' অকার অনুদাত্ত ও 'স্বো' এর ওকার স্বরিত। এই উদাহরণে অনুদাত্তের পরে স্বরিত আছে; সেইজন্য ঐ অনুদাত্তটি সন্নতর অর্থাৎ অনুদাত্ততর হইয়া যায়।

(ঘ) 'তুরো ব্যতজ্ঞা' এস্থলে 'তু' এর উকার উদাত্ত,' 'রো' এর ওকার অনুদাত্ত এবং 'ব্য' এর ঋকার স্বরিত। 'রো' এই অনুদাত্তের পরে 'ব্য' এই স্বরিত আছে বলিয়া 'রো' এই অনুদাত্তটি সন্নতর হইয়া যায়।

পাণিনি উদাত্ত ও স্বরিতের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুদাত্তের সন্নতর বিধান করিয়া দেন; সেইজন্য তাঁহার মতে এইরূপ স্থলে একশ্রুতি কিম্বা প্রচয়স্বর হয় না।

ঋক্‌প্রাতিশাখ্যেও উদাত্ত কিম্বা স্বরিত পরে থাকিলে অনুদাত্তেরই বিধান করা হইয়াছে; সেইজন্য প্রচয়স্বর হয় না যথা;

'নিযুক্তং তূদাত্তস্বরিতোদয়ম্' (ঋ. প্রা. ৩।২১)

বহ্ব্‌চ শাখানুসারে সকল আচার্যের মতেই এইরূপস্থলে অনুদাত্ত হইয়া থাকে।

বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্যেও এইরূপ স্থলে প্রচয়স্বরের নিষেধ করিয়া অনুদাত্তের বিধান করা হইয়াছে, যথা 'নোদাত্ত স্বরিতোদয়ম্' (বাজ. প্রা. ৪।১৪৩)

উবট ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—উদাত্তোদয়ং স্বরিতোদয়ং চ নোদাত্তময়ং ভবতি কিন্তু অনুদাত্তমেব ভবতি।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে এইরূপ স্থলে প্রচয়স্বরের নিষেধ করিয়া 'বিক্রম' নামক স্বরের বিধান করা হইয়াছে, যথা;

'নোঁদাত্তস্বরিতপরঃ' (তৈ. প্রা. ২১।১১)

স্বরিতয়োর্মধ্যে যত্র নীচং স্যাদুদাত্তয়োর্বান্যতরয়োর্বা উদাত্ত-স্বরিতয়োঃ স বিক্রমঃ। (তৈ. প্রা. ১৯।১)

কৌণ্ডিন্য আচার্য্যের মতে প্রচয়পূর্ব্বক অনুদাত্তেরও বিক্রমসংজ্ঞা হইয়া থাকে। যথা;

'প্রচয়পূর্ব্বশ্চ কৌণ্ডিন্যস্য' (তৈ. প্রা. ১৯।২)

এই 'বিক্রম' নামক স্বরেরও আবার অনুদাত্ততরত্ব বিধান করা হইয়াছে—যথা;

'স্বারবিক্রময়োর্দৃঢ়প্রযত্নতরঃ পৌষ্করসাদেঃ' (তৈ প্রা. ১৭।৬)

পাণিনির মতে যাহা 'সন্নতর' তাহাই তৈত্তিরীয় শাখা অনুসারে 'বিক্রম' সংজ্ঞকস্বর। পৌষ্করসাদির মতে এই বিক্রমের উচ্চারণ দৃঢ়প্রযত্নতর সাপেক্ষ। উহার উচ্চারণ এইরূপ করিতে হইবে যাহাতে অনুদাত্তই থাকে—ইহাই দৃঢ়প্রযত্নতর উচ্চারণের ফল।

পৌষ্করসাদি আচার্যের মতে স্বরিত ও বিক্রমের দৃঢ়প্রযত্নতর আদেশ হইয়া যায়—অর্থাৎ স্বরিতের স্থানে স্বরিততর ও বিক্রমের স্থানে দৃঢ়প্রযত্নতর করিলে, তাহাকে অনুদাত্ততরই বলিতে হইবে, কারণ 'বিক্রম' নামক স্বরটি অনুদাত্ত হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে অনুদাত্তের স্থানেই অনুদাত্ততর বিধান করা হইল।*

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যানুসারে দুইটি স্বরিতের মধ্যবর্ত্তী, দুইটি

* দৃঢ়প্রযত্নতর শব্দটি অনুদাত্ততরের প্রতিশব্দ নয়; কিন্তু দৃঢ়প্রযত্নের দ্বারা উৎকর্ষ বিধায়ক স্বরিতের দৃঢ়প্রযত্নতর বিধান করিয়া স্বরিততর বিধান করা হইয়াছে। আর অনুদাত্তের দৃঢ়প্রযত্নতর বলিতে অনুদাত্ততর বুঝায়।

উদাত্তের মধ্যবর্ত্তী, উদাত্ত ও স্বরিতের মধ্যবর্ত্তী ও স্বরিত ও উদাত্তের মধ্যবর্ত্তী অনুদাত্ত আসিলে অনুদাত্ততরই হয়, উদাত্তপূর্ব্বক কিম্বা অপূর্ব্বক অনুদাত্তের স্থানে অনুদাত্ততর হয় না।

পাণিনিমতে 'অগ্নিঃ' 'কন্যা' ইত্যাদিস্থলেও সন্নতর অর্থাৎ অনুদাত্ততর হইয়া থাকে।

৩৫ একটি শব্দ দুইবার উচ্চারিত হইলে দ্বিতীয় রূপটি সর্বানুদাত্ত হয়,[৩৫] যথা—

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে।

যশসং বীরবত্তমম্ (ঋ. ১।১।৩)

এই ঋঙ্‌মন্ত্রে 'দিবেদিবে' ইহার উদাহরণ। 'নিত্যবীপ্সয়োঃ' (পা. ৮।১।৪) সূত্র অনুসারে বীপ্সায় 'দিবে' এই পদটির দ্বিরুক্তি করার পর দ্বিতীয় 'দিবে' পদটি এই সূত্র অনুসারে সর্ব্বানুদাত্ত।

'দিব্' শব্দের সপ্তমীর একবচনে 'দিবি' হওয়া উচিত; কিন্তু 'সুপ্' বিভক্তির স্থানে 'শে' আদেশ হইয়া যায়। এস্থলেও 'দিব্' শব্দোত্তর যে সপ্তমীর একবচনে 'ঙি' বিভক্তি, উহার স্থানে 'সুপাং সুলুক্' (পা. ৭।১।৩৯) সূত্রদ্বারা 'শে' আদেশ করিলে 'দিবে' এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়।

সপ্তমীবিভক্তিতে যে শব্দটি একাচ্ অর্থাৎ একটি স্বরবিশিষ্ট ঐরূপ শব্দের পরবর্ত্তী তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি উদাত্ত হইয়া যায়। 'সাবেকাচস্তৃতীয়াদি বিভক্তিঃ' (পা. ৬।১।১৬৮) 'দিব্' শব্দের সপ্তমীতে 'দ্যুষু' রূপ হয়, 'দ্যু' অংশে কেবল একটি মাত্র স্বর আছে; সেইজন্য

৩৫ অনুদাত্তঞ্চ (পা. ৮।১।৩) দ্বিরুক্তস্য পরং রূপমনুদাত্তং ভবতি

ইহা সপ্তমীতে একাচ্। এই সপ্তমীতে একটি স্বরবিশিষ্ট 'দিব্' শব্দের পরবর্ত্তী সপ্তমী বিভক্তির উদাত্ত হইলে 'বে' উদাত্ত এবং 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে 'দি' অনুদাত্ত।

কিম্বা 'উড়িদংপদাদ্যপ্পুম্ রৈদ্যুভ্যঃ' (পা. ৬।১।১৭৬) সূত্র অনুসারে 'দিব্' শব্দের পরবর্ত্তী তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি উদাত্ত হইয়া যায় বলিয়া, সপ্তমীবিভক্তির স্থানে জাত 'শে'ও উদাত্ত অর্থাৎ 'বে' উদাত্ত এবং পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে 'দি' অনুদাত্ত; সেইজন্য 'দিবে' এই পদটিতে পূর্ব্বস্বরটি অনুদাত্ত ও পরস্বরটি উদাত্ত।

'নিত্যবীপ্সয়োঃ' (পা. ৮।১।৪) সূত্র অনুসারে 'দিবে' পদটির দ্বিরুক্তি হইয়া 'দিবে দিবে' এইরূপ হইলে দ্বিতীয় 'দিবে' পদটি সর্ব্বানুদাত্ত হইয়া যায়। তাহা হইলে 'দিবেদিবে' এস্থলে প্রথম স্বরটি অনুদাত্ত, দ্বিতীয় স্বরটি উদাত্ত, তৃতীয় স্বরটি ও চতুর্থ স্বরটি অনুদাত্ত। 'বে' এই উদাত্তের পরবর্ত্তী 'দি' এই অনুদাত্তটির স্থানে 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) সূত্রানুসারে স্বরিত হইয়া যায়; সেইজন্য 'দিবেদিবে' এইরূপ স্থলে প্রথমটি অনুদাত্ত, দ্বিতীয়টি উদাত্ত, তৃতীয়টি স্বরিত ও চতুর্থটি অনুদাত্ত।

ইতি সাধারণ স্বর সমাপ্ত।

ধাতুস্বর

৩৬ ধাতুর অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে।

যে স্থলে ধাতুর উত্তরে বিহিত প্রত্যয় অনুদাত্ত কিম্বা লুপ্ত সে স্থলে ইহার উদাহরণ, অন্যত্র প্রত্যয়স্বর প্রভৃতি যাহা সতিশিষ্ট, উহারই শ্রবণ হয়[৩৬] যথা—

(ক) ভবত্যাত্মনা। (তৈ. সং ৩।২।২।৩)

(খ) যদ্ যজতে। (তৈ. সং ২।৫।৫।৫)

(ক) 'ভবতি' এই স্থলে 'ভূ' ধাতুটি 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত অর্থাৎ ধাতুর উকারটি উদাত্ত। ধাতুর উত্তরে লট্ লকার ও উহার স্থানে তিপ্ প্রত্যয় আসিলে 'প্'-এর 'হলন্ত্যম্' (পা. ১।৩।৩) সূত্রানুসারে ইৎসংজ্ঞা ও 'তস্য লোপঃ' (পা. ১।৩।৯) অনুসারে লোপ হইলে 'তি' পিৎ বলিয়া 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত এবং 'তি'-এর পূর্ব্বে 'কর্ত্তরি শপ্' (পা. ৩।১।৬৮) অনুসারে শপ্ প্রত্যয় হইলে ইহারও 'প্'-এর ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'শ্'-এর 'লশক্বতদ্ধিতে' (পা. ১।৩।৮) অনুসারে ইৎ ও লোপ হইয়া গেলে 'অ' এই 'পিৎ'টিও উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে অনুদাত্ত। তাহা হইলে 'ভূ-অ-তি' এই অবস্থায় উদাত্তের পরে দুইটি স্বরই অনুদাত্ত; সেইজন্য উকারের স্থানে ওকার গুণ এবং

৩৬ ধাতোঃ (পা ৬।১।১৬২) ধাতোরন্ত উদাত্তঃ স্যাৎ। অস্মিন্ সূত্রে কর্ষাত্বত ইত্যত 'অন্ত উদাত্ত' ইত্যনুবর্ত্ততে। যত্র ধাতোর্বিহিতঃ প্রত্যয়ঃ অনুদাত্তো লুপ্তো বা, তত্রাস্য স্বরস্য শ্রবণম্, অন্যত্র সতিশিষ্টত্বাৎ প্রত্যয়স্বরাদিঃ।

ওকারের স্থানে 'এচোঽয়বায়াবঃ' (পা. ৬।১।৭৮) সূত্রদ্বারা 'অব্' আদেশ করিলে 'ভবতি' এই অবস্থায় উকারের স্থানে জাত যে অকার উহাও উদাত্ত; কিন্তু উদাত্তের পরবর্ত্তী যে 'ব'-এর অকার অনুদাত্ত, উহার স্থানে 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) অনুসারে স্বরিত হইয়া যায় এবং স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত 'তি'-এর 'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্' (পা. ১।২।৩৯) অনুসারে একশ্রুতি অর্থাৎ প্রচয়স্বর হইয়া যায়; সেইজন্য 'ভবতি' এইস্থলে 'ভ'-এর অকার উদাত্ত, 'ব'-এর অকার স্বরিত ও 'তি'-এর ইকার প্রচয়।

(খ) 'যদ্ যজতে' এইস্থলে 'যজ্' ধাতুর উত্তরে লট্ লকারে ক্রিয়াজনিত ফলের কর্ত্তৃগামিত্ব বিবক্ষায় 'লট্'-এর স্থানে আত্মনেপদে 'ত' আদেশ হইলে 'টিত আত্মনেপদানাং টেরে' (পা. ৩।৪।৯৭) সূত্র অনুসারে 'টিৎ' অর্থাৎ যাহার টকার ইৎ হয় এইরূপ 'ল'কারের স্থানে আদেশস্বরূপ আত্মনেপদের টি অর্থাৎ অন্ত্যস্বর যাহার আদিতে এইরূপ সমুদায়ের স্থানে একার আদেশ হইয়া যায়। 'লট্'-এর 'ট্' ইৎ যায় বলিয়া ইহা 'টিৎ' এবং ইহার স্থানে 'ও' এই আত্মনেপদের 'টি'-অকারের স্থানে একার আদেশ হইলে 'যজ্' 'তে' এই অবস্থায় 'কর্ত্তরি শপ্' (পা. ৩।১।৬৮) অনুসারে মধ্যে শপ্ প্রত্যয় হয় ইহার 'শ'কার ও 'প'কারের পূর্ব্বোক্তপদ্ধতিতে ইৎসজ্ঞা ও লোপ হইয়া গেলে যে অকার অবশিষ্ট থাকে, উহা 'পিৎ' বলিয়া অনুদাত্ত এবং যজ্ ধাতুর অকারটি 'ধাতোঃ' (পা. ৬। ১।১৬২) অনুসারে উদাত্ত। 'তে' পিৎ নয়, কিন্তু ইহা লকারের স্থানে জাত সার্ব্বধাতুক 'তিঙ্ শিৎ সার্ব্বধাতুকম্' (পা. ৩।৪।১১৩)

অনুসারে সার্ব্বধাতুক। এই লকারের স্থানে জাত সার্ব্ব-ধাতুকটি (শপ্)-এর অবশিষ্ট অকারের পরবর্ত্তী বলিয়া উহাও অনুদাত্ত। উপদেশে অকারের পরবর্ত্তী ল সার্ব্বধাতুকের 'তাস্যনুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাৎ - ল - সার্ব্বধাতুকমনুদাত্তমহ্ন্বিঙোঃ' (পা. ৬।১।১৮৬) সূত্র অনুসারে অনুদাত্ত হইয়া যায়। 'শপ্' এর অকার ঔপদেশিক অকার ; সেইজন্য উহার পরবর্ত্তী 'তে' অনুদাত্ত এবং উদাত্ত 'য'-এর অকারের পরবর্ত্তী 'জ'-এর অনুদাত্ত স্বরিত ও স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত 'তে' প্রচয়। 'যজতে' এই পদটি 'যৎ' শব্দের পরে আছে বলিয়া 'তিঙ্ঙ-তিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮) অনুসারে সর্ব্বানুদাত্ত হয় না, কারণ 'নিপাতৈর্যদ্-যদি-হন্ত-কুবিৎ-নেৎ-চেৎ-চ-পক্কচ্চিদ্যত্র যুক্তম্' (পা. ৮।১।৩০) ইত্যাদি সূত্রে 'যৎ' শব্দের পরবর্ত্তী তিঙন্তের সর্ব্বানুদাত্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

জঞ্জভ্যমানো ব্রুয়াৎ'। (তৈ. সং ২।৫।২।৪)

চঙ্ক্রম্যমাণায় স্বাহা। (তৈ. সং ৭।১।১৯।৩)

কণ্ডূয়মাণায় স্বাহা। (তৈ. সং ৭।১।১৯।৩)

গোপায় নঃ স্বস্তয়ে। (তৈ. সং ১।২।৩।১)

ইত্যাদি যঙন্ত, কণ্ড্বাদি-যগন্ত, গুপ্ ধাতুর উত্তরে 'আয়্' প্রত্যয়ান্ত প্রভৃতি ধাতুর অন্তোদাত্ত করাও ইহার প্রয়োজন। ঋগ্বেদে যথা—

(ক) অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।

স ইন্দ্রেবেষু্ গচ্ছতি ॥ (ঋ. ১।১।৪)

(খ) স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নোভব

সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ (ঋ. ১।১।৯)

(গ) বসিষ্বা হি মিয়েধ্য বস্ত্রান্যূর্জাংপতে।

সেমং নো অধ্বরং যজ ॥ (ঋ. ১।২৬।১)

(ক) 'পরিভূর্ অসি' 'অসি' এই ক্রিয়াপদে অকারটি 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) সূত্রানুসারে উদাত্ত।

(খ) 'সচস্ব' এই তিঙন্তপদে 'চ'-এর অকার 'শপ্' প্রত্যয়ের অকার বলিয়া উহা 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্রানুসারে অনুদাত্ত এবং 'স্ব' এর অকার পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে ল সার্ব্বধাতুক অনুদাত্ত হইয়া গেলে 'স'-এর অকার 'ধাতুস্বর' অর্থাৎ 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) সূত্রানুসারে উদাত্ত।

(গ) 'বসিষ্বা' এই পদটি 'বস্' আচ্ছাদনে ধাতুর উত্তরে 'লোট্' লকার ও উহার স্থানে 'থাস্' আদেশ করিলে 'থাস্'-এর স্থানে 'থাসঃ সে' (পা. ৩।৪।৮০) সূত্রানুসারে 'সে' আদেশ করার পর 'বস্' 'সে' এই অবস্থায় 'সবাভ্যাং বামৌ' (পা. ৩।৪।৯১) সূত্রানুসারে একারের স্থানে 'ব' আদেশ করিলে 'বস্, স্ব' এইরূপ অবস্থা হইলে 'ছন্দস্যুভয়থাঃ' (পা. ৬।৪।৮৬) অর্থাৎ বেদে সার্ব্বধাতুক ও আর্ধধাতুক দুইটি সংজ্ঞাই যুগপৎ হয়; সেইজন্য 'তিঙ্' প্রত্যয়ের সার্ব্বধাতুক সংজ্ঞা প্রাপ্ত থাকিলেও আর্ধধাতুক হইয়া যায়। তাহা হইলে

'স্ব' এই আর্ধধাতুকের 'আর্ধধাতুকস্যেড্‌বলাদেঃ' (পা. ৭।২।৩৫) সূত্রানুসারে 'ইট্' আগম হইলে 'বসিস্ব' এই অবস্থায় 'আদেশপ্রত্যয়য়োঃ' (পা. ৮।৩।৫১) অনুসারে স-কারের স্থানে 'ষ'-কার ও 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' (পা. ৬।১।১৩৭) অনুসারে সংহিতায় দীর্ঘ করিলে 'বসিষ্বা' পদটি নিষ্পন্ন হয়। এই 'বসিষ্বা' ক্রিয়াপদে আদিস্বর অর্থাৎ ব-কারের অকার 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) সূত্র অনুসারে উদাত্ত।

৩৭ অজাদি অর্থাৎ স্বরবর্ণ আদিতে যাহার এইরূপ ইট্ প্রত্যয় ব্যতীত ল সার্ব্বধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে স্বপ্, শ্বস্ অন্ ও হিংস্ ধাতুর আদিস্বর বিকল্পে উদাত্ত হয় যথা—[৩৭]

স্বপন্তি, শ্বসন্তি, অনন্তি, হিংসন্তি।

ইহাদের আদিস্বর উদাত্ত না হইলে প্রত্যয়স্বর দ্বারা মধ্যোদাত্ত হইবে। 'স্বপ্যাৎ' 'হিংস্যাৎ' ইত্যাদি স্থলে অজাদি প্রত্যয় পরে নাই; সেজন্য 'যাসুট্' আগমটি উদাত্ত। 'স্বপিতঃ' এই স্থলে ইডাদি লসার্ব্বধাতুক পরে আছে বলিয়া আদি উদাত্ত হয় না; কিন্তু প্রত্যয়স্বর হইলে মধ্যোদাত্ত হইবে।

৩৮ যে অজাদিপ্রত্যয় পরে থাকিতে আদিস্বর উদাত্ত হইবে, উহা যদি 'কিৎ' অথবা 'ঙিৎ' হয় তবেই আদিস্বর উদাত্ত হইবে অন্যথা হইবে না,[৩৮] যথা;

স্বপানি, হিনসানি, প্রভৃতি স্থলে উত্তম পুরুষে 'আট্' আগম

---

৩৭ স্বপাদিহিংস্যামচ্যনিটি (পা. ৬।১।১৮৮)। স্বপাদীনাং হিংসেশ্চ অনিট্যজাদৌ লসার্বধাতুকে পরে আদিরুদাত্তো বা স্যাৎ।

৩৮ কিঙ্‌ত্যেবেষ্যতে (বা ৬।১।১৮৮)

হয় এবং উহা 'আডুত্তমস্য পিচ্চ' (পা. ৩।৪।৯২) অনুসারে 'পিৎ' হয় আর 'পিৎ' হইলে 'ঙিৎ' হয় না। 'সার্ব্বধাতুকমপিৎ' (পা. ১।২।৪) সূত্রানুসারে অপিৎ সার্ব্বধাতুক ঙিদ্বৎ হয়; কিন্তু পিৎ সার্ব্বধাতুক ঙিৎ হয় না। সেইজন্য উক্তস্থলে 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৩২) সূত্র দ্বারা নিত্যই আদ্যুদাত্ত হইবে।*

৩৯ ইট্ ব্যতীত অজাদি লসার্ব্বধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিলে অভ্যস্ত ধাতুর আদিস্বর উদাত্ত হয়। দুইটি সূত্রে অভ্যস্তসংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে—'উভে অভ্যস্তম্' (পা. ৬।১।৫) ও 'জক্ষিত্যাদয়ঃ ষট্' (পা. ৬।১।৬)। 'উভে অভ্যস্তম্' (পা. ৬।১।৫)—ধাতুর দ্বিত্ব হইলে পূর্ব্বোত্তর উভয় সমুদায়কেই অভ্যস্ত বলা হয়। যথাঃ—দদাতি, দদৎ, দধাতু ইত্যাদি। 'জক্ষিত্যাদয়ঃ ষট্' (পা. ৬।১।৬)—জক্ষ্ ধাতু হইতে আরম্ভ করিয়া আর ছয়টি অর্থাৎ জক্ষ্ প্রভৃতি সাতটি ধাতুকেও অভ্যস্ত বলা হয়। যথা—জক্ষতি, জাগ্রতি, দরিদ্রতি, চকাসতি, শাসতি, দীধ্যতে ও বেব্যতে।

উপর্যুক্ত অভ্যস্তসংজ্ঞক ধাতুর উত্তরে যদি স্বর আদিতে যাহার এইরূপ লস্থানী-সার্ব্বধাতুক প্রত্যয় থাকে, তাহা হইলে অভ্যস্তসংজ্ঞক অর্থাৎ যাহার দ্বিত্ব হইয়াছে এইরূপ ধাতুর এবং জক্ষ প্রভৃতি ধাতুর আদিস্বর উদাত্ত হয়। যথা—

---

* 'হিনসানি'—এইস্থলে রুধাদিগণীয় 'হিসি হিংসায়াম্' ধাতুর মধ্যবর্ত্তী যে 'শ্নম্' বিকরণ আসে, উহার নকারের অকারটি 'ধাতোঃ'—সূত্র অনুসারে উদাত্ত হইবে, কারণ 'হিনস্ আনি' এই অবস্থায় নকারের অকারই ধাতুর অন্ত্যস্বর বলিয়া গৃহীত হয়।

৩৯ অভ্যস্তানামাদিঃ (পা. ৬।১।১৮৯) অনিট্যজাদৌ লসার্ব্বধাতুকে পরে আদিরুদাত্তো বা স্যাৎ।

(ক) বিভ্রতী জরাম্। (তৈ. সং ৪।৩।১১।৫)

(খ) যদাহ্বনীয়ে জুহ্বতি। (তৈ. ব্রা ১।১।১০।৫)

'ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ' এই ধাতুর উত্তরে শতৃ প্রত্যয় করিলে প্রত্যয়ের 'অৎ' মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 'শ্' ইৎ যায় বলিয়া, ইহা সার্ব্বধাতুক প্রত্যয় এবং এই সার্ব্বধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিতে 'কর্ত্তরি শপ্' (পা. ৩।১।৬৮) অনুসারে শপ্ ও 'জুহোত্যাদিভ্য শ্লুঃ' (পা. ২।৪।৭৫) সূত্রানুসারে উহার 'শ্লু' অর্থাৎ লোপ হইয়া যায়। 'শ্লু' শব্দের দ্বারা লোপ হইলে 'শ্লৌ' (পা. ৬।১।১০) সূত্রের দ্বারা ধাতুর দ্বিত্ব হইলে 'পূর্ব্বোঽভ্যাসঃ' (পা. ৬।১।৪) সূত্র দ্বারা পূর্ব্বের অভ্যাসসংজ্ঞা এবং 'ভৃঞামিৎ' (পা. ৭।৪।৭৬) সূত্রদ্বারা অভ্যস্ত ঋকারের ইকার হওয়ার পর 'অভ্যাসে চর্চ' (পা. ৮।৪।৫৪) অনুসারে অভ্যাস ভকারের জশ্ত্ব করিয়া বকার করিলে 'বিভৃ অৎ' এইরূপ অবস্থায় 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) সূত্রানুসারে ঋকারের স্থানে 'র'কার করিলে 'বিভ্রৎ' এই শত্রন্তপদ নিষ্পন্ন হয়। তাহার পর 'উগিতশ্চ' (পা. ৬।৩।৪৫) সূত্রদ্বারা 'ঙীপ্' প্রত্যয় করিলে 'বিভ্রতী' পদ নিষ্পন্ন হয়। ইহা অভ্যস্তধাতু বলিয়া, ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়া যায়।

(খ) ''হু' দানাদানয়োঃ' ধাতুর উত্তরে লট্ লকারের প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'ঝি' আদেশ করিলে পূর্ব্ববৎ দ্বিত্ব করার পর 'হু হু ঝি' এই অবস্থায় 'কুহোশ্চুঃ' (পা. ৭।৪।৬২) সূত্রদ্বারা অভ্যাস 'হ' কারের স্থানে 'ঝ' কার ও 'অভ্যাসে চর্চ' (পা. ৮।৪।৫৪) সূত্র দ্বারা 'ঝ' কারের স্থানে 'জ' কার করিলে 'জু হু ঝি' এই অবস্থায় 'অদভ্যস্তাৎ' (পা. ৭।১।৪) সূত্রানুসারে এই অভ্যস্তসংজ্ঞক 'হু'

ধাতুর উত্তরবর্ত্তী 'ঝি' প্রত্যয়ের 'ঝ্' কারের স্থানে 'অৎ' আদেশ করিলে 'জুহু অতি' এইরূপ হইলে 'হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকে' (পা. ৬।৪।৮৭) অনুসারে 'হু' এর উকারের স্থানে 'ব' কার আদেশ করার পর 'জুহ্বতি' পদ নিষ্পন্ন হয়। এই স্থলে 'অভ্যস্তানামাদিঃ' (পা. ৬।১।১৪৯) সূত্রদ্বারা আদিস্বর উকার উদাত্ত হইয়া যায়। ঋগ্বেদে বরুণসূক্তে যথা—

বিভ্রদ্ দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজম্।

পরি স্পশো নি ষেদিরে॥ (ঋ. ১।২৫।১৩)

এই ঋঙ্মন্ত্রে 'বিভ্রদ্' পদটি 'ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ' ধাতুর উত্তরে শতৃ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমস্ত প্রক্রিয়াই 'বিভ্রতী' পদের সাধনে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই 'বিভ্রদ্' পদেও 'বিভ্রতী' পদের ন্যায় 'অভ্যস্তনামাদিঃ' (পা ৬।১।১৮৯) সূত্রের দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে।

ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষিদৃষ্ট একটি ঋঙ্মন্ত্রে যথা :—

যং বাহুতেব পিপ্রতি পান্তি মর্ত্যং রিষঃ

অরিষ্টঃ সর্ব্ব এধতে। (ঋ. ১।৪১।২)

এই মন্ত্রে 'পিপ্রতি' পদটি ইহার উদাহরণ। 'পৄ পালনপূরণয়োঃ' এই ধাতুর উত্তরে প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'ঝি' প্রত্যয় আসিলে কর্ত্তরি শপ্ (পা. ৩।১।৬৮) সূত্র দ্বারা শপ্ ও 'জুহোত্যাদিভ্যঃ শ্লুঃ' (পা. ২।৪।৭৫) সূত্র দ্বারা উহার 'শ্লু' করার পর 'শ্লৌ' (পা. ৬।১।১০) সূত্রদ্বারা পৄ ধাতুর দ্বিত্ব করিলে 'পৄ পৄ ঝি' এই অবস্থায় 'অদভ্যস্তাৎ' (পা. ৭।১।৪) সূত্রদ্বারা 'ঝ্' স্থানে 'অৎ' আদেশ করিলে 'পৃ পৃ অতি'

এইরূপ হইলে 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ' (পা. ৭।৪।৭৭) সূত্রানুসারে অভ্যাসের অর্থাৎ পৃ দ্বয়ের পূর্ব্ব পৃ অংশের ঋকারের স্থানে ইকার হইয়া যায়। তাহার পর 'পি পৃ অতি' এই অবস্থায় 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) অনুসারে ঋকারের স্থানে রকার আদেশ করিলে 'পিপ্রতি' পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা অভ্যস্তধাতু সেইজন্য ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়া যায়।

যদি কোনও প্রয়োগে 'চিতঃ' (পা ৬।১।১৬৩) ও 'অভ্যস্তানামাদিঃ' (পা. ৬।১।১৮৯) দুইটি সূত্রেরই যুগপৎ প্রাপ্তি থাকে তাহা হইলে 'বিপ্রতিষেধে পরংকার্যম্' (পা. ৭।৪।২) অনুসারে 'অভ্যস্তানামাদিঃ' (পা. ৬।১।১৮৯) সূত্রই প্রবৃত্ত হইবে।

পাণিনীয় শাস্ত্রে তুল্যবলের বিরোধিতা থাকিলে পরপঠিত সূত্রই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অভ্যস্ত ধাতুর উত্তরে চকারেৎসংজ্ঞক প্রত্যয় আসিলে উপর্যুক্ত দুইটি সূত্রের প্রাপ্তি যুগপৎ হয়; যথা—

ইন্দ্রা যাহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।

সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ॥ (ঋ ১।৩।৬)

এই ঋঙ্মন্ত্রে 'তূতুজানঃ' পদে ত্বরাকরণার্থক তুজ্ধাতুর উত্তরে 'লিটঃ কানজ্ বা' (পা. ৩।২।১০৫) সূত্রদ্বারা 'লিট্' এর স্থানে 'কানচ্' প্রত্যয় করিলে 'চ' কারের ইৎসংজ্ঞা 'হলন্ত্যম্' (পা. ১।৩।৩) ও 'ক'কারের ইৎসংজ্ঞা 'লশক্বতদ্ধিতে' (পা. ১।৩।৮) সূত্র দ্বারা করিবার পর উহাদের লোপ হইলে 'তুজ্' ধাতুর দ্বিত্ব করিলে 'তুজ্ তুজ্ আন' এইরূপ অবস্থায় 'হলাদিঃশেষঃ' (পা. ৭।৪।৬০) সূত্র অনুসারে অভ্যাসের অর্থাৎ পূর্ব্ব 'জ' কারের লোপ করার পর 'তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য' (পা. ৫।১।৭) সূত্রানুসারে অভ্যাসের অর্থাৎ পূর্ব্ব

'উ' কারের দীর্ঘকরিলে 'তূতুজান' এই প্রাতিপদিকটির উত্তরে 'সু' বিভক্তি ও রুত্ববিসর্গ করিলে 'তূতুজানঃ' পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। এস্থলে 'কানচ্' প্রত্যয়ের চকারের ইৎসংজ্ঞা হয় বলিয়া 'চিতঃ' সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত এবং অভ্যস্তধাতু বলিয়া 'অভ্যস্তানামাদিঃ' (পা. ৬।১।১৮৯) সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্ত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 'চিতঃ' (পা. ৫।১।১৫৩) এই সূত্র অপেক্ষায়'অভ্যস্তানামাদিঃ' (পা. ৬।১।১৮৯) পরবর্তী বলিয়া ইহারই কার্য্য অর্থাৎ আদ্যুদাত্তই হইবে এবং

উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যতশ্চিদারত।

দধানা ইন্দ্র ইদ্দুবঃ॥ (ঋ ১।৪।৫)

এই ঋঙ্মন্ত্রে 'দধানা' পদেও এই নিয়ম অনুসারে অন্তোদাত্ত না হইয়া আদ্যুদাত্ত হইয়াছে।

৪০ উদাত্তবিহীন ল সার্বধাতুক পরে থাকিলে, অভ্যস্ত ধাতুর আদিস্বর উদাত্ত হয়।[৪০] যথা—

যো বাঘতে দদাতি সূনরং বসু স ধত্তে

অক্ষিতি শ্রবঃ। তস্মা ইলাং সুবীরামা

যজামহে সপ্রতূর্তিমনেহসম্॥ (ঋ. ১।৪০।৪)

এই ঋঙ্মন্ত্রে 'দদাতি' ইহার উদাহরণ। দানার্থক দা ধাতুর লট্ লকারে প্রথমপুরুষের একবচনে 'লট্' এর স্থানে 'তিপ্' আদেশ

---

৪০ অনুদাত্তে চ (পা. ৫।১।১৯১) অবিদ্যমানোদাত্তে লসার্ব্বধাতুকে পরতোঽভ্যস্তানামাদিরুদাত্তঃ স্যাৎ।

করিলে 'প্' কারের 'হলন্ত্যম্' (পা. ১।৩।৩) সূত্র দ্বারা ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'তি' প্রত্যয়টি 'পিৎ' বলিয়া ইহা 'অনুদাত্তৌ সুপ্‌পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত। মধ্যে 'শপ্' এর 'জুহোত্যাদিভ্যঃ শ্লুঃ' (পা. ২।৪।৭৬) অনুসারে 'শ্লু' অর্থাৎ লোপ এবং 'শ্লৌ' (পা. ৬।১।১০) অনুসারে দা ধাতুর দ্বিত্ব, পূর্ব্ববর্ত্তী 'দা' এর অভ্যাস-সংজ্ঞা ও 'হ্রস্বঃ' (পা. ৭।৪।৫৯) সূত্রানুসারে হ্রস্ব করিলে 'দদাতি' পদ সিদ্ধ হয়। এস্থলে দা ধাতুর দ্বিত্ব হওয়ায় ইহা অভ্যস্ত-সংজ্ঞক এবং তিপ্ এর 'প্' ইৎ হইয়াছে বলিয়া 'তি' পিৎ। সেই-জন্য উহার ইকার অনুদাত্ত। 'তি' লসার্ব্বধাতুক প্রত্যয় অথচ উদাত্তবিহীন ; সেইজন্য অভ্যস্তসংজ্ঞক 'দা' ধাতুর আদিস্বর অর্থাৎ দকারোত্তরবর্ত্তী অকার উদাত্ত।

৪১ ভী, হ্রী, ভৃ, হু, মদ, জন, ধন, দরিদ্রা ও জাগৃ এই অভ্যস্ত ধাতুর পরে পকারেৎসংজ্ঞক লসার্ব্বধাতুক প্রত্যয় থাকিলে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্থিত স্বর উদাত্ত হয়।[৪১] যথা,

বিভেতি, জিহ্রেতি, বিভর্ত্তি, জুহোতি, মমত্ত, জজনৎ, দধনৎ।

(ক) য আণ্ডকোশে ভুবনং বিভর্ত্তি। (তৈ. আ. ৩।১১।৪)

(খ) যোঽগ্নিহোত্রং জুহোতি। (তৈ. ব্রা. ২।১।৮।৩)

(গ) মমত্তু নঃ পরিজ্মা। (তৈ. সং-২।১।১১।১)

৪১ ভীহ্রীভৃহুমদজনধনদরিদ্রাজাগরাং প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বং পিতি (পা. ৬।১।১৯২) এষামভ্যস্তানাং ধাতূনাং পিতি লসার্ব্বধাতুকে পরে প্রত্যয়াৎ পূর্ব্ব-মুদাত্তং ভবতি।

(ঘ) জজনদিন্দ্রম্। (তৈ. আ. ৩।২।১)

(ঙ) দধনদ্ধনিষ্ঠাঃ। (তৈ. ব্রা. ২।৮।৩।৫)

দ্রষ্টব্য ঃ (গ) 'মদী হর্ষে'—এই দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তরে শ্যন্, ইহার শ্লু, দ্বিত্ব ও অভ্যাসলোপ পূর্ব্বেরই ন্যায়। লেটের একবচনের রূপ।

(ঘ) 'জন জননে' (ঙ) 'ধন ধান্যে'—দুইটিতে লিঙর্থে লেট্ হইয়াছে।

ঋগ্বেদে যথা— দ্রবিণোদা পিপীষতি জুহোত প্র চ তিষ্ঠত।

নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যত॥ (ঋ. ১।১৫।৯)

'জুহোত' এই পদে প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর অর্থাৎ 'হো' এর ওকার উদাত্ত।

৪২ লকার ইৎ যাহার, এইরূপ প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হয়। যথা ;

(ক) যত্র বাণাঃ। (তৈ. সং ৪।৬।৪।৫)

(খ) তত্র বৃত্রহা। (তৈ. সং ৪।৬।৪।৫)

(গ) যতো বা ইমানি। (তৈ. আ. ৯।১।১)

'যত্র' ও 'তত্র' শব্দ যৎ ও তৎ শব্দের উত্তরে 'ত্রল্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হয়। 'ত্রল্' প্রত্যয়ের 'ল্' ইৎ যায় বলিয়া ইহা

---

৪২ লিতি (পা. ৬।১।১৯৩) লকার ইৎ যস্য তদন্তে প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমুদাত্তং ভবতি।

লিৎ। 'ত্র' এইরূপ 'লিৎ' প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর 'য' ও 'ত' এর অকার ; সেইজন্য যত্র ও তত্র শব্দে 'ত্র' এর পূর্ব্ববর্ত্তী 'য' ও 'ত' এর অকার উদাত্ত। যতঃ শব্দও 'যৎ' শব্দের উত্তরে তসিল্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তসিল্ প্রত্যয়ের 'ই'কার ও 'ল্'কার ইৎ যায় 'তস্' অবশিষ্ট থাকে। এই 'তস্'টি 'লিৎ' ; সেইজন্য ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর 'য' এর অকার উদাত্ত।

ঋগ্বেদেও—

শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্।

পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ।

—ঋ. ১।৮৯।৯

এস্থলে 'যত্র' পদ দুইটি আদ্যুদাত্ত।

৪৩ 'ণমুল্' প্রত্যয়ান্ত পদের বিকল্পে আদি উদাত্ত হয়।[৪৩] যথা—
'লোলূয়ং লোলূয়ম্' ইত্যাদি।

উপর্যুক্তস্থলে 'আভীক্ষ্ণ্যে ণমুল্ চ' (পা. ৩।৪।২২) সূত্র দ্বারা 'ণমূল্' প্রত্যয় করার পর 'নিত্যবীপ্সয়োঃ' (পা. ৮।১।৪) সূত্রদ্বারা পৌনঃপুন্য অর্থে দ্বিত্ব করিলে 'লোলূয়ং লোলূয়ম্' পদ সিদ্ধ হয়। এই স্থলে আদিস্বর অর্থাৎ ওকার উদাত্ত। বিকল্পে আদিস্বর উদাত্ত হয় বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত না হইলে 'লিতি' (পা. ৬।১।১৯৩) সূত্রদ্বারা প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর উদাত্ত হইয়া থাকে ; তাহা হইলে 'লূ' এর উকার উদাত্ত হইবে।

৪৩ আদির্ণমুল্যন্যতরস্যাম্ (পা. ৬।১।১৯৪) 'ণমুল্' প্রত্যয়ান্তে অভ্যস্তানামাদিরুদাত্তঃ স্যাৎ।

৪৪ কর্ত্তৃবাচী যক্ প্রত্যয় পরে থাকিতে, ঔপদেশিক অজন্ত ধাতুর আদিস্বর বিকল্পে উদাত্ত হইয়া থাকে [৪৪] যথা—

(ক) হীয়ত এব। (তৈ. সং ৬।২।৪।২)

(খ) যদৈষাং প্রমীয়েত। (তৈ. সং ৭।২।১।৪)

ইত্যাদি স্থলে কর্মকর্ত্তায় লকার হইয়াছে বলিয়া 'যক্' প্রত্যয়টি কর্ত্তৃবাচী; সেইজন্য বিকল্পে আদিস্বর উদাত্ত হয়। 'হী' ও 'মী' এর ঈকারটি উদাত্ত। 'দীর্য্যেত', 'জীর্য্যেত' ইত্যাদিস্থলে প্রয়োগ কালে অজন্ত অর্থাৎ স্বরান্ত নাই; কিন্তু রকারান্ত। ধাতুপাঠে 'দৃ' ও 'জৃ' এইরূপ 'ঋ' কারান্ত পঠিত হওয়ায় ইহারা ঔপদেশিক অজন্ত; সেইজন্য প্রয়োগকালে ব্যঞ্জনান্ত হইলেও 'যদি মাধ্যন্দিনে দীর্য্যেত' (তৈ. সং ৭।৫।৫।২) ইত্যাদি স্থলেও আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। 'জন্' ধাতু উপদেশকালে অর্থাৎ ধাতুপাঠে নকারান্ত পঠিত হইলেও 'যে বিভাষা' (পা. ৬।৪।৪৩) সূত্রদ্বারা যকারাদি প্রত্যয়ের বিবক্ষা থাকিলে উপদেশ অবস্থাতেই নকারের স্থানে আকার হইয়া যায়; সেইজন্য 'জায়তে স্বয়মেব' ইত্যাদি স্থলেও আদিস্বর উদাত্ত হইবে।

য উখায়াং ভ্রিয়তে। (তৈ. সং ৫।৬।৯।১)

যন্মৃদা চাদ্ভিশ্চাগ্নিশ্চীয়তে। (তৈ. সং ৫।৭।৯।৩)

৪৪ অচঃ কর্ত্তৃযকি (পা. ৬।১।১৪৫) উপদেশে অজন্তানাং ধাতূনাং কর্ত্তৃযকি পরে আদিরুদাত্তো বা স্যাৎ।

ইত্যাদিস্থলে 'ভ্রিয়তে' 'চীয়তে' ইত্যাদি কর্মবাচ্যে 'যক্' প্রত্যয়ান্ত ; সেইজন্য উক্তস্থলে ঔপদেশিক অজন্ত ধাতু অর্থাৎ ধাতুপাঠকালে 'ভৃ' 'চি' এই প্রকার স্বরান্তপঠিত হইলেও আদিস্বরের বিকল্পে উদাত্ত হইবে না।

আদিস্বর উদাত্ত না হইলে

এষ হি পঞ্চদশ্যামপক্ষীয়তে (তৈ. ব্রা. ১।৫।১০।৫) ইত্যাদিস্থলে

'ক্ষীয়তে' প্রয়োগে 'খ'এর অকারোপদেশের পর লস্থানিক সার্ব্ব-ধাতুক প্রত্যয় থাকায় 'তাস্যনুদাত্তেৎ' (পা. ৬।১।১৬৮) সূত্র অনুসারে ল-স্থানিক সার্ব্বধাতুক অর্থাৎ 'তে' এর একার অনুদাত্ত হইলে, 'আত্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্র অনুসারে প্রত্যয়স্বর অর্থাৎ 'য' এর অকার উদাত্ত হইবে ; কিন্তু ধাতুর আদিস্বর উদাত্ত হইবে না। তাহার পর উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে প্রত্যয়ের একারটি স্বরিত হইয়া যায়। ইহা হইল বিকল্পে আদিস্বরের উদাত্ত হওয়ার ফল।

৪৫ 'চঙ্' অন্তে আছে যাহার এইরূপ ধাতুতে উপোত্তম অর্থাৎ অন্তের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর বিকল্পে উদাত্ত হয়।[৪৫] যথা—

সা হি চীকরৎ।

মা হি চীকরতাম্।

'কৃ' ধাতুর উত্তরে প্রেরণায় 'ণিচ্' প্রত্যয় করিয়া 'কারি' এইরূপ ণ্যন্ত ধাতুর উত্তরে 'লুঙ্' লকারের লুঙ্ এর স্থানে যথাক্রমে 'তিপ্' ও 'তস্' আদেশ করিলে 'চ্লি লুঙি' (পা. ৩।১।৪৩) সূত্র দ্বারা মধ্যে

৪৫ 'চঙ্যন্যতরস্যাম্' (পা. ৬।১।১২৮)। চঙন্তে ধাতৌ উপোত্তমমুদাত্তং বা স্যাৎ।

'চ্লি' বিকরণ আসিলে, 'ণিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ কর্ত্তরি চঙ্' (পা. ৩।১।৪৮) সূত্র অনুসারে 'চ্লি' স্থানে 'চঙ্' আদেশ করিলে, 'ঙ'কার ও 'চ'কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করার পর 'কারি অ তি' 'কারি অ তস্' এইরূপ অবস্থা হইলে 'ণেরনিটি' (পা. ৬।৪।৫১) সূত্রের দ্বারা 'ণি' এর ইকারের লোপ করিলে 'ণৌ চঙ্যুপধায়া হ্রস্বঃ' (পা. ৭।৪।১) সূত্র অনুসারে উপধা হ্রস্ব অর্থাৎ 'কা' 'ক' হইলে 'কর্ অ-তি' এইরূপ অবস্থায় 'ইতশ্চ' (পা. ৩।৪।১০১) সূত্র দ্বারা ইকারের লোপ করার পর 'চঙি' (পা. ৬।১।১১) সূত্র দ্বারা 'কর্' এর দ্বিত্ব করিলে 'কর্ কর্ অ ত্' এইরূপ অবস্থা হয়। তাহার পর 'পূর্ব্বোঽভ্যাসঃ' (পা. ৬।১।৪) অনুসারে পূর্ব্বভাগের অভ্যাস, 'হলাদিঃ শেষঃ' (পা. ৭।৪।৬০) অনুসারে পূর্ব্ব 'র্' এর লোপ, 'কুহোশ্চুঃ' (পা. ৭।৪।৬২) অনুসারে ককারের স্থানে চকার এবং 'লুঙ্-লঙ্-লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ' (পা. ৬।৪।৭১) অনুসারে অঙ্গের 'অট্' আগম অর্থাৎ পূর্ব্বে একটি অকার হইলে 'অচ কর্ অৎ' এইরূপ অবস্থায় 'সন্বল্লঘুনি চঙ্পরেঽনগ্লোপে' (পা. ৭।৪।৯৩) সূত্র দ্বারা সন্বদ্ অর্থাৎ সন্ পরে না থাকিলেও 'সন্' পরে থাকিলে যাহা হয়, সেই কার্য্য বিধান করিলে 'সন্যতঃ' (পা. ৭।৪।৭৯) সূত্র দ্বারা অভ্যস্ত চকারের অকারের স্থানে ইকার আদেশ করার পর 'দীর্ঘো লঘোঃ' (পা. ৭।৪।৯৪) সূত্র দ্বারা সেই ইকারটি দীর্ঘ ঈকার করিলে 'অচীকরৎ' এবং তস্ এর স্থানে 'তস্-থস্-থ-মিপাং তাং তং তামঃ' (পা. ৩।৪।১০১) সূত্র দ্বারা 'তাম্' আদেশ করিলে 'অচীকরতাম্' রূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে 'মাঙ্' এর যোগ থাকায় 'ন মাঙ্ যোগে' (পা. ৬।৪।৭৪) এই সূত্রানুসারে অডাগম নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই দুইটি স্থলেই 'চঙ্' এর পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর অর্থাৎ ককারের অকার উদাত্ত হইয়া যায়।

এইপ্রকার—

'অংহসো যত্র পীপরৎ। (তৈ. সং ১।৬।১২।১)

'বাজেষু সাসহৎ। (তৈ. সং ১।৩।১৪।৭)

ইত্যাদি বৈদিক উদাহরণেও 'পীপরৎ' ও 'সাসহৎ' দুইটিই ণ্যন্ত ধাতুর উত্তরে 'চঙ্' করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। ওই দুইটি প্রয়োগেই 'চঙ্' এর পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর অর্থাৎ পকারের অকার ও সকারের অকার উদাত্ত। লৌকিক প্রয়োগে 'লুঙ্' লকারে পূর্ব্বে 'অট্' এর আগম হইলেও বেদে কোথাও হয় ও কোথায় হয় না। এস্থলে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' (পা. ৬।৪।৭৫) এই সূত্র অনুসারে 'মাঙ্' যোগ ব্যতীতও অডাগমের নিষেধ করা হইয়াছে। লৌকিক প্রয়োগে 'মাঙ্' যোগ থাকিলেই অডাগম হয় না, যথা 'মা স্ম ভূৎ' ইত্যাদি। বেদে মাঙ্ যোগ না থাকিলেও অডাগম হয় না। সেইজন্য 'পীপরৎ' ও 'সাসহৎ' এর পূর্ব্বে অকার নাই অর্থাৎ অপীপরৎ ও অসাসহৎ এইরূপ প্রয়োগ হয় নাই।

ইতি ধাতুস্বর প্রকরণ সমাপ্ত।

৪৬ 'ঘঞ্' প্রত্যয়ান্ত—'কৃষ্ বিলেখনে' এই ভ্বাদিগণীয় ধাতুর ও আকারবিশিষ্ট ধাতুর অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়।[৪৬]

যথা—

'কর্ষঃ'

এষ তে রুদ্র ভাগঃ। (তৈ. সং ১।৮।৬।১)

মনুঃ পুত্রেভ্যো দায়ং ব্যভজৎ। (তৈ. সং ৩।১।৯।৪)

ভাগং দেবেষু শ্রবসে দধানাঃ। (ঋ ১।৭৩।৫)

'ঘঞ্' প্রত্যয় হইলে তদন্ত শব্দের আদিস্বর 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) সূত্র অনুসারে উদাত্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা তাহার বাধক; সেইজন্য 'কর্ষঃ' 'ভাগঃ' ও 'দায়ঃ' ইহারা ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত হইলেও ইহাদের আদিস্বর উদাত্ত হয় না; কিন্তু অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া যায়। আদিস্বর 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে অনুদাত্ত হয়; সেইজন্য ইহারা অন্তোদাত্ত পদ।

৪৭ উঞ্ছ, ম্লেচ্ছ, জঞ্জ, জল্প, জপ, বধ, যুগ, বেগ, বেদ, ইত্যাদি উঞ্ছাদিগণপঠিত শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে।[৪৭]

যথা—

৪৬ কর্ষাত্বতো ঘঞোঽন্ত উদাত্তঃ (পা. ৬।১।১৫৯)
কর্ষতের্ধাতোরাকারবতশ্চ ঘঞন্তস্য অন্তঃ উদাত্তঃ স্যাৎ।

৪৭ উঞ্ছাদীনাঞ্চ (পা. ৬।১।১৬০)। উঞ্ছ, ম্লেচ্ছ, জঞ্জ, জল্প, জপ, বধ, যুগ, প্রভৃতীনাং গণপঠিতানাম্ অন্ত উদাত্তঃ স্যাৎ।

(ক) সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য। (তৈ. ব্রা. ২।৮।৮।৩)

(খ) বধায় দত্তং তমহম্। (তৈ. আ. ৩।১৪।৪)

(গ) যোক্ত্রং গৃধ্রাভির্যুগমানতেন। (তৈ. সং ৫।৭।১৪।১)

(ঘ) গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ। (তৈ. ব্রা. ২।৮।৮।১২)

(ক) (খ) বধ শব্দ 'হন্' ধাতুর উত্তরে 'হনশ্চ বধঃ' সূত্রের দ্বারা 'অপ্' প্রত্যয় ও 'হন্' ধাতুর স্থানে 'বধ্' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে।

(গ) 'যুঞ্জ' ধাতুর উত্তরে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'যুগ' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ গাড়ীর জোয়াল এবং দ্বাপর, ত্রেতা প্রভৃতি। লঘু উপাধাতে আছে বলিয়া 'পুগন্তলঘূপধস্য চ' (পা. ৭।৩।৮৬) সূত্রের দ্বারা গুণপ্রাপ্ত ছিল, কিন্তু গণপাঠে উহার অভাব নিপাতন করা হইয়াছে অর্থাৎ এস্থলে গুণ হইবে না। এই শব্দের আদিস্বর উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু তাহার বাধক অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইবে।*

উঞ্ছাদিগণে আটটি গণসূত্র আছে, যথা ;

(১) গরো দূষ্যে। বিষবাচক গর শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়। বিষবাচক না হইলে আদ্যুদাত্তই হইবে।

(২) বেগবেদবেষ্টচেষ্টবন্ধাঃ করণে। অর্থাৎ করণে ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত বেগ, বেদ, বেষ্ট, চেষ্ট ও বন্ধশব্দ অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে। যথা—

* 'যোগ' শব্দটি আদ্যুদাত্তই হইবে যথা—
'যোগে যোগে তবস্তরম' (তৈ. সং ৪।১।২।১)

'বেদেন বৈ দেবা অসুরাণাং বিত্তং বেদ্যমবিন্দন্ত

তদ্বেদস্য বেদত্বম্' (তৈ. সং ১।৭।৪।৬)

'বেদেন বেদিং বিবিদুঃ পৃথিবীম্' (তৈ. ব্রা. ৩।৩।৯।১০)

আম্নায়বাচক বেদশব্দ আদ্যুদাত্তই হইবে ; কারণ ইহা কর্ত্তায় ঘঞন্ত, যথা ;

বেদা বা এতে।
অনন্তা বৈ বেদাঃ। } তৈ. ব্রা. ৩।১০।১১।৪

যেস্থলে আম্নায়বাচক বেদশব্দেরও অন্ত্যস্বর উদাত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে সে স্থলে ব্যত্যয় করিয়া কিম্বা বেদনকরণত্ব বিবক্ষায় করণেই 'ঘঞ্' বুঝিতে হইবে, যথা,

ত্রিঃ স্বাধ্যায়ং বেদমধীয়ীত। (তৈ. আ. ২।১৬।১)

বেদং বিদ্বাংসম্। (তৈ. আ. ৩।১৫।১)

ইত্যাদি স্থলে আম্নায়বাচক বেদশব্দ অন্তোদাত্তই প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৩) 'স্তু, যু, দ্রুবাং ছন্দসি।'—স্তু, যু ও দ্রু ধাতুর অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়। যদ্যপি কেবল এই ধাতুগুলির উত্তরে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) এই সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত সিদ্ধ এবং সোপপদ এই ধাতুগুলির উত্তরে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলেও 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' (পা ৬।২।১৩৯) অনুসারে কৃদন্তের উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর অর্থাৎ উত্তরপদে সমাস না হওয়াকালীন যে

* ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্—(পা. ৬।১।১৯৭) সূত্র অনুসারে।

স্বর প্রাপ্ত ছিল, সেই স্বরই সমাসের পরেও হইবে। সমাসের পূর্ব্বে ধাতুর স্বর দ্বারা অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; সেইজন্য সমাসের পরেও অন্তোদাত্তই হইবে। এইপ্রকারে সোপপদ স্তু, যু, ও দ্রু ধাতুর উত্তরে ক্বিপ্ করিলেও অন্তোদাত্ত সিদ্ধ তথাপি স্তু, যু ও দ্রু ধাতুর উত্তরে সম্পদাদিত্বাৎ অর্থাৎ 'সংপদাদিভ্যঃ ক্বিপ্' (বা. ৩।৩।৯৪) অনুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় করার পর স্তুৎ, যুৎ, ও দ্রুৎ শব্দের সঙ্গে 'প্রতি' প্রভৃতি উপসর্গের 'প্রাদি' সমাস হইলে 'পরিগতা স্তুৎ' 'পরিগতা যুৎ' ইত্যাদি বিগ্রহ করিলে গতিক্রিয়া নিরূপিত গতিত্ব থাকিলেও স্তুতিক্রিয়া নিরূপিত গতিত্ব নাই। এইরূপ স্থলে 'পরিষ্টুৎ' 'পরিযুৎ' 'পরিদ্রুৎ' ইত্যাদি প্রয়োগে অন্তোদাত্ত করাই এই সূত্রের প্রয়োজন।

(৪) বর্ত্তনিঃ স্তোত্রে। স্তোত্র অর্থাৎ সামগানে 'বর্ত্তনি' শব্দ প্রযুক্ত হইলে, উহা অন্তোদাত্ত হইবে। সামগানের অতিরিক্ত স্থলে প্রযুজ্যমান 'বর্ত্তনি' শব্দ মধ্যোদাত্ত। যথা;

গায়ত্রস্য বর্ত্তন্যা। (তৈ. সং ২।৩।১০।২)

প্রজাপতের্বর্ত্তনিম্। (তৈ. ব্রা. ৩।৭।১০।২)

ইত্যাদি স্থলে পথ অর্থে প্রযুক্ত 'বর্ত্তনি' শব্দ অন্তোদাত্ত।

(৫). শ্বভ্রে দরঃ। 'দৄ' বিদারণে ধাতুর উত্তরে ঋদোরপ্ সূত্রের দ্বারা অপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন 'দর' শব্দ শ্বভ্র অর্থে অর্থাৎ গর্ত্ত অর্থে প্রযুক্ত হইলে অন্তোদাত্ত হইবে নতুবা ধাতুস্বরের দ্বারা আদ্যুদাত্ত।

(৬) 'সাম্বতাপৌ ভাবগর্হায়াম্' সাম্ব ও তাপ শব্দ গর্হিত অর্থে প্রযুক্ত হইলে অন্তোদাত্ত হইবে নতুবা পূর্ব্বপদ প্রভৃতি স্বর কিম্বা আদ্যুদাত্ত হইবে। যথা, 'সাম্বো ভিক্ষতে' এই স্থলে

অম্বাসহ ভিক্ষা করা গর্হিত বলিয়া সাম্ব শব্দ অন্তোদাত্ত হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে ইহার পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত ছিল, গর্হিত অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় অন্তোদাত্ত হইয়াছে 'তাপো দস্যূনাং ধার্ম্মিকেষু' ইত্যাদিস্থলে দস্যুকর্ত্তৃক তাপ গর্হিত বলিয়া 'তাপ' শব্দ অন্তোদাত্ত নতুবা ইহা আদ্যুদাত্ত। যদ্যপি "বর্ষাত্বতো ঘঞোঽন্তোদাত্তঃ" (পা. ৬. ১. ১৫৯) সূত্র দ্বারা ঘঞন্ত তাপ শব্দে অন্তোদাত্তত্ব সিদ্ধ, তথাপি ভাবগর্হা অর্থাৎ কর্ম যদি নিন্দনীয় হয় তাহা হইলে অন্তোদাত্ত হইবে নতুবা হইবে না, এইরূপ নিয়ম করিবার জন্যই তাপ শব্দের উপাদান করা হইয়াছে।

(৭) উত্তমশশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্র। 'সর্ব্বত্র' শব্দের অর্থ কেহ বলেন ভাবগর্হায় এবং তদ্ব্যতিরিক্তস্থলেও এবং কেহ কেহ বলেন বৈদিক ও লৌকিক ভাষায় উত্তম ও শশ্বত্তম শব্দ সর্ব্বত্র অন্তোদাত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লৌকিক ও বৈদিক ভাষায় কিম্বা ভাবগর্হা ও তদ্ব্যতিরিক্তস্থলে। যথা—

অহং ভূয়াসমুত্তমঃ। (তৈ. সং ৩।৫।৫।১)

সমানানামুত্তম শ্লোকোঽস্তু। (তৈ. সং ৫।৭।৪।৩)

গোঃ শশ্বত্তমম্। (তৈ. সং ৪।২।৪।৩)

উত্তম ও শশ্বত্তম শব্দ 'তমপ্' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩. ১. ৪) সূত্রদ্বারা অন্ত্যস্বর অনুদাত্ত প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু অন্তোদাত্ত বিধান করা হইয়াছে।

(৮) ভক্ষমন্থভোগদেহাঃ। ভক্ষ, মন্থ, ভোগ ও দেহ শব্দ অন্তো-দাত্ত। ভক্ষ্ অদনে চুরাদিগণীয় ধাতু। চুরাদি ণিচ্ অনিত্য; সেই-

জন্য যখন 'ণিচ্' হইবেনা তখন 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিলে ইহার উদাহরণ। 'ণিচ্' হইলে 'ণিচ্' প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তরে 'এরচ্' সূত্রদ্বারা 'অচ্' প্রত্যয় করিলে 'চিতঃ' সূত্রের দ্বারা অন্তোদাত্ত সিদ্ধ। ঘঞন্ত 'ভক্ষ' শব্দ বেদে অন্তোদাত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা

ভক্ষোঽস্য মৃতভক্ষঃ (তৈ. ব্রা. ৩৷১০৷৮৷২)

গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ (তৈ. ব্রা. ২৷৮৷৮৷১২)

'মন্থ বিলোডনে' ধাতুর উত্তরে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন 'মন্থ' শব্দ অন্তোদাত্ত; যথা;

মন্থানেতাবতো দধ্যাদোদনান্ বা। (তৈ. ব্রা. ৩৷১২৷৫৷৯)

অভিবান্যায়ৈ দুগ্ধে মন্থম্। (তৈ. সং ১৷৮৷৫৷১)

ভোগশব্দ অন্তোদাত্ত; যথা—

ষোড়শভি র্ভোগৈরসিনাৎ। (তৈ. সং ৫৷৪৷৫৷৪)

বৃত্রস্য ভোগানপ্যদহৎ। (তৈ. সং ৫৷৪৷৫৷৪)

স্বরমঞ্জরীকার বলিয়াছেন 'ভুজো কৌটিল্যে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ভোগ শব্দই অন্তোদাত্ত হইবে। তাঁহার মতে 'ভুজ পালনাভ্যবহারয়োঃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'ভোগ' শব্দ অন্তোদাত্ত হইবেনা; কিন্তু আদ্যুদাত্ত হইবে। যথা—

সম ভোগায় ভব। (তৈ. সং ১৷২৷৩৷৩)

এই শ্রুতিতে ভোগশব্দ আদ্যুদাত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। এবং 'দিহ উপচয়ে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন দেহ শব্দও অন্তোদাত্ত।

৪৮ 'শস্' বিভক্তি পরে থাকিতে 'চতুর্' শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে।[৪৮] যথা—

একং চমসং চতুরঃ কৃণোতন। (ঋ. ২।১।১৬১।২)

কনিষ্ঠ আহ চতুরস্করোতি। (ঋ. ৫।৩৩।৫)

চতুরশ্চিদ্দদমানাদ্ বিভীয়াৎ। (ঋ. ১।৪২।৯)

চতুরঃ পদঃ প্রতিদধৎ। (তৈ. সং ৫।৪।১২।১)

চতুরো মাসো দীক্ষিতঃ স্যাৎ। (তৈ. সং ৫।৬।৭।৩)

অকর্ত্ত চতুরঃ পুনঃ। (ঋ. ১।২০।৬)

প্রত্যেকটি মন্ত্রেই 'চতুরঃ' এই পদটি দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত; সেইজন্য 'চতুর্' শব্দের উত্তরে 'শস্' বিভক্তি আসিলে শকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'চতুর্ অস্' এইরূপ অবস্থায় 'শস্' বিভক্তি পরে থাকিতে উকার উদাত্ত হইবে। উকারই এস্থলে অন্ত্যস্বর। চকারের অকার ও 'অস্' এর অকার 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্রদ্বারা অনুদাত্ত। তাহার পর 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) সূত্র অনুসারে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত অস্ এর অকারটি স্বরিত হইয়া যায়। 'চতুরঃ পুনঃ'—এস্থলে র এর অনুদাত্ত অকারে স্বরিত হইল না, কারণ উহার পরে উদাত্ত আছে।

---

৪৮ চতুরঃ শসি। (পা. ৬।১।১৬৭) চতুরোঽন্ত উদাত্তঃ স্যাৎ শসি পরে।

'চতস্রো ধেনুর্দত্তাৎ' (তৈ. সং ৫।৭।৩।৪)

ইত্যাদি স্থলে স্ত্রীলিঙ্গে 'চতুর্' শব্দের দ্বিতীয়া বহুবচনে 'চতুর্ শস্' এই অবস্থায় শকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হওয়ার পর 'চতুর্ অস্' এই অবস্থায় 'ত্রিচতুরোঃ স্ত্রিয়াং তিসৃচতসৃ' (পা. ৭।২।৯৯) সূত্রদ্বারা চতুর্ শব্দের স্থানে চতসৃ আদেশ হইলে 'চতসৃ অস্' এইরূপ অবস্থায় প্রথমেই 'অচি র ঋতঃ' (পা. ৭।২।১০১) সূত্রদ্বারা ঋকারের স্থানে 'র্' আদেশ হইয়া যায়, কারণ 'চতুরঃ শসি' (পা. ৭।২।১০০) এই সূত্র অপেক্ষায় 'র্' বিধায়ক সূত্র পরবর্ত্তী। 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্' (পা. ১।৪।২) অনুসারে পরবর্ত্তী কার্য্যই পূর্ব্বে হইয়া থাকে। 'র্' হইয়া গেলে আর অন্তে স্বর না থাকায় উদাত্ত হইবেনা।

প্রশ্ন ঃ—যখন অন্ত্যস্বরের উদাত্ত হওয়ার ব্যবস্থা আছে তখন 'র্' আদেশ করার পর তকারের অকারই অন্ত্যস্বর বলিয়া উহা উদাত্ত হইবেনা কেন ?

উত্তর ঃ—'ত' কারের অকার উদাত্ত প্রাপ্ত হইলেও হইতে পারেনা, কারণ 'র্' আদেশ 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ববিধৌ' (পা. ১।১।৫৭) এই সূত্র অনুসারে স্থানিবদ্ হইয়া যায়। অর্থাৎ যাহার স্থানে 'র্' আদেশ হইয়াছে উহারই ন্যায় স্বরধর্ম্মবিশিষ্ট হইবে। ঋকারের স্থানে 'র্' হইয়াছে বলিয়া রকারে ঋকারের ধর্ম্ম অতিদিষ্ট হইলে ঋকারের ব্যবধান থাকায় 'ত'কারের অকার উদাত্ত হইবে না। কিন্তু 'চতেরুরন্' (উ. ৭৪৭) এই উণাদি সূত্রদ্বারা 'উরন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন বলিয়া চতুর্ শব্দ আদ্যুদাত্ত।

প্রশ্ন হইতে পারে যে স্বরবিধিতে 'ন পদান্ত' (পা. ১।১।৫৮) সূত্র অনুসারে স্থানিবদ্ভাবের নিষেধ হওয়ায় এস্থলে স্থানিবদ্ভাব কি করিয়া হইবে ?—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সেস্থলে লোপরূপ

অচ্‌স্থানিক আদেশেই স্বরবিধিতে স্থানিবদ্‌ভাবের নিষেধ করা হইয়াছে। এখানে ঋকারের স্থানে 'র্' আদেশ হইয়াছে; কিন্তু লোপ হয় নাই।

৪৯ ষকারান্ত ও নকারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দ এবং 'ত্রি' 'চতুর্' শব্দের পর ঝলাদিবিভক্তি অর্থাৎ 'ভ্যাম্' 'ভিস্' ও 'ভ্যস্' বিভক্তি থাকিলে, তদন্ত পদের উপোত্তম অর্থাৎ অন্ত্যস্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর উদাত্ত হইয়া থাকে।[৪৯] যথা—

পঞ্চভিঃ পবয়তি। (তৈ. সং ৬।১।১)

সপ্তভ্যঃ স্বাহা। (তৈ. সং ৭।২।১১।১)

একাদশভ্যঃ স্বাহা। (তৈ. সং ৭।২।১১।১)

দ্বাদশভ্যঃ স্বাহা। (তৈ. সং ৭।২।১১।১)

তিসৃভিরস্তুবত। (তৈ. সং ৪।৩।১০।১)

চতসৃভিঃ সন্তরতি। (তৈ সং ৫।১।৪।৫)

আশানামাশাপালেভ্য শ্চতুর্ভ্যো অমৃতেভ্যঃ।

(অথর্ব্ব সং ১।৩১।১)

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিঃ (ঋ. ১।১৫৫।৬)

'পঞ্চভিঃ', 'সপ্তভ্যঃ' 'একাদশভ্যঃ' 'দ্বাদশভ্যঃ' 'চতুর্ভ্যঃ' ও 'চতুর্ভিঃ', এই পদগুলিতে বিভক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর উদাত্ত

---

৪৯ ঝল্যুপোত্তমম্ (পা. ৬।১।১৮০) ষট্‌ত্রিচতুর্ভ্যো যা ঝলাদিবিভক্তিস্তদন্তে পদে উপোত্তমমুদাত্তং স্যাৎ।

হইয়াছে। তিসৃভিঃ, চতসৃভিঃ ইত্যাদিস্থলে ত্রি ও চতুর্ শব্দের স্থানে তিসৃ ও চতসৃ হওয়ায় স্থানিবদ্-ভাবদ্বারা ত্রি ও চতুর্ শব্দত্বজ্ঞানে বিভক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর উদাত্ত হইয়া যায়। তিনটি কিম্বা তিনটির অধিক স্বর থাকিলে উহার অন্ত্যকে উত্তম এবং অন্ত্যের পূর্ব্ববর্ত্তীকে উপোত্তম বলা হয়; সেইজন্য তিনটি কিম্বা তিনটির অধিক স্বর থাকিলে, অন্ত্যস্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর উদাত্ত হইবে, নতুবা হইবেনা। যথা—

ত্রিভীঃ রথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষলশ্বৈঃ। (ঋ. ১।১১৬।৪)*

ত্রিভিঃ শতৈঃ সচমানাবদিষ্ট। (ঋ. ৫।৩৭।৬)

ত্রিষু জাতস্য মনাংসি। (ঋ. ৮।২।২১)

আরোহত সবিতুর্নাবমেতাং ষড়্ভিরুর্বীভিরমতিং তরেম। (অথর্ব্ব সং ১২।২।৪৮)

ত্রিভিঃ ত্রিষু ও ষড়্ভিঃ ইত্যাদিস্থলে দুইটি স্বর আছে বলিয়া উত্তম ও উপোত্তমের ব্যবহার হইতে পারেনা; সেইজন্য বিভক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর উদাত্ত হইল না।

---

* কক্ষীবান্ ঋষিদৃষ্ট ত্রিষ্টুপ্ছন্দের মন্ত্রটি এইরূপ—

তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতিব্রজদ্ভি—
র্নাসত্যা ভুজ্যমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে
ত্রিভীরথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষলশ্বৈঃ॥

'পঞ্চানাং ত্বা দিশাম্' (তৈ. ব্রা. ১।৬।১।২) ইত্যাদিস্থলেও নাম্ পরে থাকিতে তদন্ত পদের পূর্ব্ববর্ত্তীস্বর উদাত্ত হইবেনা।

৫০ ভাষায় অর্থাৎ লৌকিকসংস্কৃতেও উপর্যুক্ত বিষয়ে বিভক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর উদাত্ত বিকল্পে হয়।[৫০] যথা—পঞ্চভ্যঃ, নবভ্যঃ, দশভ্যঃ, পঞ্চভিঃ, নবভিঃ ইত্যাদি।

৫১ বিভক্তি পরে থাকিলে, সর্ব্ব শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয়[৫১]। যথা—

সর্ব্বে সাকং ন্যলিপ্সত। (ঋ. ১।১৯১।৩)

সর্ব্বে সাকং নি জস্যতে (ঋ. ১।১৯১।৭)

সর্ব্বেষাং চ ক্রিমীণাম্। (অথর্ব্ব সং ৫।২৩।১৩)

সর্ব্বস্মাগ্নৈ্যে। (তৈ. সং ৫।৪।১২।৩)

সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গিরোভ্যো বিদ্গণেভ্যঃ স্বাহা।

(অথর্ব্ব সং ১৯।২২।১৮)

বিভক্তির পরে না থাকিলে হয় না। যথা 'সর্ব্বতরঃ সর্ব্বতমঃ' ইত্যাদিস্থলে বিভক্তি পরে নাই বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত হয় নাই।

৫০ বিভাষা ভাষায়াম্ (পা. ৬।১।১৮১) ষট্‌ত্রিচতুর্ভ্যো যা ঝলাদি-বিভক্তিস্তদন্তে পদে উপোত্তমমুদাত্তং ভাষায়াং বা স্যাৎ।

৫১ সর্ব্বস্য সুপি (পা. ৬।১।১৯১) সুপি পরে সর্ব্বশব্দস্য আদিরুদাত্তঃ স্যাৎ।

৫২ 'ঞ'কার ও 'ন' কারের ইৎসংজ্ঞা হয় এইরূপ প্রত্যয় কোনও শব্দের শেষে থাকিলে, সেই শব্দের আদিস্বর নিত্যই উদাত্ত হয়।[৫২] যথা—

(ক) যস্মিন্ বিশ্বানি পৌংস্যা। (ঋ. ১।৬।৯)

(খ) ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে। (ঋ. ১।২০।৭)

(গ) সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ (ঋ. ১।৩।৬)

(ঘ) অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ। (ঋ. ১।১।৫)

(ঙ) মহাঁ অভিষ্টিরোজসা। (ঋ. ১।৯।১)

(চ) দক্ষং দধাতে অপসম্। (ঋ. ১।২।৯)

(ক) 'পৌংস্যা' পুংসঃ কর্ম্মাণি, এই অর্থে 'গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ' (পা. ৫।১।১২৪) সূত্র দ্বারা 'পুংস্' শব্দের উত্তরে 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় করিলে 'পৌংস্যানি' পদ নিষ্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণাদি আকৃতিগণ বলিয়া ব্রাহ্মণাদিগণে ইহার পাঠ না থাকিলেও ধরিয়া লইতে বাধা নাই। গণে পাঠ না থাকিলেও আকৃতি দ্বারা গণে পাঠের অনুমান করিয়া লওয়াই আকৃতিগণের অর্থ। 'ষ্যঞ্' প্রত্যয়ের 'ঞ'কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইয়া যায়। সেইজন্য অবশিষ্ট অংশটি 'ঞিৎ' নামে অভিহিত। 'ষ্যঞ্' প্রত্যয়ের ষকারেরও ইৎসংজ্ঞা লোপ হইলে কেবলমাত্র 'য' অবশিষ্ট থাকে। ইহা ঞিৎ। সেইজন্য ঞিদন্তপদ

৫২ ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্ (পা ৬।১।১৯৭) ঞিদন্তস্য, নিদন্তস্য চ আদিরুদাত্তঃ স্যাৎ।

'পৌংস্যানি' বলিয়া ইহার আদিস্বর অর্থাৎ ঔকার উদাত্ত। বেদে পৌংস্যানি না হইয়া 'পৌংস্যা' হইয়াছে; কারণ 'সুপাংসুলুক্' (পা ৭৷১৷৩৯)* সূত্রদ্বারা প্রথমা বহুবচনের স্থানে 'ডা' আদেশ করিলে উক্তপদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'ডা' এর 'ড'-কার ইৎসংজ্ঞক; সেইজন্য কেবল আকার অবশিষ্ট থাকে।

প্রশ্ন: 'স্ত্রীপুংসাভ্যাং নঞ্স্নঞৌ ভবনাৎ' (পা ৪৷১৷৮৭) সূত্রদ্বারা 'ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে খঞ্' (পা ৫৷২৷১) সূত্র পর্য্যন্ত অপত্য, আগত প্রভৃতি অর্থে নঞ্ ও স্নঞ্ প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে। যথা—পুংসোঽপত্যং পৌংস্নঃ, পুংস আগতঃ পৌংস্নঃ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়; সেইরূপ পুংসো ভাবঃ, পুংসঃ কর্ম্ম ইত্যাদি অর্থেও 'ষ্যঞ্' প্রত্যয়ের বাধক নঞ্ প্রত্যয় করিলে 'পৌংস্নানি' এইরূপ পদ হওয়া উচিত 'পৌংস্যানি' পদ কি করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে?

উত্তর—'আ চ ত্বাৎ' (পা ৫৷১৷১২০) সূত্রে 'ত্বাৎ' ইহা অবধি নির্দ্দেশক অর্থাৎ 'ব্রহ্মণস্ত্বঃ' (পা. ৫৷১৷১৩৬) পর্য্যন্ত 'ইমনিচ্' প্রভৃতি ভাববাচক প্রত্যয়ের সহিত 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয়ের সমাবেশ বিধান করা হইয়াছে। ঐ সূত্রেই 'চ' শব্দের দ্বারা 'নঞ্' ও 'স্নঞ্' প্রত্যয়ের সহিতও 'ষ্যঞ্' প্রভৃতি প্রত্যয়ের সমাবেশ বিধান করা হইয়াছে। সেইজন্য উহাদের বাধ্যবাধকতা নাই। ভাব ও কর্ম অর্থে তিনটিই হইবে—ষ্যঞ, নঞ্ ও স্নঞ্ প্রত্যেকটিই হইতে পারে।

(খ) 'সপ্তানাং বর্গঃ' এই অর্থে 'সপ্তানোঽঞ্ ছন্দসি' (পা. ৫৷১৷৬৩) সূত্রদ্বারা 'সপ্তন্' শব্দের উত্তরে 'অঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'নস্তদ্ধিতে' (পা. ৬৷৪৷১৪৪) সূত্রদ্বারা টিলোপ অর্থাৎ 'অন্' ভাগের লোপ করিলে 'সাপ্ত' এইরূপ পদ নিষ্পন্ন হয়। 'অঞ্' প্রত্যয়ের 'ঞ'-কারের ইৎসংজ্ঞা লোপ হইলে যে 'অ' মাত্র অবশিষ্ট থাকে, উহা

* সুপাংসুলুক্পূর্বসবর্ণাচ্ছেয়াডাড্যায়াজালঃ—(পা. ৭৷১৷৩৯)

ঞিৎ এবং 'সাপ্ত' পদটি ঞিদন্ত ; সেইজন্য ইহার আদিস্বর আকার উদাত্ত হইবে। মন্ত্রে 'সাপ্তানি' এইরূপ প্রথমার বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। বর্গ অর্থে একবচনই হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু এস্থলে বর্গের দ্বারা বর্গী অর্থাৎ বর্গে স্থিত পদার্থগুলি লক্ষিত হইতেছে ; সেইজন্য বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে।

(গ) 'চনঃ' এই পদটি 'চায়্ পূজানিশামনয়োঃ' এই ধাতুর উত্তরে 'চায়তেরন্নে হ্রস্বশ্চ' (উ. সূ ৪।৬৩৯) এই ঔণাদিক সূত্রদ্বারা 'অসুন্' প্রত্যয়, আকারের স্থানে অকার ও 'নুট্' আগম করিলে নকার ও উকারের ইৎসংজ্ঞা লোপ করার পর 'লোপো ব্যোর্বলি' (পা. ৬।১।৬৬) সূত্রদ্বারা 'য' কারের লোপ করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'অসুন্' প্রত্যয়ের 'ন্' ইৎ যায় বলিয়া, ইহা 'নিৎ' এবং এই 'নিৎ' প্রত্যয়টি শেষে থাকায় তদন্ত 'চনঃ' এই পদটির আদিস্বর উদাত্ত হয়। 'হু দানাদনয়োঃ' ধাতুর উত্তরে 'তৃন্' (পা. ৩।২।১৩৫) সূত্রদ্বারা 'তৃন্' প্রত্যয় করিয়া, 'সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (পা. ৭।৩।৮৪) সূত্রদ্বারা উকারের স্থানে ওকার গুণ আদেশ করিলে 'হোতা' পদটি নিষ্পন্ন হয়। 'তৃন্' প্রত্যয়ের 'ন' কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইয়া যায় বলিয়া, অবশিষ্ট অংশটি 'নিৎ' এবং 'হোতা' এই নিৎ প্রত্যয়ান্ত পদটির আদিস্বর অর্থাৎ ওকার উদাত্ত হইয়া যায়। হোতার কর্ম্ম কেবল স্তুতি করা ; সেইজন্য 'হ্বেঞ্ স্পর্ধায়াং শব্দে চ' এই ধাতুর উত্তরে তাচ্ছীল্য অর্থে 'তৃন্' প্রত্যয়, 'বহুলং ছন্দসি' (পা. ৬।১।৩৪) দ্বারা বকারের উকার সম্প্রসারণ, একারের 'সম্প্রসারণাচ্চ' (পা. ৬।১।১৩৯) দ্বারা পূর্ব্ববর্ণের রূপ এবং 'হু+তৃ' এই অবস্থায় পূর্ব্বের ন্যায় উকারের স্থানে ওকার গুণ করিলে 'হোতৃ' প্রথমার একবচনে হোতা হয়।

(ঙ) 'উব্জ আর্জবে' ধাতুর উত্তরে 'উব্জের্বলে বলোপশ্চ' (উ. সূ

৪।৬৪১) এই উণাদি-সূত্র অনুসারে 'অসুন্' প্রত্যয় ও বকারের লোপ হইলে 'উজ্ অসুন্' এই অবস্থায় নকার ও উকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করার পর 'উজ্ অস্' এইরূপ হইলে 'সার্ব্বধাতুকার্ধ-ধাতুকয়োঃ' (পা. ৭।৩।৮৪) সূত্রদ্বারা উকারের স্থানে 'ও' কার গুণ একাদেশ করিলে 'ওজস্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'অসুন্' প্রত্যয়ের নকার ইৎ যায় বলিয়া অবশিষ্ট 'অস্' এই অংশটি' 'নিৎ' এবং এই 'নিৎ' প্রত্যয় অন্তে থাকায় 'ওজস্' শব্দটির আদিস্বর ওকার উদাত্ত। 'ওজসা' ইহা তৃতীয়ার একবচনের রূপ।

(চ) 'দক্ষম্' পদটি ঞিদন্ত বলিয়া আত্মুদাত্ত। উৎসাহার্থক দক্ষ্ ধাতুর উত্তরে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'দক্ষম্' পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের 'ঞ্' কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হয় বলিয়া অবশিষ্ট অংশটি 'ঞিৎ' এবং 'দক্ষম্' পদটি ঞিদন্ত ; সেইজন্য ইহার আদিস্বর অকার উদাত্ত হইয়া যায়।

৫৩ পথিন্ ও মথিন্ শব্দ সর্ব্বনামস্থানবিভক্ত্যন্ত অর্থাৎ প্রথমার একবচন হইতে দ্বিতীয়ার দ্বিবচন পর্য্যন্ত যে কোনও বিভক্তি পথিন্ ও মথিন্ শব্দের অন্তে থাকিলে, ঐ শব্দ দুইটির আদিস্বর উদাত্ত হইবে।[৫৩] যথা—

(ক) যে তে পন্থানঃ। (তৈ. সং ৭।৫।২৪।১)

(খ) পন্থানমন্ধবৃগ্ভ্যাম্। তৈ. সং ৫।৭।২৩।১)

(গ) সুগঃ পন্থা অনৃক্ষর আদিত্যাস ঋতং যতে।

(ঋ. ১।৪১।৪)

৫৩ পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানে (পা ৬।১।১৯৯) সর্ব্বনামস্থানান্তয়োরনয়োরাত্মুদাত্তঃ স্যাৎ।

(ক) 'পতৢ গতৌ' ধাতুর উত্তরে 'পতেঃ স্থ চ' (উ. সূ. ৪।৪৫২) সূত্র অনুসারে 'ইনি' প্রত্যয় ও 'পৎ' ধাতুর তকারের স্থানে থকার আদেশ করিয়া 'পথিন্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া এই শব্দটি অন্তোদাত্ত।

মথিন্ শব্দ ও 'মন্থ বিলোড়নে' ধাতুর উত্তরে 'মন্থঃ' (উ. সূ. ৪। ১৫১) সূত্র অনুসারে 'ইনি' প্রত্যয় ও 'কিৎ' বিধান হওয়ায় 'অনিদিতাং হল উপধায়া ক্ঙিতি' (পা. ৬।৪।২৪) সূত্রদ্বারা ন-কারের লোপ করিলে 'মথিন্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'ইনি' প্রত্যয়টি 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্র অনুসারে আদ্যুদাত্ত; সেইজন্য 'পথিন্' ও 'মথিন্' শব্দ অন্তোদাত্ত। সর্ব্বনামস্থান* বিভক্তি পরে থাকিলে তদন্ত পথিন্ ও মথিন্ শব্দের অন্তোদাত্তের স্থানে আদ্যুদাত্ত বিধান করা হইয়াছে। পন্থানঃ এই পদটি 'পথিন্' শব্দের প্রথমার বহুবচনে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; সেইজন্য উহা সর্ব্বনামস্থানান্ত এবং সর্ব্বনামস্থানান্ত বলিয়া উহার আদিস্বর উদাত্ত।

(খ) 'পন্থাম্' এই দ্বিতীয়ান্ত পদটিতেও উক্তসূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হয়। 'পথিন্' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে লৌকিক সংস্কৃতে 'পন্থানম্' এইরূপ হইলেও বৈদিক সংস্কৃতে 'পন্থাম্' এইরূপ প্রয়োগও হয়। ইহা দ্বিতীয়ার একবচনান্ত বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইবে।

(গ) 'পন্থাঃ' পদটি প্রথমার একবচনের। সূত্রে 'মথিন্' শব্দের উপাদান থাকিলেও বৈদিক সংস্কৃতে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায় না,

* সুডনপুংসকস্য (পা. ১।১।৪৩) ক্লীবলিঙ্গ ব্যতীত অর্থাৎ পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে সু, ঔ, জস্, অম্, ঔট্—এই পাঁচটি বিভক্তিকে পাণিনীয় ব্যাকরণে 'সর্বনামস্থান' বলা হয়।

ইহার উদাহরণ 'মন্থানৌ' 'মন্থানঃ' ইত্যাদি লৌকিকসংস্কৃতেই বুঝিতে হইবে। প্রথমার একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন এবং দ্বিতীয়ার একবচন ও দ্বিবচন এই পাঁচটি বিভক্তি ব্যতীত অন্য বিভক্তি পরে থাকিলে 'পথিন্' ও 'মথিন্' শব্দ আদ্যুদাত্ত হইবেনা :

পথো বা এষঃ। (তৈ সং ২।২।২।১)

আদিত্যা ঋজুনা পথা। (ঋ ১।৪১।৫)

ইত্যাদিস্থলে 'পথিন্' দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'পথিন্ 'শস্' 'পথিন্ অস্' এইরূপ অবস্থায় 'ভস্য টের্লোপঃ' (পা. ৭।১।৮৮) সূত্র দ্বারা 'ইন্' ভাগের লোপ করিলে 'পথ্ অস্' 'পথঃ' সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্র দ্বারা বিভক্তি অনুদাত্ত এবং এই অনুদাত্ত পরে থাকিতে ইনের লোপ হয়। ইনের ইকার উদাত্ত; সেইজন্য অনুদাত্ত পরে থাকিতে উদাত্ত লোপ হওয়ায় 'অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ' (পা. ৬।১।১৬১) দ্বারা অনুদাত্তের স্থানে উদাত্ত হইয়া যায়। অতএব 'পথঃ' এই পদটি অন্তোদাত্ত।

৫৪ 'তবৈ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের আদি ও অন্ত্যস্বর যুগপৎ উদাত্ত হয়।[৫৪] যথা—

নানসে যাতবৈ। (তৈ. সং ৬।২।৬।১)

রক্ষসে হন্তবৈ। (তৈ. সং ১।২।১৪।৭)

'কৃত্যার্থে তবৈকেন্কেন্যত্বনঃ' (পা. ৩।৪।১৪) এই সূত্রদ্বারা 'তবৈ' প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। ধাতুর উত্তরে 'তবৈ' প্রত্যয় হইলে, সেই

---

৫৪ অন্তশ্চ তবৈ যুগপৎ। (পা ৬।১।২০০) তবৈপ্রত্যয়ান্তস্য আদ্যন্তৌ যুগপৎ উদাত্তৌ স্তঃ।

'তবৈ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের আদিস্বর ও অন্ত্যস্বর যুগপৎই উদাত্ত হইবে। 'যাতবৈ' ও 'হন্তবৈ' দুইটিই 'তবৈ' প্রত্যয়ান্ত; সেইজন্য যুগপৎ আদিস্বর ও অন্ত্যস্বর উদাত্ত হওয়ায় 'যা' এর আকার ও 'বৈ' এর ঐকার উদাত্ত এবং 'হন্তবৈ' পদে 'হ' এর অকার ও 'বৈ' এর ঐকার উদাত্ত। ইহারা দ্ব্যুদাত্ত পদ।

৫৫ ক্ষয় শব্দ নিবাসার্থক হইলে, উহা আদ্যুদাত্ত হয়।[৫৫] যথা—

উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে। (ঋ. ১।৩৬।৮)

স্বে ক্ষয়ে শুচিব্রত। (তৈ. ব্রা. ১।৪।১।৭)

যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। (তৈ. সং ৪।১।৫।১)

ক্ষয়ে পাথ। (তৈ. সং ৪।২।১১।২)

যস্য দূতো অসি ক্ষয়ে। (ঋ. ১।৭৪।৪)

'ক্ষি' ধাতুর দুইটি অর্থ নিবাস ও গতি। এই 'ক্ষি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ক্ষয় শব্দ যদি নিবাসার্থের বোধক হয়, তাহা হইলে ঐ 'ক্ষয়' শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। 'ক্ষি নিবাসগত্যোঃ' ধাতুর উত্তরে অধিকরণে 'ঘ' প্রত্যয় করিলে 'ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি অস্মিন্নিতি ক্ষয়ঃ', যাহাতে সকলে নিবাস করে এইরূপ অর্থের বোধ করিয়া 'ক্ষয়ঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'ঘ' প্রত্যয়ের 'ঘ'কার ইৎসংজ্ঞক, কেবল 'অ' অবশিষ্ট থাকে। তাহা হইলে

---

৫৫ ক্ষয়ো নিবাসে। (পা. ৬।১।২০১) ক্ষয়শব্দ আদ্যুদাত্তঃ স্যাৎ নিবাসেঽভিধেয়ে।

'ক্ষি অ' এইরূপ অবস্থায় 'ঘ' প্রত্যয়টির 'আর্ধধাতুকং শেষঃ' (পা. ৩।৪।১১৪) সূত্রানুসারে আর্ধধাতুক সংজ্ঞা করার পর ঐ আর্ধধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিতে 'সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (পা. ৭।৩।৮৪) সূত্রদ্বারা ধাতুর ইকারের স্থানে একার গুণ করিলে 'ক্ষে অ' এই অবস্থায় 'এচোঽয়বায়াবঃ' (পা. ৩।১।৭৮) সূত্রদ্বারা একারের স্থানে 'অয়্' আদেশ করিলে 'ক্ষয়' শব্দটি সিদ্ধ হয়। তাহার পর 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ' (পা. ১।২।৪৬) সূত্র অনুসারে প্রাতিপদিকসংজ্ঞা হইলে প্রাতিপদিকের পরে সু প্রভৃতি বিভক্তি আসিয়া থাকে। 'ক্ষয়ে' সপ্তম্যন্ত ও 'ক্ষয়ায়' চতুর্থান্ত পদ। 'ঘ' প্রত্যয়ান্ত 'ক্ষয়' শব্দে অন্ত্য স্বরটি 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্র অনুসারে উদাত্ত হওয়ার ফলে 'অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া আদ্যুদাত্ত বিহিত হইল।

'পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ' (পা. ৩।৩।১১৮) সূত্র দ্বারা অধিকরণে 'ঘ' প্রত্যয় হইবে, কারণ 'অচ্' প্রত্যয় অধিকরণে হয়না; কিন্তু ভাবে হয়। 'উরুক্ষয়ায় চক্রিরে।' (ঋ. ১।৩৬।৮) এই মন্ত্রে সায়ণও 'ক্ষি' ধাতুর উত্তরে 'ঘ' প্রত্যয় করিয়া ক্ষয় শব্দটির সিদ্ধি করিয়াছেন। অচ্ প্রত্যয় বিধায়ক 'এরচ্' (পা. ৩।৩।৫৬) এই সূত্রে 'ভাবে' (পা. ৩।৩।১৩) এই পদটির অনুবৃত্তি হয়। সুতরাং অধিকরণে 'অচ্' প্রত্যয় হইতে পারে না।

কবীনো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া।
দক্ষং দধাতে অপসম্॥ (ঋ. ১।২।৯)

এই ঋঙ্মন্ত্রে 'উরুক্ষয়া' পদটি লক্ষণীয়। ইহা 'মিত্রাবরুণা' পদের বিশেষণ অর্থাৎ মিত্রাবরুণ অনেকের নিবাসস্থল। 'উরূণাং ক্ষয়ৌ উরুক্ষয়ৌ' এইরূপ ষষ্ঠীসমাস করিলে 'উরুক্ষয়ৌ' পদে 'ক্ষয়ো

নিবাসে' (পা. ৬।১।২০১) সূত্রদ্বারা যে ক্ষয় শব্দের আদ্যুদাত্ত প্রাপ্ত ছিল, উহা 'সমাসস্য' (পা. ৬।১।২২৩) সূত্রদ্বারা বাধিত হওয়ায় অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইল, উহারও বাধকসূত্র 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' (পা. ৬।২।১৩৯) দ্বারা উত্তরপদ অর্থাৎ ক্ষয় শব্দের আদ্যুদাত্তত্বই প্রাপ্ত হয়; তাহাও আবার' থাথঘঞ্‌ক্তাজবিত্রকাণাম্' (পা. ৬।২।১৪৪) সূত্রদ্বারা বাধিত হওয়ায় অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্' (পা. ৬।২।১৯৯) সূত্রদ্বারা উত্তর পদের অর্থাৎ ক্ষয় শব্দের আদ্যুদাত্তই হইয়া থাকে।

৫৬ করণার্থের বাচক জয়শব্দ আদ্যুদাত্ত হয়।[৫৬] যথা—

তজ্জয়ানাং জয়ত্বম্। (তৈ. সং ৩।৪।৪।১)

জয়ানং প্রায়চ্ছৎ। (তৈ. সং ৩।৪।৬।১)

'জয়তি অনেনেতি জয়ঃ' যাহার দ্বারা জয় করা হয় এইরূপ অশ্ব প্রভৃতি জয়ের সাধনভূত পদার্থ বুঝাইলে আদ্যুদাত্ত হইবে। 'জি' ধাতুর উত্তরে করণে 'পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ' (পা. ৩।৩।১১৮) সূত্রদ্বারা 'ঘ' প্রত্যয় করিলে 'জি অ' এই অবস্থায় 'সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (পা. ৭।৩। ৮৪) সূত্র দ্বারা ইকারের স্থানে একার গুণ করার পর 'জে অ' এইরূপ অবস্থায় 'এচোঽয়বায়াবঃ' (পা. ৬।১।৭৮) সূত্রদ্বারা একারের স্থানে 'অয়্' আদেশ করিলে 'জয়' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'ঘ' প্রত্যয়ের অকার 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা ৩।১।৩) সূত্রদ্বারা আদ্যুদাত্ত হওয়াতে পদের অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু উহার বাধ করিয়া আদ্যুদাত্ত বিধান করা হইয়াছে; সেইজন্য 'জয়' শব্দের আদিস্বর উদাত্ত।

---

৫৬ জয়ঃ করণম্ (পা. ৬।১।২০২) করণবাচী জয়শব্দ আদ্যুদাত্তঃ স্যাৎ।

৫৭ বৃষাদিগণে পঠিত শব্দে আদ্যুদাত্ত হয়। যথা, 'বৃষঃ', 'জনঃ' 'জ্বরঃ' 'হয়ঃ' 'গয়ঃ' 'নয়ঃ' 'তায়ঃ' মতান্তরে 'তয়ঃ' কোন স্থলে 'চয়ঃ'ও আছে। 'অয়ঃ' 'অংশঃ' 'বেদঃ' 'সূদঃ' 'পদঃ' 'গুহা' ইত্যাদি আকৃতিগণ[৫৭]। উদাহরণ যথা—

(ক) বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতে। (তৈ. ব্রা. ২।৪।৬।১০)

(খ) জনা যদগ্নিম্। (তৈ. সং ৪।১।২।৩)

(গ) হয়োঽসি মম ভোগায়। (তৈ. সং ১।২।৩।২)

(ঘ) স্বে গয়ে জাগৃহি। (তৈ. সং ৪।২।৭।২)

(ঙ) বেদা বা এতে। (তৈ. ব্রা. ৩।১০।১১।৪)

(চ) সূদং গৃহেভ্যঃ। (তৈ. ব্রা. ১।২।১।৩)

(ছ) গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি। (ঋ. ২।১৬৪।৪৫)

(জ) শমেন শান্তা। (তৈ. ব্রা. ১০।৭৯।১)

(ঝ) মহে রণায় চক্ষসে। (তৈ. সং. ৪।১।৫।১)

(ঞ) অগ্নিঃ শান্তিঃ। (তৈ. ব্রা. ৪।৪২।৫)

(ট) কার্মো দাতা। (তৈ. আ. ৩।১০।২)

৫৭ বৃষাদীনাং চ (পা. ৬।১।২০৩) বৃষাদিগণপঠিতাঃ শব্দা আদ্যুদাত্তাঃ স্যুঃ।

(ঠ) যামো হি সঃ। (তৈ. সং. ৬।৩।১।৬)

(ড) আরাগ্রাম্। (তৈ. সং. ৬।২।৩।৫)

(ঢ) বসোর্ধারাং জুহোতি। (তৈ. সং. ৫।৪।৮।২)

(ণ) পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি। (তৈ. আ. ৩।১২।২)

(ক) 'বৃষঃ' 'বৃষু সেচনে' ধাতুর উত্তরে 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃকঃ' (পা. ৩।১।১৩৫) সূত্রদ্বারা 'ক' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হয়; সেইজন্য প্রত্যয়স্বর অর্থাৎ 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্রদ্বারা প্রত্যয়ের আদিস্বর 'ক' প্রত্যয়ের অকার উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল, তাহা হইলে অন্তোদাত্ত পদ হইত; কিন্তু ইহা দ্বারা বাধিত হইয়া আদ্যুদাত্ত অর্থাৎ ঋকার উদাত্ত হইল।

(খ) 'জনাঃ' 'জন জননে' ধাতুর উত্তরে 'নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ' (পা. ৩।১।১৩৪) সূত্রদ্বারা পচাদিত্বাৎ 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হয়। 'জনাঃ' এই পদটি 'অচ্' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্র দ্বারা অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা বাধিত হওয়ায় আদ্যুদাত্ত হইল।

(গ) 'হয়ঃ' এই পদটিও 'হয় গতৌ' ধাতুর উত্তরে 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হয় বলিয়া চিত্বাৎ অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহা দ্বারা বাধিত হওয়ায় আদ্যুদাত্ত হইল।

(ঘ) 'গয়ে' পদটিও 'গৈ শব্দে' ধাতুর উত্তরে 'অচ্' প্রত্যয় ও ঐকারের স্থানে একার নিপাতন করিয়া নিষ্পন্ন হয় বলিয়া চিত্বাৎ অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু আদ্যুদাত্ত বিহিত হইল।

(ঙ) 'বেদ' শব্দটিও 'অচ্' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত

ছিল। কিন্তু ইহার দ্বারা বাধিত হইয়া আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। 'বিদ জ্ঞানে' ধাতুর উত্তরে পচাদিত্বাৎ 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'বেদ' শব্দটি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

(চ) 'সূদ' শব্দটি 'ষূদ ক্ষরণে' ধাতুর উত্তরে 'ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' (পা. ৩।১।১৩৫) সূত্রদ্বারা ধাতুটি ইগুপধ অর্থাৎ শেষ ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে উকার আছে বলিয়া 'ক' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ; ইহা প্রত্যয়স্বর, অর্থাৎ 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্রদ্বারা প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইলে, অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা বাধিত হওয়ায় আদ্যুদাত্ত হইয়াছে।

(ছ) 'গুহা' পদটি 'গুহূ সম্বরণে' এই ভিদাদিগণ পঠিত ধাতুর উত্তরে 'ষিদ্‌ভিদাদিভ্যোঽঙ্' (পা. ৩।৩।১০৪) সূত্র অনুসারে 'অঙ্' প্রত্যয় হইয়া নিষ্পন্ন হয়। অঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে 'টাপ্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। অঙ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দও প্রত্যয় স্বরে অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু আদ্যুদাত্ত বিহিত হইয়াছে ; সেইজন্য ইহার আদিস্বর উকারটি উদাত্ত।

(জ) (ঝ) 'শম' ও 'রণ' দুইটি শব্দই 'অচ্' প্রত্যয়ান্ত। সম্মতি অর্থে 'শম্' ধাতুর উত্তরে ভাবে ও 'রণ্' ধাতুর উত্তরে কর্ম্মে 'অচ্' প্রত্যয় নিপাতন হইয়াছে। সেইজন্য অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু আদ্যুদাত্ত।

(ঞ) 'শান্তি' শব্দটি 'শমু উপশমে' ধাতুর উত্তরে 'ক্তিন্‌ক্তিচৌ সংজ্ঞায়াম্'—(পা. ৩।৪।১৭৪) সূত্র অনুসারে 'ক্তিচ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ক্তিচ্' প্রত্যয়ের 'চ' কারের ইৎসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ; সেইজন্য ইহা 'চিৎ' এবং শান্তি পদটি চিৎপ্রত্যয়ান্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু ইহা দ্বারা বাধিত হইয়া আদ্যুদাত্ত হইয়াছে।

(ট) (ঠ) 'কাম' ও 'যাম' শব্দ দুইটি 'ঘঞ্' প্রত্যয়ান্ত। 'কমু

১০

কান্তৌ' ও 'যমু উপরমে' এই দুইটি ধাতু হইতে যথাক্রমে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কর্ষাত্বতো ঘঞোঽন্তোদাত্তঃ' (পা. ৬।১।১৫৯) সূত্র দ্বারা আকারবান্ অথচ ঘঞন্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা আদ্যুদাত্ত হইয়াছে।

(ড) (ঢ) 'আরা' ও 'ধারা' শব্দ দুইটি যথাক্রমে 'ঋ গতৌ' ও 'ধৃঞ্ ধারণে' দুইটি ধাতুর উত্তরে 'ষিদ্‌ভিদাদিভ্যোঽঙ্' (পা. ৩।৩।১০৪) সূত্র দ্বারা ভিদাদিগণে পঠিত বলিয়া 'অঙ্' প্রত্যয় করিয়া সাধন করা হইয়াছে। যদিও প্রত্যয়টি ঙকারেৎসংজ্ঞক অর্থাৎ 'ঙ' কারের ইৎসংজ্ঞা হইয়া যায় এবং ঙকারেৎসংজ্ঞক প্রত্যয় পরে থাকিলে 'কিঙ্‌তি চ' (পা. ১।১।৫) সূত্র অনুসারে গুণবৃদ্ধি নিষেধ হয় বলিয়া, এস্থলেও বৃদ্ধি হইতে পারে না, তথাপি বৃষাদিগণে বৃদ্ধির নিপাতন করিয়া পঠিত হওয়ায়, ঋকারে স্থানে 'আর্' বৃদ্ধি করার পর স্ত্রীলিঙ্গে 'টাপ্' করিলে, উপরের প্রয়োগ দুইটি সিদ্ধ হইয়া যায়। 'অঙ্' প্রত্যয়ান্ত নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু আদ্যুদাত্ত বিধান করা হইয়াছে।ক

(ণ) 'পাদ' শব্দটি 'পদ গতৌ' ধাতুর উত্তরে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা আকারবান্ 'ঘঞন্ত', সেইজন্য 'কর্ষাত্বতো ঘঞোঽন্তোদাত্তঃ' (পা. ৬।১।১৫৯) দ্বারা অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে।

ক টাপ্' প্রত্যয়ের আকার 'পিৎ' বলিয়া অনুদাত্ত, এবং 'আর+আ' ও 'ধার+আ'=এই দুইটিতে উদাত্ত অকার ও অনুদাত্ত আকারের স্থানে যে দীর্ঘ একাদেশ হয়, উহা 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৪) সূত্র অনুসারে উদাত্ত হওয়ার ফলে 'আরা' ও 'ধারা' শব্দদ্বয় অন্তোদাত্তই হইয়া থাকে।

বাজেভির্বাজিনীবতী। (ঋ. ১।৩।১০)

বাজেষু হবনশ্রুতম্। (ঋ. ১।১০।১০)

ইন্দ্রং বাণীরনূষত। (ঋ. ১।৭।১)

সেমং নঃ কামমাপৃণ। (ঋ. ১।১৭।৯)

উপরের ঋঙ্মন্ত্রে 'বাজ' ও 'বাণী' শব্দ বৃষাদি বলিয়া আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। বৃষাদি আকৃতিগণ অর্থাৎ আকৃতির দ্বারা গণপাঠের অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

প্র বঃ শর্ধায় ঘৃষ্বয়ে ত্বেষদ্যুম্নায় শুষ্মিণে।

দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত॥ (ঋ. ১।৩৭।৪)

এই ঋঙ্মন্ত্রে 'শর্ধ' শব্দটি বৃষাদি বলিয়া আদ্যুদাত্ত। 'শৃধু' প্রহসনে, এই ধাতুর উত্তরে পচাদিত্বাৎ 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া ইহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। 'শর্ধয়ত্যভিভবতি ইতি শর্ধো বলম্', যাহা শত্রুগণকে অভিভূত করিয়া থাকে অর্থাৎ বল। চিত্বাৎ অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা বাধিত হওয়ায় আদ্যুদাত্ত হইল।

৫৮ সংজ্ঞায় উপমানবাচক শব্দ আদ্যুদাত্ত হয়।[৫৮] যথা—'চঞ্চেব চঞ্চা।' তৃণনির্মিতপুরুষ চঞ্চা, এবং চঞ্চাসদৃশ মনুষ্যবিশেষের যদি চঞ্চাই সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে 'সংজ্ঞায়াম্' (পা ৫।৩।৯৭) এই সূত্রদ্বারা বিহিত 'কন্' প্রত্যয়ের 'লুম্মনুষ্যে' (পা. ৫।৩।৯৮) সূত্র দ্বারা লোপ হইয়া থাকে।

---

৫৮ সংজ্ঞায়ামুপমানম্। (পা. ৬।১।২০৪) উপমানবাচী শব্দঃ সংজ্ঞায়ামাদ্যুদাত্তঃ স্যাৎ।

এস্থলে উপমানবাচক 'চঞ্চা' শব্দ, অথচ সংজ্ঞার প্রত্যায়ক; সেইজন্য চঞ্চা শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইবে।

বেদের উদাহরণ যথা ;

(ক) রৌদ্রেনানীকেন। (তৈ. সং ১।৩।৩।১)

(খ) অযস্ স্থূণাবুদিতৌ। (তৈ. সং ১।৮।১২।৩)

(ক) এস্থলে রৌদ্রগুণের ন্যায় রৌদ্র অর্থাৎ ক্রূর এইরূপ অর্থের প্রতীতি হওয়ায়, 'রৌদ্র' শব্দটি উপমানবাচক সংজ্ঞা; সেইজন্য ইহার আদিস্বর উদাত্ত।

(খ) 'অয়স্স্থূণসদৃশৌ অয়স্স্থূণৌ বাহূ' লৌহস্তম্ভের ন্যায় বাহুদ্বয়, এইরূপ অর্থের প্রতীতি হওয়ায়, উপমানবাচক 'অয়স্স্থূনৌ' পদে সংজ্ঞায় কন্ প্রত্যয় হইলে উহার 'দেবপথাদিভ্যশ্চ' (পা. ৫।৩। ১০০) সূত্রদ্বারা লোপ হয়; সেইজন্য এস্থলে উপমানবাচক 'অয়স্-স্থূণৌ' পদের আদিস্বর উদাত্ত। সংজ্ঞা না হইলে ও উপমান না বুঝাইলে আদ্যুদাত্ত হইবেনা; যথা—অগ্নির্মাণবক, ইহা সংজ্ঞা নয় এবং 'চৈত্রঃ' ইহা উপমানবাচক নয়; সেইজন্য এরূপস্থলে আদিস্বর উদাত্ত হইলনা।

৫৯ দুইটি স্বরবিশিষ্ট নিষ্ঠান্ত অর্থাৎ 'ক্ত' ও 'ক্তবতু' প্রত্যয়ান্ত শব্দ সংজ্ঞা বুঝাইলে আদ্যুদাত্ত হইবে, আদিস্বর যদি আকার না হয়।[৫৯] যথা—

দত্ত; গুপ্ত; ইত্যাদি।

---

৫৯ নিষ্ঠা চ দ্ব্যজনাৎ। (পা. ৬।১।২০৫) দ্বৌ অচৌ যস্মিন্ তৎ নিষ্ঠান্তমাদ্যুদাত্তং স্যাৎ সংজ্ঞায়াম্। কার্যভাগাদিশ্চেদাকারো ন ভবেৎ।

এইগুলি দুইটি স্বরবিশিষ্ট নিষ্ঠাপ্রত্যয়ান্ত ; সেইজন্য ইহাদের আদিস্বর উদাত্ত হয়।

রক্ষিতঃ ভক্ষিতঃ ইত্যাদিস্থলে নিষ্ঠাপ্রত্যয়ান্ত হইলেও দুইটি স্বর বিশিষ্ট না হওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হয় না।

'ত্রাতঃ' 'আপ্তঃ' ইত্যাদিস্থলে দুইটি স্বরবিশিষ্ট নিষ্ঠাপ্রত্যয়ান্ত হইলেও আদিস্বর আকার বলিয়া, উহা উদাত্ত হইবে না।

৬০ নিষ্ঠা প্রত্যয়ান্ত 'শুষ্ক' ও 'ধৃষ্ট' শব্দ সংজ্ঞা না হইলেও আদ্যুদাত্ত হইবে।[৬০] যথা—

'শুষ্কস্য চার্দ্রস্য চ।' (তৈ. সং ৬।৪।১।৫)

শুষ্কাদ্ যদ্দেব জীবো জনিষ্ঠাঃ। (ঋ. ১।৬৮।৩)

'শুষ্ শোষণে' ধাতুর উত্তরে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'ক' কারের ইৎ সংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'শুষ্ ত' এইরূপ অবস্থায়, 'শুষঃ কঃ' (পা. ৮।২।৫১) সূত্র দ্বারা প্রত্যয় তকারের স্থানে ককার আদেশ করিলে 'শুষ্কঃ' শব্দের সিদ্ধি হয়। অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; ইহার দ্বারা আদ্যুদাত্ত বিহিত হইলে 'শুষ্ক' শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয়। এইরূপ ধৃষ্ট শব্দেরও আদিস্বর উদাত্ত হয়। 'ধৃষ্ট' শব্দও 'ঞিধৃষা প্রাগল্ভ্যে' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে নিষ্পন্ন হয়।

৬১ কর্তৃবাচক 'আশিত' শব্দ 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্ত হয়।[৬১] যথা—

---

৬০ শুষ্কধৃষ্টৌ—(পা. ৬।১।২০৬) শুষ্কধৃষ্টশব্দৌ আদ্যুদাত্তৌ স্তঃ। অসংজ্ঞার্থমিদম্।

৬১ আশিতঃ কর্তা। (পা. ৬।১।২০৭। কর্তৃবাচী আশিতশব্দ আদ্যুদাত্তঃ স্যাৎ।

আশিতা ভবন্তি। (তৈ. ব্রা. ১।৬।৭।২)

আশিতা অভবন্। (তৈ. ব্রা. ১।৬।৭।২)

আশিতো ভবতি যাবানেবাস্য। (তৈ. সং ৬।১।১।৪)

অশ্ ধাতু সকর্ম্মক ; সেইজন্য কর্ত্তায় 'ক্ত' প্রত্যয় হইতে পারেনা বলিয়া, কর্ত্তায় 'ক্ত' প্রত্যয়, উপধাদীর্ঘ ও আদ্যুদাত্তের নিপাতন করা হইয়াছে। 'ক্ত' প্রত্যয় হইলে প্রত্যয়স্বরে অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল।

মতান্তরে 'আঙ্পূর্ব্বক' অশ্ ধাতুর উত্তরে কর্ত্তায় 'ক্ত' নিপাতন করা হইয়াছে। এই মতে উপধাদীর্ঘের নিপাতন করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু 'আশিতা' এইক্ষেত্রে 'আ অশিতা'—এইরূপ অবগ্রহের প্রসক্তি হইবে। বৈয়াকরণগণ বলেন লক্ষণের দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইবে পদকারগণের তাহাই স্বীকার করা উচিত।*

৬২ 'রিক্ত' শব্দের আদিস্বর বিকল্পে উদাত্ত হয়।[৬২] যথা—

রিক্তঃ—আদ্যুদাত্ত।

রিক্তায় স্বাহা—অন্তোদাত্ত (তৈ. সং ৭।৩।২০।১)

রিক্ত শব্দের দ্বারা সংজ্ঞা বুঝাইলে পূর্ব্ববিপ্রতিষেধ ন্যায়ে 'নিষ্ঠা চ দ্ব্যজনাৎ' (পা ৬।১।২০৭) সূত্রদ্বারা নিত্যই আদ্যুদাত্ত হইবে।

৬৩ 'জুষ্ট' ও 'অর্পিত' শব্দ বেদে বিকল্পে আদ্যুদাত্ত হয়। যথা—

* নহি লক্ষণৈঃ পদকারা অনুবর্ত্তনীয়াঃ পদকারৈরেব লক্ষণমনুবর্ত্তনীয়ম্—মহাভাষ্যকারঃ পতঞ্জলিঃ।

৬২ রিক্তে বিভাষা—(পা. ৬।১।২০৮) রিক্তশব্দে বা আদ্যুদাত্তঃ স্যাৎ।

৬৩ জুষ্টার্পিতে চ ছন্দসি। (পা ৬।১।২০৯) এতে শব্দস্বরূপে বা আদ্যুদাত্তে স্তশ্ছন্দসি।

(ক) জুষ্টো দমূনাঃ। (তৈ. ব্রা. ৩।৫।৬।১)

(খ) অগ্নয় এবৈনাং জুষ্টং নিবপতি। (তৈ. ব্রা. ৩।২।৪.৬)

(গ) বাচীমা বিশ্বা ভুবনান্যর্পিতা। (তৈ. ব্রা. ১।৮।৮।৪)

(ঘ) ষলর আহুরর্পিতম্।

(ক) (খ) 'জুষ্ট' শব্দটি 'জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ' ধাতুর উত্তরে 'ক্ত' করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শ্বীদিতো নিষ্ঠায়াম্' (পা. ৭।২।১৪) সূত্রদ্বারা 'ইট্' নিষেধ হওয়ায় 'জুষিত' হইল না। এই শব্দটি ব্রাহ্মণের হইলেই বিকল্পে আত্মুদাত্ত হইবে আর যদি মন্ত্রগত হয়, তাহা হইলে উত্তর-সূত্র অনুসারে নিত্যই আত্মুদাত্ত হইবে।

(গ) 'অর্পিত' শব্দ 'ঋ গতৌ' ধাতুর উত্তরে ণিচ্ প্রত্যয় করিলে, 'ঋ ই' এই অবস্থায় 'অর্ত্তিহ্রীব্লীরীক্নুয়ীক্ষ্মায়্যাতাং পুঙ্ ণৌ' (পা. ৭।৩।৩৬) সূত্রদ্বারা 'পুক্' আগম করিয়া 'পুগন্তলঘূপধস্য চ' (পা. ৭।৩।৮৬) সূত্রদ্বারা ঋকারের স্থানে 'অ' ও 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রদ্বারা 'র্'পর করিলে 'অর্পি' হয়। এই ণ্যন্ত 'অর্পি' ধাতুর উত্তরে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'অর্পিতঃ' পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা ব্রাহ্মণে বিকল্পে আত্মুদাত্ত ও মন্ত্রে নিত্য আত্মুদাত্ত।

৬৪ 'জুষ্ট' ও 'অর্পিত' শব্দ বেদের মন্ত্রভাগে নিত্যই আত্মুদাত্ত হয়।[৬৪] যথা—

---

৬৪ নিত্যং মন্ত্রে। (পা. ৬।১।২২০) জুষ্টার্পিতশব্দৌ মন্ত্রে নিত্যমাত্মুদাত্তৌ ভবতঃ।

জুষ্টানি সন্তু মনসে হৃদে চ'। (ঋ. ১।৭৩।১০)

অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামি। (তৈ. সং ১।১।৪।২)

ষ্টো হি দূতো অসি। (ঋ. ১।৪৪।২)

কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বসূত্র হইতে কেবল 'জুষ্ট' শব্দেরই অনুবৃত্তি আসে, কারণ, 'অর্পিত' শব্দের আদিস্বর মন্ত্রেও বিকল্পে উদাত্ত হয় ; যথা—

* অর্পিতাঃ ষষ্টী র্ন চলা চলাসঃ। (ঋ. ১।১৬৪।৪৮) ইত্যাদি মন্ত্রগত 'অর্পিত' শব্দ অন্তোদাত্ত।

ভট্টোজি দীক্ষিত বলেন, এই সূত্রটি নিষ্প্রয়োজন ; কেননা বেদে সর্ব্বত্রই স্বরপাঠ ব্যবস্থিত ; সেইজন্য সর্ব্বত্র বিকল্পের আপত্তি দেওয়া চলেনা। কেবল স্বরই নয়, অন্যান্য প্রয়োগও ব্যবস্থিত। বেদে যথাদৃষ্ট প্রয়োগেরই অনুবিধান করা হয়।

৬৫ ষষ্ঠীর একবচনে 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্' শব্দ আদ্যুদাত্ত হয়।[৬৫] যথা—

মম নাম তব চ জাতবেদঃ। (তৈ. সং ১।৫।১০।১)

তবেৎ তৎ সত্যমঙ্গিরঃ। (ঋ ১।২।৬)

* দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত

তস্মিন্‌ৎসাকং ত্রিংশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ ॥

৬৫ যুষ্মদস্মদোঙসি। (পা. ৬।১।২১১) অনয়োরাদিরুদাত্তঃ স্যাৎ

ব্রহ্মাণীন্দ্র তব যানি বর্ধনা। (ঋ. ১।৫২।৭)

হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণং চ নাশয়। (ঋ. ১।৫০।১১)

'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্' শব্দ 'যুষ্যসিভ্যাং মদিক্' (উ. সূ. ১৩৬) দ্বারা 'যুষ্' ও 'অস্' ধাতুর উত্তরে 'মদিক্' এই উণাদি প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'মদিক্' প্রত্যয়ান্ত 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্' শব্দ প্রত্যয়স্বরে অন্তোদাত্ত অর্থাৎ 'মদিক্' প্রত্যয়টি 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্ত হইলে 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্' শব্দে উহা অন্ত হইয়া যায়। ঐ দুই শব্দের উত্তরে ষষ্ঠীর একবচনে 'ঙস্' প্রত্যয় করিলে 'যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ঙসোঽশ্' (পা. ৭।১।২৭) সূত্র দ্বারা 'ঙস্' প্রত্যয়ের স্থানে 'অশ্' আদেশ ও শকারের ইৎ হইলে 'যুষ্মদ্ অ' ও 'অস্মদ্ অ' এই অবস্থায় 'তবমমৌ ঙসি' (পা. ৭।২।৯) সূত্র অনুসারে 'ঙস্' এর পূর্ব্ববর্ত্তী 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্' শব্দের ম পর্য্যন্ত ভাগের যথাক্রমে 'তব' ও 'মম' আদেশ করার পর 'শেষে লোপঃ' (পা. ৭।১।৯০) সূত্রদ্বারা অন্ত্যবর্ণের লোপ হওয়ার পর 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্র অনুসারে 'ঙস্' বিভক্তির অকার অনুদাত্ত এবং দুইটি অকারের স্থানে 'অতো গুণে' (পা. ৬।১।৯৭) সূত্র অনুসারে পররূপ একাদেশ হইলে উদাত্ত ও অনুদাত্ত একাদেশ 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫০) সূত্র অনুসারে উদাত্তস্বরপ্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা উহা বাধিত হওয়ায় আদ্যুদাত্ত হইল। টিলোপমতে অর্থাৎ 'শেষে লোপঃ' (পা. ৭।২।৯০) সূত্রের দ্বারা যে মতে টিলোপ হয় অন্ত্যবর্ণের লোপ হয় না ; সেই মতে ও অনুদাত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তের লোপ হওয়ায় 'অনুদাত্তস্য যত্রোদাত্তলোপঃ' (পা, ৬।১।১৬১) সূত্র দ্বারা অন্ত্য অনুদাত্তের স্থানে উদাত্ত আদেশ করিলে অন্তোদাত্তই প্রাপ্ত ছিল ;

কিন্তু সর্ব্বথাই অন্তোদাত্ত ইহার দ্বারা বাধিত হওয়ায়, আদ্যুদাত্তই হইয়া থাকে।

'যস্যাহমস্মি' পুরোহিতঃ' (তৈ. সং. ৪।১।১০।৩)

ইত্যাদিস্থলে 'অহম্' শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয় না, কারণ উহা প্রথমার একবচনের প্রয়োগ। ষষ্ঠীর একবচনে আদ্যুদাত্ত বিধান করা হইয়াছে।

৬৬ চতুর্থীর একবচনে 'ঙে' প্রত্যয় পরে থাকিলে, যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয়।[৬৬] যথা—

'স্ব আ যস্তুভ্যং দম আ বিভাতি। (ঋ. ১।৭১।৬)

তুভ্যেদেতে বহুলা অদ্রিদুগ্ধাঃ। (ঋ. ১।৫৪।৯)

দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্। (ঋ. ১।৫০।১৩)

মহ্যং যজন্তুমম। (অথর্ব ৫।৩।৪)

তুভ্যং ত্বা অঙ্গিরস্তম। (তৈ. সং ১।৩।১৪।১)

তুভ্যং গাবো ঘৃতংপয়ঃ। (ঋ. ৯।৩১।৫)

'তুভ্যম্' ও 'মহ্যম্' দুইটি পদই 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্' শব্দে চতুর্থীর একবচনে মপর্য্যন্ত স্থানে 'তুভ্যমহ্যৌ ঙয়ি' (পা. ৭।২।৯৪) সূত্রদ্বারা 'তুভ্য' ও 'মহ্য' আদেশ, অন্ত্যবর্ণের কিম্বা অদ্ ভাগের লোপ,

৬৬ ঙয়ি চ। (পা. ৬।১।২১২) ঙে প্রত্যয়ে পরতঃ যুষ্মদস্মদোরাদিরুদাত্তঃ স্যাৎ।

'ঙে' বিভক্তির স্থানে 'ঙে প্রথময়োরম্' (পা. ৭।১।২৮) সূত্রদ্বারা 'অম্' আদেশ, 'অম্' এর অনুদাত্ত অকার ও যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের অন্ত্য উদাত্ত অকারের স্থানে পররূপ করিয়া উদাত্ত ও অনুদাত্তের স্থানে উদাত্ত একাদেশ কিম্বা উদাত্তনিবৃত্তস্বর অর্থাৎ অনুদাত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্তের লোপ হওয়ায়, অনুদাত্তের স্থানে উদাত্ত হইলে অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা বাধিত হওয়ায়, আদ্যুদাত্ত হইল।

৬৭ নাব্য ব্যতীত দ্বিস্বর বিশিষ্ট 'যৎ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয়।[৬৭] যথা—

(ক) যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা। (ঋ. ১।৮।:০)

(খ) নব্যমায়ুঃ প্র সূ তির। (ঋ. ১।১০।১১)

(গ) স্তোম উক্থং চ শংস্যা। (ঋ. ১।৮।১০)

(ঘ) উক্থমিন্দ্রায় শংস্যম্। (ঋ. ১।১০।৫)

(ঙ) স্তোমো দুর্য্যো ন যূপঃ। (ঋ. ১।৫১।১৪)

(চ) তস্মাদ্ গায়তে ন দেয়ম্। (তৈ. ৫।১।২।৮)

(ক) 'কমু কান্তৌ' ধাতুর উত্তরে—স্বার্থে 'কমের্ণিঙ্' (পা. ৩।১।৩০) সূত্রদ্বারা 'ণিঙ্' প্রত্যয় করার পর, 'ঙ' ও 'ণ' কারের

৬৭ যতোঽনাবঃ (পা. ৬।১।২১৩) যৎপ্রত্যয়ান্তস্য দ্ব্যচ আদিরুদাত্তঃ স্যাৎ ন চেন্নৌ শব্দাৎ পরো যৎ।

ইৎ সংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'অত উপধায়াঃ' (পা. ৭।২।১১৬) সূত্র দ্বারা আদিস্বরের আকার বৃদ্ধি করিলে, 'কামি' এইরূপ অবস্থায় 'সনাদ্যন্তা ধাতবঃ' (পা. ৩।১।৩২) সূত্রদ্বারা ধাতুসংজ্ঞা করিয়া, 'কামি' এই ণিঙন্ত ধাতুর উত্তরে 'অচো যৎ' (৩।১। ৯৭) দ্বারা 'যৎ' প্রত্যয় করিলে 'ণেরনিটি' (পা. ৬।৪।৫১) দ্বারা ণিঙ্ এর ইকার লোপ করিলে 'কাম্য' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যৎ' প্রত্যয়ের 'ত' কারের ইৎসংজ্ঞা হয় বলিয়া 'তিৎস্বরিতম্' পা. ৬।১।১৮৫) সূত্রদ্বারা অন্তস্বরিত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা বাধিত হওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইল। মন্ত্রে 'কাম্যা' এইরূপ পাঠ আছে। ইহা প্রথমার দ্বিবচনের রূপ। 'কাম্যৌ' হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু বেদে 'ঔ' স্থানে 'ডা' আদেশ হইলে 'কাম্যা' পদ হইয়া থাকে।

(খ) 'ণু স্তুতৌ' ধাতুর 'ণো নঃ' (পা. ৬।১।৬৫) সূত্রদ্বারা 'ণ' কারের স্থানে 'ন' কার করিয়া তদুত্তরে 'অচো যৎ' (পা. ৩।১।৯৭) সূত্রদ্বারা 'যৎ' প্রত্যয় করিলে 'নু য' এইরূপ অবস্থায় 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (পা. ৭।৩।৮৪) সূত্রদ্বারা উকারের স্থানে ওকার গুণ করিলে, 'নো য' এই অবস্থায়' 'বান্তো যি প্রত্যয়ে' (পা. ৬।১।৭৯) সূত্রদ্বারা 'ও' কারের স্থানে 'অব্' আদেশ করিলে 'নব্য' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারও পূর্ব্বের ন্যায় অন্তস্বরিতত্ব প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু এই সূত্রের দ্বারা বাধিত হওয়ায়, আদিস্বর উদাত্ত হইল। 'নব্যম্' ইহা ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার একবচনের রূপ।

(গ)(ঘ) 'শংস্যা' ও 'শংস্যম্' এই দুইটি পদই 'শংসু স্তুতৌ' ধাতুর উত্তরে 'ণিচ্' করিয়া ; ণ্যন্ত শংস্ ধাতুর উত্তরে 'যৎ' প্রত্যয় করিলে প্রথমার দ্বিবচনে 'কাম্যা' পদের ন্যায় 'শংস্যা' পদ এবং

ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'শংস্যম্' পদ সিদ্ধ হয়। ইহা দ্বিস্বর বিশিষ্ট 'যৎ' প্রত্যয়ান্ত; সেইজন্য ইহার দ্বারা আদ্যুদাত্ত হইল। সায়ণাচার্য্যের মতে ণিজন্ত 'শংস্' ধাতুর উত্তরে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া ইহা নিষ্পন্ন হয় এবং ভট্টোজি দীক্ষিতের মতে ইহা 'ণ্যৎ' প্রত্যয়ান্ত কেবল 'শংস্' ধাতু। যেমন যৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয়, সেইরূপ ণ্যৎ প্রত্যয়ান্ত 'শংস্' ধাতুরও আদিস্বর পরের সূত্র অনুসারে উদাত্ত হইতে পারে। ণ্যন্ত না হইলে অজন্ত অর্থাৎ স্বরান্ত হইতে পারে না এবং স্বরান্ত না হইলে 'যৎ' প্রত্যয় হইতে পারে না; সেইজন্যই সায়ণ ণ্যন্তের উত্তরে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়াছেন। স্তোম ও উক্থ্য এই দুইটি—ঋত্বিক্ দ্বারা পাঠ করান হয়—ইহাই সায়ণের অভিপ্রেত। কিন্তু ঋত্বিগ্‌গণ কর্তৃক পঠিত হয়, এই অর্থেও 'ণিচ্' না করিয়া কেবল 'শংস্' ধাতুর উত্তরে 'ঋহলোর্ণ্যৎ' (পা. ৩।১।১২৪) সূত্রদ্বারা 'ণ্যৎ' প্রত্যয় করিয়াও 'শংস্যা' ও 'শংস্যম্' পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে এবং সেস্থলেও আদ্যুদাত্তই হইবে।*

(ঙ) দুরে ভবো দুর্য্যঃ, ভবার্থে 'দুর্' শব্দের উত্তরে 'ভবে ছন্দসি' (পা. ৪।৪।১১০) সূত্রদ্বারা 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'দুর্য্য' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহা যৎ প্রত্যয়ান্ত দ্বিস্বরবিশিষ্ট; সেইজন্য আদ্যুদাত্ত। 'দুর্য্যঃ' পদটি প্রথমার একবচনের।

(চ) 'দা' ধাতুর উত্তরে 'অচো যৎ' (পা. ৩।১।৯৭) সূত্রদ্বারা 'যৎ'

* 'ঈড়বন্দবৃশংসদুহাংণ্যতঃ' (পা ৬।১।২১৪) সূত্রে পাণিনি 'ণ্যৎ' প্রত্যয়ান্ত 'শংস্' ধাতুর আদিস্বরের উদাত্ত বিধান করিয়াছেন; সুতরাং সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা পাণিনীয়মতের প্রতিকূল বলিয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রত্যয় করিলে 'দা য' এইরূপ অবস্থায় 'ঈদ্‌যতি' (পা. ৭।৪।৪৫) সূত্রদ্বারা ধাতুর আকারের স্থানে ঈকার আদেশ করিলে 'দী য' এইরূপ অবস্থায় ঈকারের একার গুণ করিলে 'দেয়' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহা দ্বিস্বরবিশিষ্ট 'যৎ প্রত্যয়ান্ত'; সেইজন্য আদ্যুদাত্ত।

যৎ প্রত্যয়ান্ত যদি দ্বিস্বরবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে আদ্যুদাত্ত হইবেনা। যথা—

অবট্যাভ্যঃ স্বাহা (তৈ. সং ৭।৪।১৩।১)

এস্থলে 'যৎ' প্রত্যয়ান্ত হইলেও তিনটি স্বরবিশিষ্ট ও সেইজন্য আদ্যুদাত্ত হয় না।

ধুরি ধুর্য্যৌ পাতম্। (তৈ. সং ১।১।১৩।৩)

এইস্থলে 'ধুর্য্য' শব্দ ধুরং বহতি এই অর্থে 'ধুরোযঢ্‌ঢকৌ' (পা. ৪।৪।৭৭) সূত্র অনুসারে যৎ প্রত্যয়ান্ত হইলেও আদ্যুদাত্ত নয়; কিন্তু স্বরের ব্যত্যয় হইয়া অন্তস্বরিত হইয়াছে।

'অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ' (পা. ৩।১।১০৩) সূত্রে স্বামী ও বৈশ্য অর্থে যৎ প্রত্যয়ান্ত অর্য্য শব্দ নিপাতন করা হইয়াছে। স্বামী অর্থের বাচক 'অর্য্য' শব্দ অন্তোদাত্ত এবং বৈশ্য অর্থের বাচক হইলে আদ্যুদাত্ত। যথা—

অগ্নে বিশ্বান্যর্য্য আ। (তৈ. সং. ২।৬।১১।৪)

সমর্য্য আ বিদথে বর্ধমানঃ। (তৈ. ব্রা. ২।৬।১।৩)

ইত্যাদিস্থলে 'অর্য্য' শব্দ স্বামিবাচক বলিয়া অন্তোদাত্ত।

'স্বামিন্যন্তোদাত্তত্বম্ বক্তব্যম্' এই বার্ত্তিকের দ্বারা আদ্যুদাত্তের বাধক অন্তোদাত্তত্ব বিহিত হইয়াছে।*

সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানামর্য্যঃ। (তৈ. ব্রা. ২।৮।৭।১)

ইত্যাদিস্থলে বৈশ্যবাচক 'অর্য্য' শব্দ; সেইজন্য ইহা আদ্যুদাত্ত। যদি স্বামিবাচক অর্য্য শব্দ আদ্যুদাত্ত হয়; তাহা হইলে স্বরের ব্যত্যয় হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে।

'শুনে হিতম্' কুকুরের হিতকর স্থান এই অর্থে 'শুন্য' ও 'শূন্য' দুইটি শব্দ 'যৎ' প্রত্যয়ান্ত। 'শুনঃ সম্প্রসারণং বা চ দীর্ঘত্বম্, তৎসন্নিযোগেন চ অন্তোদাত্তত্বম্' (পা. ৫।১।২) এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'যৎ' প্রত্যয় পরে থাকিলে 'শ্বন্' শব্দের ব-কারের স্থানে উকার সম্প্রসারণ, বিকল্পে দীর্ঘ ও দীর্ঘপক্ষে অন্তোদাত্তত্ব বিহিত হইয়াছে; সেইজন্য 'শূন্য' শব্দ 'যৎ' প্রত্যয়ান্ত হইলেও অন্তোদাত্ত।

'নবতীং নাব্যাঅনু (ঋ. ১।৮০।৮) এস্থলে আদ্যুদাত্ত হইবে না; কিন্তু স্বরিতই হইবে।

৬৮ ঈড়্, বন্দ্, বৃ, শংস্ ও দুহ্ ধাতুর 'ণ্যৎ' প্রত্যয়ান্ত হইলে আদ্যুদাত্ত হইবে।[৬৮] যথা—

ঈড্যো নূতনৈরুত। (ঋ. ১।১।২)

* আচার্য্য শান্তনবও 'অর্য্যঃ স্বাম্যাখ্যা চেৎ' (ফি. ১৭) এইরূপ সূত্রের দ্বারা স্বামী অর্থে অর্য্য শব্দের অন্তোদাত্তত্ব বিধান করিয়াছেন।

৬৮ ঈড়বন্দবৃশংসদুহাংণ্যতঃ (পা. ৬।১।২১৪) ণ্যন্তানামেষামাদিরুদাত্তঃ স্যাৎ।

আজুহ্বান ঈড্যো বন্দ্যশ্চ। (তৈ. ব্রা. ৩।৬।৩।২)

ঈড্যশ্চাসি বন্দ্যশ্চ বাজিন্। (তৈ. সং, ৫।১।১১।১)

যজমানায় বার্য্যম্। (তৈ. আ. ৩।২।১)

উক্থ্যমিন্দ্রায় শংস্যম্। (ঋ. ১।১০।৫)

দোহ্যা ধেনুঃ।

ঈড় স্তুতৌ, বদি অভিবাদনস্তুত্যোঃ, বৃঙ্ সম্ভক্তৌ, শংস্‌ স্তুতৌ, দুহ প্রপূরণে, এই ধাতুগুলির উত্তরে 'ঋহলো র্ণ্যৎ' (পা. ৩।১।১২৪) সূত্রদ্বারা 'ণ্যৎ' প্রত্যয় করিলে ঈড্য, বন্দ্য, বার্য্য, শংস্য, ও দোহ্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেকটিতে 'তিৎস্বরিতম্' (পা. ৬।১।১৮৫) সূত্র দ্বারা অন্তস্বরিতত্ব প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহা দ্বারা বাধিত হওয়ায়, আদ্যুদাত্ত হয়।

সায়ণাচার্য্য ণ্যন্ত 'শংস্‌' ধাতুর উত্তরে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'শংস্য' শব্দ সাধন করিয়া, পূর্ব্ব সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্ত করিয়াছেন, এস্থলে প্রেরণার্থের কল্পনা করা বৃথা এবং শুদ্ধ ধাতুর উত্তরে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় করিলেও আদ্যুদাত্ত হইতে পারে। 'যৎ' প্রত্যয় করার জন্যই 'ণিচ্' প্রত্যয় করা কেবল ক্লিষ্ট কল্পনাই মনে হয়।

'সমানোদর্য্য' শব্দ যৎ-প্রত্যয়ান্ত হইলেও অন্তোদাত্ত কিন্তু আদ্যুদাত্ত নয়। সপ্তম্যন্ত 'সমানোদর' শব্দের উত্তরে শয়িত অর্থে 'যৎ' প্রত্যয় ও 'সমানোদর্য্য' শব্দের ওকারের উদাত্তত্ব বিধান করা হইয়াছে—'সমানোদরে শয়িত ও চোদাত্তঃ' (পা. ৪।৪।১০৪)। 'বিভাষোদরে' (পা. ৬।৩।৮৮) সূত্র দ্বারা যখন সমান শব্দের স্থানে বিকল্পে 'স্' আদেশ হয়, তখন ওকার উদাত্ত হইবে না; কিন্তু

'সোদরাদ্ য়ঃ' (পা. ৪।৪।১০৯) সূত্র অনুসারে 'সোদর' শব্দের পরে 'য' প্রত্যয় বিহিত হওয়ায়, 'সোদর্য্য' শব্দটি অন্তোদাত্ত। 'য' প্রত্যয়ের অকার 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) অনুসারে উদাত্ত হইলেই সোদর্য্য শব্দটি যে অন্তোদাত্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বরসিদ্ধান্ত চন্দ্রিকায় শ্রীনিবাসযজ্বা সোদর্য্য শব্দটিকে 'যৎ' প্রত্যয়ান্ত মনে করিয়া অন্তস্বরিত বলিয়াছেন—যাহা তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা।

৬৯ বেণু ও ইন্ধানশব্দ বিকল্পে আদ্যুদাত্ত হয়।[৬৯] যথা—

(ক) বেণুর্বৈণবী। (তৈ. সং ৫।১।১।৪)

(খ) যদ্বেণুঃ।

(গ) ইন্ধানাস্ত্বা শতং হিমাঃ। (তৈ. সং ১।৫।৫।৫)

(ঘ) বয়ং ত্বেন্ধানাঃ। (তৈ. সং ৪।৭।১৪।১)

(ঙ) ইন্ধানো অগ্নিং বনবদ্ বনুষ্যতঃ। (ঋ. ২।২৫।১)

(ক)(খ) 'অজ গতিক্ষেপণয়োঃ' ধাতুর উত্তরে 'অজিবৃরীভ্যো নিচ্চ' (উ. সূ. ৩২৫) উণাদি সূত্র দ্বারা 'ণু' প্রত্যয় ও 'নিৎ' করিয়া 'অজ' ধাতুর স্থানে 'অজের্ব্যঘঞপোঃ' (পা. ২।৪।৫৬) সূত্র দ্বারা 'বী' আদেশ করার পর ঈকারের একার গুণ করিলে 'বেণু' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সেইজন্য প্রত্যয়স্বরে প্রাপ্ত অন্তোদাত্তত্বের বাধক 'ণু' প্রত্যয়ের 'নিত্ত্ব' করা হইয়াছে বলিয়া 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্।' (পা. ৬।১।১৯৭) সূত্র অনুসারে

৬৯ বিভাষা বেণ্বিন্ধানয়োঃ। (পা. ৬।১।২১৫) বেণু শব্দ ইন্ধানশব্দশ্চ বিকল্পেন আদ্যুদাত্তঃ স্যাৎ।

নিত্য আদ্যুদাত্তত্ব প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা বাধিত হওয়ায় বেণু শব্দটি বিকল্পে আদ্যুদাত্ত হইল এবং 'ইন্ধান' শব্দে আদ্যুদাত্তত্ব অপ্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা বিকল্পে আদ্যুদাত্তত্ব বিহিত হইল।

৭০ ত্যাগ, রাগ, হাস, কুহ, শ্বঠ, ও ক্রথ শব্দ বিকল্পে আদ্যুদাত্ত হয়।[৭০]

ইহাদের মধ্যে ত্যাগ, রাগ ও হাস শব্দ 'ঘঞ্' প্রত্যয়ান্ত এবং কুহ, শ্বঠ ও ক্রথ শব্দ পচাদ্যজন্ত অর্থাৎ পচাদিগণে পঠিত হওয়ায় অচ্ প্রত্যয়ান্ত।

'ঘঞ্' প্রত্যয়ান্ত হইলেই 'কর্ষাত্বতো ঘঞোঽন্তউদাত্তঃ' (পা. ৬।১।১৫৯) সূত্র দ্বারা নিত্য অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা বিকল্পে আদ্যুদাত্তত্ব বিহিত হইল।

'অচ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্র দ্বারা অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা বাধিত হইয়া বিকল্পে উহার আদ্যুদাত্তত্ব বিহিত হইল।

'কুহঃ'—'কুহ বিস্মাপনে' শ্বঠঃ—'শ্বঠ সম্যগ্‌ভাষণে' ক্রথঃ—'ক্রথ হিংসায়াম্'—চৌরাদিক অচ্ প্রত্যয়ান্ত।

৭১ 'মতুপ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের সংজ্ঞা বুঝাইলে 'মতুপ্' প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আকার উদাত্ত হয়।[৭১] যথা; উদুম্বরাবতী। শরাবতী।

---

৭০ ত্যাগরাগহাসথকুহশ্বঠক্রথানাম্। (পা. ৬।১।২১৬)
এষামাদিরুদাত্তো বা স্যাৎ।

৭১ মতোঃ পূর্ব্বমাৎসংজ্ঞায়াং স্ত্রিয়াম্। (পা. ৬।১।২১৯)
মতোঃ পূর্ব্বমাকার উদাত্তঃ স্যাৎ, তচ্চেৎ মত্বন্তং সংজ্ঞায়াং স্ত্রিয়াং বর্ত্তেত।

'উত্তরাবতীং বৈ দেবা আহুতিমজুহবুঃ। (তৈ. ব্রা. ২।১।৪।১)
এস্থলে উত্তরাবতী শব্দে মতুপ্ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী 'রা' এই আকার উদাত্ত। 'উত্তরাবতী' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের সংজ্ঞা।
'ইক্ষুমতী' শব্দে 'মতুপ্' প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আকার নাই ; কিন্তু উকার আছে ; সেইজন্য উদাত্ত হইবে না।
'মালামতী' শব্দে 'মতুপ্' প্রত্যয়ের পূর্ব্বে আকার থাকিলেও উহা স্ত্রীনামের বাচক নয়, সেইজন্য এস্থলেও 'মতুপ্' প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আকার উদাত্ত হয় না।

৭২ 'অবতী' শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়।[৭২] যথা—

'বেত্রবতী' শব্দে 'ত্রবতী' এই অংশে 'অবতী' ধ্বনি আছে ; সেইজন্য ইহার অন্ত্যস্বর-ঈকার উদাত্ত হইয়া থাকে। 'বেত্রবতী' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' প্রত্যয়ান্ত। 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের পকার ইৎ যায় বলিয়া উহা 'পিৎ'। 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্র দ্বারা পকারেৎসংজ্ঞক প্রত্যয় অনুদাত্ত হয় ; সেইজন্য ঈকারের অনুদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা উদাত্ত বিহিত হইল।

৭৩ 'ঈবতী' যাহার শেষে থাকে এইরূপ শব্দেরও অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়।[৭৩] যথা—

অহীবতী, মুনীবতী ইত্যাদি স্থলে 'ঈবতী' শেষে আছে ; সেইজন্য ইহাদের অন্ত্যস্বর অর্থাৎ শেষের ঈকার উদাত্ত। ইহাও পিৎ বলিয়া অনুদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু ইহা দ্বারা বাধিত হওয়ায় উদাত্ত হইল।

৭২ অন্তোঽবত্যাঃ (পা. ৬।১।২২০)। অবতীশব্দস্যান্ত উদাত্তঃ স্যাৎ।
৭৩ ঈবত্যাঃ (পা. ৬।১।২২১)। ঈবত্যন্তস্য শব্দস্যাপ্যন্ত উদাত্তঃ স্যাৎ।

৭৪ প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হয়।[৭৪] যথা—'অগ্নি', 'ভদ্রম্,' 'দাশ্বাংসঃ', 'ইহ' ইত্যাদি।

(ক) অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ। (ঋ. ১।১।৫)

(খ) দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতম্। (ঋ. ১।৩।৭)

(গ) স দেবাঁ এহ বক্ষতি। (ঋ. ১।১।২)

(ক) 'অগ্নি' শব্দটি গত্যর্থক 'অগি' ধাতুর উত্তরে 'অঙ্গের্নলোপশ্চ' (উ. সূ. ৪।৪৯০) এই উণাদিসূত্র দ্বারা 'নি' প্রত্যয় এবং ইকার ইৎ যায় বলিয়া 'ইদিতো নুম্ ধাতোঃ' (পা. ৭।১।৪৮) সূত্রদ্বারা যে নুমাগম হয়, উহার নকারের লোপ হইলে সিদ্ধ হয়। এই 'নি' প্রত্যয়টি ইহার দ্বারা আদ্যুদাত্ত অর্থাৎ ইকার উদাত্ত; সেইজন্য 'অগ্নি' শব্দটি অন্তোদাত্ত। এস্থলে দুইটি উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল একটি ধাতুর ও অপরটি প্রত্যয়ের। 'অগ্' ধাতুর অকার প্রথমেই 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) সূত্র অনুসারে উদাত্ত এবং পরে 'নি' প্রত্যয়টির ইকারও এই সূত্র দ্বারা উদাত্ত, এইরূপে দুইটি উদাত্ত যুগপৎ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 'সতিশিষ্টস্বরো বলীয়ান্' (পা. ৬।১।১৫৮) অর্থাৎ যেটি থাকিতে পরে আসে, সেই পরে আসা স্বরটিই বলবান্ হয়—এই ন্যায় অনুসারে ধাতুস্বর থাকিতে প্রত্যয়স্বর আসে বলিয়া প্রত্যয়-স্বরই শ্রুত হইয়া থাকে, সেইজন্য 'অগ্নি' শব্দের অন্ত ইকারটিই উদাত্ত এবং 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা.

---

৭৪ আদ্যুদাত্তশ্চ (পা. ৩।১।৩)। প্রত্যয় আদ্যুদাত্তঃ স্যাৎ।

৬।১।১৫৮) সূত্র অনুসারে ধাতুর অকারটি অনুদাত্ত ; সেইজন্য 'অগ্নি' শব্দে অকার অনুদাত্ত ও ইকার উদাত্ত।

'দাশ্বাংসঃ' 'দাশৃ দানে' ধাতুর উত্তরে 'দাশ্বান্ সাহ্বান্ সাঢ্বাংশ্চ' (পা. ৬।১।১২) সূত্র দ্বারা 'ক্বসু' প্রত্যয় নিপাতন করা হইয়াছে। 'ক্বসু' প্রত্যয়ের ককার ও উকার ইৎসংজ্ঞক ; কেবল 'বস্' থাকে। ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইলে বকারের অকার উদাত্ত। 'দাশৃ' ধাতুর উত্তরে 'ক্বসু' প্রত্যয় করিলে 'দাশ্বস্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে 'ব'কারের অকার উদাত্ত বলিয়া ইহা অন্তোদাত্ত। এই দাশ্বস্ শব্দেরই প্রথমার বহুবচনে 'জস্' বিভক্তিতে 'দাশ্বাংসঃ' হয়। ইহার মধ্যের আকার উদাত্ত।

(খ) এই 'দাশ্বস্' শব্দেরই ষষ্ঠীর বহুবচনে 'দাশুষঃ' পদ হয়। ষষ্ঠীতে 'বস্' এর বকারের স্থানে 'বসোঃ সম্প্রসারণম্' (পা. ৬।৪।১৩১) সূত্র দ্বারা উকার সম্প্রসারণ এবং—'সম্প্রসারণাচ্চ' (পা. ৬।১।১০৮) সূত্র দ্বারা বকারের অকারের পূর্ব্বরূপ করিলে 'দাশুস্ অস্' এই অবস্থায়, 'আদেশপ্রত্যয়য়োঃ' (পা. ৮।৩।৫৯) সূত্র দ্বারা 'স্' এর স্থানে 'ষ'কার করিলে 'দাশুষস্' পদ নিষ্পন্ন হয়। 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্র দ্বারা বকারের যে অকারকে উদাত্ত করা হইয়াছে সেই উদাত্ত অকারের, সম্প্রসারণ উকারের সঙ্গে পূর্ব্বরূপ করা হইলেও উদাত্তই থাকে বলিয়া 'দাশুষঃ' পদে উকার উদাত্ত।

'সুতম্' পদটিও অন্তোদাত্ত। 'ষু অভিষবে' ধাতুর উত্তরে 'ক্ত'প্রত্যয় করিয়া 'সুতম্' পদ সিদ্ধ হয়। 'ক্ত' প্রত্যয়ের অকার 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্র দ্বারা উদাত্ত ; সেইজন্য

'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে স্থ অনুদাত্ত। এই প্রকারে 'সুতম্' পদটি অন্তোদাত্ত।

(গ) 'ইদম্' শব্দের উত্তরে 'ইদমো হঃ' (পা ৫।৩।১১) সূত্র দ্বারা 'হ' প্রত্যয় করিয়া 'ইদম্' শব্দের স্থানে 'ইদম ইশ্' (পা. ৪।৩।৩) অনুসারে ইশ্ আদেশ করিলে 'ইহ' পদটি নিষ্পন্ন হয়। এস্থলে 'হ' প্রত্যয়ের অকার 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা ৩।১।৩) সূত্র দ্বারা উদাত্ত ; সেইজন্য 'ইহ' পদটি অন্তোদাত্ত।

৭৫ সুপ্ ও পকারেৎসংজ্ঞক প্রত্যয় অনুদাত্ত হয়।[৭৫] সুপ্—সু ঔ জস্, অম্ ঔট্ শস্, টা ভ্যাম্ ভিস্, ঙে ভ্যাম্, ভ্যস্, ঙসি ভ্যাম্ ভ্যস্, ঙস্ ওস্ আম্, ঙি ওস্ সুপ্।

সুপ্ বিভক্তি অনুদাত্ত। যথা—

(ক) অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ। (ঋ. ১।১।৩)

(খ) যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। (ঋ. ১।১।১)

(গ) অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ। (ঋ. ১।১।২)

(ঘ) অয়ং দেবায় জন্মনে। (ঋ. ১।২০।১)

(ক) অগ্নি শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনে 'টা' এর স্থানে 'না'* আদেশ হইলে 'না' অনুদাত্ত। কিন্তু উদাত্তের পরবর্ত্তী থাকায়

---

৭৫ অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ (পা. ৩।১।৪) সুপ প্রত্যাহারঃ ; পিৎপ্রত্যয়শ্চ অনুদাত্তঃ স্যাৎ।

* টাঙসিঙসামিনাৎস্যাঃ—(পা. ৭।১।১২) অকারান্ত শব্দের পরবর্ত্তী টা, ঙসি ও ঙস্ বিভক্তির স্থানে যথাক্রমে ইন, আৎ ও স্য আদেশ হইয়া থাকে।

'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) সূত্র অনুসারে উহা স্বরিত হইয়া যায়।

(খ) 'নঙ্' প্রত্যয়ান্ত 'যজ্ঞ' শব্দ অন্তোদাত্ত 'যজ-যাচ-যত-বিচ্ছ-প্রচ্ছ-রক্ষো নঙ্' (পা. ৩।৩।৯০) সূত্র দ্বারা 'নঙ্' প্রত্যয় করিলে 'যজ্ঞ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'নঙ্' এর অকারটি 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্র দ্বারা উদাত্ত; সেইজন্য 'যজ্ঞ' শব্দ অন্তোদাত্ত। এবং এই 'যজ্ঞ' শব্দের উত্তরে ষষ্ঠী বিভক্তি (ঙস্) 'স্য' প্রত্যয় আসিলে 'যজ্ঞস্য' পদে 'স্য' এই সুপ্ বিভক্তিটিও ইহার দ্বারা অনুদাত্ত হয়। পরে উদাত্তের পরবর্ত্তী বলিয়া ঐ অনুদাত্তটি স্বরিত হইয়া যায়। 'যজ্ঞস্য' পদে প্রথমটি অনুদাত্ত, দ্বিতীয় স্বরটি উদাত্ত এবং তৃতীয় স্বরটি স্বরিত।

(গ) 'পূর্ব্বেভিঃ' পদটি 'পূর্ব্ব-পর্ব্ব-অর্ব্ব পূরণে' এই ধাতুর মধ্যে পূর্ব্ব ধাতুর উত্তরে ঔণাদিক 'অন্' প্রত্যয় করিলে 'পূর্ব্ব' শব্দ নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহার 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা ৬।১।১৯৭) অনুসারে দ্বিতীয় স্বরটি অনুদাত্ত। এই পূর্ব্ব শব্দের উত্তরে তৃতীয়ার বহুবচনে 'ভিস্' বিভক্তি আসিলে উহা অনুদাত্ত অর্থাৎ 'ভিস্' বিভক্তির ইকার অনুদাত্ত। এস্থলে 'অতো ভিস ঐস্' (পা. ৭।১।৯) সূত্র দ্বারা 'ভিস্' এর স্থানে 'ঐস্' হইয়া 'পূর্ব্বৈঃ' পদ হইল না। বেদে 'বহুলং ছন্দসি' (পা. ৭।১।১০) সূত্র অনুসারে 'ঐস্' বিকল্পে হয়। 'বহুবচনে ঝল্যেৎ' (পা. ৭।৩।১০৩) সূত্র দ্বারা পূর্ব্ব শব্দের অকারের স্থানে একার করিলে 'পূর্ব্বেভিঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। এস্থলে প্রথম স্বরটি উদাত্ত, দ্বিতীয় স্বরটি স্বরিত ও তৃতীয় স্বরটি অনুদাত্ত।

(ঘ) 'দেব' অচ্ প্রত্যয়ান্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত। যাহার 'চ্' ইৎ যায়

এইরূপ প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়। সেইজন্য 'দেব' শব্দটি 'চিতঃ' (পা. ৬৷১৷১৬৩) সূত্র দ্বারা অন্তোদাত্ত ; এবং 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (৬৷১৷১৫৮) সূত্র দ্বারা পূর্ব্বস্বরটি অর্থাৎ একারটি অনুদাত্ত। এই অন্তোদাত্ত 'দেব' শব্দের উত্তরে চতুর্থীর একবচনে 'ঙে' বিভক্তি আসিলে, ঐ 'ঙে' বিভক্তিটি ইহার দ্বারা অনুদাত্ত এবং 'ঙে' স্থানে 'ঙের্যঃ' (পা. ৭৷১৷৭৩) সূত্র দ্বারা 'য়' আদেশ করিলে সেই 'য়' এর অকারও অনুদাত্ত হইবে। 'সুপি চ' (পা ৭৷৩৷১০৩) সূত্র দ্বারা বকারের অকার দীর্ঘ করিলে 'দেবায়' পদ সিদ্ধ হয়। ইহাতে প্রথমটি অনুদাত্ত, দ্বিতীয় স্বরটি উদাত্ত ও তৃতীয় স্বরটি অনুদাত্ত। এস্থলে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত হয় না। কারণ উহার পরে 'জন্মনে' পদের প্রথম স্বরটি উদাত্ত আছে। উদাত্ত কিম্বা স্বরিত পরে থাকিলে উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত হয় না ; ইহা মনে রাখিতে হইবে—'নোদাত্ত-স্বরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্' (পা. ৮৷৪৷৬৭)।

'জন্মনে' পদটিতেও জন্মন্ শব্দের চতুর্থীর একবচনে 'ঙে' বিভক্তিতে 'জন্মন্এ' এই অবস্থায় 'ঙে' বিভক্তির একারটিও ইহার দ্বারা অনুদাত্ত।

পকারেৎসংজ্ঞক প্রত্যয়ের উদাহরণ যথা—

(ক) যশসং বীরবত্তমম্ (ঋ. ১৷১৷৩)

(খ) তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্ (ঋ. ১৷২৷১)

(গ) হোতারং রত্নধাতমম্ (ঋ. ১৷১৷১)

(ঘ) আবহন্তী ভূর্য্যস্মভ্যম্ (ঋ. ১।৪৮।৯)

(ক) 'বীর' এই প্রাতিপদিকটির 'ফিষোঽন্তোদাত্তঃ' (ফি. ১) এই ফিট্ সূত্রের দ্বারা অন্তোদাত্তত্ব হইলে, অন্তোদাত্ত বীর শব্দের উত্তরে 'মতুপ্' করিলে 'বীরবৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'মতুপ্' প্রত্যয়ের পকার ইৎসংজ্ঞক বলিয়া, ইহা দ্বারা 'মতুপ্' প্রত্যয়ের অকার অনুদাত্ত। পকার ও উকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'মৎ' থাকে এবং মকারের স্থানে বকার* হইলে 'বৎ' হইয়া যায়। এই 'বৎ' এর অকার ইহা দ্বারা অনুদাত্ত। আবার 'বীরবৎ' শব্দের উত্তরে অতিশয়ার্থে 'তমপ্' প্রত্যয় করিলে পকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'তম' এই অংশটির সমস্ত স্বরগুলিই অনুদাত্ত। তাহা হইলে 'বীর-বৎতমম্' এই পদে ব, ত, ও মকারের অকার পর পর অনুদাত্ত; কিন্তু বকারের অনুদাত্ত উদাত্তের পরবর্ত্তী বলিয়া, 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) সূত্রানুসারে স্বরিত এবং সংহিতায় স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্তগুলির প্রচয়নামক একশ্রুতি হইয়া যায়। ইহারা উদাত্তশ্রুতি বলিয়া উদাত্তেরই ন্যায়, মন্ত্রপাঠে কোনও চিহ্ন দেওয়া হয় নাই।

(খ) 'হবম্' পদটি 'হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ' এই ধাতুর উত্তরে 'অপ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। হ্বেঞ্ ধাতুর 'ঞ্' ইৎসংজ্ঞক; সেইজন্য 'হ্বে' ধাতুর বকারের স্থানে 'বহুলং ছন্দসি' (পা. ৬।১।৩৪) সূত্র দ্বারা উকার সম্প্রসারণ হইলে 'হ্ উ এ' এই অবস্থায় 'সম্প্রসারণাচ্চ' (পা. ৬।১।১০৮)

---

* মাতুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ—(পা. ৮।২।৯)

সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণের পরবর্ত্তী একারের পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ উকার ও একার—উভয়ের স্থানে উকার হইলে 'হু' হইয়া যায়। এক্ষণে ধাতুটি উকারান্ত; সেইজন্য 'ঋদোরপ্' (পা. ৩।৩।৫৭) সূত্র দ্বারা ইহার উত্তরে অপ্ প্রত্যয় করিয়া পকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করিলে 'হু+অ' এই অবস্থায় উকারের ওকার গুণ এবং ওকারের স্থানে 'অব্' আদেশ করিলে 'হবম্' পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে।* অপ্ প্রত্যয়টি পকারেৎসংজ্ঞক বলিয়া ইহার অকার অনুদাত্ত; সেইজন্য 'হবম্' পদে 'ব' কারের অকার অনুদাত্ত; কিন্তু ইহা উদাত্তের পরবর্ত্তী হওয়ায় স্বরিত হইয়া যায়।

(গ) রত্নধা শব্দটি অন্তোদাত্ত।† এই 'রত্নধা' শব্দের উত্তরে অতিশয়ার্থে 'তমপ্' প্রত্যয় করিলে পকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইয়া যায়; সেইজন্য 'তম' এই অংশটুকু পিৎ বলিয়া উহার সমস্ত স্বরগুলিই অনুদাত্ত এবং উদাত্তের পরবর্ত্তী হওয়ায় তকারের অকার স্বরিত হইয়া যায় এবং স্বরিতের পরবর্ত্তী মকারের অনুদাত্ত অকারের প্রচয় নামক একশ্রুতি হইয়া যায়। সেইজন্য 'রত্নধাতমম্' পদটিতে প্রথমটি অনুদাত্ত, দ্বিতীয় স্বরটি অনুদাত্ত, তৃতীয় স্বরটি উদাত্ত, চতুর্থ স্বরটি স্বরিত এবং পঞ্চম স্বরটি প্রচয়।

* 'হ'কারের অকারটি 'ধাতোঃ' (পা. ৩।১।৯১) সূত্র অনুসারে উদাত্ত।

† 'রত্নানি দধাতি'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া সমাস এবং 'সমসান্ত' (পা. ৬।১।২২৩) সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত করিলে 'রত্নধা' শব্দটিতে 'ধা' এর আকার উদাত্ত। অথবা 'বিচ্' প্রত্যয়ান্ত 'ধা' এই কৃদন্তের সহিত 'রত্ন'-পদের উপপদ সমাস করিলে 'গতিকারকোপদাৎকৃৎ' (পা. ৬।২।১৩৯) অনুসারে 'ধা' এর আকার উদাত্ত।

(ঘ) 'আবহন্তী' শব্দটিতে শপ্ শতৃ ও ঙীপ্ তিনটিই পর পর অনুদাত্ত। বহ্ ধাতুর উত্তরে লট্ এর স্থানে 'শতৃ' প্রত্যয় করিলে 'শ'কার ও 'ঋ'কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হওয়ার পর 'অৎ' অবশিষ্ট থাকে। ইহার 'তিঙ্শিৎসার্বধাতুকম্' (পা. ৩।৪।১১৩) সূত্র দ্বারা শকারেৎসংজ্ঞক বলিয়া সার্বধাতুকসংজ্ঞা হইলে অৎ এই সার্বধাতুক প্রত্যয় পরে থাকিতে মধ্যে 'কর্ত্তরি শপ্' (পা. ৩।১।৬৮) সূত্র দ্বারা 'শপ্' প্রত্যয় হয়। ইহার পকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হয় বলিয়া অবশিষ্ট অকারটি অনুদাত্ত এবং অকারোপদেশের পরবর্ত্তী 'অৎ' এই লস্থানিক সার্বধাতুকও 'তাস্যনুদাত্তেন্ঙিদ দুপদেশাল্লসার্বধাতুকমনুদাত্তমহ্ন্বিঙোঃ' (পা. ৬।১।১৮৬) সূত্র দ্বারা অনুদাত্ত। মধ্যে 'নুম্' এর আগম হইলে 'বহন্ত্' এইরূপ অবস্থায় 'উগিতশ্চ' (পা. ৪।১।৬) সূত্র দ্বারা ঙীপ্ হইলে 'ঙ' কার ও 'প' কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'বহন্তী' এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। 'ঙীপ্'এরও পকারেৎসংজ্ঞক বলিয়া ঈকার অনুদাত্ত। কেবলমাত্র ধাতুর অকারটি 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) সূত্রদ্বারা উদাত্ত ; সেইজন্য প্রথম স্বরটি উদাত্ত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বরটি অনুদাত্ত ; কিন্তু দ্বিতীয়স্বরটি অনুদাত্ত হইলেও উদাত্তের পরবর্ত্তী বলিয়া উহা স্বরিত হইয়া যায়।

৭৬ যে প্রত্যয়ে 'চ্' ইৎ যায় সেই প্রত্যয়ের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়[৭৬]। যথা—

(ক) ঈশ্বরো বা এষঃ। (তৈ. সং ৫।২।১।২)

(খ) স্থাবরা গৃহ্লাতি। (তৈ. আ. ১।২৪।২)

---

৭৬ চিতঃ (পা. ৬।১।১৬৩) চকার ইৎযস্য তস্য অন্তোদাত্তঃ স্যাৎ।

(গ) দেবো দেবেভিরাগমৎ। (ঋ. ১।১।৫)

(ঘ) ত্রেধা নিদধে পদম্। (ঋ. ১।২৩।১৭)

(ক) (খ) 'ঈশ ঐশ্বর্য্যে' ও 'ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ' এই দুইটি ধাতুর উত্তরে 'স্থেশভাসপিসকসো বরচ্' (পা. ৩।২।১৩৫) সূত্রদ্বারা 'বরচ্' প্রত্যয় করিলে 'ঈশ্বর' ও 'স্থাবর' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'বরচ্' প্রত্যয়ের 'চ'কার ইৎসংজ্ঞক ; সেইজন্য 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্র দ্বারা এই দুইটি শব্দই অন্তোদাত্ত।

(গ) 'দেব' শব্দটি 'দিব্' ধাতুর উত্তরে পচাদিগণে পাঠ থাকায় 'নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ' (পা. ৩।১।১৩৪) সূত্র দ্বারা 'অচ্' প্রত্যয় করিলে নিষ্পন্ন হয়। এই 'অচ্' প্রত্যয়ের 'চ'কার ইৎসংজ্ঞক বলিয়া 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্র দ্বারা অন্তোদাত্ত।

(ঘ) 'ত্রি' শব্দের উত্তরে 'এধাচ্চ' (পা. ৫।৩।৫৬) সূত্র দ্বারা এধাচ্ প্রত্যয় করিয়া 'ত্রেধা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'এধাচ্' প্রত্যয়ের 'চ'কার ইৎসংজ্ঞক বলিয়া 'ত্রেধা' শব্দটি অন্তোদাত্ত।

যে প্রত্যয়ের চকার ইৎসংজ্ঞক, উহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয় বলিলে 'বহুকৃতম্' ইত্যাদিস্থলে 'বহুচ' প্রত্যয়টি প্রকৃতির পূর্ব্বে হওয়ায় ঐ 'বহু'টি অন্তোদাত্ত হইবে অর্থাৎ 'হু' এর উকার উদাত্ত হইবে ; কিন্তু 'ত' কারের অকার উদাত্ত হওয়াই ইষ্ট ; সেইজন্য বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—চকার-ইৎসংজ্ঞক প্রত্যয়ের প্রকৃতি-প্রত্যয় সমুদায়ের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়, বহুচ্ ও অকচ্ প্রত্যয়বিশিষ্ট প্রকৃতির জন্য—

'চিতঃ সপ্রকৃতের্বহ্বকজর্থম্'।

অকচ্ প্রত্যয়বিশিষ্টের উদাহরণ, যথা—

নভন্তামন্যকে সমে। (তৈ. সং ৩।২।১১।৩)

ইয়ং যকা শকুন্তিকা। (তৈ. সং ৭।৪।১৯।৩)

'অন্য' ও 'যৎ' শব্দের টির পূর্ব্বে অর্থাৎ অন্য ও যৎ শব্দে শেষের অকারের পূর্ব্বে 'অকৃচ্' প্রত্যয় করিলে 'অন্য্ অক্অ', 'য্ অক্ অৎ' এইরূপ অবস্থায় 'অকচ্' প্রত্যয়ের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইলে 'ক' কারের পূর্ব্ববর্ত্তীস্বর উদাত্ত হইত; কিন্তু 'ক' কারের পরবর্ত্তী স্বরই উদাত্ত হওয়া ইষ্ট; সেইজন্য বার্ত্তিককার এই বার্ত্তিকটির প্রণয়ম করিয়াছেন। এস্থলে 'ক' কারের পূর্ব্ববর্ত্তীস্বর অনুদাত্ত এবং পরবর্ত্তীস্বর উদাত্ত।

শানচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ও ইহার উদাহরণ যথা :

কুর্ব্বাণা চীরমাত্মনঃ। (তৈ. আ. ৭।৪।২)

কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্। (ঋ. ১।৭২।৯)

অতিথির্ন প্রীণাণঃ। (ঋ. ১।৭৩।১)

'কুর্ব্বাণাঃ' 'কৃন্বানাঃ' 'প্রীণানঃ' ইত্যাদি 'শানচ' প্রত্যয়ান্ত শব্দ অন্তোদাত্ত।

অত্যমানাঃ পীয়মানাঃ। (তৈ. সং ৬।৪।৩।৪)

বাধমানা রায়ঃ। (তৈ. সং ৪।৩।৪।২)

মিমানা যজ্ঞম্। (তৈ. ব্রা. ৩।৬।৩।৩)

ঈশানং বার্য্যানাম্। (ঋ. ১।৫।২)

ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ। (ঋ. ১।৭।৮)

বর্ধমানং স্বে দমে। (ঋ. ১।১।৮)

ইত্যাদিস্থলে 'অন্তমান' 'পীয়মান', 'বাধমান', 'মিমান', 'ঈশান', 'বর্ধমান' প্রভৃতি 'শানচ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ হইলেও এগুলিতে অদুপদেশের পরে লস্থানিক সার্বধাতুক থাকায় 'তাস্যনুদাত্তেন্—ঙিদদুপদেশাৎ' (পা. ৬।১।১৮৬) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'শানচ্' অনুদাত্ত। কারণ উহা 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্রের অপেক্ষায় পরবর্ত্তী। পরবর্ত্তী সূত্রদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র বাধিত হইয়া থাকে—'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্' (পা. ১।৪।২)। 'উভয়' শব্দ 'অয়চ্' প্রত্যয়ান্ত হইলেও অন্তোদাত্ত হইবেনা; কিন্তু 'অয়চ্' প্রত্যয়ের আদিস্বর অর্থাৎ অকার উদাত্ত হইবে; যথা—

উভয়ং তে ন ক্ষীয়তে বসব্যম্। (ঋ. ২।৯।৫)

উভয়মেব সংবৃঞ্জতে। (তৈ. সং ৭।৩।৯।১)

ইত্যাদিস্থলে ভকারের অকার উদাত্ত কারণ—'উভাদুদাত্তো নিত্যম্'* (পা. ৫।২।৪৪) সূত্রের দ্বারা 'উভ' শব্দের পরবর্ত্তী 'তয়প্' প্রত্যয়ের স্থানে 'অয়চ্' বিধান এবং 'অয়চ্' এর আদিস্বর উদাত্তবিধান করা হইয়াছে। ইহা বিশেষ বিধান; সেইজন্য চিৎস্বরের বাধক।

* উভশব্দাৎ তয়পোঽয়চ্ স্যাৎ স চ উদাত্তঃ—সি. কৌ.

৭৭ তদ্ধিত চিৎ প্রত্যয়ের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়[৭৭]। যথা—কৌঞ্জায়নাঃ।

কুঞ্জস্য গোত্রাপত্যানি 'কৌঞ্জায়নাঃ'। গোত্রাপত্য অর্থে 'গোত্রে কুঞ্জাদিভ্যশ্চ্ফঞ্' (পা. ৪।১।৯৮) সূত্র দ্বারা 'চ্ফঞ্' প্রত্যয় করার পর 'ব্রাতচ্ফঞোরস্ত্রিয়াম্' (পা. ৫।৩।১১৩) এই সূত্র দ্বারা স্বার্থে 'ঞ্য' প্রত্যয় করিলে 'কৌঞ্জায়ন্যঃ' পদ হয় এবং বহু অপত্য বিবক্ষা করিলে 'ঞ্যাদয়স্তদ্রাজাঃ' (পা. ৫।৩।১১৯) সূত্র দ্বারা তদ্রাজ সংজ্ঞা করার পর 'তদ্রাজস্য বহুষু তেনৈবাস্ত্রিয়াম্' (পা ২।৪।৬২) সূত্র দ্বারা 'ঞ্য' প্রত্যয়ের লোপ করিলে 'কৌঞ্জায়ন' শব্দই থাকে; সেইজন্য বহুবচনে 'কৌঞ্জায়নাঃ' পদ হয়। ইহা অন্তোদাত্ত।

প্রশ্ন—চকারেৎসংজ্ঞক প্রত্যয় তদ্ধিত হইলেও পূর্ব্বসূত্র দ্বারাই উহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইতে পারে আবার ঐ সূত্রটির প্রয়োজন কি?

উত্তর :—'চ্ফঞ্' প্রত্যয়ে দুইটি অনুবন্ধ আছে—একটি 'চ্' ও অপরটি 'ঞ্'। ইহা যেমন চকারেৎসংজ্ঞক তেমন ঞকারেৎ-সংজ্ঞক। 'চ'কার ও 'ঞ'কার দুইটিরই ইৎসংজ্ঞা হয়, সেইজন্য 'চিতঃ' (পা ৬।১।১৬৩) সূত্র দ্বারা অন্তোদাত্ত এবং 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্ত যুগপৎ দুইটি প্রাপ্ত হইলে 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্' (পা. ১।৪।২) তুল্যবল-বিরোধ থাকিলে পরবর্ত্তী সূত্রের কার্য্য হইয়া থাকে। সেইজন্য 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' এই পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা এস্থলে আদ্যুদাত্তই প্রাপ্ত হইবে। উহার বাধ করিবার জন্য পৃথক সূত্র করা হইয়াছে।

---

৭৭ তদ্ধিতস্য—(পা. ৬।১।১৬৪) চিত্তদ্ধিতস্য অন্ত উদাত্তঃ স্যাৎ।

প্রশ্ন—'চ্ফঞ্' প্রত্যয়ে তাহা হইলে 'চকার' অনুবন্ধ করার প্রয়োজন কি ছিল? কেন না চিৎস্বর না হইলে চকারের কোনও সার্থকতা থাকে না।

উত্তর—চিৎস্বর না করিলে যেমন চকার অনুবন্ধের সার্থকতা থাকে না, সেইরূপ ঞকার অনুবন্ধেরও কোনও সার্থকতা থাকে না। আদ্যুদাত্ত না হইলে উহারই বা প্রয়োজন কি? যদি বলা হয় চকার অনুবন্ধ 'ব্রাতচ্ফঞোরস্ত্রিয়াম্' ইহাতে বিশেষণের জন্য, তাহা হইলে ঞকার অনুবন্ধের পক্ষেও একথা বলা চলে; সেইজন্য দুইটি যদি বিশেষণার্থ হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) সূত্রের দ্বারা আদ্যুদাত্তই প্রাপ্ত হইবে। উহার বাধনের জন্য পৃথক সূত্র আবশ্যক।

৭৮ ককার ইৎসংজ্ঞক তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়[৭৮]। যথা—

(ক) ছন্দাংসি সৌপর্ণেয়াঃ। (তৈ সং ৬।১।৬।১)

(খ) কাদ্রবেয়ো মন্ত্রমপশ্যৎ। (তৈ সং ১।৫।৪।১)

(গ) উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ। (তৈ সং ৭।৪।৫।৪)

(ক) (খ) 'সুপর্ণী' ও 'কদ্রূ' শব্দের উত্তরে 'স্ত্রীভ্যো ঢক্' (পা. ৪।১।১২০) সূত্রের দ্বারা 'ঢক্' এই তদ্ধিতপ্রত্যয় হয়। 'ঢক্' প্রত্যয়ের 'ক' কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'ঢ' কারের স্থানে—'আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফঢখছঘাং প্রত্যয়াদীনাম্' (পা. ৭।১।২) সূত্র দ্বারা 'এয়্' আদেশ করিয়া আদিস্বরের বৃদ্ধি

---

৭৮ কিতঃ (পা ৬।১।১৬৫) কিত্তদ্ধিতান্তস্য অন্ত উদাত্তঃ স্যাৎ

করিলে ‘সৌপর্ণেয়’ ও ‘কাদ্রবেয়’ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহাদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত।

(গ) ‘শুল্ব’ শব্দের উত্তরে ‘নডাদিভ্যো ফক্’ (পা. ৪।১।৯৯) সূত্রের দ্বারা ‘ফক্’ এই তদ্ধিত প্রত্যয় করিলে ‘ক’ কারের ইৎ-সংজ্ঞা ও লোপ হয়। তাহার পর ‘ফ’কারের স্থানে ‘আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ’ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সূত্র দ্বারা ‘আয়ন্’ আদেশ করিয়া আদিস্বরের বৃদ্ধি করিলে ‘শৌল্বায়ন’ শব্দটি সিদ্ধ হয়। ইহা অন্তোদাত্ত।

৭৯ ‘তিসৃ’ শব্দের পরবর্ত্তী ‘জস্’ বিভক্তির অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়[৭৯]। যথা—

তেষামসুরাণাং তিস্রঃ পুর আসন্ (তৈ. সং ৬।২।৩।১)

ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবী র্ময়োভুবঃ। (ঋ. ১।১৩।৯)

ত্রি শব্দের উত্তরে প্রথমার বহুবচনে ‘জস্’ বিভক্তি আসিলে ‘চুট’ (পা. ১।৩।৭) সূত্র দ্বারা ‘জ’ কারের ইৎ সংজ্ঞা ও লোপ করিলে ‘ত্রি অস্’ এইরূপ অবস্থায় স্ত্রীলিঙ্গে ‘ত্রিচতুরোঃ স্ত্রিয়াং তিসৃচতসৃ’ (পা. ৭।২।৯৯) সূত্র অনুসারে ‘ত্রি’ শব্দের স্থানে ‘তিসৃ’ আদেশ করিলে ‘তিসৃ অস্’ এইরূপ অবস্থায় ‘অচি র ঋতঃ’ (পা. ৭।২।১০০) সূত্র দ্বারা ‘ঋ’ কারের স্থানে ‘র্’ আদেশ করিলে ‘তিস্রঃ’ পদ সিদ্ধ হয়। ইহাতে ‘অস্’ এর অকার উদাত্ত; সেইজন্য ইহা অন্তোদাত্ত পদ।

ত্রি শব্দ ‘ফিষোঽন্তোদাত্তঃ’ (ফিট্ ১) এই ফিট্ সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত এবং এই অন্তোদাত্ত ত্রি শব্দের স্থানে ‘তিসৃ’ আদেশ

৭৯ তিসৃভ্যো জসঃ (পা. ৬।১।১৬৬)। তিসৃভ্য উত্তরস্য জসোঽন্ত উদাত্তো ভবতি।

করিলে উহাও অন্তোদাত্ত অর্থাৎ ঋকার উদাত্ত। 'জস্' এই সুপ্ বিভক্তিটি 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত। এই অনুদাত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী উদাত্ত ঋকারের স্থানে 'র্' আদেশ হয় বলিয়া উদাত্তস্থানী যণ্ এর পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত 'উদাত্ত স্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য' (পা. ৮।২।৪) সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত ছিল। উহা বাধিত হইয়া 'তিস্ভ্যোঃ জসঃ' (পা. ৬।১।১৬৬) সূত্র দ্বারা উদাত্ত বিহিত হইল।

৮০ যে শব্দটি সপ্তমীর বহুবচনে একাচ্ অর্থাৎ একটি স্বরবিশিষ্ট, সেই শব্দের পরবর্ত্তী তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি উদাত্ত হয় [৮০]। যথা—

(ক) ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা। (তৈ. সং ১।১।১)

(খ) দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। (ঋ. ১।২।৭)

(গ) ইন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ম্। (ঋ. ১।৮।৪)

(ঘ) শশমানঃ পুরানিদঃ। (ঋ. ১।২৪।৪)

(ঙ) নি ধেহি গোরধি ত্বচি। (ঋ. ১।২৮।৮)

(চ) বাচা নির্ঋতিম্। (তৈ. ব্রা. ৩।১।২।৩)

(ক) 'ইষ ইচ্ছায়াম্' ও 'উর্জ বলপ্রাণয়োঃ' এই দুইটি ধাতুর উত্তরে, যথাক্রমে কর্ম্মে ও করণে, সম্পদাদিগণে পঠিত হওয়ায় 'সম্পদাদিভ্যঃ ক্বিপ্' এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'ক্বিপ্' প্রত্যয়

---

৮০ সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্বিভক্তিঃ। (পা. ৬।১।১৬৮) যচ্ছব্দরূপং সপ্তমী-বহুবচনে একাচ্ ততঃ পরা তৃতীয়াদিবিভক্তিরুদাত্তা ভবতি।

করিয়া 'ইট্' ও 'উক্´' পদ নিষ্পন্ন হয়। ইষ্যতে ইতি ইট্-অন্নম্। বলপ্রাণনহেতুত্বাৎ উর্ক্´-রসঃ। এই 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ান্ত 'ইষ্' ও 'উর্জ্' শব্দের চতুর্থীর একবচনে 'ঙে' বিভক্তি আসিলে 'ঙ' কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হওয়ার পর 'ইষে' ও 'উর্জে' পদ সিদ্ধ হয়। এস্থলে 'ঙে' বিভক্তির একার উদাত্ত। সেইজন্য ঐ দুইটি পদ অন্তোদাত্ত।

(খ) 'ধী' শব্দের সপ্তমীর বহুবচনে 'ধীষু' এইরূপ হইলে 'ধী'শব্দটি 'একাচ্' অর্থাৎ একটি স্বরবিশিষ্ট; সেইজন্য তৃতীয়ার একবচনে 'টা' বিভক্তির আকার উদাত্ত হইয়া থাকে। 'ধিয়া' এই তৃতীয়ান্ত পদ অন্তোদাত্ত।

(গ) 'যুজ্' শব্দটি 'ঋত্বিগ্ দধৃক্ স্রক্ দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজিক্রুঞ্চাং চ' (পা. ৩।২।৫৯) সূত্রদ্বারা ক্বিন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হয়। ইহার তৃতীয়ার একবচনে 'যুজা' পদ হয়। ইহাতে যে তৃতীয়ার একবচনে 'টা' বিভক্তির আকার আছে, উহা উদাত্ত; সেইজন্য এই পদটি অন্তোদাত্ত।

(ঘ) 'নিদঃ' পদটি পঞ্চমীর একবচনান্ত। 'নিদি কুৎসায়াম্'† ধাতুর উত্তরে 'সম্পদাদিভ্যঃ ক্বিপ্' এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া যে 'নিদ্' শব্দ হয় উহারই পঞ্চমীর একবচনে 'ঙসি' বিভক্তিতে 'নিদঃ' পদ সিদ্ধ হয়। ইহাতে যে 'ঙসি' বিভক্তির অকার আছে, উহা উদাত্ত, সেইজন্য এই পদটি অন্তোদাত্ত।

(ঙ)(চ) 'ত্বচ্' ও 'বাচ্' শব্দের সপ্তমীর একবচন ও তৃতীয়ার একবচনে

---

† ধাতুপাঠে 'ণিদি' এইরূপ মূর্ধন্য পাঠ থাকিলেও 'ণোনঃ' (পা. ৬।১।৬৫) সূত্র অনুসারে উহার 'ন'কার হইয়া যায়।

'ত্বচি' ও 'বাচা' পদ হয়। সপ্তমীর একবচনের 'ঙি' বিভক্তির ইকার ও তৃতীয়ার একবচনের 'টা' বিভক্তির আকার উদাত্ত; সেইজন্য এই পদ দুইটি অন্তোদাত্ত। উদাহৃত সমস্ত শব্দগুলিই সপ্তমীর বহুবচনে একটি স্বরবিশিষ্ট। যথা—ইট্‌সু, উর্ক্‌ষু, ধীষু, যুক্‌ষু, নিৎসু ত্বক্‌ষু, বাক্‌ষু ইত্যাদি।

সপ্তমীর বহুবচনে যে শব্দ একটি স্বরবিশিষ্ট, উহারই পরবর্ত্তী তৃতীয়াদি বিভক্তি উদাত্ত হয়। সপ্তমী-বহুবচন ব্যতীত অন্যত্র একটি স্বরবিশিষ্ট হইলে পরবর্ত্তী তৃতীয়াদি বিভক্তি উদাত্ত হইবে না; যথা—'রাজন্' শব্দের পঞ্চমীর ও ষষ্ঠীর একবচনে 'অন্' ভাগের অকারের লোপ হইলে 'রাজন্ অস্' এইরূপ অবস্থায় 'অস্' এর পূর্ব্ববর্ত্তী 'রাজন্' শব্দ একটি স্বরবিশিষ্ট হইলেও পরবর্ত্তী বিভক্তির অকার উদাত্ত হইবে না। সপ্তমী বহুবচনে যাহা একটি স্বরবিশিষ্ট নয়, উহার পরবর্ত্তী তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি উদাত্ত হইবে না। যথা—'রাজন্' শব্দ সপ্তমী বহুবচনে 'রাজসু' এইপ্রকার অনেক স্বরবিশিষ্ট; সেইজন্য 'রাজনি' এই সপ্তম্যন্ত পদে 'ঙি' বিভক্তির ইকার উদাত্ত হয় না।*

উদাহৃত শব্দগুলির পরবর্ত্তী তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তিই উদাত্ত হয়; কিন্তু প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তি উদাত্ত হয় না। যথা—'ন দদর্শ বাচম্' (ঋ ১০।৭১।৪)। এস্থলে 'বাচ্' শব্দের পরবর্ত্তী 'অম্' বিভক্তির অকার উদাত্ত হয় না।

* 'রাজসু রাজয়াতি' (তৈ. সং ২।৪।১৪।২।) 'রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি' (ঋ ১।৯১।৩, ৯।৮৮।৮)—ইত্যাদিস্থলে বিভক্তি উদাত্ত হয় না।

৮১ নিত্যাধিকারবিহিত সমাস অতিরিক্ত সমাসে উত্তর পদ যদি একাচ্ অন্তোদাত্ত হয় তাহা হইলে উহার পরবর্ত্তী তৃতীয়া বিভক্তি বিকল্পে উদাত্ত হয়।[৮১] যথা—

সহ বাচা ময়োভুবা। (তৈ. সং ১।৮।৩।১)

'ভাবয়তীতি ভূঃ' ণ্যন্ত 'ভূ' ধাতুর উত্তরে ক্বিপ্ প্রত্যয়। ময়সাং ভূঃ,—ময়োভূঃ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ। সেইজন্য 'সমাসস্য' (পা. ৬।১।২২৩) সূত্রদ্বারা 'ময়োভূ' শব্দ অন্তোদাত্ত। সমস্তপদের 'ভূ' এই উত্তর পদটি একাচ্ অর্থাৎ একটি স্বরবিশিষ্ট এবং অন্তোদাত্ত, সেইজন্য ইহার পরবর্ত্তী তৃতীয়ার একবচনে 'টা' বিভক্তির আকার উদাত্ত হইলে 'ময়োভুবা' পদে শেষের আকারটি উদাত্ত।

ঐরূপ উত্তর পদের পরবর্ত্তী তৃতীয়া প্রভৃতি বিকল্পে উদাত্ত হয়; সেইজন্য—'সত্যবাচে ভরে মতিম্'। (তৈ. ব্রা. ২।৫।৪।৬) ইত্যাদি স্থলে 'সত্যবাচে' এই কর্ম্মধারয় সমাসে 'বাচ্' এই একটি স্বর-বিশিষ্ট ও অন্তোদাত্ত উত্তরপদের পরবর্ত্তী চতুর্থীর একবচনের একার উদাত্ত হয় নাই; কিন্তু 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্রানুসারে অনুদাত্ত হওয়ার পর, উদাত্তের পরবর্ত্তী বলিয়া উহা 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৪৬) সূত্রদ্বারা স্বরিত হইয়াছে।

৮২ 'অঞ্চু' ধাতুর পরবর্ত্তী অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি বেদে উদাত্ত হয়[৮২]। যথা—

---

৮১ অন্তোদাত্তাদুত্তরপদাদন্যতরস্যামনিত্যসমাসে। (পা. ৬।১।১৬৯) নিত্যাধিকারবিহিতসমাসাদন্যত্র সমাসে যদুত্তরপদমন্তোদাত্তমেকাচ্ ততঃ পরা তৃতীয়াদিবিভক্তিরুদাত্তা স্যাৎ।

৮২ অঞ্চেশ্ছন্দস্যসর্ব্বনামস্থানম্। (পা. ৬।১।১৭০)

অঞ্চেঃ পরা অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তিরুদাত্তা ভবতি ছন্দসি।

ইন্দ্রো দধীচো অস্থভিঃ। (তৈ. সং ৫।৬।৬।৩)

নীচা তং ধক্ষি। (তৈ. সং ১।২।১৪।২)

'দধীচঃ' পদটি 'দধি' উপপদপূর্ব্বক 'অঞ্চ্' ধাতুর উত্তরে 'ক্বিন্' প্রত্যয় করার পর 'অনিদিতাং হল উপধায়াঃ কিঙ্তি' (পা. ৬।৪।২৪) সূত্রদ্বারা নকার লোপ করিলে, 'বেরপৃক্তস্য' (পা. ৬।১।৬৭) সূত্রদ্বারা 'ক্বিন্' প্রত্যয়েরও লোপ হইলে 'দধি অচ্' এই অবস্থায় 'উপপদমতিঙ্' (পা. ২।২।১৯) সূত্রদ্বারা সমাস করিয়া প্রাতিপাদিক সংজ্ঞা করার পর ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনে 'ঙস্' আসিলে 'ঙ' কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করিলে 'দধি অচ্ অস্' এই অবস্থায় 'অচঃ' (পা. ৬।৪।১৩৮) সূত্রদ্বারা 'অচ্' এর অকারের লোপ করার পর 'চৌ' (পা. ৬।৩।১৩৮) সূত্রদ্বারা 'দধি' শব্দের ইকারের দীর্ঘ করিয়া 'দধীচস্' এই অবস্থায় 'স' কারের রুত্ববিসর্গ করিলে 'দধীচঃ' পদটি সিদ্ধ হয়। এস্থলে 'অঞ্চু' ধাতুর পরে যে অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি† ষষ্ঠীর একবচনে 'ঙস্' প্রত্যয়ের অকার, ইহা উদাত্ত। 'দধীচঃ' এই পদে 'চৌ' (পা. ৬।১।১২২) সূত্রদ্বারা ঈকার উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা বাধিত হওয়ায়, বিভক্তির অকার উদাত্ত হইল।

সূত্রে অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি বলার উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে দ্বিতীয়ার বহুবচন 'শস্' বিভক্তি হইতেই সমস্ত বিভক্তির গ্রহণ হইতে পারে। সর্ব্বনামস্থান বলিতে পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচন হইতে দ্বিতীয়ার দ্বিবচন পর্যন্ত বুঝায় এবং অসর্ব্বনামস্থান বলিতে তদ্ব্যতীত সমস্ত বিভক্তিগুলিরই বোধ হইয়া থাকে। সেইজন্য

† সু ঔ জস্ অম্ ঔট্—এই পাঁচটি বিভক্তি ব্যতীত অন্যান্য বিভক্তিগুলি অসর্বনাম স্থান বিভক্তি।

'প্রতীচো বাহূন্' (ঋ ১০।৮৭।৪) ইত্যাদিস্থলে দ্বিতীয়ার বহুবচনে বিভক্তির অকার উদাত্ত।

'অঞ্চু' ধাতুর যেস্থলে ন-লোপ হয়, সেই স্থলেই অঞ্চু ধাতুর পরবর্ত্তী অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি উদাত্ত হয়। কেননা, যে স্থলে ন-লোপ হয় না সেই স্থলে 'ন গোশ্বন্' (পা, ৬।১।১৮২) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়া থাকে। গত্যর্থক 'অঞ্চু' ধাতুর নকারের লোপ হয়, কিন্তু পূজার্থ বুঝাইলে ন-লোপ হয় না। 'নাঞ্চেঃ পূজায়াম্' (পা. ৬।৪।৩০) সূত্রদ্বারা পূজার্থে 'ন' কারের লোপ নিষেধ করা হইয়াছে।

৮৩ ঊঠ্, ইদম্, পদাদি, অপ্ পুম্, রৈ ও দিব্ ইহাদের পরবর্ত্তী অসর্ব্বনামস্থান বিভক্তি উদাত্ত হয়।[৮৩] বার্ত্তিককার বলিয়াছেন 'ঊঠ্যুপধাগ্রহণং কর্ত্তব্যম্', ঊঠের বেলায় উপধা গ্রহণ করা উচিত। 'ঊঠ্' শব্দ নয়; কিন্তু ইহা একটি আদেশ, যেমন 'বিশ্ববাহ্' শব্দের পরে শস্ প্রভৃতি বিভক্তি থাকিলে 'বাহ ঊঠ্' (পা. ৬।৪।১৩২) সূত্রদ্বারা 'বাহ্' এই অংশের 'ব'কারের স্থানে ঊঠ্ হইয়া যায়। 'বিশ্বৌহঃ', 'বিশ্বৌহা' ইত্যাদি। এই উপধাভূত ঊঠ্ এর পরবর্ত্তী দ্বিতীয়ার বহুবচন হইতে সপ্তমীর বহুবচন পর্য্যন্ত যে কোনও বিভক্তি হউক না কেন, উহা উদাত্ত হইয়া যায়; কিন্তু যেস্থলে 'ঊঠ্' শেষে থাকে সেস্থলে উহার পরবর্ত্তী অসর্ব্বনামস্থান বিভক্তি উদাত্ত হইবে না। যথা, 'অক্ষদ্যূবা', 'অক্ষদ্যূবঃ', ইত্যাদিস্থলে অক্ষৈর্দীব্যতি এই অর্থে অক্ষপূর্ব্বক দিব্ধাতুর উত্তরে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে 'চ্ছ্বোঃশূ-

৮৩ ঊড়িদংপদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্যঃ। (পা. ৬।১।১৭১) ঊঠ্, ইদম্, পদাদি, অপ্, পুম্ রৈ, দিব্ ইত্যেতেভ্যোঽসর্ব্বনামস্থানবিভক্তিরুদাত্তা ভবতি।

ডনুনাসিকে চ' (পা. ৩।৪।১৯) সূত্র অনুসারে 'ব' কারের স্থানে 'উঠ্' আদেশ করিলে অক্ষদ্যূঃ* হয়। উহার তৃতীয়া ও পঞ্চমীতে 'অক্ষদ্যুবা' 'অক্ষদ্যুবঃ' ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হয়। এস্থলে শেষে 'উঠ্' আছে বলিয়া উহার পরবর্ত্তী অসর্ব্বনামস্থান-বিভক্তি উদাত্ত হয় না। কিন্তু অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী 'উঠ্' থাকিলে, উহার পরবর্ত্তী অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি উদাত্ত হইয়া থাকে। যথা, বিশ্বৌহা, বিশ্বৌহঃ, প্রষ্ঠৌহা প্রষ্ঠৌহঃ ইত্যাদি স্থলে হকারের ব্যবধান থাকিলেও 'উঠ্' এর পরবর্ত্তী অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি উদাত্ত হইয়া যায়।

পদাদি বলিতে 'পদ্দন্-নো-মাস্' (পা. ৬।১।৬৩) ইত্যাদি সূত্র-বিহিত আদেশ গৃহীত হইয়াছে। 'সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্বিভক্তিঃ' (পা. ৬।১।১৬৮) সূত্র হইতে 'একাচ্' পদের অনুবৃত্তি করা হইয়াছে ; সেইজন্য পদাদিতে† যে কয়টি আদেশ 'একাচ্' উহাদেরই গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল প্রথম ছয়টি আদেশই একাচ্ অর্থাৎ একটি স্বরবিশিষ্ট, যথা, পাদ, দন্ত, নাসিকা, মাস, হৃদয় ও নিশা, ইহাদের স্থানে যথাক্রমে পদ্, দৎ, নস্,

* এস্থলে উপপদসমাস হয় বলিয়া 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' (পা. ৬।২।১৩৯) এই সূত্র অনুসারে উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে ; সুতরাং 'অক্ষদ্যুবা' পদে বিভক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী উকার উদাত্ত।

† পদ্দন্নোমাস্হৃন্নিশসন্যূষন্দোষন্যকঞ্ছকন্নুদন্নাসঞ্ছস্প্রভৃতিষু (পা. ৬।১।৬৩) পাদ, দন্ত, নাসিকা, মাস, হৃদয় নিশা, অসৃজ, যূষ, দোষ, যকৃৎ, শকৃৎ, উদক, আস্য এই ত্রয়োদশটি শব্দের স্থানে যথাক্রমে পদ্, দৎ, নস্, মাস্, হৃৎ, নিশ্, অসন্, যূষন্, দোষন্, যকন্, শকন্, উদন্, আসন্—আদেশ হইয়া যায়, শস্ প্রভৃতি বিভক্তি পরে থাকিতে।

মাস্, হৃৎ ও নিশ্ এইগুলির পরবর্ত্তী অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি উদাত্ত হয়। যথা—

চতুরঃ পদঃ প্রতিদধৎ (তৈ. সং ৫।৪।১২।১)

পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত। (ঋ. ১০।৯০।১২)

পদা বৎসং বিভ্রতী গৌরুদস্থাৎ। (ঋ. ১।১৬৪।১৭)

পৎসু জুহোতি। (তৈ. ব্রা. ৩।৮।৯।৩)

যা দতো ধাবতে। (তৈ. সং ২।৫।১।৭)

দদ্ভ্যঃ স্বাহা। (তৈ. সং ৭।৩।১৬।১)

নসোঃ প্রাণঃ। (তৈ. সং ৫।৫।৯।২)

চতুরো মাসো দীক্ষিতঃ। (তৈ. সং ৫।৬।৭।৩)

মাসি পিতৃভ্যঃ ক্রিয়তে। (তৈ. সং ২।৫।৬।৬)

অন্তর্হৃদা মনসা। (তৈ. সং ৪।২।৯।৬)

হৃদে ত্বা। (তৈ. সং ১।৩।১৩।১)

হৃদ আ বি চষ্টে। (ঋ. ১।২৪।১২)

ইদম্ শব্দের উদাহরণ যথা—

অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্। (ঋ. ১।১২।১)

অস্মিন্ যজ্ঞ উপ হয়ে। (ঋ. ১।১৩।৭)

অস্মান্‌ৎসু জিগ্যুষস্কৃতম্। (ঋ. ১।১৭।৭)

অপ্ শব্দের উদাহরণ যথা—

অপো দেবীরুপহ্বয়ে। (ঋ. ১।২৩।১৮)

অপাং নপাতমবসে। (ঋ. ১।২২।৬)

অদ্‌ভির্হবীংষি। (তৈ সং ২।৬।৪।১)

অপ্স্বন্তরমৃতমপ্স ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে।

(ঋ. ১।২৩।১৯)

পুম্‌স্ শব্দের উদাহরণ যথা—

পুংসে পুত্রায়। (তৈ. ব্রা. ৩।৭।১।৯)

পুংসি প্রিয়ে প্রিয়া। (তৈ. ব্রা: ২।৪।৬।৬)

অভ্রাতেব পুংস এতি প্রতীচী। (ঋ. ১।১২৪।৭)

রৈ শব্দের উদাহরণ যথা—

সং নো রায়া বৃহতা। (ঋ. ১।৪৮।১৬)

তং রায়ে তং সুবীর্যে। ঋ. ১।১০।৬)

কুবিদাদস্য রায়ঃ। (ঋ. ১।৩৩।১)

মূর্দ্ধানং রায় আরভে। (ঋ. ১।২৪।৫)

সুপথা রায়ে অস্মান্। (ঋ. ১।১৮৯।১)

দিব্ শব্দের উদাহরণ যথা—

পোষমেব দিবে দিবে। (ঋ. ১।১।৩)

দিবে ত্বা। (তৈ. সং ১।৩।১।১)

এষা দিবো দুহিতা। (ঋ. ১।১১৩।৭)

সুপর্ণো ধাবতে দিবি। (ঋ. ১।১০৫।১)

দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ। (ঋ. ১।১১৫।৩)

দিবি দেবাস আসতে। (ঋ. ১।১৯।৬)

(অন্তোদাত্তাদুত্তরপদাদন্যতরস্যামনিত্যসমাসে' (পা. ৬।১।১৬৯) সূত্র হইতে এই সূত্রে 'অন্তোদাত্তাৎ' পদটির অনুবর্ত্তন হয়; সেইজন্য ইদম্ শব্দের অন্বাদেশে (যাহার বিষয়ে কোন কার্য্য বিধান করা হইয়াছে, তাহারই বিষয়ে যদি পুনঃ কোনও কার্য্যের বিধান করা হয়, তাহা হইলে পুনরুক্ত 'ইদম্' শব্দকে অন্বাদেশ বলা হয়, যথা—'অনেন ব্যাকরণমধীতম্ ছন্দ এনমধ্যাপয়', ইত্যাদি স্থলে একই ব্যক্তিকে বেদাধ্যাপন বিহিত হইতেছে, সেইজন্য 'এনম্' ইদম্ শব্দের অন্বাদেশ।)

এইস্থলে 'ইদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ' (পা. ২।৪।৩২) সূত্রদ্বারা 'ইদম্' শব্দের স্থানে 'অশ্' আদেশ ও উহার অনুদাত্তত্ব বিধান করা হইয়াছে বলিয়া, উহা অন্তানুদাত্ত—এইরূপ 'ইদম্' শব্দের পরবর্ত্তী অসর্ব্বনামবিভক্তি উদাত্ত হয় না। অন্বাদেশে 'ইদম্' শব্দের পরবর্ত্তী বিভক্তি উদাত্ত হয় না। যথা—

যদনেন হবিষা। (তৈ. ব্রা. ৩।৫।১০।৫)

অনয়োরেবৈনম্। (তৈ. সং ৩।৪।১।৩)

৮৪ দীর্ঘান্ত 'অষ্টন্' শব্দের পরবর্ত্তী দ্বিতীয়ার বহুবচন হইতে সপ্তমীর বহুবচন পর্য্যন্ত বিভক্তি উদাত্ত হয়[৮৪]। যথা—

অষ্টাভি র্বিকর্ষতি। (তৈ. সং ৫।৪।৪।৩)

অষ্টাভ্যঃ স্বাহা। (তৈ. সং ৭।২।১৩।১)

অষ্টন্ শব্দের উত্তরে তৃতীয়া ও চতুর্থীর বহুবচনে 'অষ্টন্ ভিস্' ও 'অষ্টন্ ভ্যস্' এইরূপ অবস্থায় 'অষ্টন আ বিভক্তৌ' (পা. ৭।২।৮৪) সূত্রদ্বারা 'ন' কারের স্থানে আকার করিলে 'অষ্টা ভিস্'ও 'অষ্টা ভ্যস্' এইরূপ দীর্ঘান্ত হইয়া যায়। এই দীর্ঘান্ত 'অষ্টন্' শব্দের পরবর্ত্তী 'ভিস্' ও 'ভ্যস্' বিভক্তি উদাত্ত হইলে 'অষ্টাভিঃ' ও 'অষ্টাভ্যঃ' অন্তোদাত্ত হয়।

যে স্থলে 'অষ্টন আ বিভক্তৌ' সূত্রদ্বারা নকারের স্থানে আকার হইবে, সে স্থলেই 'অষ্টন্' শব্দের পরবর্ত্তী অসর্ব্বনামস্থান বিভক্তি উদাত্ত হইবে। আর 'ন' কারের স্থানে আকার না হইয়া লোপ হইলে, উহার পরে অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি উদাত্ত হইবে না ; যথা— 'অষ্টসু' এই স্থলে নকারের স্থানে আকার না হইয়া লোপ হইয়াছে বলিয়া সপ্তমীর বহুবচনে 'সু' বিভক্তির উকার উদাত্ত হইল না, কিন্তু 'ঝল্যুপত্তোমম্' (পা. ৬।১।১৮০) সূত্র অনুসারে মধ্যের স্বর উদাত্ত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ঃ 'অষ্টন আ বিভক্তৌ' সূত্রে বিকল্পার্থক শব্দ 'বা' প্রভৃতির অনুবৃত্তি না থাকায় নকারের স্থানে আকার বিকল্পে হইতে পারে না, আর বিকল্পে না হইলে, এইরূপ অষ্টন্ শব্দই পাওয়া

৮৪ অষ্টনো দীর্ঘাৎ। (পা ৬।১।১৭২) দীর্ঘান্তাষ্টন্‌শব্দাৎ পরা অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তিরুদাত্তা স্যাৎ।

দুর্লভ—যে স্থলে বিভক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী 'ন' কারের আকার না হয়। তাহা হইলে 'অষ্টনো দীর্ঘাৎ' সূত্রে দীর্ঘ গ্রহণের কোনও সার্থকতা থাকে না।

উত্তর ঃ এই সূত্রে দীর্ঘগ্রহণের দ্বারাই পাণিনি 'ন' কারের স্থানে আকার বিকল্পে হয়, ইহা জ্ঞাপিত করিয়াছেন। যদি 'ন'-কারের স্থানে আকার বিকল্পে হয়, তবেই যে স্থলে 'ন' কারের স্থানে আকার হইবে না, সেই স্থলে অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি উদাত্ত যাহাতে না হয় সেইজন্য উপর্য্যুক্ত সূত্রের দীর্ঘগ্রহণ সার্থক।

৮৫ যে শতৃ প্রত্যয়ের 'নুম্' হয় না, এইরূপ শতৃপ্রত্যয়ান্ত অন্তোদাত্ত হইলে উহার পরবর্ত্তী 'নদী' অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ বোধক প্রত্যয় ঙীপের ঈকার এবং অজাদি অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি অর্থাৎ স্বর যাহার আদিতে থাকে, এইরূপ দ্বিতীয়ার বহুবচন হইতে সপ্তমীর বহুবচন পর্য্যন্ত বিভক্তি উদাত্ত হইয়া থাকে[৮৫]। যথা—

(ক) স্তবানো রেভ উষসো বিভাতীঃ। (ঋ. ১।১০৩।১৭)

(খ) উশতীরুশন্তম্। (ঋ. ১।৬২।১১)

(গ) ইন্দ্রো বো যতীঃ। (তৈ. সং ৫।৬।১।৩)

(ঘ) উশতো অনু দ্যূন্। (ঋ. ১।৭১।৬)

(ঙ) আরে অস্মে চ শৃণ্বতে। (ঋ. ১।৭৪।১)

---

৮৫ শতুরনুমো নদ্যজাদী (পা ৬।১।১৭৩) অনুম্ যঃ শতৃপ্রত্যয়স্তদন্তাৎ পরা নদী অজাদ্যসর্ব্বনামস্থানবিভক্তিশ্চ উদাত্তা ভবতি।

(চ) মধু বাতা ঋতায়তে। (ঋ. ১।৯০।৬)

(ছ) জাময়ো অধ্বরীয়তাম্। (ঋ. ১।২৩।১৬)

(ক) বিপূর্ব্বক 'ভা দীপ্তৌ' ধাতুর উত্তরে লট্ ও লটের স্থানে শতৃ প্রত্যয় করিয়া 'উগিতশ্চ' (পা ৬।৩।৪৫) সূত্রদ্বারা ঙীপ্ প্রত্যয় করিলে 'বিভাতী'* পদ সিদ্ধ হয়। এই স্থলে 'শতৃ' প্রত্যয়ের পরবর্ত্তী নদী অর্থাৎ 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের ঈকার উদাত্ত। 'যূস্ত্র্যাখ্যৌ নদী' (পা. ১।৪।৩) সূত্র অনুসারে স্ত্রীলিঙ্গবাচক 'ঈ' ও 'উ' কার প্রত্যয়ের নদীসংজ্ঞা হইয়া থাকে ; সেইজন্য নদী বলিলে ঈকার ও উকাররূপ স্ত্রীপ্রত্যয়ের বোধ হয়।

(খ) 'বশ্ কান্তৌ' ধাতুর উত্তর 'লট্' ও 'লট্' এর স্থানে 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া, 'তিঙশিৎ সার্বধাতুকম্' (পা. ৩।৪।১১৩) সূত্রানুসারে উহার সার্ব্বধাতুক সংজ্ঞা হয় বলিয়া, মধ্যে 'কর্ত্তরি শপ্' (পা. ৩।১।৬৮) সূত্রদ্বারা 'শপ্' আসে, কিন্তু এই ধাতুটি অদাদিগণীয় বলিয়া 'অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ' (পা. ২।৪।৯২) সূত্রদ্বারা 'শপ্' এর লুক্ অর্থাৎ লোপ হইয়া যায়। 'শতৃ' প্রত্যয়টি 'সার্ব্বধাতুকমপিৎ' (পা. ১।২।৪) সূত্রদ্বারা 'ঙিদ্‌বৎ' হয় বলিয়া 'গ্রহিজ্যাবয়িব্যধি' (পা. ৬।২।১৬) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা 'ব' কারের উকার সম্প্রসারণ এবং 'সম্প্রসারণাচ্চ' (পা. ৬।৩।১৩৯) সূত্রদ্বারা অকারের পূর্ব্বরূপ করার পর 'উগিতশ্চ' (পা. ৬।৩।৪৫) সূত্রদ্বারা 'উশৎ' শব্দের উত্তরে ঙীপ্

* ধাতু ও শতৃ প্রত্যয়ের মধ্যে 'কর্ত্তরিশপ্' (পা. ৩।১৬৮) অনুসারে শপ্ বিকরণ আসে, কিন্তু উহার 'অদিপ্রভৃতিভ্যঃশপঃ' (পা. ২।৪।৭২) অনুসারে লুক্ (লোপ) হইয়া থাকে।

প্রত্যয় করিলে 'উশতী' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এস্থলে নদীসংজ্ঞক 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের ঈকার 'শতৃ'* প্রত্যয়ের পরবর্ত্তী বলিয়া উদাত্ত।

(গ) 'ইণ্ গতৌ' ধাতুর উত্তরে—লট্ ও লট্ এর স্থানে 'শতৃ' করিলে 'ই অৎ' এইরূপ অবস্থায় 'শতৃ' প্রত্যয়টি শকারেৎ-সংজ্ঞক বলিয়া সার্ব্বধাতুক হওয়ায় কর্ত্তরি শপ্ (পা. ৩।১।৬৮) সূত্রদ্বারা 'শপ্' এবং এই ধাতুটি অদাদিগণীয় বলিয়া 'অদি-প্রভৃতিভ্যঃ শপঃ' (পা. ২।৪।৭২) সূত্রদ্বারা 'শপ্' এর লোপ করিয়া ইকারের স্থানে 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) সূত্রদ্বারা যকার আদেশ করিলে 'যৎ' হয়। এই শতৃপ্রত্যয়ান্ত 'যৎ' শব্দের উত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে 'উগিতশ্চ' (পা. ৬।৩।৪৫) সূত্রদ্বারা 'ঙীপ্' প্রত্যয় করিলে 'যতী' পদটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে 'শতৃ' প্রত্যয়ের পরবর্ত্তী নদী অর্থাৎ ঈকারটি উদাত্ত।

(ঘ) 'বশ্ কান্তৌ' ধাতুর উত্তরে লট্ ও লট্ এর স্থানে 'শতৃ' প্রত্যয় করার পর বকারের সম্প্রসারণ করিলে 'উশৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়; এই শতৃ প্রত্যয়ান্ত উশৎ শব্দের উত্তরে 'চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি' (পা. ২।২।৬২) দ্বারা চতুর্থী অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির এক-বচন অর্থাৎ 'ঙস্' বিভক্তি আসিলে 'উশতস্' পদ নিষ্পন্ন হয়। এই স্থলে 'শতৃ' প্রত্যয়ের পরবর্ত্তী অজাদিবিভক্তি অর্থাৎ স্বর-বর্ণ আদিতে যাহার থাকে এইরূপ 'ঙস্' বিভক্তির 'অস্' উদাত্ত।

---

* 'শতৃ'প্রত্যয়ের অনুবন্ধলোপ হওয়ার পর যে 'অৎ' ভাগ অবশিষ্ট থাকে, উহার অকার 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্রের দ্বারা উদাত্ত, সুতরাং সেই উদাত্ত শতৃপ্রত্যয়ান্ত শব্দের পরবর্ত্তী 'নদী' ও অজাদি অসর্বনাম স্থান বিভক্তি উদাত্ত হইয়া থাকে—এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে।

(ঙ) 'শ্রু' ধাতুর উত্তরে 'শতৃ' হইলে 'শ্রু অৎ' এই অবস্থায় 'শ্রুবঃ শৃ চ' (পা. ৩।১।৭৪) সূত্রদ্বারা 'শ্রু' স্থানে 'শৃ' ও 'শ্নু' প্রত্যয় করিবার পর শকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'শৃণু অৎ' এই অবস্থায়, উকারের স্থানে বকার আদেশ করিলে 'শৃণ্বৎ' শব্দ সিদ্ধ হয়। এই 'শৃণ্বৎ' শব্দের উত্তরে চতুর্থীর একবচনে 'ঙে' বিভক্তি আসিলে 'শৃণ্বতে' পদ সিদ্ধ হয়। এইস্থলে 'শতৃ' প্রত্যয়ের পরবর্ত্তী অজাদি বিভক্তি 'ঙে' বিভক্তির একার উদাত্ত।

(চ) 'ঋতায়তে' পদটি 'ক্যচ্' প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তরে 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঋতমাত্মন ইচ্ছতি' ঋত শব্দের অর্থ যজ্ঞ অর্থাৎ যিনি যজ্ঞের সাফল্য ইচ্ছা করেন—এই অর্থে 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' (পা. ৩।১।৮) সূত্রদ্বারা ক্যচ্ প্রত্যয় করার পর 'ক' কার ও 'চ' কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'ক্যচি চ' (পা. ৭।৪।৩৩) সূত্রদ্বারা ত-কারোত্তরবর্ত্তী অকারের ঈকার প্রাপ্ত হয়—যথা পুত্রীয়তি—প্রয়োগে হইয়া থাকে ; কিন্তু 'ন ছন্দস্যপুত্রস্য' (পা. ৭।৪।৩৫) সূত্র দ্বারা ঐ ঈত্বের এবং 'অকৃৎ-সার্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ' (পা. ৭।৪।২৫) অনুসারে দীর্ঘেরও নিষেধ হইলে 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' (পা. ৬।৩।১৩৭) অনুসারে সংহিতায় ক্যচ্ এর পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের দীর্ঘ আদেশ হইলে 'ঋতায়' এইরূপ ক্যজন্ত ধাতুর উত্তরে 'শতৃ' প্রত্যয় করিলে 'ঋতায়ৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই শব্দের চতুর্থীর একবচনে 'ঙে' বিভক্তি আসিলে 'ঋতায়ৎ এ' এই অবস্থায় 'শতৃ' প্রত্যয়ের পরবর্ত্তী অজাদি বিভক্তি 'ঙে' বিভক্তির একার উদাত্ত।

(ছ) 'অধ্বরীয়তাম্' পদটিও 'ক্যচ্' প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তরে 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অধ্বরমাত্মন ইচ্ছতাম্' এই

অর্থে 'অধ্বর' শব্দের উত্তরে 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' সূত্রদ্বারা 'ক্যচ্' প্রত্যয় করিলে 'অধ্বর য' এই অবস্থায় 'ক্যচি চ' (পা. ১।৪।৩৩) সূত্রদ্বারা রকারোত্তরবর্ত্তী অকারের ঈকার হইয়া থাকে। এস্থলে 'ন ছন্দস্যপুত্রস্য' (পা. ৭।৪।৩৫) অনুসারে ঈত্ব নিষেধ হয় না, কারণ 'অপুত্রস্য' এই স্থলে বার্ত্তিককার 'অপুত্রাদীনামিতি বক্তব্যম্' এইরূপ বলিয়াছেন অর্থাৎ পুত্র প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত 'অধ্বর' শব্দও হইতে পারে ; সেইজন্য ঈত্ব নিষেধ হইল না। 'কব্যধ্বর পৃতনস্যর্চি লোপঃ' (পা. ৭।৪।৩৯) সূত্র অনুসারে অধ্বর শব্দের শেষ অকারেরও লোপ হইল না— কারণ 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' এই বচনানুসারে বেদে সমস্ত বিধিই বিকল্পে প্রবৃত্ত হয়। এই 'অধ্বরীয়' ক্যজন্তধাতুর উত্তরে 'শতৃ' প্রত্যয় করিলে 'অধ্বরীয়ৎ' শব্দের নিষ্পত্তি হয়। 'অধ্বরীয়ৎ' এই ক্যজন্ত ধাতুর উত্তরে লট্ ও লটের স্থানে 'শতৃ' করিলে, শকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হওয়ার পর 'তিঙ্শিৎসার্ব্বধাতুকম্' (পা. ৩।৪।১১৩) সূত্র অনুসারে সার্ব্বধাতুকসংজ্ঞা এবং সার্ব্বধাতুকসংজ্ঞক প্রত্যয় পরে থাকিতে 'কর্ত্তরি শপ্' (পা. ৩।১।৬৮) সূত্রদ্বারা শপ্ প্রত্যয় হয়। ইহারও শকার ও পকার ইৎসংজ্ঞক। পকারেৎসংজ্ঞক বলিয়া 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' সূত্রদ্বারা ইহা অনুদাত্ত এবং 'শতৃ' এই সার্ব্বধাতুক (পা. ৩।১।৪) 'তাস্যনুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাৎ' (পা. ৬।১।১৮৬) সূত্রদ্বারা অনুদাত্ত। 'ক্যচ্' প্রত্যয়ের অকার 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্রের দ্বারা উদাত্ত। 'অতোগুণে' (পা. ৬।১।৯৭) সূত্রদ্বারা ক্যচ্ এর উদাত্ত অকার ও 'শপ্' এর অনুদাত্ত অকার উভয়ের স্থানে পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের রূপ একাদেশ হইলে উহা 'একাদেশ

উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫) সূত্রদ্বারা উদাত্ত অকার হওয়ার পর পুনরায় 'শতৃ' প্রত্যয়ের অনুদাত্ত অকারেরও পূর্ব্বরূপ একাদেশ হইলে উহাও উদাত্ত হইবে। এই পরবর্ত্তী বহুবচনে 'আম্' বিভক্তি 'অধ্বরীয়ৎ আম্' এই অবস্থায় উদাত্ত হইয়া যায়।

শতৃপ্রত্যয়ান্ত যে স্থলে অন্তোদাত্ত নয়, সেস্থলে উহার পরবর্ত্তী নদী ও অজাদি অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি উদাত্ত হইবেনা। যথা—

বিভ্রতী জরাম্। (তৈ. সং. ৪।৩।১১।৪)

ময়ি দধতী। (তৈ. সং. ৩।১।১০।২)

জাগ্রতে স্বাহা। (তৈ. সং. ৭।১।১৯।২)

'বিভ্রৎ' 'দধৎ' ও 'জাগ্রৎ' শতৃপ্রত্যয়ান্ত হইলেও এগুলি অভ্যস্তধাতু।* সেইজন্য 'অভ্যস্তানামাদিঃ' (পা. ৬।১।১৮৯) সূত্র অনুসারে ইহাদের আদিস্বর উদাত্ত হয় বলিয়া 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) সূত্র অনুসারে অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত; সেইজন্য 'শতৃ' প্রত্যয়ের অকারও অনুদাত্ত। তাহা হইলে উপরোক্ত শব্দগুলি অন্তানুদাত্ত; সেইজন্য ইহাদের পরবর্ত্তী 'ঙীপ্' বিভক্তির ঈকার ও অজাদি অসর্ব্বনামস্থান-বিভক্তি অর্থাৎ শস্ হইতে সপ্তমী বহুবচন পর্যন্ত বিভক্তি—যাহার আদিতে স্বরবর্ণ আছে—উদাত্ত হইবে না; কিন্তু অনুদাত্তই থাকিবে। সেইজন্য 'বিভ্রতী' 'দধতী' ও 'জাগ্রতে' পদগুলিতে অন্ত্যস্বর অনুদাত্ত।

* এইগুলি অভ্যস্ত ধাতু বলিয়া, 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' (পা. ৭।১।৭৮) সূত্র অনুসারে উহাদের পরবর্তী 'শতৃ' প্রত্যয়ের 'নুম্' হয় না।

শতৃ প্রত্যয়ের নুম্ আগম হইলে, তদন্তের পরবর্ত্তী নদী ও অজাদি অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি উদাত্ত হয় না। যথা—'তুদন্তী'* ইত্যাদিস্থলে অন্তোদাত্ত 'শতৃ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরবর্ত্তী 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের 'ঈ' কার থাকিলেও—উহা উদাত্ত হয় না, কারণ শতৃ প্রত্যয়টি নুম্‌বিশিষ্ট।

স্বপদ্ভ্যঃ (তৈ. সং. ৪।৫।৩।২) ইত্যাদিস্থলে 'নুম্' ব্যতীত শতৃ প্রত্যয়ান্ত অন্তোদাত্ত হইলেও উহার পরবর্ত্তী ভ্যস্ বিভক্তি উদাত্ত হইবেনা। কারণ ভ্যস্ বিভক্তির আদিতে স্বরবর্ণ নাই; কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণ আছে।

৮৬ উদাত্তস্থানে এইরূপ 'যণ্' অর্থাৎ য, ব, র, ল—যাহার পূর্ব্বে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে—ঐ ব্যঞ্জনপূর্ব্ব 'যণ'-এর পরবর্ত্তী নদী ও অজাদি অসর্ব্বনাম-স্থান-বিভক্তি উদাত্ত হয়।[৮৬] নদী—ঈকার ও ঊকার স্ত্রীলিঙ্গবোধক প্রত্যয়। অজাদি—অসর্ব্বনাম-বিভক্তি—শস্, টা, ঙে, ঙসি, ঙস্, আম্, ঙি, ওস্।

উদাহরণ যথা—

(ক) অগ্নিঃ পৃথিব্যাম্। (ঋ. ১।৯৮।২)

(খ) তব বজ্রশ্চিকিতে বাহ্বোর্হিতঃ। (ঋ. ১।৫১।৭)

(গ) উর্বী পৃথ্বী বহুলে। (ক. ব্রা. ২।৮।৪।৮)

* 'আচ্ছীনদ্যোর্নুম্' (পা. ৭।১।৮০) সূত্র অনুসারে অবর্ণান্ত অঙ্গের পরবর্তী 'শতৃ' প্রত্যয়ের বিকল্পে 'নুম্' হয়।

৮৬ উদাত্তযণো হল্‌পূর্ব্বাৎ—(পা. ৬।১।১৭৪) উদাত্তস্থানে যো যণ হল্‌পূর্ব্বস্তস্মাৎ পরা নদী অজাদ্যসর্ব্বনামস্থানবিভক্তিশ্চ উদাত্তা ভবতি।

(ঘ) চোদয়িত্রী সূনৃতানাম্। (ঋ. ১।৩।১১)

(ঙ) নেত্রী সূনৃতানাম্। (ঋ. ১।৯২।৭)

(চ) ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে। (ঋ. ১।১১৪।৬)

(ছ) স বহ্নিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ। (ঋ. ২।১৬০।২)

(ক) 'পৃথিব্যাম্' পদটি ইহার উদাহরণ। 'পৃথিবী' পদটির গৌরাদিগণে পাঠ থাকায় 'ষিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ' (পা. ৪।১।৪১) সূত্রদ্বারা ঙীষ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঙীষ্' প্রত্যয়ের 'ঙ' কার ও 'ষ' কার ইৎসংজ্ঞক। কেবলমাত্র 'ঈ' কার অবশিষ্ট থাকে। ইহা 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্রদ্বারা উদাত্ত; সেইজন্য 'পৃথিবী' পদটি অন্তোদাত্ত। এই 'পৃথিবী' শব্দের সপ্তমীর একবচনে 'ঙি' বিভক্তি আসিলে 'ঙেরাম্নদ্যাম্নীভ্যঃ' (পা. ৭।৩।১১৬) সূত্রদ্বারা 'ঙি' স্থানে 'আম্' আদেশ করার পর 'পৃথিবী আম্'+ এইরূপ অবস্থায়, উদাত্ত ঈকারের স্থানে 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) সূত্রদ্বারা যণ্ অর্থাৎ 'য' কার করিলে 'পৃথিব্ য্ আম্' এই অবস্থায় যেহেতু 'য' কারের পূর্ব্বে ব্যঞ্জন আছে সেইজন্য ঐ 'য' কারের পরবর্ত্তী আম্ বিভক্তির আকার উদাত্ত হইয়া থাকে।

+ 'পৃথিবী' ও 'আম্' ওর মধ্যে 'আণ্নদ্যাঃ' (পা. ৭।৩।১১২) অনুসারে 'আট্' এর আগম হয় এবং 'পৃথিবী আআম্' এইরূপ অবস্থায় 'আটশ্চ' (পা. ৬।১।৯০) অনুসারে দুইটি আকারের স্থানে 'আ'কার বৃদ্ধি করিলে পুনরায় 'পৃথিবী আম্' এইরূপ থাকিয়া যায়।

(খ) ‘বাহ্বোঃ’ এইটি সূত্রের উদাহরণ। ‘বাহু’ শব্দটি ‘ফিষোঽন্ত-উদাত্তঃ’ এই ফিট্ সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত। অন্তোদাত্ত বাহু শব্দের উত্তরে সপ্তমীর দ্বিবচনে ‘ওস্’ বিভক্তি আসিলে ‘বাহু ওস্’ এইরূপ অবস্থায় উদাত্ত উকারের স্থানে ‘যণ্’ অর্থাৎ ‘ব’ করিলে ‘বাহ্ব্ ওস্’ এই অবস্থায় ‘ব’-এর পূর্ব্বে ‘হ্’ এই হল্ অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ পূর্ব্বে থাকে; সেইজন্য ঐরূপ ‘ব’ কারের পরবর্ত্তী ‘ওস্’ বিভক্তির ‘ও’ কার উদাত্ত।

(গ) ‘পৃথু’ ও উরু’ শব্দ উণাদি ‘কু’ প্রত্যয়ান্ত ‘প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ’ (উ, সূ, চ) সূত্রদ্বারা ‘প্রথ প্রখ্যানে’ ধাতুর উত্তরে ‘কু’ প্রত্যয় করিলে ‘পৃথু’ শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং ‘মহতি হ্রস্বশ্চ’ (উ. সূ. ৩২) দ্বারা ‘উর্ণুঞ্’ ধাতুর উত্তরে ‘কু’ প্রত্যয়, ‘উর্ণু’ ধাতুর ‘নু’† লোপ ও উকার হ্রস্ব—এই তিনটি কার্য করিয়া ‘উরু’ শব্দটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ‘কু’ প্রত্যয়ের অবশিষ্ট উকারটি ‘আদ্যুদাত্তশ্চ’ (পা. ৩।১।৩) সূত্রদ্বারা উদাত্ত; সেইজন্য ‘পৃথু’ ও ‘উরু’ শব্দ অন্তোদাত্ত। এই অন্তোদাত্ত ‘পৃথু’ ও ‘উরু’ শব্দের উত্তরে ‘বোতো গুণবচনাৎ’ (পা. ৪।১।৪৪) সূত্রদ্বারা ঙীষ্ প্রাপ্ত হইলেও ‘গুণবচনান্ঙীবাদ্যু-দাত্তার্থঃ’* এই বচন অনুসারে ‘ঙীপ্’ প্রত্যয় হইলে ‘ঙ’কার

† রেফের সঙ্গে যুক্ত থাকা কালে ‘ণু’ এবং রেফ হইতে বিযুক্ত অবস্থায় ‘নু’।

* ‘বোতো গুণবচনাৎ’ (পা. ৪।১।৪৪) সূত্রের দ্বারা ‘ঙীষ্’ বিধান না করিয়া ‘ঙীপ্’ বিধান করা উচিত ইহাই বার্ত্তিককারের তাৎপর্য্য; ‘ঙীষ্’ বিধান করিলে প্রত্যয়স্বরের দ্বারা উহা উদাত্ত হইবে এবং ‘ঙীপ্’ করিলেও ‘উদাত্তযণো হলপূর্ব্বাৎ’ অনুসারে ঙীপের ঈকার উদাত্ত হইবে; কিন্তু যেস্থলে আদ্যুদাত্ত পদ, সেস্থলেও ঙীষের উদাত্ত শ্রবণ হইত; যথা—বহ্বীকরোতি। (তৈ.ব্রা. ৩।২।৯।১৩)

ও 'প'কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করিলে 'পৃথু ঈ' 'উরু ঈ,' এই অবস্থায় উদাত্ত উকারের স্থানে 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) সূত্রদ্বারা বকার আদেশ করিলে 'পৃথ্ ব্ ঈ' 'উর্ ব্ ঈ,' এই অবস্থায় উদাত্তস্থানে যে বকার হইয়াছে, উহার পূর্ব্বে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকায় ঐ বকারের পরবর্ত্তী ঙীপ্-এর ঈকার উদাত্ত হয়।

(ঘ) 'চোদয়িত্রী' পদটি ণিজন্ত 'চুদ প্রেরণে' ধাতুর উত্তরে 'তৃচ্' প্রত্যয় করিয়া 'চোদয়িতৃ' শব্দের উত্তরে 'ঙীপ্' প্রত্যয় করিলে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'তৃচ্' 'প্রত্যয়ের 'চ' কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হয়, সেইজন্য 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্রদ্বারা 'চোদয়িতৃ' শব্দটি অন্তোদাত্ত এবং এই অন্তোদাত্ত 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তরে 'ঋন্নেভ্যো ঙীপ্' (পা. ৪।১।৫) সূত্রদ্বারা ঋকারান্ত শব্দ ধরিয়া 'ঙীপ্' প্রত্যয় করার পর 'ঙ'কার ও 'প'কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'চোদয়িতৃ ঈ' এই অবস্থায় 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) সূত্র অনুসারে উদাত্ত ঋকারের স্থানে রকার আদেশ করিলে 'চোদয়িত্ র্ ঈ' এই অবস্থায় ব্যঞ্জনের পরবর্ত্তী উদাত্তস্থানে জায়মান রকারের পরবর্ত্তী ঈকার উদাত্ত হইয়া যায়। সেইজন্য চোদয়িত্রী পদে শেষের ঈকারটি উদাত্ত।

(ঙ) 'নেত্রী' পদটিও চোদয়িত্রী পদের মত 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তরে 'ঙীপ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'নীঞ্ প্রাপণে' ধাতুর উত্তরে 'তৃচ্' প্রত্যয় করিলে 'নেতৃ' হয়। এই 'নেতৃ' শব্দের উত্তরে ঙীপ্ প্রত্যয় করিলে 'নেতৃ ঈ' এই অবস্থায় উদাত্ত 'ঋ'কারের স্থানে রকার আদেশ করিলে 'নেত্ র্ ঈ' এই অবস্থায় 'ত্' এই ব্যঞ্জনবর্ণটি 'র্'-এর পূর্ব্বে আছে। সেইজন্য উহার পরবর্ত্তী 'ঈ' কারের উদাত্তত্ব হইয়া যায়।

(চ) (ছ) 'পিতৃ' এই তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে চতুর্থীর একবচনে 'ঙে' ও সপ্তমীর দ্বিবচনে 'ওস্' বিভক্তি আসিলে 'পিতৃ-এ' ও 'পিতৃ ওস্' এই অবস্থায় উদাত্ত ঋকারের স্থানে 'র্' আদেশ করিলে 'পিত্র্-এ' 'পিত্র্ ওস্' এইরূপ অবস্থায় ব্যঞ্জনপূর্ব্বক যণ্ অর্থাৎ রকারের পরবর্ত্তী অজাদি অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি 'ঙে' ও 'ওস্' বিভক্তির 'এ' কার ও 'ও' কার উদাত্ত। পিতৃ শব্দটি 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া 'চিতঃ' সূত্রদ্বারা অন্তোদাত্ত।

৮৭ উঙ্ প্রত্যয় ও ধাতুসম্বন্ধী উদাত্ত যণ্ যাহার পূর্ব্বে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে—উহার পরবর্ত্তী অজাদি অসর্ব্বনামস্থানবিভক্তি অর্থাৎ শস্ টা, ঙে, ঙসি, ঙস্, ওস্ আম্ বিভক্তি উদাত্ত হয় না[৮৭]। যথা—

ব্রহ্মবন্ধ্বা।

অচ্ছিদ্রয়া জুহ্বা। (তৈ. আ. ৩।৪।৬)

কুহ্বৈ চরুম্। তৈ. সং ১।৮।৮।১)

কুহ্বা বাচং দধাতি। (তৈ. সং ৪।৫।২।১)

সেনান্যে দিশাং চ। (তৈ. সং ১।৮।৯।১)

গ্রামণ্যো গৃহে। (তৈ. সং ১।৮।৯।১)

৮৭ নোঙ্ধাত্বোঃ—(পা. ৬।১।১৭৫) উঙো ধাতোশ্চ সম্বন্ধী য উদাত্তযণ হলপূর্ব্বস্তস্মাৎ পরা অজাদ্য সর্ব্বনামস্থানবিভক্তি র্নোদাত্তা।

'ব্রহ্মবন্ধূ' শব্দটি উঙ্ প্রত্যয়ান্ত। 'উঙুতঃ' (পা. ৪।১।৬৬) সূত্র অনুসারে 'ব্রহ্মবন্ধু' শব্দের উত্তরে উঙ্ প্রত্যয় করিয়া উহা সিদ্ধ হইয়াছে। 'উঙুতঃ' সূত্রে 'ইতো মনুষ্যজাতেঃ' (পা. ৪।১।৬৫) সূত্র হইতে 'মনুষ্যজাতেঃ' পদ অনুবৃত্ত হইয়াছে। সেইজন্য মনুষ্য জাতি-বাচক উ-কারান্ত শব্দের উত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে 'উঙ্' প্রত্যয় উক্ত সূত্রদ্বারা বিহিত হইয়াছে। ব্রহ্মবন্ধূ শব্দটি শীল স্বাধ্যায়বিহীন ব্রাহ্মণজাতি-বাচক। উঙ্ প্রত্যয়টি আদ্যুদাত্তশ্চ এই সূত্র অনুসারে উদাত্ত। 'ব্রহ্মবন্ধু+উ' এই অবস্থায় 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (পা. ৬।১।১০১) সূত্র দ্বারা দীর্ঘ একাদেশ করিলে 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫) সূত্র অনুসারে উহা উদাত্ত; সেইজন্য ব্রহ্মবন্ধূ শব্দটি অন্তোদাত্ত। এই অন্তোদাত্ত 'ব্রহ্মবন্ধূ' শব্দের উত্তরে তৃতীয়ার একবচন 'টা' বিভক্তি আসিলে 'ব্রহ্মবন্ধূ আ' এই অবস্থায় 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) সূত্র দ্বারা উকারের স্থানে যণ অর্থাৎ বকার আদেশ করিলে 'ব্রহ্মবন্ধ্ ব্ আ' এইরূপ অবস্থায় ব্যঞ্জনের পরবর্ত্তী উঙ্-সম্বন্ধী উদাত্তস্থানিক 'যণ্' এর পরবর্ত্তী অজাদি অসর্ব্বনামস্থান তৃতীয়া বিভক্তি উদাত্ত হয় না, কিন্তু 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্র অনুসারে উহা অনুদাত্ত এবং 'উদাত্ত স্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য' (পা. ৮।২।৪) সূত্র অনুসারে ঐ অনুদাত্ত তৃতীয়া বিভক্তিটি স্বরিত হইয়া যায়।

যবাগ্বা* গ্রামকামস্য। (তৈ. ব্রা. ২।১।৫।৬) ইত্যাদিস্থলে 'উঙ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের উদাত্তস্থানিক যণ্এর পরবর্ত্তী তৃতীয়া বিভক্তি না থাকায় 'নোঙ্ধাত্বোঃ' (পা. ৬।১।১৬৪) সূত্র দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব নিষেধ হইতে পারে না। সেইজন্য 'উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ (পা.

* 'যু মিশ্রণে' ধাতুর শেষে উণাদি সূত্র (৩৬৮) অনুসারে 'আগুচ্' প্রত্যয় করিলে 'যবাগূ' শব্দটির সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা 'উঙ্' প্রত্যয়ান্ত নয়।

৬।১।১৭৪) সূত্র দ্বারা যদিও বিভক্তিটির উদাত্ত হওয়া উচিত ; কিন্তু স্বরের ব্যত্যয় হওয়ায়, উদাত্ত না হইয়া অনুদাত্ত এবং অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত আদেশ হইয়াছে। বেদে এইরূপ ব্যত্যয় হইয়া থাকে।

প্রশ্ন : 'সৃযুবাচিভ্যোঽন্যুজাগূজকৃস্নুচঃ' (উ. সূ. ৩৬৮) উণাদি সূত্র দ্বারা 'যু মিশ্রণে' ধাতুর উত্তরে 'আগূচ্' প্রত্যয় করিয়া 'যবাগূ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা অপ্রাণি জাতিবাচক ; সেইজন্য ইহার উত্তরে 'অপ্রাণিজাতেশ্চারজ্জ্বাদীনামুপসংখ্যানম্'* বার্ত্তিক দ্বারা 'উঙ্' প্রত্যয়ান্ত যবাগূ শব্দের উদাত্ত উকারের স্থানে জাত 'ব' কারের পরবর্ত্তী তৃতীয়া বিভক্তির উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলে নোঙ্ধাত্বোঃ (পা. ৬।১।১৩৫) সূত্র দ্বারা নিষেধ করিতে পারা যায় ; তবে আর ঐরূপ স্থলে ব্যত্যয় করিয়া অনুদাত্ত করার প্রয়োজন কি ?

উত্তর—'উঙূতঃ' (পা. ৪।১।৬৬) এই সূত্রের মহাভাষ্যে 'উঙ্' প্রত্যয়ের ঙকারানুবন্ধের প্রয়োজন—মহাভাষ্যকার এইরূপ বলিয়াছেন—ঙকারঃ নোঙ্ধাত্বোঃ ইত্যত্র বিশেষণার্থঃ। নোধাত্বোঃ ইতীত্যুচ্যমানে 'যবাগ্বে' 'যবাগ্বৈ' ইত্যত্রাপি প্রসজ্যেত। অর্থাৎ 'নোঙ্ধাত্বোঃ' (৬।১।১৩৫) এই সূত্রে ঙকার বিশেষণের জন্য। যদি 'নোধাত্বোঃ' এইরূপ সূত্র করা হইত তাহা হইলে 'যবাগ্বে' 'যবাগ্বৈ' ইত্যাদিস্থলেও বিভক্তির উদাত্তত্বনিষেধ প্রসক্ত হইত। মহাভাষ্যের ঐরূপ উক্তির দ্বারা মনে হয় যে 'যবাগূ' শব্দে

* এই বার্ত্তিকে 'অরজ্জ্বাদি' এই পর্য্যুদাসের দ্বারা 'রজ্জু' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় উকারান্তমাত্র। অপ্রাণিজাতিবাচক শব্দের শেষে 'উঙ্' প্রত্যয় বিধান করা হইয়াছে, সেইজন্য দীর্ঘ উকারান্ত 'যবাগূ' শব্দের শেষে 'উঙ্' প্রত্যয় হইতে পারে।

'উঙ্' প্রত্যয় হয় না এবং সেইজন্যই উদাত্তত্বনিষেধের প্রসক্তি হয়। যদি 'উঙ্' প্রত্যয় হইত তাহা হইলে উদাত্তত্ব-নিষেধের প্রাপ্তি থাকায়, প্রসক্তি হইত ইহা বলিতেন না। মহাভাষ্যকারের ঐরূপ উক্তির দ্বারা মনে হয় যে 'যবাগূ' শব্দের 'রজ্জ্বাদিগণে' পাঠ আছে। রজ্জ্বাদিগণে পঠিত শব্দের 'উঙ্' প্রত্যয় নিষেধ করা হইয়াছে, বার্ত্তিকে 'অরজ্জ্বাদীনাম্' এইরূপ উল্লেখ করিয়া। অর্থাৎ রজ্জ্বাদিগণে পঠিত শব্দ ব্যতীত উকারান্ত শব্দের উত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে 'উঙ্' প্রত্যয় হয়; ইহাই উক্ত বার্ত্তিকের অর্থ। তাহা হইলে 'যবাগ্বা গ্রামকামস্য' ইত্যাদিস্থলে 'যবাগ্বা' প্রয়োগে বিভক্তির উদাত্তের স্থানে অনুদাত্তস্বর ব্যত্যয় করিয়া হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন :—স্বরমঞ্জরীকার—'যবাগ্বা গ্রামকামস্য' এই শ্রুতিতে প্রযুক্ত যবাগ্বা পদই 'নোঙ্ধাত্বোঃ'সূত্রের উদাহরণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কি ভুল?

উত্তর :—মহাভাষ্যকারের উপর্য্যুক্ত উক্তি দেখিয়া আমাদের উহা ভুলই মনে হয়। 'যবাগ্বা' পদে যে তৃতীয়া বিভক্তিটি অনুদাত্ত ব্যবহৃত, উহা 'নোঙ্ধাত্বোঃ' (পা. ৬।১।১৭৫) সূত্র দ্বারা নিষেধ করিয়া নয়; কিন্তু প্রাপ্ত উদাত্তের স্থানে ব্যত্যয় করিয়া।

'জুহূ ও কুহূ' শব্দ জাতিবাচক বলিয়া উক্ত বার্ত্তিকের দ্বারা 'উঙ্' প্রত্যয়ান্ত; সেইজন্য ইহাদের পরবর্ত্তী তৃতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির একবচনে 'টা' ও 'ঙে' প্রত্যয়ের আকার ও একার উদাত্ত হয় না; কিন্তু 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্র দ্বারা অনুদাত্ত করার পর 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনু-

দাত্তস্য' (পা. ৮।২।৪) সূত্রানুসারে পূর্বের ন্যায় উদাত্তস্থানিক যণএর পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত আদেশ হইয়া যায়।

'যজ্জুহ্বাং গৃহ্নাতি' (তৈ. ব্রা. ৩।৩।৫৫)

'চতুর্জুহ্বাং গৃহ্নাতি' (তৈ. ব্রা. ৩।৩।৫।৪)

ইত্যাদি স্থলেও বিভক্তির অনুদাত্ত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু অনুদাত্তের স্থানে ব্যত্যয় করিয়া উদাত্ত করা হইয়াছে।

রাজসূয়ব্রাহ্মণে বেদভাষ্যকার 'কুহ্বৈ চরুম্' (তৈ. ১।৮।৮।১) এই শ্রুতিতে প্রযুক্ত 'কুহূ' শব্দটি 'হু' কিম্বা 'হ্বে' ধাতুর উত্তরে ক্বিপ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ধাতুসম্বন্ধী যণ্-এর পরবর্ত্তী বলিয়া 'নোঙ্ধাত্বোঃ' (পা. ৬।১।১৩৫) সূত্র অনুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব নিষেধ হইয়াছে; সেইজন্য 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃস্বরিতোঽনুদাত্তস্য' (পা. ৮।২।৪) সূত্রদ্বারা অনুদাত্ত সুপ্-বিভক্তির স্থানে স্বরিতত্ব করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে।

'সেনানী' ও 'গ্রামণী' শব্দ সেনা ও গ্রাম উপপদ পূর্ব্বে থাকিতে 'নী' ধাতুর উত্তরে—'সৎসূদ্বিষদ্রুহদুহযুজবিদভিদচ্ছিদজিনীরাজামুপসর্গেঽপি ক্বিপ্' (পা. ৩।২।৬১) সূত্রদ্বারা 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' (পা. ৬।২।১৩৯) সূত্রদ্বারা উত্তরপদপ্রকৃতিস্বর করিলে ইহা অন্তোদাত্ত। একবচনে 'ঙে' ও 'ঙস্' বিভক্তি আসিলে 'সেনানী এ' 'গ্রামণী অস্' এইরূপ অবস্থায় 'এরনেকাচোঽসংযোগপূর্ব্বস্য' (পা. ৬।৪।৮২) সূত্র দ্বারা ঈকারের স্থানে 'যণ্' অর্থাৎ 'য' কার করিলে 'সেনান্ য্ এ' 'গ্রামণ্ য্ অস্' এইরূপ অবস্থা হইলে, 'উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ' (পা. ৬।১।১৭৪) সূত্রদ্বারা উদাত্তস্থানে জাত যণ্ এর পরবর্ত্তী

বিভক্তির উদাত্তস্বর প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু 'নী' ধাতু সম্বন্ধী 'যণ্' থাকায় উহার পরবর্ত্তী বিভক্তির 'নোঙ্ধাত্বোঃ' (পা. ৬।১।১৭৫) সূত্র অনুসারে উদাত্তনিষেধ হইলে 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্র দ্বারা সুপ্ বিভক্তির অনুদাত্ত এবং 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতো-ঽনুদাত্তস্য' (পা. ৮।২।৪) সূত্র অনুসারে অনুদাত্ত বিভক্তির স্থানে স্বরিত হইয়া যায়।

৮৮ অন্তোদাত্ত-হ্রস্বান্ত ও নুট্ এর পরবর্ত্তী 'মতুপ্' প্রত্যয় উদাত্ত হয়।[৮৮] যথা—

(ক) ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম। (ঋ. ১।৩০।১৩)

(খ) বৃত্রস্য যদ্ভৃষ্টিমতা বধেন। (ঋ. ১।৫২।১৫)

(গ) অগ্নিবত্যুপদধাতি। (তৈ. ব্রা. ৩।২।৭।১)

(ঘ) বায়ুমতী শ্বেতবতী। (তৈ. সং. ৫।৫।১।২)

(ঙ) পিতৃমানহম্। (তৈ. সং ৩।২।৪।৫)

(চ) অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ঃ। (ঋ. ১০।৭১।৭)

(ছ) অস্থন্বতে স্বাহা। (তৈ. সং ৭।৫।১২।২)

(জ) শীর্ষণ্বান্মেধ্যো ভবতি। (তৈ. সং. ৭।৫।২৫।১)

৮৮ হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুপ্ (পা. ৬।১।১৭৬) অন্তোদাত্তাদ্ হ্রস্বান্তান্ নুটশ্চ পরো 'মতুপ্' প্রত্যয় উদাত্তো ভবতি।

(ক) 'টুক্ষু' শব্দে ধাতুর উত্তরে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া 'ক্ষু' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে 'হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুক্' (পা. ৬।১।৭১) সূত্রানুসারে পকারেৎসংজ্ঞক কৃৎপ্রত্যয় পরে থাকিতে হ্রস্বান্ত ধাতুর তুগাগম হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বেদে সমস্ত কার্য্যই বিকল্পে হয় বলিয়া উহা হইল না। 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ান্ত, 'ক্ষু' শব্দ অন্তোদাত্ত ইহার উত্তরে অস্ত্যর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় করিলে 'ক্ষুমৎ' শব্দ হয়। এই 'ক্ষুমৎ' শব্দেরই বহুবচনে 'ক্ষুমন্তঃ'। ক্ষু শব্দ হ্রস্বান্ত অথচ অন্তোদাত্ত; সেইজন্য উহার পরবর্ত্তী 'মতুপ্' প্রত্যয় উদাত্ত অর্থাৎ মকারের অকার উদাত্ত।

(খ) ভ্রংশয়তি শত্রূন্ ইতি 'ভৃষ্টিঃ' অর্থাৎ যাহা শত্রুনাশ করে, বজ্রের নাম। ভৃষ্টিরস্তি অস্য অর্থাৎ বজ্র যাহাতে আছে—বজ্র সাধন যাহার এইরূপ 'বধ' এই অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় করিলে 'ভৃষ্টিমৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তৃতীয়াতে 'ভৃষ্টিমতা'। ভৃষ্টি শব্দ হ্রস্বান্ত অথচ অন্তোদাত্ত; সেইজন্য উহার উত্তরবর্ত্তী 'মতুপ্' প্রত্যয়টি উদাত্ত অর্থাৎ-মকারের অকার উদাত্ত।

(গ) 'অগ্নি' শব্দ নি প্রত্যয়ান্ত অন্তোদাত্ত ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অন্তোদাত্ত হ্রস্বান্ত 'অগ্নি' শব্দের পরবর্ত্তী 'মতুপ্' উদাত্ত, সেইজন্য অগ্নিবতী পদে 'ব'কারের অকার উদাত্ত। এস্থলে 'ছন্দসীরঃ' (পা. ৮।২।১৫) সূত্রদ্বারা 'মতুপ্' প্রত্যয়ের 'ম'কারের স্থানে 'ব'কার হইয়া যায়। 'মতুপ্' প্রত্যয়ান্ত 'অগ্নিবৎ' শব্দের উত্তরে 'উগিতশ্চ' (পা. ৪।১।৬) সূত্র অনুসারে 'ঙীপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ঙীপ্' প্রত্যয়ের ঈকারটি 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্রদ্বারা অনুদাত্ত এবং উহা উদাত্তের

পরবর্ত্তী বলিয়া 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৫৬) সূত্রদ্বারা স্বরিত।

(ঘ) 'বায়ু' শব্দটি 'কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্' (১) এই উণাদি সূত্রদ্বারা 'বা গতিগন্ধনয়োঃ' ধাতুর উত্তরে 'উণ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উণ্' প্রত্যয়টি 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্রদ্বারা আদ্যুদাত্ত। সেইজন্য 'বায়ু' শব্দটি অন্তোদাত্ত এবং হ্রস্বান্ত। ঐরূপ বায়ু শব্দের উত্তরে মতুপ্ প্রত্যয় করিলে 'বায়ুমৎ' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'মতুপ্' প্রত্যয়ের মকারোত্তরবর্ত্তী অকার উদাত্ত। 'বায়ুমৎ' শব্দের উত্তরে 'ঙীপ্' করিলে 'বায়ুমতী' হয়। 'ঙীপ্ প্রত্যয়ের ঈকার অনুদাত্ত এবং উহা উদাত্তের পরবর্ত্তী বলিয়া স্বরিত।

শ্বেত শব্দটি ঘৃতাদিতে পঠিত বলিয়া 'ঘৃতাদীনাং চ' (ফি. ২১) এই ফিট্ সূত্রদ্বারা অন্তোদাত্ত হইলেও 'ন গোশ্বন্‌সাববর্ণ' (পা. ৬।১।১৮২) ইত্যাদি সূত্রদ্বারা নিষেধ হয় বলিয়া, উহার উত্তরবর্ত্তী 'মতুপ্' উদাত্ত হয় না; কিন্তু পকারেৎসংজ্ঞক বলিয়া 'মতুপ্' প্রত্যয়টি অনুদাত্ত এবং উদাত্তের পরবর্ত্তী বলিয়া উহা স্বরিত; সেইজন্য শ্বেতবতী পদে 'ত'কারের অকার উদাত্ত এবং 'ব' কারের অকার স্বরিত। 'ঙীপ্' এর ঈকার অনুদাত্ত হইলেও 'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্' (পা. ১।২।৩৯) সূত্রদ্বারা উহার প্রচয় নামক একশ্রুতি হইয়া যায়।

(ঙ) 'পিতৃ' শব্দটি 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত এবং 'ঋ' কারান্ত; সেইজন্য উহার পরবর্ত্তী 'মতুপ্' প্রত্যয়টি উদাত্ত। 'পিতৃমান্' পদে 'ম' কারের আকার উদাত্ত।

(চ) (ছ) 'অক্ষি' ও 'অস্থি' শব্দের উত্তরে 'মতুপ্' প্রত্যয় করিলে 'অক্ষিমৎ' ও 'অস্থিমৎ' হওয়া উচিত; কিন্তু বেদে 'অক্ষণ্বৎ'

ও 'অস্থ্বৎ' হয়। অক্ষি ও অস্থি শব্দের পরে 'মতুপ্' থাকিতে 'ছন্দস্যপি দৃশ্যতে' (পা. ৭।১।৭৬) সূত্র দ্বারা ইকারের স্থানে 'অনঙ্' আদেশ হয়। লৌকিক সংস্কৃতে 'অস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙ্দাত্তঃ' (পা. ৭।১।৭৫) সূত্রদ্বারা স্বরবর্ণ আদিতে যাহার এইরূপ তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি পরে থাকিতেই 'অনঙ্' বিধান করা হইয়াছে; কিন্তু বেদে অন্যস্থলেও 'অনঙ্' বিধান করা হইয়াছে; সেইজন্য ইকারের অনঙ্ আদেশ করিয়া নকারের অকার ও ঙকারের ইৎ সংজ্ঞা ও লোপ করিলে 'অক্ষন্ মৎ' 'অস্থন্ মৎ' এইরূপ অবস্থা হয়। তাহার পর 'অনো নুট্' (পা. ৮।২।১৬) সূত্রদ্বারা মতুপ্ এর পূর্ব্বে 'নুট্' করার পর 'ট' কার ও 'উ' কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করিলে 'অক্ষন্ ন্ মৎ' 'অস্থন্ ন্ মৎ' এইরূপ অবস্থা হয়। পূর্ব্ব নকারের 'নলোপঃ প্রাতিপদিকান্তস্য' (পা. ৮।২।৭) সূত্রদ্বারা লোপ করিলে 'অক্ষন্ মৎ' ও 'অস্থন্ মৎ' এইরূপ হয়। এস্থলে 'নুট্' এর পরবর্ত্তী 'মতুপ্' প্রত্যয়ের 'ম' কারের অকার উদাত্ত হইয়া থাকে।

(জ) 'শীর্ষণ্বান্' পদেও 'নুট্' এর পরবর্ত্তী 'মতুপ্' প্রত্যয়ের 'ম' কারের স্থানে জাত 'ব' কারের অকার উদাত্ত হইয়া যায়।

যাহার উত্তরে 'মতুপ্' প্রত্যয় হইবে সেই শব্দটি যদি অন্তোদাত্ত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ হ্রস্বান্ত শব্দের পরবর্ত্তী 'মতুপ্' উদাত্ত হয় না। যথা—

ব্রহ্মণ্বন্তো দেবা আসন্ (তৈ. সং ৬।৪।১০।১)

সামণ্বন্তং করোতি (তৈ. সং ২।৫।৮।১)

ব্রহ্মন্ ও সামন্ শব্দ 'সর্বধাতুভ্যো মনিন্' (উ. ৫৯৪) এই উণাদিসূত্র অনুসারে 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। 'মনিন্' প্রত্যয়ের নকারের

ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হয়। সেইজন্য 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) সূত্রদ্বারা উহা আদ্যুদাত্ত।

মরুত্বাঁ ইন্দ্র (তৈ. সং ১।৪।১৯।১)

মরুত্বন্তং বৃষভম্ (তৈ. সং ১।৪।১৭।১)

ইত্যাদিস্থলে হ্রস্বান্ত অন্তোদাত্ত 'মরুৎ' শব্দের পরবর্ত্তী হইলেও 'মতুপ্' প্রত্যয় উদাত্ত হয় না ; কারণ 'মতুপ্' প্রত্যয়টি হ্রস্বের পরে নাই ; মধ্যে 'ত'কারের ব্যবধান আছে। যদিও 'স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবৎ' এই পরিভাষা অনুসারে 'ত' কার ব্যঞ্জনটি অবিদ্যমানবৎ অর্থাৎ না থাকার মত হইলে হ্রস্বের পরেই 'মতুপ্' প্রত্যয় আছে। বৈয়াকরণগণ ঐ পরিভাষাটির অনিত্যত্বস্বীকার করিয়াছেন। অনিত্য হইলে কোনও স্থলে প্রবৃত্ত নাও হইতে পারে।†

৮৯ 'রে' শব্দের পরবর্ত্তী 'মতুপ্' উদাত্ত হইয়া থাকে।[৮৯] যথা—

রেবাঁ ইন্দ্রেবতঃ (তৈ. সং ২।২।১২।৮)

গোদা ইদ্রেবতো মদঃ। (ঋ. ১।৪।২)

† 'হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্' (পা. ৬।১।১৭৬)—এই সূত্রে 'নুট্' গ্রহণের দ্বারা উক্ত পরিভাষার অনিত্যত্ব জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। কারণ 'অক্ষণ্বন্তঃ' প্রভৃতি স্থলে উক্ত পরিভাষা অনুসারে 'নুট্' এর নকার অবিদ্যমানবৎ হইলে 'মতুপ্' প্রত্যয়টি হ্রস্বান্তের পরবর্ত্তী হওয়াতেই, উহার উদাত্তত্ব হওয়া সম্ভব ছিল, তাহার জন্য 'নুট্' গ্রহণের কোন প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং ইহার দ্বারা উক্ত পরিভাষার অনিত্যত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে—

'মরুত্বন্তং হবামহে' (ঋ. ১।২৩।২৭)—এই ঋকের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্যও ইহা স্বীকার করিয়াছেন, (পা. ৬।১।১৭৬) সূত্রের কাশিকাতেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে।

৮৯. রে শব্দাচ্চ (বা)—রে শব্দাৎ পরো মতুপ্ উদাত্তো ভবতি।

রেবতীর্ন সধমাদে। (ঋ. ১।৩০।১৩)

বেবত্নচ্ছন্তু সুদিনা উষাসঃ (ঋ. সং ১।১২৪।৯)

রয়িধর্নমস্যাস্তীতি—ধন যাহার আছে এই অর্থে রয়ি শব্দের উত্তরে 'মতুপ্' প্রত্যয় করিয়া, উকার ও 'প' কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ করার পর 'রয়িমত্' এই অবস্থায় 'ছন্দসীরঃ' (পা. ৮।২।১৫) সূত্রদ্বারা ইকারান্ত শব্দের উত্তরবর্ত্তী 'মতুপ্' প্রত্যয়ের 'ম' কারের স্থানে 'ব' কার করিলে 'রয়িবৎ' এইরূপ হয়। তাহার পর 'রয়ের্মতৌ বহুলম্' (পা. ৬।১।৩৭) বার্ত্তিক দ্বারা 'মতুপ্' এর পূর্ব্ববর্ত্তী 'য়' কারের স্থানে 'ই' কার সম্প্রসারণ করিলে 'র ই ই মৎ' এইরূপ অবস্থায় 'সম্প্রসারণাচ্চ' (পা. ৬।১।১০৮) সূত্রদ্বারা 'ই'কার এই সম্প্রসারণের পরবর্ত্তী 'ই' কার এই স্বরবর্ণের পূর্ব্বরূপ (অর্থাৎ 'ই'কার এই পূর্ব্ববর্ণের মত রূপ) করিয়া 'র ই মৎ' এই অবস্থায় 'আদ্গুণঃ' (পা. ৬।১।৮৭) এই সূত্রদ্বারা ব কারের 'অ' কার ও 'ই'কার উভয়ের স্থানে 'এ'কার গুণ করিলে 'রেবৎ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়।

রেবৎ শব্দে 'মতুপ্'টি হ্রস্বের পরে নাই বলিয়া সূত্রদ্বারা উহার উদাত্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারেনা; সেইজন্য বার্ত্তিককারকে বার্ত্তিক রচনা করিতে হইল।

সায়ণাচার্য্য 'রয়িমৎ' এই অবস্থায় 'হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুপ্' (পা. ৬।১।১৭৬) সূত্রদ্বারা হ্রস্ব 'ই' কারের পরবর্ত্তী 'মতুপ্' প্রত্যয়ের অকার উদাত্ত করিয়াছেন। ঋক্সংহিতার ১।৪।২ এর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত বার্ত্তিকের তাৎপর্য এই যে "সম্প্রসারণং তদাশ্রয়ং কার্য্যঞ্চ বলবৎ" এই নিয়মানুসারে 'রয়িমৎ' এই অবস্থায় পূর্ব্বেই সম্প্রসারণ ও তদাশ্রয় কার্য্য পূর্ব্বরূপের প্রবৃত্তি হইলে 'রয়ি' শব্দের স্থানে 'রে'

হইয়া গেলে 'মতুপ্' হ্রস্বস্বরের পরবর্ত্তী না থাকায় সূত্রদ্বারা উদাত্ত হইতে পারে না।

৯০ 'মতুপ্' প্রত্যয় পরে থাকিতে যে শব্দটি হ্রস্বান্ত ও অন্তোদাত্ত সেই শব্দের পরবর্ত্তী 'নাম্' বিকল্পে উদাত্ত হয়।[৯০] যথা—

চেতন্তী সুমতীনাম্। (ঋ. ১।৪।১১)

বিদ্যাম সুমতীনাম্। (ঋ. ১।৪।৩)

সপ্তানাং গিরীণাম্। (তৈ. সং. ৬।২।৪।৩)

ধাতা ধাতৃণাম্। (তৈ. সং ৪।৭।১৪।৩)

সুমতি,* গিরি, ধাতৃ প্রভৃতি শব্দ 'মতুপ্' প্রত্যয় পরে থাকিতে হ্রস্বান্ত অন্তোদাত্ত; সেইজন্য ইহাদের পরবর্ত্তী 'নাম্'-এর আকার উদাত্ত।

দেবসেনা, কুমারী প্রভৃতি শব্দ মতুপ্ প্রত্যয় পরে থাকিতে দীর্ঘান্ত; সেইজন্য দেবসেনা ও কুমারী শব্দের উত্তরবর্ত্তী 'নাম্' প্রত্যয়টি উদাত্ত হইবে না। যথা—

দেবসেনানাম্ (তৈ. সং ৪।৬।৪।৩)

কুমারীণাম্

মতুপ্ প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্বান্ত শব্দ অন্তোদাত্ত না হইলে, উহার পরবর্ত্তী 'নাম্' উদাত্ত হইবে না। যথা—

৯০ নামন্যতরস্যাম্। (পা. ৬।১।১৭৭) মতুপি যদ্ হ্রস্বান্তং দৃষ্টমন্তোদাত্তং তস্মাৎ পরো নামুদাত্তো বা স্যাৎ।

* 'সুন্দর মতি যাহার' এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া বহুব্রীহি সমাস করিলে 'সুমতি' শব্দ 'নঞ্সুভ্যাম্' (পা ৬।২।১৭২) অনুসারে অন্তোদাত্ত এবং 'মতুপ' প্রত্যয় পরে থাকিতে হ্রস্বান্ত।

বসূনাং স্বাধীতেন (তৈ. ব্রা. ২।৫।৭।১)

'বসু'* শব্দটি আদ্যুদাত্ত ; কিন্তু অন্তোদাত্ত নয় ; সেইজন্য উহার পরবর্ত্তী 'নাম্' উদাত্ত হয় না।

ইহা বিকল্পে হয় ; সেইজন্য কোন কোনও স্থলে হয় না। যথা ;

দেবানাং বৈ (তৈ. সং. ২।৬।১।৫)

লোকানামাপ্ত্যৈ (তৈ. সং ২।৩।৬।২)

৯১ 'ঙী' যাহার অন্তে আছে, এইরূপ শব্দের পরবর্ত্তী 'নাম্' বিভক্তি বিকল্পে উদাত্ত হয়।[৯১] যথা—

দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাম্ (তৈ. সং ৪।৬।৪।৩)

বহ্বীনাং গর্ভো অপসাম্ (ঋ. ১।৯৫।৪)

ইহা বিকল্পে হয় বলিয়া, কোনও কোনস্থলে ঙ্যন্ত শব্দের পরবর্ত্তী 'নাম্' বিভক্তি উদাত্ত হয় না। যথা—

জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত। (তৈ. সং ৪।৬।৪।৩)

নদীনাং সর্ব্বাসাম্ (তৈ. ৪।৬।২।১)

৯২ যকারান্ত ও নকারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দ এবং ত্রি, ও চতুর্ শব্দের উত্তরবর্ত্তী হলাদিবিভক্তি অর্থাৎ যাহার আদিতে

* শৃস্বৃস্নিহিত্রপ্যসিবসি (উ. ১০)—এই সূত্র অনুসারে 'বস্' ধাতুর শেষে 'উ' প্রত্যয় ও উহাকে 'নিৎ' করিলে 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' অনুসারে উহা আদ্যুদাত্ত।

৯১ ঙ্যাশ্ছন্দসি বহুলম্ (পা. ৬।১।১৭৮) ঙ্যন্তাদ্‌বহুলং নামুদাত্তো ভবতি ছন্দসি।

ব্যঞ্জনবর্ণ আছে এইরূপ বিভক্তি উদাত্ত হইয়া থাকে।[৯২]
যথা—

ষড়্ভ্যঃ স্বাহা। (তৈ. সং ৭।২।১১।৭)

ষড়্ভির্দীক্ষয়তি। (তৈ. সং ৫।১।৯।৩)

আরোহত সবিতুর্নাবমেতাং ষড়্ভিরুর্বীভিরমতিং তরেম।

(অ. বে. ১২।২।৪৮)

পঞ্চানাং ত্বা দিশাম। (তৈ. ব্রা. ১।৬।১।২)

সপ্তানাং গিরীণাম্। (তৈ. সং. ৬।২।৪।৩)

ত্রিভী রথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষলশ্বৈঃ। (ঋ. ১।১১৬।৪)

ত্রিভিষ্ট্বং দেবঃ সবিতঃ। (ঋ. ৯।৬৭।২৬)

ত্রিষু জাতস্য মনাংসি। (ঋ. ৮।২।২১)

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিঃ। (ঋ. ১।১৫৫।৬)

চতুর্ন্নাসো অষ্টকৃত্বো ভবায়। (অথ· ১১।২।৯)

ষড়্ভিঃ, ষড়্ভ্যঃ, পঞ্চানাম্, সপ্তানাম্, ত্রিভিঃ, ত্রিষু, চতুর্ভিঃ, চতুর্ন্নাম্ প্রভৃতি পদে ভিস্, ভ্যস্, নাম্ বিভক্তিগুলি উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট।

৯২ ষট্ত্রিচতুর্ভ্যো হলাদিঃ। (পা. ৬।১।১৭৯) ষট্সংজ্ঞকেভ্যস্ত্রি-চতুর্ভ্যাং চ পরা হলাদিবিভক্তিরুদাত্তা স্যাৎ।

৯৩ গো, শ্বন্, প্রথমার একবচনে অবর্ণান্ত, রাট্, ক্বিন্-প্রত্যয়ান্ত পূজার্থক অঞ্চুধাতু, ক্রুঙ্ ও কৃৎ, ইহাদের পরবর্ত্তী তৃতীয়াদি-বিভক্তি উদাত্ত হয় না।[৯৩] যথা—

(ক) গবেꣳশ্বায়। (তৈ. সং· ১।৮।৫।১)

(খ) গবাং কেতঃ পরমাবর্জতে নঃ। (ঋ. ১।৩৩।১)

(গ) শুনশ্চিচ্ছেপং নিদিতং সহস্রাদ্। (ঋ. ৫।২।৭)

(ঘ) তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্। (ঋ· ১।২।১)

(ঙ) প্রভৃতা যেষু মন্দসে। (ঋ. ১।৫১।১২)

(চ) পরমরাজে।

(ছ) প্রাঞ্চা, প্রাঙ্ভ্যাম্।

(জ) ক্রুঞ্চা, ক্রুঞ্চে।

(ঝ) কৃতা, কৃতে।

(ক) (খ) 'গো' শব্দ সপ্তমীর একবচনে একটি স্বরবিশিষ্ট সেইজন্য 'সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্বিভক্তিঃ' (পা. ৬।১।১৬৯) সূত্রদ্বারা তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি উদাত্ত হয়। এস্থলেও 'গবে' ও 'গবাম্' দুইটিতে 'গো' শব্দের পরবর্ত্তী চতুর্থী ও ষষ্ঠী বিভক্তি উদাত্ত প্রাপ্ত হইলেও 'ন গোশ্বন্' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা নিষেধ হইয়া থাকে।

৯৩ ন গোশ্বন্সাববর্ণরাডঙ্ক্রুঙ্কৃদ্ভ্যঃ (পা. ৬।১।১৮২) এভ্যঃ প্রাগুক্তং ন ভবতি। ষাষ্ঠস্বরস্য সর্ব্বস্যায়ং প্রতিষেধঃ।

(গ) 'শ্বন্' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে 'শুনঃ' এই পদেও পূর্ব্বের ন্যায় 'সাবেকাচঃ'—সূত্রদ্বারা ষষ্ঠী বিভক্তি উদাত্ত প্রাপ্ত হয়। সপ্তমীর একবচনে 'শ্বন্' শব্দ একটি স্বরবিশিষ্ট। 'ন গোশ্বন্' ইত্যাদি দ্বারা নিষেধ হইয়া যায়।

(ঘ) (ঙ) 'তেষাম্' ও 'যেষু' দুইটিই 'তদ্' ও 'যদ্' শব্দের ষষ্ঠী ও সপ্তমীর বহুবচনে নিষ্পন্ন। এই দুইটি পদেও ষষ্ঠী ও সপ্তমী অর্থাৎ 'আম্' ও 'সুপ্' বিভক্তি 'সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্বিভক্তিঃ' (পা. ৬।১।১৮২) সূত্রদ্বারা উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু 'ন গোশ্বন্' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা উহার নিষেধ হওয়ায় হইল না। এই দুইটি প্রথমার একবচনে অবর্ণান্তের উদাহরণ। দুইটিরই প্রথমার একবচনে যঃ ও সঃ হয়।

প্রশ্ন ঃ—'যৎ' ও 'তৎ' শব্দের ক্লীবলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'যৎ' ও 'তৎ' এবং 'যা' ও 'সা' এইরূপ অবর্ণান্ত না হওয়ায় ক্লীবলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে 'যৎ' ও 'তৎ' শব্দের তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির উদাত্ত-নিষেধ হইতে পারে না।

উত্তর ঃ—মহাভাষ্যে ইহার জন্য 'যত্তদোরুপসংখ্যানং কর্ত্তব্যম্'* এইরূপ উপসংখ্যান করা হইয়াছে। হরদত্ত মিশ্র বলিয়াছেন—অবর্ণান্তং যচ্ছব্দরূপং দৃষ্টং ততঃ পরস্যাস্তৃতীয়াদিবিভক্তেরুদাত্তত্বং ন'। অর্থাৎ কোনো শব্দ প্রথমার একবচনে সু-প্রত্যয় পরে থাকিতে অবর্ণান্ত কোথাও যদি দেখা যায়, সেই শব্দের উত্তরবর্ত্তী তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির উদাত্ত হয় না। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে কোনও দোষ

* উপসংখ্যানের অর্থ পরিগণন অর্থাৎ 'যৎ' ও 'তৎ' শব্দের যে স্থলে উদাত্ত নিষেধ প্রাপ্ত নাই, তাহার জন্য উক্ত নিষেধের মধ্যে যে উহার গণনা আছে—ইহা বুঝিতে হইবে।

থাকে না। ক্লীবলিঙ্গে 'যৎ' ও 'তৎ' শব্দ প্রথমার একবচনে অবর্ণান্ত না হইলেও পুংলিঙ্গে অবর্ণান্ত।

(চ) (ছ) 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ান্ত 'রাজ্' ধাতুর উত্তরবর্ত্তী তৃতীয়াদি বিভক্তি উদাত্ত হয় না। এস্থলে 'অন্তোদাত্তাদুত্তরপদাদন্যতরস্যামনিত্যসমাসে' (পা. ৬।১।১৬৯) সূত্রদ্বারা চতুর্থীর একবচনে উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল। সেইজন্য 'পরমরাজে' এই পদে নিষেধ হওয়ায় উহা হইল না।

'ক্বিন্' প্রত্যয়ান্ত 'অঞ্চু' ধাতুর 'ন' লোপ না হইলে পরবর্ত্তী তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির উদাত্তত্ব নিষেধ হইবে আর 'ন' লোপ হইলে হইবে না; সেইজন্য 'প্রাঞ্চা' 'প্রাঙ্ভ্যাম্' ইত্যাদি স্থলে পূজার্থ থাকায় 'নাঞ্চেঃ পূজায়াম্' (পা. ৬।৪।৩০) সূত্র দ্বারা 'ন' লোপের নিষেধ হইয়া থাকে বলিয়া, তৃতীয়া বিভক্তি উদাত্ত হইল না; 'প্রাচা' ইত্যাদি স্থলে 'ন' লোপ হইলে নিষেধ হয় না।

(জ) (ঝ) 'ক্রুঞ্চ্ গতিকৌটিল্যাল্পীভাবয়োঃ' এই ধাতুর উত্তরে 'ক্বিন্' প্রত্যয় করিলে 'ক্রুঞ্চ্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই 'ক্রুঞ্চ্' শব্দের পরবর্ত্তী তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি উদাত্ত হয় না; সেইজন্য 'ক্রুঞ্চা' 'ক্রুঞ্চে' ইত্যাদিস্থলে 'কিন্' প্রত্যয়ান্ত 'ক্রুঞ্চ্' শব্দের পরবর্ত্তী তৃতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি উদাত্ত হইল না।

'ডুকৃঞ্ করণে' ও 'কৃতী ছেদনে' এই দুইটি ধাতুর উত্তরে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে 'কৃৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই 'কৃৎ' শব্দের পরবর্ত্তী তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি উদাত্ত হয় না; সেইজন্য 'কৃতা' 'কৃতে' ইত্যাদিস্থলে বিভক্তি উদাত্ত হইল না।

৯৪ 'দিব্' শব্দের পরবর্ত্তী ঝলাদিবিভক্তি অর্থাৎ 'ভ্যাম্' 'ভিস্' 'ভ্যস্' ও 'সুপ্' বিভক্তি উদাত্ত হয় না।[৯৪] যথা—

ত্বমগ্নে দ্যুভিঃ। (তৈ. সং ৪।১।২।৫)

দ্যুভিরক্তুভিঃ পরিপাতমস্মান্। (ঋ. ১।১১২।২৫)

দ্যুভির্হিতং মিত্রমিব প্রয়োগম্। (ঋ. ১০।৭।৫)

প্রত্যস্থ বহ দ্যুভিঃ। (তৈ, সং ১।৫।৩।১)

ঝলাদি ব্যতীত অন্যবিভক্তির উদাত্ত নিষেধ হয় না। যথা—

মধ্যে তস্থুর্মহো দিবঃ। (ঋ. ১।১০৫।১০)

সুপর্ণো ধাবতে দিবি। (ঋ. ১।১০৫।১)

ইত্যাদিস্থলে পঞ্চমী সপ্তমী বিভক্তিতে (অস্ ও ই) উদাত্তত্বের নিষেধ না হওয়ায় 'ঊড়িদংপদাদ্যপ্পুম্রৈদ্যুভ্যঃ' (পা. ৬।১।১৭১) সূত্রদ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়া যায়।

৯৫ নৃ শব্দের পরবর্ত্তী ঝলাদিবিভক্তি বিকল্পে উদাত্ত হয় না।[৯৫] যথা—

নৃভির্যদ্‌যুক্তো বিবেরপাংসি। (ঋ. ১।৬৯।৮)

---

৯৪ দিবো ঝল্ (পা. ৬।১।১৮৩) দিবঃ পরা ঝলাদির্বিভক্তিরুদাত্তা ভবতি।

৯৫ নৃচান্যতরস্যাম্—(পা. ৬।১।১৮৪) নৃশব্দাৎ পরা ঝলাদিবিভক্তি র্নোদাত্তা বা স্যাৎ।

নৃভির্যেমানো জজ্ঞানঃ পূতঃ। (ঋ. ৯।১১৯।৮)

নৃভির্যেমানো অদ্রিভিঃ পুতঃ। (ঋ. ৯।১১০।১৮)

নৃভ্যো যদেভ্যঃ শ্রুষ্টিং চকর্থ। (ঋ. ১।৬৯।৭)

নৃভ্যো নারিভ্যো গবে। (ঋ. ১।৪৩।৬)

নৃভ্যো যথা গবে। (তৈ. সং ৩।৪।১১।২)

ঝলাদি বিভক্তি অর্থাৎ শ, ষ, স, হ এবং বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ আদিতে যাঁহার এইরূপ বিভক্তির বিকল্পে উদাত্ত হয় না। ঝলাদি বিভক্তি ব্যতীত অন্য বিভক্তি হইলে বিকল্পে উদাত্ত-নিষেধ হইবে না যথা ;—'নিধেহি শতস্য নৃণাম্' (ঋ. ১।৪৩।৭) ইত্যাদি স্থলে 'নাম্'এর উদাত্ত হইয়া যায়।

৯৬ যে প্রত্যয়ের ত ইৎ যায়, উহা স্বরিতস্বর বিশিষ্ট।[৯৬] যথা—

ক্ব নূনং কদ্ধো অর্থম্। (ঋ. ১।৩৮।২)

ক্ব বো গাবো ন রণ্যন্তি। (ঋ. ১।৩৮।২)

ক্ব বঃ সুম্না নব্যাংসি। (ঋ. ১।৩৮।৩)

৯৬ তিৎস্বরিতম্ (পা. ৬।১।১৮৫) তকার ইৎ যস্য তস্য অন্তঃ স্বরিতঃ।

ক কর্ত্তবং যজুঃ। (তৈ. সং ১।৫।২।৪)

কিম্ শব্দের উত্তরে ‘কিমোঽৎ’ (পা. ৫।৩।১২) সূত্র দ্বারা ‘অৎ’ প্রত্যয় আসিলে ‘হলন্ত্যম্’ (পা. ১।৩।৩) সূত্রদ্বারা শেষ ‘ত’ কারের ইৎ হয় ; সেইজন্য অবশিষ্ট অকার ‘তিৎ’। তাহার পর ‘ক্বাতি’ (পা. ৭।২।১১৫) সূত্রদ্বারা ‘কিম্’ শব্দের স্থানে ‘ক’ আদেশ করিলে ‘ক’ পদটি সিদ্ধ হয়। ‘অৎ’ প্রত্যয়টির তকার ইৎ যায় বলিয়া ‘ক’এর অকার স্বরিতস্বরবিশিষ্ট।

৯৭ তাস্, অনুদাত্তেৎ, উপদেশকালে ইৎসংজ্ঞক ঙকারান্ত ও উপদেশকালে অকারান্তধাতু, ইহাদের উত্তরবর্ত্তী লকারস্থানে জাত সার্ব্বধাতুক* অর্থাৎ তিঙ্ বিভক্তি ও শতৃ শানচ্ প্রত্যয় অনুদাত্ত হইয়া যায় ; কিন্তু “হ্নুঙ্ অপনয়নে” ও ‘ইঙ্ অধ্যয়নে’

ক ‘কৃ’ ধাতুর শেষে ‘তব্যৎ’ প্রত্যয় করিলে ‘কর্ত্তব্যম্’ পদ সিদ্ধ হয়। ‘তব্যৎ’ এর ‘ৎ’ ‘হলন্ত্যম্’ (পা. ১।৩।৩) অনুসারে ‘ইৎ’ এবং ‘তস্য লোপঃ’ (পা ১।২।৯) অনুসারে উহার লোপ হইলে ‘তব্য’ প্রত্যয়টিকে ‘তিৎ’ বলা হয়। এই ‘তিৎ’ যে ‘তব্য’ ইহার অন্ত্যস্বর স্বরিত হইয়া থাকে। পূর্বসূত্র হইতে অন্ত পদের অনুবর্ত্তন করা হয় বলিয়াই এইরূপ হয়। এইবার ঋকারের স্থানে ‘সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ’ (পা. ৭।৩।৮৪) সূত্র অনুসারে ‘অর্’ গুণ করিলে ‘কর্ত্তব্য’ হইলে উহাতে বিভক্তি যোগ এবং অবশিষ্ট স্বরগুলিকে অনুদাত্ত করিলে ‘কর্ত্তব্যম্’ পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

* তিঙ্শিৎসার্ব্বধাতুকম্ (পা. ৩।৪।১১৩) তিঙ্ ও শিৎ—এই দুইটিকে সার্ব্বধাতুক বলে, লকারের স্থানে সার্ব্বধাতুক বলিতে তিঙ্ বিভক্তি অথবা ‘শতৃ’ ও ‘শানচ্’—এই দুইটি প্রত্যয়ের বোধ হয়। শতৃ ও শানচ্—দুইটিই লকারের স্থানে সার্ব্বধাতুক। শিৎ বলিয়া এই দুইটিই সার্ব্বধাতুক।

এই দুইটি ধাতুর পরবর্ত্তী তিঙ্ সার্ব্বধাতুক অনুদাত্ত হয় না।[৯৭] যথা—

(ক) শ্বো যজ্ঞে প্রযোক্তাসে। (তৈ. সং ২।৬।২।৩)

(খ) ঈশানং বার্য্যানাম্। (ঋ. সং ১।৫।২)

(গ) অমুয়া শয়ানম্। (ঋ. ১।৩২।৮)

(ঘ) পুরুভুজা চনস্যতম্। (ঋ. ১।৩।১)

(ঙ) বর্ধমানং স্বে দমে। (ঋ. ১।২।৮)

(ক) প্র পূর্ব্বক 'যুজ্' ধাতুর উত্তরে লুট্ লকার, লুট এর স্থানে মধ্যমপুরুষের একবচনে থাস্, থাস্ এর স্থানে 'থাসঃ সে' (পা. ৩।৪।৮০) সূত্রদ্বারা 'সে', 'স্যতাসীলৃলুটোঃ' (পা. ৩।১।৩৩) সূত্রদ্বারা মধ্যে তাস্ বিকরণ এবং 'তাসস্ত্যোর্লোপঃ' (পা. ৭।৪।৫০) সূত্রদ্বারা তাস্ এর সকার লোপ করিয়া পুগন্ত-লঘূপধস্য চ' (পা. ৭।৩।৮৬) সূত্রদ্বারা যুজ্ ধাতুর উকারের ওকার গুণ করিলে 'প্রযোজ্ তাসে' এইরূপ অবস্থায় 'চোঃ কুঃ'-(পা. ৮।২।৩০) সূত্রদ্বারা 'জ' কারস্থানে 'গ' কার ও 'খরি চ' (পা. ৮।৪।৫৫) সূত্রদ্বারা 'গ' কার স্থানে 'ক' কার করিলে 'প্রযোক্তাসে' পদ সিদ্ধ হয়। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮)

---

৯৭ তাস্যনুদাত্তেন্ ঙিদদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকমনুদাত্তমহ্ন্বিঙোঃ (পা. ৬।১।১৮৬)।

তাসি, অনুদাত্তেৎ, উপদেশে ইৎসংজ্ঞকঙকারান্তঃ, অকারান্তশ্চ যো ধাতুঃ, এতেভ্যঃ পরং লসার্ব্বধাতুকমনুদাত্তং ভবতি।

সূত্র দ্বারা 'প্র' এই অতিঙন্তপদের পরবর্ত্তী 'যোক্তাসে' এই তিঙন্তপদের সর্ব্বানুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু 'ন লুট্' (পা. ৮।১।২৯) সূত্রদ্বারা উহার নিষেধ হওয়ায়, 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্রদ্বারা 'থাস্' এই প্রত্যয়ের স্থানাপন্ন 'সে' আদেশের উদাত্তস্বর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু 'তাস্'. বিকরণের পরবর্ত্তী উহা লুট্ লকারের স্থানে জাত সার্ব্বধাতুক বলিয়া অনুদাত্ত হইয়া যায়।

সেইজন্য এইস্থলে 'ধাতোঃ' (পা. ৩।১।৯১) সূত্র দ্বারা 'যুজ্' ধাতুর অন্ত্যস্বর ওকারই উদাত্ত এবং ইহার পরবর্ত্তী 'তা' এর আকার 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) অনুসারে উদাত্ত। এই উদাত্তই সতিশিষ্টস্বর, ইহারই শ্রবণ হইয়া থাকে, এবং তদ্ব্যতীত সমস্তই অনুদাত্ত। 'প্র' উপসর্গটিরও অকার 'তিঙি চোদাত্তবতি' (পা. ৮।২।৭১) দ্বারা (অর্থাৎ উদাত্তবিশিষ্ট তিঙন্তপদের পূর্ব্ববর্ত্তী গতির) অনুদাত্ত হইয়া যায়!

(খ) 'ঈশ ঐশ্বর্য্যে' ধাতু অনুদাত্তেৎ অর্থাৎ শকারোত্তরবর্ত্তী অকার অনুদাত্তস্বরবিশিষ্ট ধাতুপাঠে পঠিত। 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ' (পা ১।৩।২) সূত্রদ্বারা সেই অনুদাত্তস্বরবিশিষ্ট অকারের ইৎসংজ্ঞা ও 'তস্য লোপঃ' (পা. ১।৩।৯) সূত্র দ্বারা ইৎসংজ্ঞক অকারের লোপ করা হইয়া থাকে; সেইজন্য ঐ ধাতুটি অনুদাত্তেৎ। এই অনুদাত্তেৎ ধাতুর পরবর্ত্তী 'লট্' লকারের স্থানে জাত 'শানচ্' এই সার্ব্বধাতুক প্রত্যয়ের 'আন' অংশটুকু অনুদাত্ত। 'শানচ্' এর শকার ইৎসংজ্ঞক বলিয়া অবশিষ্ট অংশ 'আন' সার্ব্বধাতুক নামে অভিহিত—'তিঙ্শিৎ সার্ব্বধাতুকম্' (পা. ৩।৪।১১৩) অম্ বিভক্তিও 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্রদ্বারা অনুদাত্ত; সেইজন্য এস্থলেও 'ধাতোঃ'

(পা. ৩।১।৯১) সূত্রদ্বারা 'ঈশ্' ধাতুর ঈকার উদাত্ত এবং ঐ উদাত্তই শিষ্টস্বর।

(গ) 'শীঙ্ স্বপ্নে' ধাতুটির 'ঙ' কারের ইৎসংজ্ঞা হয়; সেইজন্য ইহা ধাতুপাঠেই ইৎসংজ্ঞক ঙকারান্ত বলিয়া, ইহার উত্তরবর্ত্তী 'লট্' লকারের স্থানে জাত 'শানচ্' এই সার্ব্বধাতুক প্রত্যয়টি অনুদাত্ত। এস্থলে 'ধাতোঃ' সূত্রদ্বারা 'শী' ধাতুর ঈকারটি উদাত্ত এবং উহাই শিষ্টস্বর। 'শী আন' এই অবস্থায়, প্রথমে 'কর্ত্তরি' শপ্ (পা. ৩।১।৬৮) সূত্রদ্বারা 'শপ্' ও 'অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ' (পা. ২।৪।৭২) সূত্রদ্বারা 'শপ্' এর লোপ করার পর 'শীঙঃ সার্ব্বধাতুকে গুণঃ' (পা. ৭।৪।২১) সূত্র অনুসারে সার্ব্বধাতুক প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ঈকারের একার গুণ করিয়া 'শে আন' এই অবস্থায় 'এচোঽয়বায়াবঃ' (পা. ৬।১।৭৮) সূত্রদ্বারা একারের স্থানে 'অয়্' আদেশ করিলে 'শয়ান' প্রয়োগটি সিদ্ধ হয়। উহার উত্তরে দ্বিতীয়ার একবচনে 'অম্' বিভক্তি আসিলে 'শয়ানম্' হইয়া যায়। উদাত্ত ইকারের স্থানে একার ও একারের স্থানে 'অয়্' হইয়াছে বলিয়া শকারের অকার উদাত্ত এবং 'আন' এর অনুদাত্ত আকার উদাত্তের পরবর্ত্তী বলিয়া 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) সূত্র অনুসারে স্বরিত হইয়া যায়; সেইজন্য প্রথমটি উদাত্ত, দ্বিতীয়টি স্বরিত ও তৃতীয়টির প্রচয়স্বর।

(ঘ) 'চায়্ পূজানিশামনয়োঃ'—এই ধাতুর উত্তরে 'চায়তেরন্নেহ্রস্বশ্চ' (উ. সূ. ৪।৬৩৯) সূত্রদ্বারা উণাদি 'অসুন্' প্রত্যয়, আকারের হ্রস্ব ও নুট্ আগম হইয়া যাওয়ার পর 'চয়্ন্ অস্' এইরূপ অবস্থায়, 'লোপো ব্যোর্বলি' (পা. ৬।১।৬৬) সূত্রদ্বারা 'য্' এর লোপ করিলে 'চনস্' এই অন্নার্থক শব্দটি সিদ্ধ হয়। এই

'চনস্' শব্দের উত্তরে 'আত্মনঃ ইচ্ছতি' এই অর্থে 'সুপঃ আত্মনঃ ক্যচ্' (পা. ৩।১।৮) সূত্রদ্বারা 'ক্যচ্' প্রত্যয় করিলে 'ক'কার ও 'চ'কারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইয়া যাওয়ার পর 'চনস্য' এইটির 'সনাদ্যন্তা ধাতবঃ' (পা. ৩।১।৩২) সূত্রদ্বারা ধাতুসংজ্ঞা হইলে, উহার উত্তরে লোট্ লকারের মধ্যম পুরুষের দ্বিবচনে 'থস্' আসিলে 'চনস্য থস্' এইরূপ অবস্থায় 'থস্' এর স্থানে 'তস্ থস্ থমিপাং তাং তং তামঃ' (পা. ৩।৪।১০১) সূত্র অনুসারে 'তম্' আদেশ করিলে 'চনস্য তম্' এইরূপ অবস্থায়, মধ্যে 'কর্ত্তরি শপ্' (পা. ৩।১।৬৮) দ্বারা শপ্ হইলে 'চনস্য অ-তম্' এই অবস্থায় 'অতো গুণে' (পা. ৬।১।৯৭) সূত্রদ্বারা 'স্য' এর অকার শপ্ এর অকারের রূপে পরিণত হইলে 'চনস্য তম্' পদটি নিষ্পন্ন হয়। 'চনস্যতম্' এই প্রয়োগে 'ক্যচ্' প্রত্যয়ের অকার 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্রদ্বারা উদাত্ত, 'শপ্' প্রত্যয়ের অকার 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) সূত্রদ্বারা অনুদাত্ত। 'অতো গুণে' (পা. ৬।১।৯৭) সূত্রদ্বারা 'ক্যচ্' এর উদাত্ত অকার ও 'শপ্' এর অনুদাত্ত অকার—উভয়ের স্থানে পররূপ একাদেশ করিলে 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫) সূত্র অনুসারে উদাত্ত অকার ও অনুদাত্ত অকারের স্থানে উদাত্ত অকার একাদেশ হইলে 'স্য' এর অকার উদাত্ত, ইহার পরবর্ত্তী লস্থানিক 'তম্' এই সার্ব্বধাতুকের অনুদাত্ত হইয়া যায়। এই উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্থানে 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) অনুসারে স্বরিত হইয়া যায় ; সেইজন্য 'চনস্য তম্' এই পদে প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি অনুদাত্ত, তৃতীয়টি উদাত্ত এবং চতুর্থটি স্বরিত। এস্থলে শপ্ এর অকার অনুপদেশ উহার পরবর্ত্তী লস্থানিক সার্ব্বধাতুক 'তম্' প্রত্যয়টি অনুদাত্ত হয়।

প্রশ্ন :—'পুরুভুজা' এই অতিঙন্ত পদের পরবর্ত্তী 'চনস্যতম্' এই তিঙন্ত পদটির 'তিঙঙতিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮) সূত্র অনুসারে সর্ব্বানুদাত্তত্ব কেন হয় না ?

উত্তর :—'আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ' (পা. ৮।১।৭২) অনুসারে 'পুরুভুজা' এই আমন্ত্রিত পদটি অবিদ্যমানবৎ অর্থাৎ না থাকার মত হইয়া যায় ; সেইজন্য 'চনস্যতম্' এই তিঙন্ত পদটি 'অতিঙন্ত' পদের পরবর্ত্তী নয় বলিয়া সর্ব্বানুদাত্ত হইতে পারে না।

(ঙ) 'বৃধু বৃদ্ধৌ' ধাতুর উত্তরে লট্ লকার, লট্ এর স্থানে 'শানচ্', শকার ও চকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ, 'বৃধ্ আন' এই অবস্থায় 'পুগন্তলঘূপদস্য চ' (পা. ৭।৩।৮৬) সূত্রদ্বারা ঋকারের অর্ গুণ, 'কর্ত্তরি শপ্' সূত্রদ্বারা শপ্ বিকরণ, 'শপ্' এর শকার ও পকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ, 'বর্ধআন' এই অবস্থায় 'আনেমুক্' (পা. ৭।২।৮২) সূত্রদ্বারা মধ্যে 'মুক্' এর আগম, 'উ'কার ও 'ক'কারের ইৎসংজ্ঞা লোপ করিয়া 'বর্ধমান' এইরূপ প্রয়োগ নিষ্পন্ন হয়। দ্বিতীয়ার একবচনে 'বর্ধমানম্'। এই স্থলে 'শানচ্' প্রত্যয়ের 'আন' অংশটুকু চকারেৎসংজ্ঞক ; চকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইয়াছে ; সেইজন্য 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্রদ্বারা 'শানচ্' প্রত্যয়ান্ত বর্ধমান শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত প্রাপ্ত ; কিন্তু উহা 'ল' সার্বধাতুক স্বরের দ্বারা বাধিত হওয়ায়, শপ্ এর অকারের পরবর্ত্তী 'ল' স্থানিক সার্বধাতুক 'আন' এই প্রত্যয়টি অনুদাত্ত ; সুতরাং এস্থলে ধাতুস্বরই শিষ্ট। তাহা হইলে 'বর্ধমানম্' পদে প্রথমটি 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) সূত্রদ্বারা উদাত্ত এবং দ্বিতীয়টি উদাত্তের পরবর্ত্তী বলিয়া

অনুদাত্তের স্থানে স্বরিত হইয়া যায়। স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত আকারটি 'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্' (পা. ১।২।২৯) সূত্রানুসারে একশ্রুতি এবং শেষ অনুদাত্ত অকারটির পরে উদাত্ত থাকায়, উহা "উদাত্তস্বরিতপরস্য সন্নতরঃ" (পা. ৮।২।৪) সূত্রদ্বারা অনুদাত্ততর হইয়া যায়।

হ্নুঙ্ ও ইঙ্, ইৎসংজ্ঞক 'ঙ' কারান্ত ধাতু হইলেও ইহাদের পরবর্ত্তী 'ল' স্থানিক সার্বধাতুক অনুদাত্ত হয় না। যথা—

'হ্নুতে'। (তৈ. সং ৬।১।১০।৩)

অধীয়ন্তোঽবেক্ষন্তে। (তৈ. আ. ৫।৬।১২)

ইঙ্ অধ্যয়নে ধাতুর উত্তরে ছান্দস্ লট্ 'ল' কারের স্থানে 'শতৃ' প্রত্যয় হইয়াছে। কিন্তু 'ল' স্থানিক সার্বধাতুক 'শতৃ' প্রত্যয়টি অনুদাত্ত হয় না।

'ল' স্থানিক আর্ধধাতুকের অনুদাত্ত হয় না। যথা—

মঘবন্ মন্দিষীমহি। (তৈ. সং. ১।৮।৫।১)

'মন্দ্' ধাতুর উত্তরে আশীর্লিঙে 'সীয়ুট্' আগম অনুদাত্ত এবং 'ম' কারের অকার উদাত্ত 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) এই প্রত্যয়-স্বরের দ্বারা। ব্যত্যয় অনুসারে এস্থলে অতিঙন্তপদের পরে থাকিলেও সর্বানুদাত্ত হইবে না।

উপদেশকালে অকারান্ত না হইলে উহার পরবর্ত্তী লস্থানিক সার্বধাতুক অনুদাত্ত হইবে না। যথা 'হন্' ধাতুর উত্তরে 'তস্' ও 'থস্' প্রত্যয় আসিলে 'হতঃ' ও 'হথঃ' ইত্যাদিতে 'অনুদাত্তোপদেশবনতি-তনোত্যাদীনামনুনাসিকলোপো ঝলিক্ঙিতি' (পা. ৬।৪।৩৭) সূত্র দ্বারা নকারের লোপ হওয়ার পরেই অকারান্ত কিন্তু ধাতুপাঠে

'হন্' ধাতু অকারান্ত নয়; সেইজন্য 'ল' স্থানিক সার্বধাতুক 'তস্ ও থস্' প্রত্যয় অকারান্তের পরে থাকিলেও অনুদাত্ত হয় না। যথা—

হতো বৃত্রাণ্যার্য্যা হতো দাসানি সৎপতী

হতো বিশ্বা অপ দ্বিষঃ॥ (ঋ. ৬।৬০।৬)

হথো অপ্রতি। (তৈ. সং. ৩।২।১১।৩)

'চানশ্' প্রত্যয় 'ল' কারের স্থানে হয় না; কিন্তু উহা একটি স্বতন্ত্র প্রত্যয়⁺; সেইজন্য ঐরূপ প্রত্যয় পরে থাকিলে সার্বধাতুক হইলেও লকারের স্থানে না হওয়ায় উহা অনুদাত্ত হইবে না। যথা—

আহুতিং জুষাণঃ। (তৈ. সং ১।৮।১।১)

জুষাণো অগ্নিঃ। (তৈঃ ব্রা. ৩।৫।৬।১)

ইত্যাদি স্থলে 'জুষ্'* ধাতুটি অনুদাত্তেৎ হইলেও উহার পরবর্ত্তী 'ল' স্থানিক সার্বধাতুক না থাকায় উহা অনুদাত্ত নয়, কিন্তু 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্রদ্বারা অন্তোদাত্ত। 'তুদাদিভ্যঃ শঃ' (পা. ৩।১।৭৭) অনুসারে মধ্যে 'শ' বিকরণ আসিলেও ছান্দস বিধি অনুসারে উহার লোপ হইয়া যায়।

⁺ তাচ্ছিল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্ (পা. ৩।২।১২৯) এই সূত্রের দ্বারা 'চানশ্' প্রত্যয়—শীল, বয়স ও শক্তির দ্যোতন করিবার জন্য ধাতুর উত্তরে হইয়া থাকে। ইহার 'শ্' ইৎ যায় বলিয়া ইহা একটি সার্বধাতুক প্রত্যয়— তিঙ্ শিৎ সার্বধাতুকম্ (পা. ৩।৪।১১৩)।

* জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ—তুদাদিগণীয় আত্মনেপদী ধাতু, ইহার অনুদাত্ত ঈকারের ইৎ হওয়ায় ইহা অনুদাত্তেৎ।

৯৮ 'বিদ্ বিচারণে' 'ঞি ইন্ধী দীপ্তৌ' ও 'খিদ দৈন্যে' ইহাদের পরবর্ত্তী 'ল'স্থানিক সার্বধাতুক অনুদাত্ত হয় না।[৯৮] যথা— 'ইন্ধেরাজা' 'বিন্দীত', 'খিন্দীত' ইত্যাদি।

ইন্ধে রাজা সমর্যো নমোভিঃ। (ঋ. ৭।৮।১)

৯৯ 'সিচ্' অন্তে থাকিলে, উহার আদিস্বর বিকল্পে উদাত্ত হইবে।[৯৯] যথা—

যাসিষ্টং* বর্ত্তিরশ্বিনা। (ঋ. ৭।৪০।৫)

১০০ ইট্‌বিশিষ্ট 'থল্' প্রত্যয় অন্তে থাকিলে, ইট্, অন্ত ও আদিস্বর বিকল্পে পর্য্যায়ে উদাত্ত হইবে। একসঙ্গে হইবে না। আর যখন ঐ তিনটি উদাত্ত হইবে না, তখন 'লিতি' অনুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর উদাত্ত হইবে।[১০০] যথা—

৯৮ বা—'বিদীন্ধিখিদিভ্যো নেতি বক্তব্যম্' 'বিদীন্ধিখিদিভ্যশ্চ লসার্বধাতুকমনুদাত্তং ন'। (মহাভাষ্য ৬।১।১৬১)

৯৯ আদিঃ সিচোঽন্যতরস্যাম্। (পা. ৬।১।১৮৭)
সিজন্তস্যাদিরুদাত্তো বা স্যাৎ।

* যা প্রাপণে – 'লুঙ্' ইহার স্থানে 'থস্' এর 'তম্' 'চ্লি লুঙি' (পা. ৩।১।৪৩) অনুসারে চ্লি, 'চ্লেঃ সিচ্' (পা. ৩।১।৪৪) অনুসারে চ্লিস্থানে সিচ্, 'যমরমনমাতাং সক্ চ' (পা. ৭।২।৭৩ —'ইট্' ও 'সক্' 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' (পা. ৬।৪।৭৫)—ইহার দ্বারা অট্ এর অভাব। ইহা আদ্যুদাত্তের অভাবের উদাহরণ। আদ্যুদাত্ত হইয়াছে—এইরূপ স্থল অন্বেষ্টব্য।

১০০ থলি চ সেটীডন্তো বা। (পা ৬।১।১৯৬)
ইড্‌বতি থলন্তে পদে ইট্, অন্তঃ, আদিশ্চ, ইতি ত্রয় উদাত্তাঃ। যদা নৈতে ত্রয়স্তদা 'লিতি' ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমুদাত্তং স্যাৎ। 'লুলবিথ' অত্র চত্বারোঽপি পর্য্যায়েণ উদাত্তাঃ।

লুলবিথ।

এস্থলে পর্য্যায়ে চারিটি স্বরই যথাক্রমে উদাত্ত হইবে। যখন 'লু' এর উকার উদাত্ত হইবে, তখন অপর তিনটি স্বর অনুদাত্ত, আর যখন লকারের অকার উদাত্ত তখন অপর তিনটি স্বর অনুদাত্ত, যখন 'ব' এর ইকার উদাত্ত, তখন অপর তিনটি স্বর অনুদাত্ত, এবং যখন থকারের অকার উদাত্ত, তখন অপর তিনটি স্বর অনুদাত্ত; এইভাবে পর্য্যায়ে চারিটি স্বর উদাত্ত হইবে। এইরূপ—

অগ্নে পুরো রুরোজিথ (তৈ. সং ২।৬।১১।৪)

উদারিথ। (তৈ. সং ৪।৬।৫।৪)

ইত্যাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে।

১০১ 'র'কারেৎসংজ্ঞক প্রত্যয় যাহার অন্তে থাকে, এইরূপ পদে উপোত্তম অর্থাৎ দুইটির অধিক স্বরবিশিষ্ট পদে অন্তের পূর্বস্বর উদাত্ত হইবে।[১০১] যথা—

যদাহবনীয়ে জুহ্বতি (তৈ. ব্রা. ১।১।১০।৬)

দিদৃক্ষেণ্যো দর্শনীয়ো ভবতি। (তৈ. ব্রা. ২।৭।৯।৪)

আঙ্‌পূর্বক হু ধাতুর উত্তরে 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' (পা. ৩।৩।১১৩) সূত্রদ্বারা অধিকরণে 'অনীয়র্' প্রত্যয় করিলে, যাহাতে হোম করা হয় এইরূপ অর্থে, আহবনীয় অগ্নির বোধ হইয়া থাকে। আর তৃপ্তি করা অর্থে হু ধাতুর উত্তরে কর্ম্মে 'অনীয়র্' প্রত্যয় করিলে, যাহাকে

---

১০১ উপোত্তমং রিতি। (পা. ৬।১।২১৭)
রিৎ প্রত্যয়ান্তস্য উপোত্তমমুদাত্তং স্যাৎ।

তৃপ্ত করা হয়, ঐরূপ অর্থেও আহবনীয় অগ্নিরই বোধ হয়। 'অনীয়র্' প্রত্যয়ে 'র্' ইৎ যায় বলিয়া 'আহবনীয়ে' পদে অন্ত্যস্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর 'নী' এর ঈকার উদাত্ত হয় এবং আঙ্ এর সহিত আহবনীয় পদটির 'কুগতিপ্রাদয়ঃ' (পা. ২।২।১৮) এই সূত্রানুসারে গতি সমাস হইলে 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' (পা. ৬।২।১৩৯) সূত্রানুসারে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বর অর্থাৎ সমাসের পূর্ব্বে উত্তর পদে যে স্বর ছিল তাহাই হয়। সুতরাং 'নী' শব্দ উদাত্তই থাকিল।

ইতি প্রত্যয়স্বর—প্রকরণ সমাপ্ত।

সমাস স্বর

১০১ সমাসের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়।[১০১] যথা—

(ক) যজ্ঞশ্রিয়ং নূমাদনম্। (ঋ. ১।৪।৯)

(খ) হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্। (ঋ. ১।১২।২)

'যজ্ঞশ্রিয়ম্' ইহার উদাহরণ। এস্থলে 'যজ্ঞস্য শ্রীঃ'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া ষষ্ঠী সমাস করিলে 'যজ্ঞশ্রীঃ' পদটি নিষ্পন্ন হয়। ঐ পদে ঈকার—এই অন্ত্যস্বরটি উদাত্ত হইয়া যায়। ইহার উত্তরে যখন দ্বিতীয়ার একবচনে 'অম্' বিভক্তি আসে, তখন 'যজ্ঞশ্রী অম্' এইরূপ অবস্থায় 'অচিশ্নুধাতুভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ' (পা. ৬।৪।৭৭) সূত্র অনুসারে শ্রীশব্দের ঈকারের স্থানে 'ইয়ঙ্' আদেশ হইলে, উহার কেবল 'ইয়্' মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 'স্থানেঽন্তরতমঃ' (পা. ১।১।৫০) অনুসারে আন্তরতম্যবশতঃ ঈকারের স্থানে আদেশস্বরূপ 'ইয়্' এর ইকারও উদাত্ত হইয়া যায়। আর 'অম্' এই সুপ্ বিভক্তিটির অকার 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত। এইরূপ 'যজ্ঞশ্রিয়ম্'—এই পদে উদাত্ত-ইকারের পরে বিদ্যমান অনুদাত্ত-অকার 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) অনুসারে স্বরিত হয় এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে অনুদাত্ত হইলে 'য' ও 'জ্ঞ' এই দুইটি বর্ণের দুইটি অকার অনুদাত্ত হইয়া যায়।

(খ) 'পুরুপ্রিয়ম্'—ইহার উদাহরণ। 'পুরূণাং বহূনাং প্রিয়ম্'

১০১ সমাসস্য (পা. ৬।১।২২৩)। সমাসস্য অন্ত উদাত্তো ভবতি।

—অনেকের প্রিয়—এই অর্থে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিলে 'পুরুপ্রিয়ঃ' পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। এস্থলে এই বিধি অনুসারে অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া যায় এবং সেই উদাত্ত অন্ত্যস্বর ব্যতীত অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলে 'পুরুপ্রিয়ঃ' পদে তিনটি অনুদাত্ত আর একটি উদাত্ত। 'পুরুপ্রিয়ম্' ইহার দ্বিতীয়ার রূপ। 'পুরুপ্রিয়' শব্দের উত্তরে দ্বিতীয়ার একবচনে 'অম্' বিভক্তি আসে, সেই 'অম্' বিভক্তির অকার পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে অনুদাত্ত এবং 'পুরুপ্রিয়+অম্' এইরূপ অবস্থায় 'অমি (পা. ৬।১।১০৭) অনুসারে 'অম্' এর অকারের পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ পূর্ব্ব অকারের ন্যায় রূপ হইলে 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫) অনুসারে—'পুরুপ্রিয়' শব্দের অন্ত্য উদাত্ত অকার এবং 'অম্' এর অনুদাত্ত অকার—দুইটির স্থানে একটি উদাত্ত অকার আদেশ হইলে 'পুরুপ্রিয়ম্' এইরূপ প্রয়োগের সিদ্ধি হইয়া থাকে। সংহিতায় স্বরিতের পরে থাকার ফলে পূর্ব্ব দুইটি অনুদাত্তের একশ্রুতি বা প্রচয় হয় এবং তৃতীয় অনুদাত্তটির পরে উদাত্ত আছে বলিয়া 'উদাত্তস্বরিতপরস্য সন্নতরঃ' (পা. ১।২।৪০) অনুসারে উহা সন্নতর অর্থাৎ অনুদাত্ততর হইয়া যায়; সেইজন্য স্বরিত হয় না।

১০২ বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বর হয় অর্থাৎ সমাসের পূর্ব্বে পূর্ব্বপদে যদি উদাত্ত অথবা স্বরিত থাকে, তাহা হইলে সমাসের পরেও তাহাই হইয়া থাকে।[১০২] যথা—

১০২ বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্ (পা. ৬।২।১)। উদাত্তস্বরিতযোগি পূর্ব্বপদং প্রকৃত্যা ভবতি। উদাত্তেত্যাদি কিম্? সর্ব্বানুদাত্তপূর্বপদে সমাসান্তো-দাত্তত্বমেব যথা স্যাৎ সমপাদঃ।

(ক) সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। (ঋ. ১।১।৫)

(খ) হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ। (ঋ. ১।৩৬।১০)

(ক) 'চিত্রশ্রবস্তমঃ' এ স্থলে 'চিত্র' শব্দটির অন্ত্যস্বর 'ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ' (১) এই ফিট্ সূত্র অনুসারে উদাত্ত। 'শ্রবস্' শব্দটি 'শ্রূয়তে ইতি' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'শ্রু' ধাতুর উত্তরে 'সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্' অনুসারে অসুন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'চিত্র' শব্দের সহিত 'শ্রবস্' শব্দের 'চিত্রং শ্রবঃ যস্য'—বিবিধ প্রকার কীর্ত্তি যাহার—এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস করিলে, 'চিত্রশ্রবঃ' এই পদটির পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বর হইয়া যায়। ফলে সমাস হওয়ার পূর্ব্বে পূর্ব্বপদে যে স্বর ছিল, তাহাই সমাস করার পরেও হইবে। সমাস করার পূর্ব্বে 'চিত্র' শব্দটি অন্তোদাত্ত, সুতরাং সমাস করার পরেও তাহাই থাকিবে; সেইজন্য 'চিত্রশ্রবঃ' পদটি মধ্যোদাত্ত অর্থাৎ উহার 'ত্র' এর অকার উদাত্ত আর অবশিষ্ট স্বরগুলি 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে অনুদাত্ত। এই 'চিত্রশ্রবস্' শব্দের উত্তরে আতিশয্য বুঝাইলে 'অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ' (পা. ৫।৩।৫৫) সূত্র অনুসারে 'তমপ্' প্রত্যয় হয়। ইহার 'প্' ইৎ যায় বলিয়া 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে 'তম'—অনুদাত্ত; সুতরাং 'চিত্রশ্রবস্তমঃ' —এই পদটিতে 'ত্র' এর উদাত্ত-অকার ব্যতীত সব স্বরগুলিই অনুদাত্ত। আর উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) অনুসারে স্বরিত এবং স্বরিতের পরবর্ত্তী যতগুলি অনুদাত্ত আছে সবগুলিরই একশ্রুতি বা প্রচয়

'স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্' (পা. ১।২।৩৯) অনুসারে হইয়া থাকে। এইজন্য 'চিত্রশ্রবস্তমঃ'—এই পদটিতে 'ত্র' এই উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত হয় এবং উহার পরবর্ত্তী সব অনুদাত্ত গুলির প্রচয় হইয়া যায়।

(খ) 'হিরণ্যহস্তঃ'—হিরণ্যৌ হিরণ্যময়ৌ হস্তৌ যস্য—সুবর্ণময় হস্ত যাহার—এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস করিলে সমাসের পূর্ব্বে 'হিরণ্য' এই পূর্ব্বপদটির যাহা ছিল, তাহাই হইবে। 'হিরণ্য' শব্দটি 'হর্যগতিকান্ত্যোঃ'—এই ধাতুর উত্তরে 'হর্যতেঃ কন্যন্ হির চ' (উ. ৭৩২) সূত্র অনুসারে 'কন্যন্' প্রত্যয় ও ধাতুর 'হির' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হয়। প্রত্যয়ের 'ক্' ও 'ন্' এর ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'অন্য' থাকে। 'হর্য্ অন্য' এই অবস্থায় 'হর্য্' এর 'হির' আদেশ করিলে 'হির অন্য' এইপ্রকার হইলে 'অতো গুণে' (পা. ৬।১।৯৭) অনুসারে অ+অ=অ হইয়া যায়। পরে 'ন'কারের স্থানে মূর্ধন্য করিলে 'হিরণ্য' শব্দটির সিদ্ধি হইয়া থাকে। 'কন্যন্' প্রত্যয়ের 'ন্' ইৎ যায় বলিয়া 'হিরণ্য' শব্দ 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) অনুসারে আদ্যুদাত্ত। অথবা 'নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য' (ফি. ২৬) এই সূত্র অনুসারে উহা আদ্যুদাত্ত। এইবার 'হিরণ্যৌ হস্তৌ যস্য'—এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস করার পর 'হিরণ্যহস্তঃ' এই পদটিতে পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে, পূর্ব্বপদ—হিরণ্য শব্দের আদিস্বর উদাত্তই হইবে। উদাত্ত ব্যতীত অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত এবং উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত আর স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্তগুলির প্রচয় হইয়া যায়।

এস্থলে লক্ষণীয় এই যে সমাসের পূর্ব্বে পূর্ব্বপদে যদি উদাত্ত অথবা স্বরিত থাকে সেই উদাত্ত অথবা স্বরিতই পূর্ব্বপদ প্রকৃতি

স্বররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু যে স্থলে সমাসের পূর্ব্বে পূর্ব্বপদে উদাত্ত অথবা স্বরিত থাকে না, কেবল অনুদাত্ত থাকে, তাহার পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বর হইবে না। যেমন 'সমপাদঃ' এস্থলে 'সমৌ পাদৌ যস্য'—সমান পা যাহার—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিলে, সমাসের পূর্ব্বে সম শব্দটি 'তত্ত্বসমসিমেত্যনুচ্চানি' (৭৮) এই ফিট্ সূত্র অনুসারে সর্ব্বানুদাত্ত, সুতরাং সমাস করার পরে এস্থলে পূর্ব্বপদ প্রকৃতির স্বর হইবে না। 'সমাসস্য' (পা. ৬।১।১২৩) এই সাধারণ সূত্র অনুসারে 'সমপাদঃ'—পদটির অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইবে।

১০৩। 'ইব' শব্দের সহিত সমাস, বিভক্তির অলোপ ও পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হয়।[১০৩] যথা—

জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকম্। (ঋ. ৬।৭৫।১)

এস্থলে 'জীমূতস্যেব'—ইহা সমাসঘটিত পদ। 'জের্মূট্ চোদাত্তঃ' (৩৭৮) এই উণাদি সূত্র অনুসারে 'জি জয়ে'—ধাতুর উত্তরে 'ক্ত' প্রত্যয়, 'মূট্' আগম, ধাতুর দীর্ঘ, ও আগমের উদাত্তত্ব বিহিত হইয়াছে ; সেইজন্য 'জীমূত' শব্দটি মধ্যোদাত্ত। এই জীমূত শব্দের সহিত 'ইব' শব্দের সমাস হইলে 'জীমূত' শব্দের পরবর্ত্তী যে 'স্য' বিভক্তি, ইহার 'সুপো ধাতুপ্রতিপদিকয়োঃ' (পা. ২।৪।৭১) অনুসারে লোপ প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু উহার অভাব-বিধান করার ফলে লোপ হইবে না। আর 'জীমূতস্য' এই পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'মূ' এর উকার উদাত্ত উচ্চারিত হইবে।

১০৩ ইবেন সমাসো বিভক্ত্যলোপঃ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চ বক্তব্যম্ (বা)

'ইব' শব্দের সহিত সমাস-বিধান না করিলেও চলে, কারণ 'সহ সুপা' (পা. ২।১।৪) এই সূত্রটির যোগ-বিভাগ করিয়াই এস্থলে সমাস হইতে পারে। কেবল বিভক্তির লোপের অভাব ও পূর্বপদ-প্রকৃতিস্বর বিহিত হইয়াছে। কতকগুলি অভীষ্ট প্রয়োগের সিদ্ধির জন্যই যোগবিভাগ করা হয়; সেইজন্য এইরূপ সমাস অনিত্য—কোন স্থলে হয় এবং কোন স্থলে হয় না। তৈত্তিরীয় শাখায় এইরূপ ক্ষেত্রে সমাস হয় না, যথা—

'জীমূতস্যেব ভবতি' তৈ. সং ৪।৬।৬।১

ইত্যাদি স্থলে সমাস না করিয়া পাঠ করা হয়, ফলে অবগ্রহ—'জীমূতস্য ইব'—এইরূপ পৃথক্ করিয়া পাঠ করা হয় না। 'উদ্বাহুরিব বামনঃ'—ইত্যাদি লৌকিক প্রয়োগেও সমাস করা হয় না।

বহ্বৃচ শাখার বৈদিকগণ এইরূপ স্থলে সমাস করিয়াই পাঠ করেন। আর পদকারগণ পৃথক্ রূপে পদ পাঠ করিয়া অবগ্রহ করিয়া থাকেন। 'ইব' শব্দের সহিত সমাস করিয়া বিভক্তির লোপ না করার অপর একটি নিদর্শন হইল এই—

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।

(ঋ. ১।৪।১)

ইহাতে 'সুদুঘামিব'—এইটি হইল ইহার উদাহরণ। 'সুষ্ঠু দুগ্ধে'—সুন্দরভাবে দোহন করা যায়—এই অর্থে 'দুহ্' ধাতুর উত্তরে 'দুহঃ কব্ ঘশ্চ' (পা. ৩।২।৭০) এই সূত্র অনুসারে 'কপ্' প্রত্যয় ও ধাতুর হকারের স্থানে 'ঘ'কার করার পরে স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয় করিলে, 'কপ্' প্রত্যয়ের অকারটি পিত্ত্ববশতঃ অনুদাত্ত এবং 'টাপ্' প্রত্যয়ের

আকারও পিত্ত্ববশতঃ অনুদাত্ত। অনুদাত্ত অকার ও অনুদাত্ত আকার—উভয়ের স্থানে যে দীর্ঘ একাদেশ হইবে, তাহাও অনুদাত্ত; সুতরাং 'হুহ্' ধাতুর উকারটিই 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) অনুসারে উদাত্ত হইবে। এইবার 'সু' শব্দের সহিত 'কুগতি প্রাদয়ঃ' (পা. ২।২।১৮) অনুসারে গতি সমাস করিলে 'সুহুঘা'—এই পদটিতে 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' অনুসারে উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর হইবে, ফলে 'হুঘা'—এই উত্তরপদের উকারটি উদাত্ত। এই 'সুহুঘাম্' পদের সহিত 'ইব' শব্দের সমাস হইলে 'অম্'—বিভক্তির লোপ হইবে না এবং পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হইবে। ফলে 'সুহুঘাম্'—এই পদে যেরূপ স্বর আছে সেইরূপ স্বরই 'সুহুঘামিব'—এই পদেও থাকে। পদকারগণ 'সুহুঘাম্ ইব' এইভাবে পৃথক্ করিয়া পাঠ করেন। 'ঘা' এর অনুদাত্ত আকারটি উদাত্তের পরে আছে বলিয়া স্বরিত, আর উহার পরবর্ত্তী অনুদাত্ত-গুলির প্রচয় হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ ঋঙ্ মন্ত্রটি এইরূপ—

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুহুঘামিব গোহুহে।

জুহূমসি দ্যবিদ্যবি।

১০৪ তুল্যার্থবাচক, তৃতীয়ান্ত, সপ্তম্যন্ত, উপমানবাচক, অব্যয়, দ্বিতীয়ান্ত এবং কৃত্যপ্রত্যয়ান্ত শব্দ পূর্বপদে থাকিতে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, এইরূপ তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদপ্রকৃতি-স্বর হইয়া থাকে।[১০৪] যথা—

---

১০৪ তৎপুরুষে তুল্যার্থতৃতীয়াসপ্তম্যুপমানাব্যয়দ্বিতীয়া কৃত্যাঃ (৬।২।২)। তুল্যার্থাদীনি সপ্ত পূর্ব্বাদীনি প্রকৃতিস্বরাণি ভবন্তি।

(ক) তুল্যশ্বেতঃ
(খ) কিরিকাণঃ
(গ) মন্দয়ৎসখম্ (ঋ. ১।৪।৭)
(ঘ) শস্ত্রীশ্যামা
(ঙ) অব্রাহ্মণশ্চ প্রশ্নমেয়াতাম্ (তৈ. সং ২।৫।১১।৯)
(চ) মুহূর্ত্তসুখম্
(ছ) ভোজ্যোষ্ণম্

(ক) তুলয়া সম্মিতঃ—তুলা (দাড়িপাল্লা) দ্বারা মাপা—এই অর্থে 'নৌবযোধর্ম'* (পা. ৪।৪।৯৭) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'তুলা' শব্দের উত্তরে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'তুল্য' শব্দটির সিদ্ধি হয়। এই তুল্য শব্দটি 'যতোঽনাবঃ' (পা. ৬।১।২১৮) অনুসারে আদ্যুদাত্ত। ইহার সহিত শ্বেত শব্দের কর্মধারয় সমাস করিলে 'তুল্যশ্বেতঃ'—এই পদটি পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে আদ্যুদাত্ত। ইহাতে 'কৃত্যতুল্যাখ্যা অজাত্যা' (পা. ২।১।৬৮) অনুসারে কর্মধারয় সমাস হয়।

(খ) কিরিনা কাণঃ—'কিরিকাণঃ' ইহাতে 'তৃতীয়া তৎকৃতার্থেন-গুণবচনেন' (পা. ২।১।৩০) এই সূত্র অনুসারে তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। 'কিরি' শব্দটি 'কৄ' ধাতুর উত্তরে 'কৄ-গৄ-সৄ-পৄ-কুটি-মিদি-চ্ছিদিভ্যশ্চ' (উ. ৫৯২) উণাদিসূত্র অনুসারে 'ই' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হয়; সেইজন্য এই শব্দটি অন্তোদাত্ত। তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস করার পরেও 'কিরিকাণঃ'—এই পদে পূর্বপদপ্রকৃতি স্বর হওয়ার ফলে 'কিরি' শব্দের অন্তোদাত্তত্বই উচ্চারিত হইবে।

---

* নৌবয়োধর্মবিষমূলমূলসীতাতুলাভ্যস্তার্যতুল্যপ্রাপ্যবধ্যানাম্যসমসমিত-সম্মিতেষু।

(গ) 'মন্দয়ৎসখম্'—'মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু' ধাতুর ই-কারটির ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হয় বলিয়া ইহা ইদিৎ, এই ইদিৎ 'মদ্' ধাতুর উত্তরে 'ণিচ্' প্রত্যয় করিলে 'মদ্ ই' এই অবস্থায় 'ইদিতো নুম্ ধাতোঃ' (পা. ৭।১-৫৮) অনুসারে 'নুম্' করার পর 'মন্দ্ ই' এইরূপ স্থিতি হয়। ণিচ্-প্রত্যয়ান্ত 'মন্দি' ধাতুর উত্তরে 'শতৃ'-প্রত্যয় আসিলে 'মন্দি অৎ' এইরূপ অবস্থায় 'শতৃ'-প্রত্যয়টি শকারেৎসংজ্ঞক বলিয়া 'তিঙ্শিৎসার্বধাতুকম্' (পা. ৩।৪।১১৩) অনুসারে সার্বধাতুক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বেদে কার্য্য অনুসারে সার্বধাতুক ও আর্ধধাতুক—দুইটিই হইতে পারে—'ছন্দস্যুভয়থা' (পা. ৩।৪।১১৭)। এস্থলে 'শপ্' বিকরণটি যাহাতে না আসে সেইজন্য 'শতৃ'-প্রত্যয়ের আর্ধধাতুক সংজ্ঞা করা হয়। সার্বধাতুক সংজ্ঞা না হওয়ার ফলে 'শপ্' আসিতে পারে না; সুতরাং এক্ষেত্রে 'তাস্যনুদাত্তেন্ঙিদদুপদেশাল্লসার্বধাতুক-মনুদাত্তমহ্নি‍ঙোঃ' (পা. ৬।১।১৮৬) অনুসারে 'শতৃ'—এই ল-স্থানিক সার্বধাতুকের, অদুপেদেশের পরে না থাকায়, অনুদাত্ত হইল না। কিন্তু 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) অনুসারে 'অৎ'-এর আকারটি উদাত্ত। এইবার 'মন্দি অৎ' এইরূপ অবস্থায় 'সার্বধাতুকার্ধ-ধাতুকয়োঃ' (পা. ৭।৩।৮৪) অনুসারে ই-কারের এ-কার গুণ করিলে 'মন্দে অৎ' হয়, পরে 'এচোঽয়বায়াবঃ' (পা. ৩।১।৭৮) অনুসারে এ-কারের স্থানে 'অয়্' আদেশ করিলে 'মন্দয়ৎ' পদটির সিদ্ধি হয়। তাহা হইলে 'শতৃ'-প্রত্যয়ান্ত 'মন্দয়ৎ' পদটি যে অন্তোদাত্ত—ইহা জ্ঞাত হইল। এই 'মন্দয়ৎ' পদের সহিত 'সখা' পদের সপ্তমী তৎপুরুষ হইয়া থাকে—'মন্দয়তি' ইন্দ্রে সখা ইতি মন্দয়ৎসখম্—ভক্তগণকে যিনি আনন্দ-প্রদান করেন এইরূপ ইন্দ্রের প্রতি সখাস্বরূপ যে সোম। এক্ষেত্রে 'সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ' (পা. ২।১।৪০)

সূত্রের যোগবিভাগ+ করিয়া 'সপ্তমী' এই অংশের দ্বারা সপ্তমী-তৎপুরুষ হয়। তাহার পর 'রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্' (পা. ৫।৪।৯১) সূত্র অনুসারে 'টচ্' প্রত্যয় করিলে অ-কারান্ত 'মন্দয়ৎসখম্' পদটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'মন্দয়ৎ' পদের 'য়'-এর অ-কার উদাত্ত হইবে। অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত এবং উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত স্বরিত। আর স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের একশ্রুতি বা প্রচয় হইয়া থাকে।

(ঘ) শস্ত্রীশ্যামা—এস্থলে 'শস্ত্রী ইব শ্যামা'—এইরূপ 'উপমানানি সামান্যবচনৈঃ' (পা. ২।১।৫৫) অনুসারে উপমান-তৎপুরুষ করিলে 'শস্ত্রীশ্যামা' পদটির সিদ্ধি হয়। ইহাতে 'শস্ত্রী' পদটি 'ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ' (পা. ৪।১।৪১) অনুসারে ঙীষ্-প্রত্যয়ান্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত। এই পূর্বপদের অন্তোদাত্তত্বই এক্ষেত্রে প্রকৃতিস্বরের দ্বারা উচ্চারিত হইবে।

(ঙ) 'অব্রাহ্মণঃ'—এই পদটিতে নঞ্তৎপুরুষ হইয়াছে—ন-ব্রাহ্মণঃ অ-ব্রাহ্মণঃ। 'নঞ্' এই অব্যয়টি 'নিপাতাঃ আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮০) অনুসারে উদাত্ত। 'নঞ্' এই পদটি অব্যয় ও নিপাত—দুই-ই। সমাস করিলে 'নলোপো নঞঃ' (পা. ৬।৩।৭৩) অনুসারে

+ কতকগুলি অভীষ্ট প্রয়োগের সিদ্ধি করিবার জন্য যোগ ভাগ করা হয়। যোগ শব্দের অর্থ—সূত্র, আর যোগবিভাগের অর্থ—সূত্র বিভাগ। 'সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ' এই সূত্রটিকে বিভক্ত করিলে 'সপ্তমী' ও 'শৌণ্ডৈঃ'—দুইটি সূত্র হইয়া থাকে। 'মন্দয়ৎ' শব্দটির শৌণ্ডাদিগণে পাঠ নাই বলিয়া যোগ বিভাগ করা হইয়াছে; ফলে গণে পাঠ না থাকিলেও 'সপ্তমী'—এই সূত্রের দ্বারা তৎপুরুষ হইবে।

'ন্'-এর লোপ হইলে 'অ' অবশিষ্ট থাকে। এই 'অ' উদাত্ত; সুতরাং প্রকৃতিস্বরের দ্বারা, তাহাই উচ্চারিত হইবে। 'অ-ব্রাহ্মণঃ'—এস্থলে অ-কার উদাত্ত হইলে অবশিষ্ট স্বরগুলি পূর্বোক্ত বিধি-অনুসারে অনুদাত্ত এবং উদাত্তের পরবর্তী 'ব্রা'-এর আকার স্বরিত, আর এই স্বরিতের পরবর্তী দুইটি প্রচয়।

(চ) মুহূর্ত্তংসুখম্—মুহূর্ত্তসুখম্। এস্থলে 'কালাধ্বনোরত্যন্ত সংযোগে' (পা. ২।৩।৫) অনুসারে 'মুহূর্ত্তম্' পদে দ্বিতীয়া হইয়াছে আর 'অত্যন্তসংযোগে চ' (পা. ২।১।২৯) অনুসারে দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ হইয়াছে। 'মুহূর্ত্ত' শব্দটি পৃষোদরাদিগণে (পা. ৬।৩।১০৯) অন্তোদাত্ত পঠিত হওয়ায়, ইহা অন্তোদাত্ত। সমাস করার পরে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হইলে উহাই থাকিবে।

(ছ) 'ভোজ্য' শব্দটি ণ্যৎ-প্রত্যয়ান্ত বলিয়া 'তিৎস্বরিতম্' (পা. ৬।১।১৮৫) অনুসারে স্বরিতান্ত অর্থাৎ 'জ্য'-এর অকার-স্বরিত। ভোজ্য ও উষ্ণ পদের 'কৃত্যতুল্যাখ্যা অজাত্যা' (পা. ২।১।৬৮) এই সূত্র অনুসারে কর্মধারয়-তৎপুরুষ সমাস হইলে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরের দ্বারা 'ভোজ্য' পদের অন্ত্যস্বরিতই উচ্চারিত হইবে।

এস্থলে লক্ষণীয় যে অব্যয়ের তৎপুরুষ বলিতে কেবল নঞ্, কু ও নিপাত—এই তিনটিরই তৎপুরুষ বলিতে হইবে। অন্য কোন অব্যয়ের সহিত তৎপুরুষ সমাস হইলে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হইবে না। কারণ বার্ত্তিককার পরিগণন করিয়াছেন—'অব্যয়ে নঞ্কুপনিপাতানাম্'। এইজন্য 'স্নাত্বাকালকঃ'—ইত্যাদি প্রয়োগে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হয় না।

ইহা 'সমাসস্য' (পা. ৬।১।২২৩) এই সাধারণ বিধির অপবাদ-স্বরূপ বাধক; সুতরাং প্রত্যেকটি উদাহরণেই সাধারণ বিধি-অনুসারে অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল।

১০৫ 'এত' শব্দ ব্যতীত যদি বর্ণবাচক শব্দ উত্তরপদে থাকে, তাহা হইলে বর্ণবাচক পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হয় তৎপুরুষসমাসে।[১০৫] যথা—

(ক) 'অরুণবভ্রুঃ'। (তৈ. সং ৫।৬।১১।১)

(খ) 'ধূম্রলোহিতঃ'। (তৈ. সং ৫।৬।১১।১)

(ক) (খ) 'অর্তেশ্চিচ্চ' (উ. ৩৪৭) এই উণাদিসূত্র অনুসারে 'ঋ' ধাতুর উত্তরে 'উনন্' প্রত্যয় ও উহাকে 'চিৎ' করিলে 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) অনুসারে 'অরুণঃ' পদটি অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে। আর 'ধূম্র' শব্দটিও 'ফিষোঽন্তোদাত্তঃ' (ফি. ১) অনুসারে অন্তোদাত্ত। অন্তোদাত্ত 'অরুণ' ও 'ধূম্র' পদের সহিত যথাক্রমে 'বভ্রু' ও 'লোহিত' শব্দের 'বর্ণো বর্ণেন' (পা. ২।১।৬৯) সূত্র অনুসারে তৎপুরুষ সমাস করার পর 'সমাসস্য' (পা. ৬।১।১২৩) অনুসারে সমাসবদ্ধ 'অরুণবভ্রুঃ' ও 'ধূম্রলোহিতঃ' পদদ্বয়ে অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া এই বিশেষবিধি অনুসারে পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হয় অর্থাৎ সমাস হওয়ার পূর্বে 'অরুণ' ও 'ধূম্র'—এই দুইটি পদই যেমন অন্তোদাত্ত ছিল, সমাস করার পরেও তাহাই হইবে। সেই-জন্য 'অরুণবভ্রুঃ' ও 'ধূম্রলোহিতঃ'—এই দুইটি পদেই 'ণ' ও 'ম্র' এর অকার উদাত্ত আর অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত। 'ব' এর অনুদাত্ত অকার ও 'লো' এর অনুদাত্ত ওকার উদাত্তের

১০৫ বর্ণো বর্ণেষ্বনেতে (পা. ৬।২।৩) বর্ণবাচিনি উত্তরপদে এত-বর্জিতে, বর্ণবাচি পূর্বপদং প্রকৃতিস্বরং ভবতি।

পরে আছে বলিয়া স্বরিত এবং স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের একশ্রুতি বা প্রচয় হইয়া যায়।

'এত' এই বর্ণবাচক শব্দটি যদি উত্তরপদে থাকে, তাহা পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হয় না, যথা—

'কৃষ্ণৈতায় স্বাহা'। (তৈ. সং ৭।৩।১৭।১)

ইত্যাদি স্থলে 'এত' শব্দ উত্তরপদে থাকায়, পূর্বপদপ্রকৃতি স্বর হয় নাই; কিন্তু 'সমাসস্য' (পা. ৬।১।১২৩) এই সামান্য বিধি অনুসারে 'কৃষ্ণৈত'—এই শব্দটির অন্ত্যস্বরই উদাত্ত হইয়াছে। 'এত' শব্দের অর্থ শবল অর্থাৎ চিত্রবর্ণ।

১০৬ ঐশ্বর্য্যবাচক পতি শব্দ পরে থাকিলে, তৎপুরুষসমাসে পূর্ব-পদের প্রকৃতিস্বর হয়,[১০৬] যথা—

(ক) 'দমূনা গৃহপতির্দমে'। (ঋ. ১।৪০।৪)

(খ) 'প্রজাপতি র্মহ্যমেতা ররাণঃ'। (ঋ. ১০।১৬৯।৪)

(ক) 'গ্রহ উপাদানে'—এই ধাতুর উত্তরে 'গেহেঃ কঃ' (পা. ৩।১।১৪৪) সূত্র অনুসারে কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক' প্রত্যয় করিয়া 'লশক্কতদ্ধিতে' (পা ১।৩।৮) অনুসারে 'ক্' এর ইৎ সংজ্ঞা ও 'তস্য লোপঃ' (পা. ১।৩।৯) অনুসারে লোপ হইলে 'গ্রহ্ অ' এইরূপ অবস্থায় 'গ্রহিজ্যাবয়িব্যধি'* (পা. ৬।১।১৬) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে রকারের স্থানে ঋকার (সম্প্রসারণ) এবং 'সম্প্র-

১০৬ পত্যাবৈশ্বর্যে (পা. ৬।২।১৮)। ঐশ্বর্য্যবাচিনি পতিশব্দে পরতঃ তৎপুরুষে পূর্বপদং প্রকৃতিস্বরং ভবতি।

* গ্রহিজ্যাবয়িব্যধিবষ্টিবিচতিবৃশ্চতিপৃচ্ছতিভৃজ্জতীনাং ঙিতি চ।

সারণাচ্চ' (পা. ৬।১।১০৮) সূত্র অনুসারে রকারের পরবর্ত্তী অকারের পূর্বরূপ অর্থাৎ ঋকারেরই মত রূপ হইলে 'গৃহ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। পরে 'গৃহস্য পতিঃ'—'গৃহপতিঃ'—এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিলে 'গৃহপতিঃ' পদটির নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে সমাস করিবার পূর্বে 'গৃহ' শব্দটি 'ক' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত। কারণ 'ক' প্রত্যয়ের অকার —'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) অনুসারে উদাত্ত। এই অন্তোদাত্ত 'গৃহ' শব্দের সহিত ঐশ্বর্য্য-বাচক 'পতি'শব্দের তৎপুরুষ সমাস করার পর 'সমাসস্য' (পা. ৬।১।১২৩) এই সামান্য বিধি অনুসারে 'গৃহপতি' শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু এই বিশেষ বিধি অনুসারে উহা বাধিত হওয়ায় এইস্থলে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হয়। সমাস হওয়ার পূর্বে 'গৃহ' শব্দটি অন্তোদাত্ত ছিল, সমাসের পরেও তাহাই থাকিবে। সুতরাং 'গৃহপতিঃ' পদে 'হ' এর অকার উদাত্ত ও অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত। এইভাবে যথাক্রমে অনুদাত্ত, উদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় হইয়া থাকে।

(খ) 'প্রজাপতিঃ'—এই পদটিতে 'প্রজায়াঃ পতিঃ-'প্রজাপতিঃ' —এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ হইয়া থাকে। এস্থলে 'প্রজা' এই পূর্ব পদটি 'প্র' উপসর্গপূর্বক 'জন্' ধাতুর উত্তরে 'উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াম্' (পা. ৩।২।৯৯) অনুসারে 'ড' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ড' এর 'চুটূ' (পা. ১।৩।৭) অনুসারে ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হইলে 'প্র জন্ অ' এইরূপ অবস্থায় 'টেঃ' (পা. ৬।৪।১৪৩) সূত্র অনুসারে টিসংজ্ঞক 'অন্' ভাগের লোপ হইলে 'প্রজ' হইয়া থাকে। পরে জনতা অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে 'অজাদ্যতষ্টাপ্' (পা. ২।২।৩৩) অনুসারে 'টাপ্' প্রত্যয় করিলে

'প্রজা' পদটির সিদ্ধি হয়। 'ড' প্রত্যয়ের আবার 'আত্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) অনুসারে উদাত্ত এবং 'টাপ্' প্রত্যয়ের আকার 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত। এই উদাত্ত অকার ও অনুদাত্ত আকারের স্থানে দীর্ঘএকাদেশ করিলে 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' (পা. ৮।২।৫) অনুসারে উহা উদাত্ত, সেইজন্য 'প্রজা' শব্দটি অন্তোদাত্ত। 'প্রজা' শব্দেও 'কুগতিপ্রাদয়ঃ' (পা. ২।২।১৮) এই সমাস হইয়াছে বলিয়া 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' (পা. ৬।২।১৩৯) অনুসারে উহাতে উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরই শ্রুত হইল। এই অন্তোদাত্ত 'প্রজা' পদের সহিত ঐশ্বর্য্যবাচক 'পতি' শব্দের সমাস করার পরও পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হওয়ায় 'প্রজা' পদের অন্তোদাত্তই থাকিল; সুতরাং 'প্রজাপতিঃ' পদে পূর্বোক্তবিধি অনুসারে যথাক্রমে একটি অনুদাত্ত, একটি উদাত্ত একটি স্বরিত ও একটি প্রচয় উচ্চারিত হইয়া থাকে।

ঐশ্বর্য্যবাচক 'পতি' শব্দ উত্তরপদে না থাকিয়া যদি স্বামীবাচক পতি শব্দ পরে থাকে তাহা হইলে সেক্ষেত্রে পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হয় না। যথা—'বৃষলীপতিঃ' এস্থলে 'পতি' শব্দটি স্বামীবাচক ; ঐশ্বর্য্যবাচক নয় ; সেইজন্য উহার পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হয় না।

১০৭ ভূ, বাক্, চিৎ, দিধিষূ—এই শব্দগুলির পরে ঐশ্বর্য্যবাচক পতিশব্দ থাকিলেও পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হয় না,[১০৭] যথা—

---

১০৭ ন ভূবাক্চিদ্দিধিষূ (পা. ৬।২।১৯) ঐশ্বর্য্যবাচক পতি শব্দ উত্তর পদে তৎপুরুষসমাসে ভূ, বাক্, চিৎ, দিধিষূ-ইত্যেতানি পূর্বপদানি প্রকৃতিস্বরাণি ন ভবন্তি। ভূ, বাক্ চিৎ, দিধিষূশব্দেভ্যঃ পরত ঐশ্বর্য্যবাচকপতিশব্দে প্রকৃতিস্বরো ন ভবতি।

ভূপতিঃ, বাক্‌পতিঃ, চিৎপতিঃ, দিধিষূপতিঃ।

'ভূপতয়ে স্বাহা' (তৈ. সং ২।৬।৬।৩) এস্থলে

পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর নিষিদ্ধ হওয়ায় 'সমাসস্য' (পা ৬।১।১২৩) অনুসারে অন্তোদাত্ত হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু ব্যত্যয়ের* দ্বারা পূর্বপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

'চিৎপতিস্ত্বাপুনাতু' (তৈ. সং ১।২।১।২)

'বাক্‌পতিস্ত্বা পুনাতু' (তৈ. সং ১।২।১।২)

'অরাধ্যৈ দিধিষূপতিম্' (তৈ. ব্রা. ৩।৪।৪।১)

ইত্যাদি স্থলেও ব্যত্যয়ের দ্বারা উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

১০৮ ভুবন শব্দের পরে যদি ঐশ্বর্য্যবাচক পতিশব্দ থাকে, উহার পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর বিকল্পে হইয়া থাকে ;[১০৮] যথা—

'অহং ভুবনপতিঃ' (তৈ. ব্রা. ৩।১।৬।১)

'ভুবন' শব্দটি 'ভূ সূ ধূ ভ্রস্জিভ্যশ্ছন্দসি' (উ. ২।৪৭) এই

* ব্যত্যয় অর্থে বিপর্য্যয় বুঝায়। বেদে এইরূপ ব্যত্যয় অনেক স্থলেই দেখা যায়। কোন সূত্রের কোন বিধান প্রাপ্ত না থাকিলে, সেক্ষেত্রে ব্যত্যয় হইয়া থাকে।

১০৮ বা ভুবনম্ (বা.)। ঐশ্বর্য্যবাচকে পতিশব্দে পরতো ভুবনশব্দো বিকল্পেন প্রকৃতিস্বরো ভবতি।

উণাদিসূত্র অনুসারে 'ক্যুন্'† প্রত্যয়ান্ত। 'ক্যুন্' এর 'ক্' ও 'ন্' ইৎ যায়, সেইজন্য ইহা 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) অনুসারে আদ্যুদাত্ত।

১০৯ দ্বিগু সমাসে ইগন্ত শব্দ (ই, উ, ঋ, ঌ—যাহার অন্তে আছে) কালবাচক শব্দ, কপাল, ভগাল অথবা শরাব শব্দ উত্তরপদে থাকিলে, পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হয়।[১০৯] যথা—

পঞ্চারত্নিং তস্মৈ বৃশ্চেৎ। (তৈ. ব্রা. ৬।৩।৩।৫)

ইত্যাদিস্থলে পঞ্চ অরত্নয়ঃ প্রমাণমস্য—পাঁচ অরত্নি প্রমাণ যাহার —এই অর্থে মাত্রচ্ প্রত্যয় করিবার ইচ্ছা থাকিলে 'তদ্ধিতার্থোত্তর-পদসমাহারে চ' (পা. ২।১।৫১)—সূত্র অনুসারে তদ্ধিতার্থে দ্বিগু সমাস হইলে 'প্রমাণে দ্বয়সজ্দঘ্নঞ্মাত্রচঃ' (পা. ৫।২।৩৭) অনুসারে পঞ্চারত্নি শব্দের উত্তরে মাত্রচ্ প্রত্যয় আসে; কিন্তু 'প্রমাণে লো দ্বিগোর্নিত্যম্' (বা. ৫।২।৩)—এই বার্তিক অনুসারে উহার লোপ হইলে 'পঞ্চারত্নিঃ' পদটি সিদ্ধ হয়। এইরূপ দ্বিগু সমাসে ইগন্ত (ইকারান্ত) থাকায়, পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'পঞ্চারত্নিঃ' পদটি আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে—সমাস হওয়ার পূর্বে পঞ্চন্ শব্দটি নকারান্ত সংখ্যাবাচক বলিয়া 'ন্র সংখ্যায়াঃ' (ফি. ২৮) এই ফিট্

---

† 'ক্যুন্' এর 'ক্' ও 'ন্' ইৎ গেলে, 'যু' থাকে। এই 'যু' এর স্থানে 'যুবোরনাকৌ' (পা. ৭।১।১) অনুসারে 'অন' আদেশ হইলে 'ভূ+অন' এইরূপ অবস্থায় 'অচিশ্নুধাতুভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ' (পা. ৬।৪।৭৭) অনুসারে উকারের উবঙ্ (উব্) আদেশ হইলে 'ভুবন' শব্দটির সিদ্ধি হইয়া থাকে।

১০৯ ইগন্তকালকপালভগালশরাবেষু দ্বিগৌ (পা. ৬।২।২৯) দ্বিগৌ পূর্ব-পদং প্রকৃতিস্বরং ভবতি ; ইগন্তে উত্তরপদে কালবাচিনি কপালাদিষু চ।

সূত্র অনুসারে আত্মাদাত্ত ; সুতরাং সমাস হওয়ার পরেও তাহাই থাকে।

কালবাচক উত্তরপদের উদাহরণ যথা—

'পঞ্চমাস্যঃ' 'পঞ্চবর্ষঃ' ইত্যাদি।

'পঞ্চমাসান্ ভূতো ভাবী বা'—পাঁচ মাসে যাহা হইয়াছে বা হইবে—এই অর্থে দ্বিগু সমাস করার পর 'পঞ্চমাস' শব্দের পরে 'তমধীষ্টো ভৃতো ভূতো ভাবী' (পা. ৫।১।৮০) ইহার অধিকারে 'দ্বিগোর্যপ্' (পা. ৫।৪।৮১)-সূত্র অনুসারে 'যপ্' প্রত্যয় করিলে 'পঞ্চমাস্যঃ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এইপ্রকার 'পঞ্চ বর্ষান্ ভূতো ভাবী বা'—পাঁচ বর্ষে যাহা হইয়াছে বা হইবে—এই অর্থে দ্বিগু সমাস করিয়া 'পঞ্চবর্ষ' শব্দের উত্তরে 'চিত্তবতি নিত্যম্' (পা. ৬।১।৮৯) সূত্র অনুসারে যে 'ঠঞ্' প্রত্যয় হয়, সেই 'ঠঞ্' প্রত্যয়ের আবার 'বর্ষাল্লুক্' (পা. ৫।১।৮৮) সূত্র অনুসারে লুক্ অর্থাৎ লোপ হইলে 'পঞ্চবর্ষঃ'—এইরূপ পদের সিদ্ধি হয়। পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে, এই দুইটি শব্দই আত্মাদাত্ত।

কপাল প্রভৃতি উত্তরপদে থাকার উদাহরণ যথা—

(ক) 'পঞ্চকপালম্'

(খ) 'দশভগালম্'

(গ) 'পঞ্চশরাবমোদনম্' (তৈ. ব্রা. ৩।৭।১৮)

(ক) (খ) পঞ্চসু কপালেষু সংস্কৃতম্ পাঁচটি কপালে* যাহার সংস্কার করা হইয়াছে—এই অর্থে তদ্ধিতার্থে দ্বিগুসমাস করার পর 'সংস্কৃতং ভক্ষাঃ' (পা. ৪।২।১৬) অনুসারে 'অণ্' প্রত্যয়

* শ্রৌতযাগে পুরোডাশ পাক করিবার জন্ম ছোট ছোট মাটির খোলা।

হইয়া থাকে এবং সেই 'অণ্' প্রত্যয়ের 'দ্বিগোর্লুগনপত্যে' (পা. ৪।১।৮৮) সূত্র অনুসারে লুক্ (লোপ) হইলে 'পঞ্চকপালম্' পদটি নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ 'দশভগালম্' পদেরও সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই দুইটি পদেই পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে আদ্যুদাত্ত শ্রুত হয়।

(গ) 'পঞ্চসু শরাবেষু উদ্ধৃতম্'—পাঁচটি খুরিতে উদ্ধৃত যাহা এইরূপ ওদন। এই অর্থে তদ্ধিতার্থে দ্বিগুসমাস হইলে 'তত্রোদ্ধৃতমমত্রেভ্যঃ' (পা. ৪।২।৭৪) সূত্র অনুসারে 'পঞ্চশরাব' শব্দের উত্তরে 'অণ্' প্রত্যয় হয় এবং সেই 'অণ্' প্রত্যয়টির 'দ্বিগোর্লুগনপত্যে' (পা. ৪।১।৮৮) সূত্র অনুসারে লুক্ (লোপ) হইলে 'পঞ্চশরাবম্' —এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। ইহাতে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে 'পঞ্চন্' শব্দটি নকারান্ত সংখ্যাবাচক বলিয়া আদ্যুদাত্ত; সুতরাং সমাস হওয়ার পরেও তাহাই থাকিয়া যায়।*

১১০ কার্ত্তকৌজপাদিগণে পঠিত শব্দগুলির দ্বন্দ্বসমাসে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে,[১১০] যথা—

উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।

নমো ভরন্ত এমসি। (ঋ. ১।২।৭)

---

* 'পুত্রস্তে দশমাস্যঃ' (ঐ. আ, ১।১৩)—এই প্রয়োগে 'দশমাস্য' পদে ছান্দসবিধি অনুসারে ব্যত্যয় করিয়া উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

১১০ কার্ত্তকৌজপাদয়শ্চ (পা. ৬।২।৩৭)। এষু দ্বন্দ্বেষু পূর্বপদং প্রকৃতিস্বরং ভবতি।

এই ঋঙ্‌মন্ত্রে 'দোষাবস্তঃ' পদটি ইহার উদাহরণ। 'দোষা' শব্দ রাত্রিবাচক এবং 'বস্তর্' শব্দ দিনবাচক—ঐ দুইটির দ্বন্দ্ব সমাস করিলে এই বিধি অনুসারে উহা পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হইয়া যায়। 'দোষা' শব্দটি নিপাত বলিয়া 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮০) অনুসারে আদ্যুদাত্ত, সমাস হওয়ার পরেও তাহাই থাকে। সুতরাং 'দো' এর ওকার উদাত্ত আর অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত। 'ষা' এর আকার উদাত্তের পরে আছে বলিয়া স্বরিত এবং স্বরিতের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের প্রচয়; সেইজন্য যথাক্রমে উদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় বুঝিতে হইবে।

১১১ কুরুগার্হপতম্, রিক্তগুরুঃ, অসূতজরতী, অশ্লীলদৃঢ়রূপা, পারেবড়বা, তৈতিলকদ্রুঃ, পণ্যকম্বলঃ এইগুলির এবং দাসী-ভারাদিগণে পঠিত শব্দগুলির পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে,[১১১] যথা—

'কু'প্রত্যয়ান্ত 'কুরু' শব্দটি অন্তোদাত্ত; সুতরাং 'কুরুগার্হপতম্' —এইপদেও পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'কুরু'—এই পূর্বপদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

এক্ষেত্রে বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—'কুরুবৃজ্যোর্গার্হপত ইতি-বক্তব্যম্'—কুরু ও বৃজী শব্দের পরে গার্হপত শব্দ থাকিলে, উহাদের সমাসে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হয়—এইরূপ বলা উচিত। ইহাতে 'বৃজীগার্হপতম্'—এই পদেও পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হয়। 'বৃজী' শব্দটি ইন্ প্রত্যয়ান্ত বলিয়া আদ্যুদাত্ত।

১১১ কুরুগার্হপতরিক্তগুর্বসূতজরত্যশ্লীলদৃঢ়রূপাপারেবডবাতৈতিলকদ্রূঃ পণ্যকম্বলো দাসীভারাণাঞ্চ (পা. ৬।২।৪২)। কুরুগার্হপত—ইত্যাদীনাং সপ্তানাং দাসীভারাদেশ্চ পূর্বপদং প্রকৃতিস্বরং ভবতি।

'রিক্ত' শব্দটি 'রিক্তে বিভাষা' (পা. ৬।১।২০৮) অনুসারে আদ্যুদাত্ত। এই 'রিক্ত' ও 'গুরু' দুইটির কর্মধারয় সমাস করিলেও আদ্যুদাত্তই থাকিবে।

অসূতা ও অশ্লীলা* এই দুইটিও নঞ্ সমাস ঘটিত বলিয়া আদ্যুদাত্ত।

'পারেবড়বা'—ইহাতে নিপাতনে ইবার্থে সমাস ও বিভক্তির অলুক্ হইয়াছে। 'পার' শব্দটি ঘৃতাদিগণে পঠিত হওয়ায় ঘৃতাদীনাঞ্চ (২১) অনুসারে অন্তোদাত্ত।

'তৈতিলকদ্রুঃ'—'তিল' শব্দের উত্তরে মত্বর্থে 'ইনি' প্রত্যয় করিয়া 'তিলিন্' শব্দ সিদ্ধ হয়। ইহা পৃষোদরাদি গণে পঠিত হওয়ায় 'তি' শব্দের দ্বিত্ব হইলে 'তিতিলিন্' হইয়া থাকে। অপত্য অর্থে উহার পরে 'অণ্' প্রত্যয় করিলে 'তৈতিল' পদের সিদ্ধি হয়। 'অণ্' প্রত্যয়ান্ত 'তৈতিল' শব্দটি অন্তোদাত্ত।

'পণ্যকম্বলঃ'—বার্ত্তিককার বলিয়াছেন 'পণ্যকম্বলঃ সংজ্ঞায়াম্'—সংজ্ঞার প্রতীতি হইলেই পণ্যকম্বল শব্দটি পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হইবে; সংজ্ঞা ব্যতীত অন্যক্ষেত্রে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হইবে না। 'পণ্য' শব্দটি যৎপ্রত্যয়ান্ত বলিয়া 'যতোঽনাবঃ' (পা. ৬।১।২১৩) অনুসারে আদ্যুদাত্ত, সুতরাং সংজ্ঞা বুঝাইলে 'পণ্যকম্বলঃ'—এই পদটি আদ্যুদাত্ত হইবে আর সংজ্ঞা না বুঝাইলে 'পণ্যহস্তী'—ইত্যাদি স্থলে আদ্যুদাত্ত হইবে না।

'দাসীভারঃ'—'দন্স্' ধাতুর উত্তরে 'দসেষ্টটনৌ ন আ চ'

* নাস্তি শ্রীর্যস্য—এই অর্থে শ্রী শব্দের সিধ্মাদিগণে পঠিত হওয়ায় 'সিধ্মাদিভ্যশ্চ' (পা: ৬।২।৯৭) অনুসারে 'লচ্' প্রত্যয় এবং 'কপিলকাদীনাঞ্চ' (বা. ৮।২।১৮) অনুসারে রকারের লকার হইলে অশ্লীলঃ হয়।

(উ. ৬৯৮) এই সূত্র অনুসারে 'ট' প্রত্যয় ও নকারের আকার করিয়া 'দাস' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। স্ত্রীলিঙ্গে 'টিড্ডাণঞ্' (পা. ৪।১।১৫) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা 'ঙীপ্' প্রত্যয় করিলে (দাস+ঈ) এই অবস্থায় (যস্যেতি চ) (পা. ৬।৪।১৪৮) অনুসারে অকারের লোপ করার পর 'দাসী' শব্দটির সিদ্ধি হয়। এস্থলে 'ট' প্রত্যয়ান্ত 'দাস' শব্দ অন্তোদাত্ত। ঙীপ্'এর ঈকার অনুদাত্ত—এই অনুদাত্ত পরে থাকিতে উদাত্ত অকারের লোপ করা হইয়াছে বলিয়া 'অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ' (পা. ৬।১।১৬১) অনুসারে ঈকারটি উদাত্ত; সুতরাং 'দাস্যা ভারঃ' দাসীর ভার—এই অর্থে তৎপুরুষসমাস করিলে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'দাসী' শব্দের ঈকারটিই উদাত্ত হইবে।

এস্থলে ইহা লক্ষণীয় যে, যেক্ষেত্রে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর অভিপ্রেত, কিন্তু কোন বিশেষ বিধি না থাকায় তাহা হইতে পারে না, সেইরূপ সমাসযুক্ত পদগুলির দাসীভারাদিগণে পাঠের কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। অনেক বৈদিক পদের দাসী-ভারাদিগণে পাঠ-কল্পনা করিয়া পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরের বিধান করা হইয়াছে। যথা—

(ক) ওষধীঃ প্রতিমোদধ্বং পুষ্পবতীঃ প্রসূবরীঃ।

(ঋ. ১০।৯৭।৩)

(খ) স রায়ে স পুরন্ধ্যাম্। (ঋ. ১।৫।৩)

(গ) চন্দ্রমা মনসো জাতঃ

চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত। (ঋ. ১০।৯০।১৩)

(ক) 'উষ দাহে'—এই ধাতুর উত্তরে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'ওষ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'ঘঞ্' এর 'ঞ্' ইৎ যায় বলিয়া ইহা 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) সূত্র অনুসারে আত্মদাত্ত। 'ওষঃ ধীয়তেঽস্যাম্'—এই অর্থে 'ওষ'পূর্বক ধা ধাতুর উত্তরে 'কর্মণ্যধিকরণে চ' (পা. ৩।৩।৯৩) অনুসারে 'কি' প্রত্যয় করিয়া 'ওষ ধা ই' এই অবস্থায় 'আতো লোপ ইটি চ' (পা ৩।২।৬৪) সূত্রের দ্বারা 'ধা' ধাতুর আকারের লোপ করিলে 'ওষধিঃ' পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'ও'কারের উদাত্তত্বই শ্রুত হইবে। অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত এবং উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত হইলে 'ওষধিঃ' এইরূপ হইয়া থাকে।

(খ) 'পুরং শরীরং ধীয়তেঽস্যাম্'—এই অর্থে 'পুরম্' উপপদ* পূর্বে থাকিতে 'ধা' ধাতুর উত্তরে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে 'কি' প্রত্যয় করিলে 'পুরন্ধি' শব্দটির সিদ্ধি হইয়া থাকে। 'পুরম্'— এই শব্দের বিভক্তির ছান্দস বিধি অনুসারে লোপ হয় না। এস্থলে 'পুরম্'– এই পদটি 'নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য' (ফি. ২৬) এই ফিট্‌সূত্র অনুসারে আত্মদাত্ত; সেইজন্য উপপদ সমাস হওয়ার পরেও পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হয় বলিয়া আত্মদাত্তই থাকিবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় 'পুরন্ধিঃ' পদে উদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় হইয়া থাকে। ঋঙ্‌মন্ত্রে 'পুরন্ধ্যাম্'—ইহা সপ্তমীর একবচনের রূপ।

---

* 'কর্মণ্যধিকরণে চ' (পা. ৩।৩।৯৩) এই সূত্রে যে 'কর্মণি' ও 'অধিকরণে' এইরূপ সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা বোধিত, তাহাই উপপদ। দ্রষ্টব্য—'তত্রোপপদং সপ্তমীস্থম্' (পা. ৩।১।৯২)

(গ) 'চন্দ্র ইতি রজতনাম স ইব মীয়তে'—চন্দ্রের অর্থ রজত, ইহার ন্যায় উজ্জ্বল—এই অর্থে 'চন্দ্র' উপপদ থাকিতে 'মাঙ্ মানে'—এই ধাতুর উত্তরে 'চন্দ্রে মো ডিৎ' (উ. ৩৭৭) এই উণাদি সূত্র অনুসারে 'অস্' প্রত্যয় এবং সেই 'অস্' প্রত্যয়টিকে 'ডিৎ' বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেইজন্য 'চন্দ্র মা অস্' এই অবস্থায় 'টেঃ' (পা. ৬।৪।১৪৩) অনুসারে 'মা' এর আকারের লোপ হইলে 'চন্দ্রমস্' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার প্রথমার একবচনে 'চন্দ্রমাঃ'—এইরূপ পদ হয়। 'চন্দ্র' শব্দটি 'চদি আহ্লাদে'—এই ধাতুর উত্তরে 'স্ফায়ি তঞ্চি বঞ্চি' (উ. ১৭৮) সূত্রের দ্বারা 'রক্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উহা অন্তোদাত্ত। উপপদ সমাস হওয়ার পরেও পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হইলে 'চন্দ্রমাঃ—এই পদে 'ন্দ্র' এর অকার উদাত্তই হইবে আর অন্যান্য স্বরগুলি অনুদাত্ত হইলে অনুদাত্ত, উদাত্ত ও অনুদাত্ত—এইরূপ স্বরের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

১১২ সমাসের দ্বারা যদি পরিত্যাগ করা হইয়াছে—এইরূপ না বুঝায়, তাহা হইলে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দ পরে থাকিতে দ্বিতীয়ান্ত পূর্বপদের প্রকৃতি স্বর হয়,[১১২] যথা ;—

'অগ্নিরথোষধীরন্তর্গতা দহতি' (তৈ. সং ১।৫।৯।১) ইত্যাদি

স্থলে 'অম্' ধাতুর উত্তরে 'তন্' প্রত্যয় করিয়া 'অন্ত' শব্দ সিদ্ধ হয় বলিয়া ইহা আদ্যুদাত্ত। এই আদ্যুদাত্ত 'অন্ত' শব্দের সহিত 'গত'-এই 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের 'অন্তং গতা'—অন্তগতা

১১২ অহীনে দ্বিতীয়া (পা. ৬।২।৪৭) অহীনবাচিনি সমাসে ক্তান্তে পরে দ্বিতীয়ান্তং প্রকৃত্যা ভবতি যথা ; 'গ্রামগত' ইত্যাদি। 'দ্বিতীয়ানুপসর্গে ইতি বক্তব্যম্'।

—এইরূপ 'দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ' (পা. ২।১।২৪) এই সূত্র অনুসারে দ্বিতীয়া তৎপুরুষসমাস হইলে পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হইয়া যায় ফলে 'অন্তগতা'—এই পদটিরও আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে।

কান্তারমতীতঃ কান্তারাতীতঃ ইত্যাদি স্থলে কান্তার-অরণ্যকে পরিত্যাগ করিয়াছে—এইরূপ প্রতীতি হওয়ায় পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হয় না।

বার্ত্তিককার কাত্যায়নের মতে 'দ্বিতীয়ানুপসর্গে' এইরূপ সূত্র করা উচিত; সেইজন্য 'সুখপ্রাপ্ত'—ইত্যাদি স্থলে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দের পূর্বে উপসর্গ আছে বলিয়া পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হয় না।

১১৩ তৃতীয়ান্ত পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হয়, যদি কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দ উত্তরপদে থাকে,[১১৩] যথা ;—

(ক) 'বরুণগৃহীতং বা এতৎ (তৈ. ব্রা. ১।৬।৫।৫)

(খ) 'নখনির্ভিন্নম্' (তৈ. সং ১।৮।৯।১)

(গ) 'ত্বোতাসো মঘবন্নিন্দ্র বিপ্রাঃ' (ঋ. ৪।২৯।৫)

(ক) 'বরুণগৃহীতম্'—ইহার উদাহরণ। 'কৃ বৃ দারিভ্য উনন্' (উ, ৩৪০) এই উণাদিসূত্র অনুসারে 'বৃ' ধাতুর উত্তরে 'উনন্' প্রত্যয় করিলে 'বরুণ' শব্দটির সিদ্ধি হইয়া থাকে। 'উনন্'

১১৩ তৃতীয়া কর্মণি (পা. ৬।২।৪৮) কর্মবাচকে ক্তান্তে পরে তৃতীয়ান্তং পূর্বপদং প্রকৃতিস্বরং ভবতি।

প্রত্যয়ের 'ন্' ইৎ যায়; সেইজন্য 'বরুণ' শব্দটি 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) অনুসারে আদ্যুদাত্ত। 'গ্রহ' ধাতুর উত্তরে কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'গৃহীতম্' পদটির সিদ্ধি হয়। আদ্যুদাত্ত 'বরুণ' শব্দের সহিত 'গৃহীতম্'—এই পদের 'বরুণেন গৃহীতম্' এইরূপ তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইলে 'বরুণগৃহীতম্' পদটিও আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে।

(খ) 'নখনির্ভিন্নম্'—এস্থলে 'নাস্য খমস্তি'—যাহার শূন্য নাই—এইরূপ অর্থে 'নঞ্' এর সহিত বহুব্রীহি সমাস করিলে 'নভ্রান্নপাৎ' (পা. ৬।৩।৭৫) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে 'নঞ্' এর ন-কারের লোপাভাব নিপাতন করিয়া 'নখ' শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। 'নঞ্ সুভ্যাম্' (পা. ৬।২।১৭২) অনুসারে ইহা অন্তোদাত্ত। এই অন্তোদাত্ত 'নখ' শব্দের সহিত 'নির্ভিন্নঃ' এই কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পদের 'কর্তৃকরণে কৃতা বহুলম্' (পা. ২।১।৩২) সূত্রের দ্বারা তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস করিলে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ায় 'নখনির্ভিন্নম্'—এই পদটিতে 'খ' এর অকার উদাত্ত।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'নির্ভিন্নম্' এই পদটি ক্তান্ত নয়, কারণ ভিদ্ ধাতুর উত্তরে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'ভিন্নম্' পদ সিদ্ধ হয়। সুতরাং 'ভিন্নম্' এই পদটি ক্তান্ত। এই 'ভিন্নম্' ও 'নখ' এই তৃতীয়ান্ত পদ—দুইটির মধ্যে 'নির্' উপসর্গের ব্যবধান থাকায় উপর্যুক্ত সূত্র অনুসারে কিরূপে তৃতীয়া সমাস হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদ্যপি 'ভিন্নম্' ওই পদটিই ক্তান্ত তথাপি 'নির্' যুক্ত 'ভিন্নম্'—এইটিকেও ক্তান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়—'কৃদ্গ্রহণে গতিকারক-পূর্বস্যাপি গ্রহণম্'—কোন সূত্রে যদি 'কৃৎ' এর উল্লেখ থাকে, তাহা

হইলে সেক্ষেত্রে গতিপূর্বক ও কারকপূর্বক 'কৃৎ' এরও গ্রহণ হইয়া থাকে। এস্থলে 'নির্' এই গতিপূর্বক 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত 'নির্ভিন্নম্'—এই পদটির সহিত 'নখেন নির্ভিন্নম্' এইরূপ তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস করিতে কোন বাধা নাই।

(গ) ত্বোতাসঃ—ত্বয়া উতাসঃ—তোমা কর্তৃক রক্ষিত—এইরূপ তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস করিলে 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ' (পা. ৭।২।৯৮) সূত্র অনুসারে 'যুষ্মদ্' শব্দের ম-পর্যন্ত অংশের 'ত্ব' আদেশ হইলে 'ত্বদ্' এইরূপ অবস্থায় ছান্দসবিধি অনুসারে 'দ্' এর লোপ হইয়া যায়। 'যুষ্মদ্' শব্দটি 'ফিষোঽন্তোদাত্তঃ' (ফি. ১) এই ফিট্ সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত। রক্ষণার্থক 'অব্' ধাতুর উত্তরে কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'উত' পদটি নিষ্পন্ন হয় কারণ 'অব্ ত' এই অবস্থায় 'জ্বরত্বরশ্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ' (পা. ৬।৪।২০)—এই সূত্র অনুসারে 'অব্' এর 'অ' ও 'ব্' এর স্থানে 'উঠ্' আদেশ ও 'ঠ্' এর ইৎ হইলে 'উত' এইরূপ শব্দের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই 'উত' শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'জস্' বিভক্তি আসিলে 'উত অস্' এইরূপ অবস্থায় 'আজ্জসেরসুক্' অনুসারে 'অসুক্' আগম হইলে 'উত+অস্অস্' এইরূপ হওয়ার পর দুইটি অকারের দীর্ঘ এবং 'স্' এর রুত্ব-বিসর্গের দ্বারা 'উতাসঃ' পদ সিদ্ধ হয়। এইবার 'ত্বয়া উতাসঃ'—এইরূপ তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস করিলে 'ত্বোতাসঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'ত্ব' এর অকার উদাত্ত। 'ত্ব+উতাসঃ' এইরূপ অবস্থায় উদাত্ত অকার ও অনুদাত্ত উকার—দুইটির স্থানে 'একাদেশ উদাত্তেনোদাত্তঃ' অনুসারে একটি উদাত্ত ওকার গুণ আদেশ হইয়া যায়, পরে অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত এবং উদাত্তের পরবর্তী অনুদাত্তের স্বরিত হইয়া থাকে।

রথেন যাতঃ—রথযাতঃ ইত্যাদিস্থলে 'ক্ত' প্রত্যয় কর্মবাচ্যে

হয় নাই ; কিন্তু কর্তৃবাচ্যে হইয়াছে ; সেইজন্য পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হইবে না।

১১৪ কর্ম অর্থে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দ পরে থাকিতে অব্যবহিত গতির প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে। ইহা 'থাথঘঞ্' (পা. ৩৷২৷১৪৪) ইত্যাদি সূত্রের অপবাদরূপে বাধক।[১১৪] যথা ;—

(ক) 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' (ঋ. ১৷১৷১)

(খ) 'শার্যাতস্য প্রভৃতা যেষু মন্দসে' (ঋ ১৷৫১৷১২)

(ক) 'পুরোহিতম্'—ইহার উদাহরণ। ইহাতে 'পুরস্' শব্দটি 'পূর্ব' শব্দের উত্তরে 'পূর্বাধরাবরানামসিপুরধবশ্চৈষাম্' (পা. ৫৷৩৷৩৯) অনুসারে 'অস্' প্রত্যয় এবং 'পূর্ব' শব্দের স্থানে 'পুর্' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'অস্' এর অকারটি 'আদ্যুদাত্তশ্চ' অনুসারে উদাত্ত ; সেইজন্য 'পুরস্' শব্দটি অন্তোদাত্ত। 'তদ্ধিতশ্চাসর্ববিভক্তিঃ' (পা. ১৷১৷৩৮) সূত্র অনুসারে ইহা অব্যয় এবং 'পুরোঽব্যয়ম্' (পা. ১৷৪৷৬৭) অনুসারে গতিসংজ্ঞক। এই গতিসংজ্ঞক অন্তোদাত্ত 'পুরস্' শব্দের সহিত কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত 'ধা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'হিত' শব্দের 'কুগতিপ্রাদয়ঃ' (পা. ২৷২৷১৮) অনুসারে সমাস করিলে 'পুরস্ হিতম্' এই অবস্থায় সকারের স্থানে 'রু' ও 'রু' স্থানে উকার করার পর 'আদ্‌গুণঃ' (পা. ৬৷১৷৮৭) অনুসারে ওকার গুণ করিলে 'পুরোহিতম্' পদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে প্রথমে 'সমাসস্য' (পা. ৬৷১৷২৩) অনুসারে

১১৪ গতিরনন্তরঃ (পা. ৬৷২৷৪৯)। কর্মণি ক্তান্তে উত্তরপদে অনন্তরা গতিঃ প্রকৃত্যা ভবতি।

অন্ত্যস্বরের উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া 'তৎপুরুষে তুল্যার্থতৃতীয়া' (পা. ৬।২।২) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হয়। এই পূর্বপদপ্রকৃতি-স্বরকেও বাধ করিয়া 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' (পা. ৬।২।১৩৯) অনুসারে উত্তরপদের প্রকৃতি স্বর প্রাপ্ত হইলে উহাকেও বাধ করিয়া আবার 'থাথঘঞ্' (পা. ৬।২।১৪৪) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু এই বিধিটি থাথঘঞ্ সূত্রের অপবাদ বলিয়া উহাও ইহার দ্বারা বাধিত হওয়ার ফলে, এস্থলে 'হিতম্' এই 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পদের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী 'পুরস্'—এই গতিসংজ্ঞক পদের প্রকৃতিস্বর হইয়া যায় অর্থাৎ সমাস হওয়ার পূর্বে 'পুরস্' এই পদের 'র' এর অকার যেমন উদাত্ত ছিল, সমাসের পরেও তাহাই থাকিবে। পরে 'স্' এর স্থানে 'সসজুষো রুঃ' (পা. ৮।২।৬৬) অনুসারে 'রু' এবং 'রু' এর স্থানে 'হশি চ' (পা. ৬।১।১১৪) অনুসারে উকার হইলে 'পুর উ হিতম্' এইরূপ অবস্থায় 'আদ্গুণঃ' (পা. ৬।১।৮৭) অনুসারে অকার ও উকার মিলিত হইয়া ওকার হইয়া যায়। উদাত্ত অকারের স্থানে জাত যে ওকার, তাহাও আন্তরতম্যবশতঃ উদাত্তই হইয়া থাকে ; সেইজন্য 'পুরো-হিতম্'—এই পদে ওকার উদাত্ত এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত এবং উদাত্ত ওকারের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত 'হি' এর ইকারের স্বরিত আর এই স্বরিতের পরবর্ত্তী 'ত'এর অকার প্রচয় হইয়া যায়। সুতরাং 'পুরোহিতম্' এই পদে যথাক্রমে অনুদাত্ত, উদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় উচ্চারিত হইয়া থাকে।

(খ) প্রভৃতাঃ—এস্থলে 'ভৃঞ্' ধাতুর উত্তরে কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'ভৃতাঃ পদটির সিদ্ধি হয়। পরে 'প্র' এই

গতিসংজ্ঞকপদের সহিত 'কুগতিপ্রাদয়ঃ' (পা. ২।২।১৮) সমাস করিলে পূর্ব্বেরই ন্যায় অন্তোদাত্ত, পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর, উত্তরপদ-প্রকৃতিস্বর ও অন্তোদাত্ত—যথাক্রমে একটিকে বাধ করিয়া অপরটি প্রাপ্ত ছিল, কিন্তু এই বিধির দ্বারা 'থাথঘঞ্' সূত্রের দ্বারা প্রাপ্ত অন্তোদাত্তকে বাধ করিয়া পুনরায় পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে। 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্' (ফি. ৮১) অনুসারে 'প্র' এর অকার উদাত্ত, সমাসের পরেও সেই উদাত্তই শ্রুত হইবে। এইভাবে 'প্রভৃতাঃ'—এই পদে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে উদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয়ের উচ্চারণ হইয়া থাকে।

'অভ্যুদ্ধৃতঃ'—ইত্যাদি স্থলে 'অভি'—এই গতিটি 'হৃতঃ'—এই 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পদের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী নয় বলিয়া উহার প্রকৃতিস্বর হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্বস্যাপি গ্রহণম্'——কৃৎপ্রত্যয়ের গ্রহণ করিয়া কার্য্য বিধান করিলে গতি ও কারক-পূর্বক কৃদন্তেরও গ্রহণ হয়—এই পরিভাষা অনুসারে 'অভি'—এই গতিটির 'উদ্ধৃতঃ'—এই গতিপূর্বক কৃৎপ্রত্যয়ান্তের অব্যবহিত পূর্বে থাকায়, উহার প্রকৃতিস্বর হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে আর 'গতিরনন্তরঃ' (পা. ৬।২।৪৯) এই সূত্রে অনন্তর গ্রহণের কোন সার্থকতা থাকে না, কারণ 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পদের পূর্ববর্ত্তী গতির, গতি ও কারকের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও যদি উক্ত পরিভাষা অনুসারে প্রকৃতিস্বর হয়, তাহা হইলে 'অনন্তর' পদটির গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং এই সূত্রের বিষয়ে উক্ত পরিভাষার প্রবৃত্তি হয় না*—ইহাই বলিতে হইবে।

* 'অনন্তরগ্রহণসামর্থ্যাদেব, কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্বস্যাপীত্যেতন্নাশ্রীয়তে।'—কাশিকা

যে স্থলে কারকের পরে ও কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তের পূর্বে গতি থাকে, সে স্থলে অন্তোদাত্তই হইবে, যেমন 'দূরাদাগতঃ' ইত্যাদি। কারণ 'কারকাদ্ দত্তশ্রুতয়োঃ' (পা. ৬।২।১৪৮) এই সূত্রে 'কারকাৎ' এই পদটির যোগবিভাগ করা হয় এবং উহাতে গতি ও ক্তান্ত পদের অনুবৃত্তি করিলে সূত্রার্থ এইরূপ হইয়া থাকে—কারকের পরে গতিযুক্ত 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পদ অন্তোদাত্ত হয়—এইরূপ যোগবিভাগের দ্বারা 'দূরাদাগতঃ' ইত্যাদি স্থলে অন্তোদাত্তই হইবে। কিন্তু এইরূপ স্থলে অন্তোদাত্তের নিষ্পত্তি 'থাথঘঞ্' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারাও হইতে পারিত, পুনরায় যোগবিভাগের প্রয়োজন কি ?—ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে এই যোগবিভাগের প্রয়োজন হইল নিয়ম করা—কারকের পরেই গতিযুক্ত 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পদ অন্তোদাত্ত হয়, যদি গতির পরে গতিযুক্ত 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পদ থাকে, সে স্থলে অন্তোদাত্ত হইবে না ; সেইজন্য 'বিদ্যুৎসূর্য্যে সমাহিতা' (তৈ. আ. ১।৮।২) ইত্যাদি স্থলে অন্তোদাত্ত হয় না ; কিন্তু 'গতিকারকোপপদাৎকৃৎ' (পা. ৬।২।১৩৯) অনুসারে 'আহিতা' পদের আকার উদাত্ত হইয়া থাকে।

১১৫ নকার ইৎ হইয়াছে যাহার এইরূপ 'তু' শব্দ ব্যতীত যে তকারাদি 'কৃৎ', সেই কৃৎপ্রত্যয়ান্ত যদি উত্তরপদ হয়, তাহা হইলে গতি-পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে।[১১৫] যথা—

(ক) ভীমাসো ন প্রতীতয়ে। (ঋ. ১।৩১।২০)

(খ) বাধস্ব দূরে নিঋ৺তিম্। (ঋ. ১।২৪।৯)

[১১৫] তাদৌ চ নিতি কৃত্যতৌ (পা. ৬।২।৫০) তকারাদৌ নিতি 'তু' শব্দ বর্জিতে কৃতি পরেঽনন্তরো গতিঃ প্রকৃতিস্বরো ভবতি।

(ক) 'ইণ্' ধাতুর পরে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিলে যথাক্রমে ককারের ও নকারের 'লশক্বতদ্ধিতে' (পা. ১।৩।৮) ও 'হলন্ত্যম্' (পা. ১।৩।৩) সূত্র অনুসারে ইৎসংজ্ঞা হওয়ার পর 'তস্য লোপঃ' (পা. ১।৩।৯) অনুসারে উহাদের লোপ হইলে 'ইতি' এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। 'তি'-এই কৃৎ প্রত্যয়টির 'ন্' ইৎ হওয়ায় নিৎ এবং তকারাদিও; সেইজন্য ঐরূপ 'কৃৎ'প্রত্যয়ান্ত 'ইতি' শব্দের সহিত 'কুগতিপ্রাদয়ঃ' (পা. ২।২।১৮) অনুসারে 'প্রতি'—এই গতিটির সমাস করার পর, এই বিধি অনুসারে উহার পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হয়। প্রতি শব্দটি 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' (পা. ১।৪।৫৯) অনুসারে উপসর্গ এবং 'গতিশ্চ' (পা. ১।৪।৬০) অনুসারে গতি-সংজ্ঞকও; সেইজন্য 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্' (ফি. ৮১) অনুসারে উহার আদিস্বর উদাত্ত এবং সমাস করার পরেও 'প্রতীতি' শব্দে সেই উদাত্তই উচ্চারিত হইবে। উদাহৃত ঋগংশে 'প্রতীতয়ে'—ইহা চতুর্থীর একবচনের রূপ। ইহাতে পূর্বোক্তবিধি অনুসারে উদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় হইয়া থাকে।

(খ) 'নির্ঋতিম্'—ইহাতে 'ঋ' ধাতুর উত্তরে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'ঋতি' শব্দটির সিদ্ধি হয়। 'তি' এই 'কৃৎ' প্রত্যয় নিৎ ও তকারাদি; সুতরাং এইরূপ 'কৃৎ' প্রত্যয়ান্ত 'ঋতি' শব্দের সহিত 'নির্' এই গতির সমাস হইলে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে উহার পূর্বের ন্যায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়া যায়। অবশিষ্ট স্বরগুলির অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় যথাযথভাবে পূর্বেরই ন্যায় হইয়া থাকে।

'প্রজল্পাকঃ' ইত্যাদি স্থলে 'ষাকন্' প্রত্যয় হওয়ায় উহা 'নিৎ' হইলেও তকারাদি নয়; সেইজন্য পূর্বপদের প্রকৃতি স্বর হইতে পারে না।

'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত 'প্রকর্ত্তা' ইত্যাদিস্থলে তকারাদি কৃৎ প্রত্যয়ান্ত

হইলেও 'নিৎ' না হওয়ায় এই বিধি অনুসারে গতির পূর্বপদ প্রকৃতি স্বর হয় না।

'তাদৌ চ নিতি কৃত্যতৌ' (পা. ৬।২।৫০) এই সূত্রে 'অতৌ' বলিতে 'তু' শব্দ ব্যতীত অথবা 'তি' শব্দ ব্যতীত ইহা সুনিশ্চিতরূপে বলা কঠিন; কারণ 'তু' ও 'তি'—দুইটি শব্দেরই সপ্তমী বিভক্তির একবচনে 'তৌ' এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং এইপ্রকার সন্দিগ্ধ স্থলে ভাষ্যকার পতঞ্জলির ব্যাখ্যানই বৈয়াকরণদের একমাত্র শরণ। ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত অনুসারেই হরদত্ত মিশ্র বলিয়াছেন যে 'এস্থলে 'তু' শব্দেরই নিষেধ করা হইয়াছে; 'তি' শব্দের নয়* সেইজন্য 'প্রভূতৌ ভূয়াম' (তৈ. সং ১।৩।১৪।৬) ইত্যাদিস্থলে 'ক্তিন্'প্রত্যয়ান্ত 'প্রভূতৌ' পদে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে; কিন্তু 'বিভীয়াদা নিধাতোঃ' (ঋ. ১।৪১।৯) ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিপূর্বক 'ধা' ধাতুর উত্তরে 'সিতনিগমিমসিসচ্যবিধাঞ্ক্রুশিভ্যস্তুন্' (উ. ৭২) এই উণাদি সূত্র অনুসারে 'তুন্' প্রত্যয় করিলে 'নিধাতুঃ' পদটি নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে এই বিধি অনুসারে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হইতে পারে না; সেইজন্য ব্যত্যয়ের দ্বারা আদ্যুদাত্ত করা হইয়াছে।†

এস্থলে 'তাদি' বলিতে 'কৃৎ' এর উপদেশ কালেই তকারাদি বুঝিতে হইবে। অতএব যেক্ষেত্রে 'ইট্' এর আগম হওয়ায়

---

* 'অতৌ, ইতি তুশব্দস্যৈবায়ং পর্য্যুদাসঃ, ন তিশব্দস্য ব্যাখ্যানাৎ' ইতি হরদত্তঃ (পা. ৬।২।৫০).

† ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বম্। 'তাদৌ চ' ইতি গতিস্বরো ন ভবতি, 'অতৌ' ইতি পর্যুদস্তত্বাৎ—সায়ণঃ

তকারাদি থাকে না, সে ক্ষেত্রেও গতির প্রকৃতিস্বর হইতে কোন বাধা নাই। যথা—

'অভিভবিতুম্' (তৈ. সং ৬।৪।১০।১)

ইত্যাদি স্থলে 'ইতুম্' এইরূপ তকারাদি না থাকিলেও পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হয়। 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্' (উ. ৮১) ইহাতে অভির বর্জন থাকায় উহার আদিস্বর উদাত্ত হয় না ; কিন্তু অন্ত্যস্বর 'ভি'-এর ইকার উদাত্ত হয়।

১১৬ তবৈ প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়, এবং উহা পরে থাকিতে অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী গতির প্রকৃতিস্বর হয়—যুগপৎ দুইটি উদাত্তেরই শ্রবণ হইয়া থাকে।[১১৬] যথা—

(ক) তস্মাদগ্নিচিন্নাভিচরিতবৈ। (তৈ. সং ৫।৬।৩।১)

(খ) সূর্য্যায় পন্থামন্বেতবা উ। (ঋ. ১।২৪।৮)

(ক) 'অভিচরিতবৈ'—অভিপূর্বক'চর্' ধাতুর উত্তরে 'কৃত্যার্থে তবৈকেন্কেন্যত্বনঃ' (পা. ৩।৪।১৪) সূত্র অনুসারে ভাববাচ্যে 'তবৈ' প্রত্যয় করিয়া ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে 'তবৈ' প্রত্যয়ের অন্ত্যস্বর উদাত্ত এবং 'অভি' এই গতিটির প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'ভি'এর ইকার উদাত্ত হইয়া যায়। 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্' (ফি ৮১) —এই সূত্রে অভিবর্জিত উপসর্গগুলির আদ্যুদাত্ত হয়—ইহা বলা হইয়াছে ; সেইজন্য 'ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ' (ফি. ১) অনুসারে 'অভি'—এই উপসর্গটির অন্ত্যস্বর—'ভি' এর ইকার উদাত্ত হয়।

১১৬। তবৈ চান্তশ্চ যুগপৎ (পা. ৬।২।৫১)। তবৈপ্রত্যয়ান্তস্য অন্ত উদাত্তো গতিশ্চানন্তরঃ প্রকৃত্যা যুগপচ্চ এতদুভয়ং ভবতি।

(খ) 'অন্বেতবৈ'—অনুপূর্বক 'ইণ্' ধাতুর পরে 'তবৈ' প্রত্যয় হইলে 'অনু ই তবৈ' এই অবস্থায় ইকারের 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (পা. ৭।৩।৮৪) অনুসারে একার গুণ এবং উকারের 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) অনুসারে 'ব্' করিলে 'অন্বেতবৈ' পদটির সিদ্ধি হয়।

ইহাতে এই বিধি অনুসারে 'তবৈ' প্রত্যয়ের অন্ত্যস্বর ও অনু- এই গতিটির আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে।

১১৭ অশ্রূয়মাণ 'কৃৎ' প্রত্যয় অর্থাৎ 'ক্বিন্'* প্রভৃতি প্রত্যয় যেগুলির লোপ হওয়ার ফলে শ্রবণ হয় না, তদন্ত 'অঞ্চ্' ধাতু পরে থাকিলে, 'ইক্' যাহার অন্তে নাই এইরূপ গতির প্রকৃতি-স্বর হয়।[১১৭] যথা—

'পরাঞ্চো হি যন্তি' (তৈ. সং ৩।১।১০।৩)

'প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্' (ঋ. ১।৫০।৫)

পরাঞ্চঃ—'পরা অঞ্চ্ ক্বিন্' এই অবস্থায় 'ক্বিন্' এর লোপ হইলে 'পরা অঞ্চ্' দীর্ঘ হইলে 'পরাঞ্চ্' হইয়া যায়। পরা—এই গতিটির 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্' (ফি.৮১) অনুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে প্রকৃতিস্বর। সুতরাং 'প' 'এর অকার উদাত্ত অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত এবং উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত স্বরিত হইয়া যায়।

১১৭। অনিগন্তোঽঞ্চতাবপ্রত্যয়ে (পা. ৬।২।৫২)। অশ্রূয়মাণঃ প্রত্যয়ঃ অপ্রত্যয়ঃ ক্বিন্নাদিঃ, তদন্তেঽঞ্চতৌ পরে অনিগন্তো গতিঃ প্রকৃতিস্বরো ভবতি।

* ঋত্বিগ্‌দধৃক্‌স্রগ্‌দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজিক্রুঞ্চাঞ্চ (পা. ৩।২।৫৯)

প্রত্যঙ্—ইহাতে ইগন্ত (ই, উ, ঋ, ৯ অন্তে যাহার আছে)—ইকারান্ত 'প্রতি' এই গতিটির প্রকৃতিস্বর হইবে না। প্রতি অঞ্চতীতি প্রত্যঙ্। 'অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ'—এই ধাতুর উত্তরে 'ঋত্বিগ্দধৃক্' (পা. ৩।২।৫৯) অনুসারে 'ক্বিন্' 'অনিদিতাং হল উপধায়াঃ কিঙতি' (পা. ৬।৪।২৪) অনুসারে 'অন্চ্' এর নকার-লোপ, সর্বনামস্থান বিভক্তি পরে থাকিতে পুনরায় 'উগিদচাং সর্বনামস্থানেঽধাতোঃ' (পা. ৭।১।৭০) অনুসারে 'নুম্' ও 'চ্' এর 'সংযোগান্তস্য লোপঃ' (পা. ৮।২।২৩) অনুসারে লোপ হওয়ার পর, 'প্রতি অন্' এইরূপ অবস্থায় 'ক্বিন্ প্রত্যয়স্য কুঃ' (পা ৮।২।৬২) অনুসারে 'ন্' এর স্থানে 'ঙ্' হইয়া যায়। এস্থলে 'প্রতি'—এই গতিটি ইগন্ত বলিয়া এই বিধি অনুসারে উহার প্রকৃতিস্বর হইবে না; কিন্তু 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) অনুসারে ইকারের স্থানে 'য' করার পরে 'প্রত্যঙ্' এই অবস্থায় 'গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ' (পা. ৬।২।১৩৯) অনুসারে অন্ত্যস্বরটি উদাত্ত হইয়া থাকে।* প্রস্কণ্ব ঋষি দৃষ্ট একটি ঋঙ্ মন্ত্রে 'প্রত্যঙ্' পদটির তিনবার প্রয়োগ করা হইয়াছে। যথা—

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্।

প্রত্যঙ্বিশ্বং স্বর্দৃশে। (ঋ. ১।৫০।৫)

'ক্বিন্' প্রভৃতি অশ্রূয়মাণ প্রত্যয় যদি 'অঞ্চ্' ধাতুর পরে থাকে,

* উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে, 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) এই সূত্র অনুসারে 'অঞ্চু' ধাতুর উদাত্ত-অকার'ই সমাস করার পরেও শ্রুত হইবে।

তবেই গতির প্রকৃতিস্বর হইবে, অন্যথা হইবে না। যথা—'তদস্য সমঞ্চনঞ্চ (তৈ. ব্রা. ৩।১১।৭।২) ইত্যাদিস্থলে সম্‌পূর্বক 'অঞ্চ্‌' ধাতুর পরে 'ল্যুট্‌' (অন) হইলে 'সম্‌ অঞ্চ্‌ অন' এইরূপ অবস্থায় 'লিতি (পা. ৬।১।১৯৩) অনুসারে 'অন' এর পূর্ববর্ত্তী 'অঞ্চ্‌' এর অকারটি উদাত্ত হয়; সেই উদাত্তই সমাস হওয়ার পরেও 'গতিকারকোপ-পদাৎ কৃৎ' (পা. ৬।২।১৩৯) অনুসারে থাকিয়া যায়। এস্থলে গতির প্রকৃতিস্বর হয় না। যদি গতির প্রকৃতিস্বর হইত, তাহা হইলে 'সম্‌'এর অকার উদাত্ত উচ্চারিত হইত; কিন্তু কৃদুত্তরপদ—প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'অন' এর পূর্ববর্ত্তী 'অঞ্চ্‌' এর অকার উদাত্ত হইয়া থাকে।

ইহা গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ—এই কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরের ব্যতিক্রম; সেইজন্য যে স্থলে ইহার প্রবৃত্তি হয় না, সেস্থলে কৃদুত্তর-পদপ্রকৃতিস্বরই হইবে।

১১৮ 'নি' ও 'অধি'—এই দুইটি ইগন্ত গতির প্রকৃতিস্বর হয়, যদি 'ক্বিন্‌' প্রভৃতি অশ্রূয়মাণ প্রত্যয়ান্ত অঞ্চ্‌ ধাতু উত্তরপদে থাকে।[১১৮] যথা—

যন্ন্যঞ্চং চিনুয়াৎ (তৈ. সং ৫।৫।৩।২)

ন্যঙ্‌ঙ্‌গ্নিঃ (তৈ. সং ৫।৫।৩।২)

*নীচীরগ্নে অরুষীরজানন্‌ (ঋ. ১।৭৩।১০)

অধ্যঙ্‌

১১৮। ন্যধী চ (পা. ৬।২।৫৩) অপ্রত্যয়ান্তেঽঞ্চতাবিগন্তাবপি ন্যধী প্রকৃত্যা ভবতঃ।

* নিপূর্বক 'অঞ্চ্‌' ধাতুর শেষে ঋত্বিক্‌ (পা. ৩।২।৩৯) ইত্যাদির দ্বারা 'ক্বিন্‌', 'অনিদিতাম্‌' (পা. ৬।৪।২৪) সূত্র অনুসারে 'অন্‌চ্‌' এর নকার লোপ,

ন্যঙ্—'নি+অঙ্' এইরূপ অবস্থায় 'নি'এর ইকার 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্' (ফি. ৮১) অনুসারে উদাত্ত। সমাস হওয়ার পরে এই বিধি অনুসারে প্রকৃতিস্বর হইয়া যায়, ফলে 'নি' এর ইকার উদাত্ত আর—'অঞ্চ্' এর অকারটি 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫) অনুসারে অনুদাত্ত। 'নি' এর উদাত্ত ইকারের স্থানে 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) অনুসারে 'য্' করিলে এই উদাত্তস্থানিক—যকারের পরবর্ত্তী 'অঞ্চ্' এর অনুদাত্ত অকার স্বরিত হইয়া থাকে—'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য' (পা. ৮।২।৪)। সুতরাং 'ন্যঙ্' 'ন্যঞ্চম্' ইত্যাদিতে 'ন্য' এর অকার স্বরিত।

এইপ্রকার 'অধ্যঙ্' ইত্যাদিস্থলে 'অধি'—এই গতিটির অকার 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্' (৮১) অনুসারে উদাত্ত এবং 'ধি' এর ইকার অনুদাত্ত। 'উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ' (পা. ৮।৪।৬৬) অনুসারে উদাত্ত অকারের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত-ইকারের স্বরিত হইয়া যায়। পরে সেই স্বরিত-ইকারের স্থানে পূর্বোক্ত অনুসারে 'য্' করিলে, এই স্বরিত-স্থানিক যকারের পরবর্ত্তী অনুদাত্ত-অকারের পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে স্বরিত হইয়া থাকে।

১১৯ দিবোদাস প্রভৃতি কতকগুলি সমাসযুক্ত পদের আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে।[১১৯] যথা—

'উগিতশ্চ' (পা. ৪।১।৬) অনুসারে 'ঙীপ্', ও 'অচঃ' (পা. ৬।৪।১৩৮) অনুসারে অকার লোপ করার পর 'চৌ' (পা. ৬।৩।১৩৮) অনুসারে 'নি' এর দীর্ঘ করিলে 'নীচী' পদটি সিদ্ধ হয়। ইহাতে 'ন্য ধী চ' (পা. ৬।২।৫৩) অনুসারে 'নী' এর প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে উহার ঈকারটি উদাত্ত হইয়া থাকে।

১১৯। আদ্যুদাত্তপ্রকরণে দিবোদাসাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানম্ (বা.)

দিবোদাসায় দাশুষে। (ঋ. ৪।৩।২০)

দিবোদাসং চিত্রাভিরূতী। (ঋ. ৬।২৬।৫)

'দিবোদাসঃ' পদটি 'দিবঃ দাসঃ'—এইরূপ ষষ্ঠীসমাস করিয়া নিষ্পন্ন হয়। 'দিবশ্চ দাসে' (পা. ৬।৩।২১) অনুসারে বিভক্তির লুক্ (লোপ) হয় না। 'সমাসস্য' (পা. ৬।৩।১২৩) অনুসারে অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা আদ্যুদাত্ত হইলে 'দি' এর ইকার উদাত্ত হইয়া থাকে।

১২০ বহুব্রীহি সমাসে সংজ্ঞা বুঝাইলে 'বিশ্ব'—এই পূর্বপদটির অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়। [১২০] যথা—

স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। (ঋ. ১।৮৯।৬)

হোতারং বিশ্ববেদসম্। (ঋ. ১।৩৬।৩)

বিশ্বকর্মণা বিশ্বদেব্যাবতা। (ঋ. ১০।১৭০।৪)

বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্‌বিহায়া। (ঋ. ১০।৮২।২)

বিশ্বাবসুং সোম গন্ধর্বমাপঃ। (ঋ. ১০।১৩৯।৪)

'বিশ্ববেদাঃ' 'বিশ্বকর্মা' 'বিশ্বাবসুঃ'—এই সবগুলিই বহুব্রীহি সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিশ্বং বেদঃ ধনং যস্য—জগতের

১২০। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াম্ (পা. ৬।২।১০৬) বহুব্রীহৌ বিশ্বশব্দঃ পূর্বপদভূতঃ সংজ্ঞায়ামন্তো দাত্তোভবতি।

যাবতীয় পদার্থ ই ধন যাহার—এই অর্থে বিশ্ববেদাঃ। বিশ্বং কর্ম কার্য্যং যস্য—সকল কার্য্যই যাহার অথবা বিশ্বসৃষ্টি কর্ম যাহার—এই অর্থে বিশ্বকর্মা এবং বিশ্বং বসু ধনং যস্য—বিশ্বই ধন যাহার—এই অর্থে বিশ্বাবসুঃ—পদটির সন্ধি হইয়া থাকে। 'বিশ্বাবসুঃ' এই পদটিতে 'বিশ্বস্য বসুরাটোঃ' (পা ৬।৩।১২৮) সূত্র অনুসারে পূর্বপদের দীর্ঘ হয়। বিশ্বপদ বিশ্ ধাতুর উত্তরে 'অশূপ্রুষিলটি কণি খটি বিশিভ্যঃ ক্বন্' (উ. ১৫৭) এই সূত্র অনুসারে 'ক্বন্' প্রত্যয় করিলে সিদ্ধ হয়; সেইজন্য বিশ্ব শব্দটি 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) অনুসারে আদ্যুদাত্ত। উপর্য্যুক্ত পদগুলিতে বহুব্রীহি সমাস হইলে 'বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম্' (পা. ৬।২।১) অনুসারে পূর্বপদপ্রকৃতি স্বর হওয়ার ফলে আদ্যুদাত্তত্বই প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু এই বিশেষবিধি অনুসারে তাহা না হইয়া 'বিশ্ব' শব্দের অন্ত্যস্বরটিই উদাত্ত হইয়া যায়।

১২১ বহুব্রীহি সমাসে নঞ্ এর পরে যদি জর, মর, মিত্র ও মৃত থাকে, তাহা হইলে সেই জর, মর প্রভৃতি উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। ইহা 'নঞ্সুভ্যাম্' (পা. ৬।২।১৭২) সূত্রের অপবাদস্বরূপ বাধক।[১২১] যথা—

তা মে জরায়্বজরং মরায়ু। (ঋ. ১০।১০৬।৬)

'অমরম্'

অমিত্রমর্দয়। (তৈ. সং ২।৬।১১।৩)

অমিত্রস্য ব্যথয়। (তৈ. ব্রা. ২।৮।৩।৩)

---

১২১ নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ (পা. ৬।২।১১৬) নঞঃ পরেষামুত্তরপদানাং জরাদীনামাদিরুদাত্তো ভবতি বহুব্রীহে।

স্তোতা বো অমৃতঃ স্যাৎ (ঋ ১।৩৮।৪)

যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ (ঋা. ১০।১২১।২)

'জৄ বয়োহানৌ'—এই ধাতুর শেষে 'ঋৄদোরপ্' (পা. ৩।৩।৫৭) অনুসারে ভাববাচ্যে 'অপ্' প্রত্যয় করিয়া ৠকারের 'অর্' আদেশ হইলে 'জর' শব্দটির নিষ্পত্তি হয়। 'মৃঙ্ প্রাণ ত্যাগে' এই ধাতুটি হ্রস্ব ঋকারান্ত বলিয়া উক্ত সূত্র অনুসারে 'অপ্' প্রত্যয় হইতে পারে না ; সেইজন্য এই বিধিতে যে 'মর' এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহার দ্বারা 'মৃঙ্' ধাতুর উত্তরে 'অপ্' প্রত্যয়ের নিপাতন করা হইয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে।

'মিত্র' শব্দটি 'ঞিমিদা স্নেহনে' ধাতুর উত্তরে ভাববাচ্যে 'ক্ত্র'* প্রত্যয় করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে আর 'মৃত' শব্দ 'মৃঙ্' ধাতুর উত্তরে ভাবে 'ক্ত' করিলে সিদ্ধ হয়।

'জরঃ' 'মরঃ' 'মিত্রম্' 'মৃতম্'—এই পদগুলির সহিত 'নঞ্' পদের বহুব্রীহি সমাস করিলে 'অজরঃ' 'অমরঃ' 'অমিত্রম্' ও 'অমৃতম্' পদগুলির সিদ্ধি হয়। এই নঞ্ সমাসযুক্ত পদগুলিতে 'নঞ্সুভ্যাম্' (পা. ৬।২।১৭২) অনুসারে 'নঞ্' এর পরবর্ত্তী উত্তরপদের অন্ত্যস্বরের উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু উহাকে বাধিত করিয়া এই বিধি অনুসারে 'নঞ্' এর পরবর্ত্তী 'জর' 'মর' 'মিত্র' ও 'মৃত' পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে, ফলে 'অজরম্', 'অমরম্', 'অমিত্রম্' ও 'অমৃতম্' পদগুলিতে যথাক্রমে 'জ' 'ম' 'মি' ও 'মৃ' উদাত্ত এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত।

---

* 'অমিচিমিদিশসিভ্যঃ ক্ত্রঃ' (উ. ৬১৩) এই সূত্র অনুসারে 'ক্ত্র' প্রত্যয় হইলে 'মিদ্ ত্র' 'মিত্র' পদটি সিদ্ধ হয়।

'সুমিত্রা ন আপঃ' (তৈ. সং ১।৪।৪৪।২) ইত্যাদি স্থলে 'মিত্র' শব্দটি 'নঞ্' এর পরে নাই বলিয়া উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হয় না; কিন্তু 'নঞ্সুভ্যাম্' অনুসারে 'সু' এর পরবর্ত্তী 'মিত্র' শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

'অরতিঃ সুমেধাঃ' (তৈ. সং ৪।২।২) ইত্যাদি স্থলে 'নঞ্' এর পরে 'জর' 'মর' প্রভৃতি শব্দ নাই; কিন্তু 'রতি' শব্দ আছে; সেইজন্য উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত না হইয়া অন্ত্যস্বরই উদাত্ত হইয়া থাকে।

১২২ 'সু' এর পরবর্ত্তী—লোমন্ ও উষস্ ব্যতীত মন্নন্ত ও অসন্ত শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হয়। 'মন্' যাহার অন্তে থাকে উহা মন্নন্ত এবং 'অস্' যাহার অন্তে থাকে উহা অসন্ত। ইহাও 'নঞ্সুভ্যাম্' (পা. ৬।২।১৭২) সূত্রের অপবাদস্বরূপ বাধক।[১২২] যথা—

উরুক্ষিতিং সুজনিমা চকার। (তৈ. ব্রা. ২।৪।৩।৫)

স্তীর্ণং বর্হিঃ সুষ্টরিমা জুষাণা। (তৈ. সং ৫।১।১১।২)

সুকর্মাণঃ সুরুচো দেবয়ন্তঃ। (ঋ, ৪।২।১৭)

'সুজনিমা'—এস্থলে 'জনিমন্' শব্দটি 'জনিমৃঙ্ভ্যামিমনিন্' (উ. ৫৯৮) অনুসারে 'ইমনিন্' প্রত্যয়ান্ত এবং 'সুষ্টরিমা'—এস্থলে 'স্তরিমন্' শব্দটি 'হৃভৃধৃসৃস্তৃশৃভ্য ইমনিচ্' (উ. ৫৯৭) অনুসারে

---

১২২ সো র্মনসী অলোমষসী (পা. ৬।২।১১৭)। সোরুত্তরস্য মন্নন্তস্য অসন্তস্য চ আদিরুদাত্তো ভবতি লোমন্‌শব্দমুষস্‌শব্দং চ বর্জয়িত্বা।

'ইমনিচ্' প্রত্যয়ান্ত। 'সু' এর সহিত 'জনিমন্' শব্দের বহুব্রীহি সমাস করিলে 'সুজনিমা' এবং 'স্তরিমন্' শব্দের সহিত 'সু' এর বহুব্রীহি সমাস করিলে 'সুষ্টরিমা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এস্থলে 'সুষামাদিষু চ' (পা. ৮।৩।৯৮) অনুসারে ষত্ব হইয়াছে।

'সুকর্মাণঃ' পদটি সুষ্ঠু কর্ম যেষাম্—সুন্দর কর্ম যাহার—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হয়। 'কর্মন্' শব্দটি 'কৃ' ধাতুর উত্তরে 'সর্বধাতুভ্যো মনিন্' (উ. ৫৯৪) অনুসারে 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে।

এই 'সুজনিমা' 'সুষ্টরিমা' ও 'সুকর্মাণঃ' পদে 'সু' এর পরে মন্নন্ত শব্দ থাকায় উত্তরপদের আদিস্বর অর্থাৎ 'জ' 'ষ্ট' ও 'ক' এর অকার উদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

'সু' শব্দের পরবর্ত্তী অসন্ত শব্দের বহুব্রীহি সমাসে আদিস্বরের উদাত্ত হওয়ার উদাহরণ যথা—

সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যস্থা উষস্ত্বম্।

তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ॥

(ঋ. ১।৪৯।২)

এই ঋঙ্মন্ত্রে 'সুপেশসম্' ও 'সুশ্রবসম্' এই দুইটি পদেই 'সু' এর পরবর্ত্তী 'পেশস্' ও শ্রবস্' শব্দের আদিস্বর অর্থাৎ 'পে' তে একার এবং 'শ্র' এর অকার উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

'সুপেশসম্' ও 'সুশ্রবসম্'—এই দুইটি পদেই সায়ণাচার্য্য 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি' (পা. ৬।২।১১৯) সূত্র অনুসারে উত্তরপদের

আদিস্বরের উদাত্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহা দুইটি স্বর যুক্ত নয়—এইরূপ পদ 'সু' এর পরে থাকিলে এই বিধির উদাহরণ আর যাহা দুইটি স্বর বিশিষ্ট এইরূপ পদ 'সু' এর পরে যদি থাকে, তাহা হইলে উহার 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি' অনুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হয়। উপরি উক্ত দুইটি পদই যেহেতু দুইটি স্বরযুক্ত, সেইজন্য ইহার দ্বারা উত্তরপদ আদ্যুদাত্ত হইবে না।

স্বরসিদ্ধান্তচন্দ্রিকাতেও সায়ণাচার্য্যের মত সমর্থিত হইয়াছে।

ভট্টোজি দীক্ষিত এইরূপ ক্ষেত্রেও 'সোর্মনসী' (পা. ৬।২।১১৭) অনুসারেই উত্তরপদের আদিস্বরের উদাত্ত করিয়াছেন, যথা—

স নো বক্ষদনিমানঃ সুবহ্মা। (ঋ. ৬।২২।৭)

সুকর্মাণঃ সুরুচো দেবয়ন্তঃ। (ঋ. ৪।২।১৭)

স ত্বং নো অদ্য সুমনাঃ। (ঋ. ১।৩৬।২)

ইত্যাদি স্থলে 'সুবহ্মা' 'সুকর্মাণঃ' 'সুমনাঃ' প্রভৃতি দুইটি স্বর বিশিষ্ট পদও দীক্ষিতের মতে উক্ত সূত্রের উদাহরণ। আমরা বলি যে ক্ষেত্রে 'সু' এর পরে মন্নন্ত ও অসন্ত ব্যতীত যদি দুইটি স্বরযুক্ত পদ থাকে, তাহা হইলে 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি' (পা. ৬।২।১১৯) —এই সূত্রটি প্রবৃত্ত হইবে আর যেস্থলে 'সু' এর পরে লোমস্ ও উষস্ ব্যতীত মন্নন্ত অথবা অসন্ত শব্দ দুইটি স্বরযুক্ত হউক অথবা অধিক স্বর যুক্ত হউক, তাহা হইলে এই 'সোর্মনসী' সূত্রের দ্বারাই উহার উত্তরপদ আদ্যুদাত্ত হইবে। কাশিকাকার সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার হরদত্ত মিশ্রও পদমঞ্জরীতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যও

আবার কোন কোন স্থলে 'সু' এর পরে দুইটি স্বরযুক্ত পদেও এই বিধি অনুসারেই আদিস্বরের উদাত্ত করিয়াছেন,* যথা—

অন্যস্যাং দদৃশে সুবর্চাঃ (ঋ. ১।৯৫।১)

'করতাং নঃ সুরাধসঃ' (ঋ. ১।২৩।৩)

ইত্যাদি। 'বর্চস্' 'রাধস্ 'পেশস্' 'শ্রবস্'—সবগুলিই সমান। সুতরাং সায়ণাচার্য্যের অনেক কথাই পূর্বাপরবিরুদ্ধ।

'সুলোমা' ও 'সুষাঃ' পদে 'সু' এর পরে 'লোমন্' ও 'উষস্' শব্দ আছে বলিয়া উত্তরপদ আদ্যুদাত্ত হইবে না। 'সুজনিমা' 'সুপেশসম্' প্রভৃতি উপরিউক্ত উদাহরণগুলিতে 'নঞ্‌সুভ্যাম্' (পা. ৬।২।১৭২) অনুসারে উত্তরপদের অন্ত্যস্বরের উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু এই বিশেষ বিধি অনুসারে উহা বাধিত হওয়ায় উহাদের আদিস্বরই উদাত্ত হইয়া থাকে।

১২৩ ক্রত্বাদিগণে পঠিত শব্দ যদি 'সু' শব্দের পরে থাকে, তাহা হইলে সেই 'সু'-এর পরবর্ত্তী শব্দ আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে।[১২৩] যথা—

সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ। (ঋ. ১।২৫।১০)

সুপ্রতীকং সুদৃশম্। (ঋ. ৬।১৫।১০)

অদিতিং সুপ্রণীতিম্। (তৈ. সং ১।৫।১১।৫)

---

* ঋগ্বেদের (১।৯৫।১) ও (১।২৩।৩) সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১২৩ ক্রত্বাদয়শ্চ (পা. ৬।২।১১৮)। সোঃ পরেষাং ক্রত্বাদিগণে পঠিতানাং শব্দানামাদিরুদাত্তো ভবতি।

সুপ্রতূর্তিমনেহসম্। (ঋ. ১।৪০।৪)

'সুক্রতুঃ' 'সুপ্রতীকম্' 'সুপ্রণীতিম্' 'সুপ্রতূর্তিম্' ইত্যাদিস্থলে 'সু'-এর পরবর্ত্তী 'ক্রতুঃ' প্রভৃতি পদগুলি আদ্যুদাত্ত হইয়াছে।

সায়ণাচার্য্য ঋগ্‌বেদভাষ্যে বলিয়াছেন যে 'সুপ্রতূর্তিম্'—এই পদটিতে 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্' (পা. ৩।২।১৯৯) অনুসারেও উত্তর-পদের আদ্যুদাত্তত্ব হইতে পারে ; কিন্তু ভট্টোজি দীক্ষিত সিদ্ধান্ত-কৌমুদীগ্রন্থে 'ক্রত্বাদয়শ্চ' (পা. ৬।২।১১৮) সূত্রের উদাহরণরূপে উহার ব্যবহার করিয়াছেন।* 'অভিসুযবসং নয়' (ঋ. ১।৪২।৮) ইত্যাদিস্থলে 'সুযবসম্' প্রভৃতি প্রয়োগেও সায়ণ ঐরূপ বলিয়াছেন।

১২৪ বহুব্রীহিসমাসে 'সু' শব্দের পরে যদি দুইটি স্বরযুক্ত আদ্যুদাত্ত শব্দ থাকে, তাহা হইলে উহার আদিস্বর উদাত্ত হয়।[১২৪] যথা—

'স্বশ্বাস্ত্বা সুরথা মর্জয়েম' (তৈ. সং ১।২।১৪।৪)

ইত্যাদিস্থলে 'স্বশ্বাঃ' ও 'সুরথাঃ' শব্দদুইটি উদাহরণ। 'অশ্ব' শব্দটি 'অশূ ব্যাপ্তৌ'—এই ধাতুর উত্তরে 'অশূপ্রুষিকণিখটিলটিবিশিভ্যঃ ক্বন্' (উঃ ১৫৭) সূত্র অনুসারে 'ক্বন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ক্বন্' প্রত্যয়ের 'ন্' ইৎ যায় বলিয়া 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭)

---

* পাণিনিও ক্রত্বাদিগণে 'প্রতূর্তি' শব্দের পাঠ করিয়াছেন ; সুতরাং 'সুপ্রতূর্তিম্' পদে 'ক্রত্বাদয়শ্চ' অনুসারেই উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব হওয়া উচিত।

১২৪ আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি (পা. ৬।২।১১৯) সোরুত্তরং দ্ব্যচ্ আদ্যুদাত্তং যদুত্তরপদং তস্য আদিরুদাত্তো ভবতি।

অনুসারে উহা আত্মুদাত্ত। এই আত্মুদাত্ত ও দুইটি স্বরযুক্ত 'অশ্ব' শব্দের সহিত 'সু' শব্দের 'শোভনোঽশ্বো যেষাম্'—সুন্দর অশ্ব যাহার—এইরূপ বহুব্রীহিসমাস করিলে 'সু' শব্দের পরবর্ত্তী 'অশ্ব' শব্দের যে আদিস্বর অকার, উহার উদাত্ত হইয়া যায়।

এইভাবে 'রথ' শব্দটির 'হনিকুষিনীরমীকাশিভ্যঃ ক্থন্' (উঃ ১৬৭) এই উণাদি সূত্র অনুসারে 'রম্' ধাতুর উত্তরে 'ক্থন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহারও 'ন্' ইৎ বলিয়া পূর্বোক্তবিধি অনুসারে 'রথ' শব্দটি আত্মুদাত্ত। সুতরাং এই আত্মুদাত্ত ও দুইটি স্বরযুক্ত 'রথ' শব্দের সহিত 'সু'-এর 'শোভনো রথো যেষাম্' সুন্দর রথ যাহার—এইরূপ বহুব্রীহিসমাস করিলে 'সু'-এর পরবর্ত্তী 'রথ' শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। এই বিধিটিও 'নঞ্‌সুভ্যাম্' (পা. ৬।২।১৭২) সূত্রের অপবাদস্বরূপ বাধক ; সেইজন্য 'স্বশ্বাঃ' ও 'সুরথাঃ'—ইত্যাদি পদে 'অশ্ব' ও 'রথ' শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয় না। উহা প্রাপ্ত থাকিলেও উহাকে বাধ করিয়া এই বিশেষ বিধি অনুসারে উহাদের আদিস্বরই উদাত্ত হইয়া থাকে।

যেস্থলে বহুব্রীহিসমাসে 'সু'-এর পরে আত্মুদাত্ত অথচ দুইটি স্বরযুক্ত নয়, সেস্থলে এই বিধি প্রবৃত্ত হয় না, যথা—'সুহিরণ্যো অগ্নে' (তৈ. সং ১।২।১৪।৪) 'সুগুরসৎ সুহিরণ্যঃ' (ঋ. ১।১২৫।২) ইত্যাদি মন্ত্রে 'হিরণ্য' শব্দটি 'হর্য কান্তিগত্যোঃ'—এই ধাতুর উত্তরে 'হর্যতেঃ কন্যন্ হির চ' (উ. ৭৩২) সূত্র অনুসারে 'কন্যন্' প্রত্যয় ও 'হর্য্' ধাতুর স্থানে 'হির' আদেশ করিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার 'ন্' ইৎ যায় ; সেইজন্য 'হিরণ্য' শব্দটি আত্মুদাত্ত ; কিন্তু দুইটি স্বরযুক্ত নয়, তিনটি স্বরযুক্ত। সুতরাং 'সু'-এর পরবর্ত্তী আত্মুদাত্ত 'হিরণ্য' শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইল না ; কিন্তু 'নঞ্‌সুভ্যাম্'

(পা ৬।২।১৭২) অনুসারে উহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত উচ্চারিত হয়—'সু হিরণ্যঃ'—এই প্রকারে।

দুইটি স্বরযুক্ত হইলেও যদি আদ্যুদাত্ত না হয়, তাহা হইলে উহা 'সু'-এর পরে থাকিলেও বহুব্রীহিসমাসে আদ্যুদাত্ত হইবে না, যথা—

'যা সুপাণিঃ স্বঙ্গুরিঃ' (তৈ. সং ৩।১।১১।৪)

এস্থলে 'পাণি' শব্দটি আদ্যুদাত্ত নয়; কিন্তু 'ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ' (ফি. ১) অনুসারে অন্তোদাত্ত; সেইজন্য 'সু'-এর পরবর্ত্তী 'পাণি' শব্দটি আদ্যুদাত্ত হইল না; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় অন্তোদাত্ত হইল। ঋগ্বেদেও—

স্বশ্বো বৃহদস্মৈ। (ঋ ১।১২৫।২)

সুরথাঁ আতিথিগ্বে। (ঋ. ৮।১৬।২)

সুশংসো বোধি গৃণতে। (ঋ. ১।৪৪।৬)

শ্রিয়া সুদৃশী হিরণ্যৈঃ। (ঋ. ১।১২২।২)

ত্যাদি স্থলে 'স্বশ্বঃ' 'সুরথান্' 'সুশংসঃ' 'সুদৃশী' প্রভৃতি পদগুলি ইহার উদাহরণ।

১২৫ বহুব্রীহিসমাসে 'সু' শব্দের পরবর্ত্তী 'বীর' ও 'বীর্য্য' শব্দ বেদে আদ্যুদাত্ত হইয়া থাকে।[১২৫] যথা—

১২৫ বীরবীর্য্যৌ চ (পা. ৬।২।১২০)। সোঃ পরৌ বীরবীর্য্যশব্দৌ বহুব্রীহিসমাসে আদ্যুদাত্তৌ ভবতঃ।

সুবীরেণ রয়িণাগ্নে স্বাভুবা। (ঋ. ১০।১২২।৩)

সুবীর্য্যস্য গোমতো রায়স্পূর্ধি মহাঁ অসি। (ঋ. ৮।৯৫।৪)

'সুবীরেণ' 'সুবীর্য্যস্য'—প্রভৃতি পদে 'বীর' ও 'বীর্য্য' শব্দ 'সু'-এর পরে আছে বলিয়া 'বীর' ও 'বীর্য্য'—দুইটিই আদ্যুদাত্ত। সুতরাং 'সুবীরেণ' ও 'সুবীর্য্যস্য'—এই দুইটি পদেই 'বী'-এর ঈকার উদাত্ত। অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত এবং উদাত্তের পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিতত্ব পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে হইয়া থাকে।

'বীর' শব্দ 'বীর বিক্রান্তৌ' এই চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তরে পচাদিগণে পাঠবশতঃ 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হয়। 'অচ্' প্রত্যয়ের 'চ্' ইৎ যায় বলিয়া 'অচ্' প্রত্যয়ের অকারটি 'চিৎ'। সুতরাং 'বীর' শব্দটি 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত। এই অন্তোদাত্ত 'বীর' শব্দের সহিত 'সু' শব্দের 'শোভনো বীরো যস্য'—সুন্দর বীর যাহার আছে—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিলে 'বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম্' (পা. ৬।২।১) অনুসারে পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হয়। পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হইলে 'সু' এর উকার উদাত্ত হইত; কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া 'নঞ্সুভ্যাম্' (পা. ৬।২।১৭২) অনুসারে 'বীর' শব্দের অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার এই বিশেষ বিধি অনুসারে উহাকেও বাধ করিয়া 'বীর' শব্দটি আদ্যুদাত্ত হইল।

'বীর্য্য' শব্দটি 'বীর বিক্রান্তৌ'—এই চুরাদিগণীয় ণিজন্ত ধাতুর পরে 'অচো যৎ' (পা. ৩।১।৯৭) অনুসারে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া

অথবা 'বীর' শব্দের উত্তরে 'বীরেষু সাধু'—এই অর্থে 'তত্র সাধু' (পা. ৪।৪।৯৮) অনুসারে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে। এই দুই প্রকারে নিষ্পন্ন 'বীর্য্য' শব্দটি 'যৎ' প্রত্যয়ান্ত হওয়ায় 'যতোঽনাবঃ' (পা. ৬।১।২১৩) অনুসারে আদ্যুদাত্ত। 'সু' শব্দের সহিত আদ্যুদাত্ত 'বীর্য্য শব্দের 'শোভনং বীর্য্যং যস্য'—যাহার ভাল পরাক্রম আছে—এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস করার পর 'সু' এর পরবর্ত্তী 'বীর্য্য' শব্দের আদিস্বর—'বী' এর ঈকার উদাত্ত হইয়া যায়।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারেই নিষ্পন্ন 'বীর্য্য' শব্দটি 'যৎ' প্রত্যয়ান্ত হওয়ায় 'যতোঽনাবঃ' (পা. ৬।১।২১) অনুসারে আদ্যুদাত্ত এবং দুইটি স্বরবিশিষ্টও। সুতরাং 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি' (পা. ৬।২।১১৯) এই পূর্বোক্ত সূত্র অনুসারেই 'সু' এর পরবর্ত্তী 'বীর্য্য' শব্দের আদ্যুদাত্ত সিদ্ধ, পুনরায় এই বিধি অনুসারে উহার আদ্যুদাত্তত্ব বিধান করিবার প্রয়োজন কি?—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'বীরবীর্য্যৌ চ' (পা. ৬।২।১২০) সূত্রে 'বীর্য্য' গ্রহণের দ্বারা ইহা জ্ঞাপিত হয় যে বেদে 'বীর্য্য' শব্দে 'যতোঽনাবঃ' সূত্র প্রবৃত্ত হয় না, ফলে 'বীর্য্যংবৃঙ্‌ক্তে' (তৈ. সং ২।২।৯।৫) ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'বীর্য্য' শব্দটি আদ্যুদাত্ত হয় না। কিন্তু 'তিৎস্বরিতম্' (পা. ৬।১।১৮৫) অনুসারে অন্তস্বরিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। লৌকিক ভাষায় 'বীর্য্য' শব্দ আদ্যুদাত্তই হইবে।

১২৬ তৎপুরুষ সমাসে গতি, কারক অথবা উপপদের পরে 'কৃৎ'প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদ থাকিলে, উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে।

গতি পূর্বপদে থাকিলে 'তৎপুরুষে তুল্যার্থ' (পা. ৬।২।২) ইত্যাদি পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরের অপবাদস্বরূপ বাধক এবং কারক ও

উপপদ পূর্বে থাকিলে 'সমাসস্য' (পা. ৬।১।২২৩) অনুসারে প্রাপ্ত অন্তোদাত্তের বাধক।[১২৬] যথা —

(ক) সুবিবৃতং সুনিরজম্। (ঋ. ১.১০।৭)

(খ) শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা। (ঋ. ১।৬।২)

(গ) হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্। (ঋ. ১।১২।২)

(ঘ) ঈষৎকারঃ, উচ্চৈঃকৃত্য, উচ্চৈঃকারম্।

(ক) সুবিবৃতম্ ও সুনিরজম্—এই দুইটি গতির উদাহরণ। 'বৃঞ্ স্বরণে'—ধাতুর উত্তরে কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'বৃতম্' পদটি নিষ্পন্ন হয়। এই 'বৃতম্' পদের সহিত 'বি' শব্দের 'কুগতিপ্রাদয়ঃ' (পা. ২।২।১৮) সূত্র অনুসারে প্রাদিসমাস করিলে 'বিবৃতম্'—এইরূপ পদ হইয়া থাকে। ইহাতে কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দ পরে থাকায়, কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরকে বাধ করিয়া 'গতিরনন্তরঃ' (পা. ৬।২।৪৯) অনুসারে পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর দ্বারা 'বি' এর ইকারের উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল ; কিন্তু উহা না হইয়া এস্থলে 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্' (পা. ৬।২।১৯৯) অনুসারে 'বৃতম্' এই পরপদের আদিস্বর অর্থাৎ ঋকারটি উদাত্ত হইল। পরে আবার 'সু' শব্দের সহিত 'বিবৃতম্' এই পদটির পূর্বোক্তবিধি অনুসারে গতিসমাস করিলে 'সুবিবৃতম্'—এই পদটিতে 'সু' এই গতির পরে

---

১২৬ গতিকারকোপপদাৎ কৃৎ (পা. ৬।২।১৩৯) গতেঃ কারকাদ্ উপপদাচ্চ পরং কৃদন্তমুত্তরপদং প্রকৃতিস্বরং ভবতি তৎপুরুষসমাসে। গত্যংশেঽব্যয়পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরাপবাদঃ। কারকোপপদাংশে চ সমাসস্বরস্য।

'বিবৃতম্'—এইরূপ কৃদন্ত থাকায়, এই বিধি অনুসারে উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হইবে—'সু'এর সহিত 'বিবৃতম্' পদের সমাস হওয়ার পূর্বে ঋকার উদাত্ত ছিল, সমাসের পরেও তাহাই থাকিবে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে 'বৃঞ্' ধাতুর উত্তরে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া যে 'বৃতম্' পদ হয়, উহাই কৃদন্ত বলিয়া গৃহীত হইবে; কিন্তু 'বিবৃতম্' পদটিকে কৃদন্তরূপে গ্রহণ করিয়া 'সু' পদের সহিত উহার সমাস হইলে কৃদন্ত উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর কিরূপে হওয়া সম্ভব? কারণ 'বৃতম্' পদটি কৃদন্ত, কিন্তু 'বিবৃতম্'—এই সম্পূর্ণ পদটি তো আর কৃদন্ত নয়—ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদ্যপি 'বৃতম্' ইহাই প্রকৃতপক্ষে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত, তথাপি 'কৃৎ' প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়া কোন বিধান করিতে হইলে গতিকারকবিশিষ্ট কৃৎপ্রত্যয়ান্তেরও গ্রহণ করা হয়—'কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্বস্যাপি গ্রহণম্'। এস্থলে গতি ও কারকের পরবর্ত্তী কৃদন্ত উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরের বিধান করা হইয়াছে; সুতরাং এই বিধিটি গতি অথবা কারকবিশিষ্ট কৃদন্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'সু বিবৃতম্'-এই পদে 'সু' এই গতির পরে গতিবিশিষ্ট কৃদন্ত হইল 'বিবৃতম্'। ইহাতে 'বিবৃতম্' পদটিকেও কৃদন্তরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার প্রকৃতিস্বর করিতে কোন ক্ষতি নাই।

পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে কর্মবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে পরে থাকিলে 'গতিরনন্তরঃ' (পা. ৬৷২৷৪৯) সূত্র অনুসারে অনন্তরগতির পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর বিধান করা হইয়াছে। 'ক্ত' প্রত্যয়টি যেহেতু 'কৃৎ', সুতরাং উহা গতিবিশিষ্ট 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পরে থাকিলেও পূর্ববর্ত্তী গতির পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হইতে পারে। এক্ষেত্রেও 'বিবৃতম্' এই গতিবিশিষ্ট 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত পরে থাকায় 'সু' এই অনন্তর গতির পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হইবে না কেন?

ইহার উত্তর এই যে তাহা হইলে 'গতিরনন্তরঃ' সূত্রে অনন্তর গ্রহণের কোন সার্থকতা থাকে না, কারণ 'অভ্যুদ্ধৃতম্' ইত্যাদিস্থলে 'অভি' এই ব্যবহিত গতিরও যাহাতে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর না হয়, তাহার জন্য অনন্তর পদটির গ্রহণ করা হইয়াছে, যদি গতি-বিশিষ্ট 'ক্ত' প্রত্যয়ান্তকে উত্তরপদরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে 'উদ্ধৃতম্'—এইরূপ গতিবিশিষ্ট কৃৎপ্রত্যয়ান্তের অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী 'অভি' এই গতিটিরও পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরের প্রসক্তি হইবে। যেস্থলে একাধিক গতি থাকিবে সে স্থলেও এই সূত্রটির অনন্তর পদের গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রবৃত্তি হইতে পারে। সুতরাং ব্যাবর্ত্ত্য না থাকায় অনন্তর পদটির গ্রহণ করিবার আর প্রয়োজন থাকে না : সেইজন্য ইহা বলিতে হইবে যে উক্তস্থলে 'ক্ত'—এই 'কৃৎ' প্রত্যয়ের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও গতিবিশিষ্ট 'ক্ত' 'প্রত্যয়ান্তের গ্রহণ হইবে না; তাহা হইলে 'সুবিবৃতম্' ইত্যাদি স্থলেও আর উহার প্রাপ্তি থাকে না। 'অনন্তর' পদ গ্রহণের সামর্থ্যবশতঃ এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে।

'সুনিরজম্'—এই পদটিতেও এই বিধি অনুসারে 'সু' এর পরবর্ত্তী 'নিরজম্'—এই কৃদন্তের উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে। 'অজ গতিক্ষেপনয়োঃ'—এই ধাতুর পূর্বে 'সু' ও নিস্'—দুইটি উপসর্গের পূর্বপ্রয়োগ হয়। 'অনায়াসেন নিরবশেষেণ প্রাপ্যম্'—যাহা অনায়াসে নিরবশেষরূপে প্রাপ্য—এই অর্থে 'ঈষদ্দুঃসুষু কৃচ্ছ্রাকৃচ্ছ্রার্থেষু খল্' (পা. ৩।৩।১২৬)—এই সূত্র অনুসারে 'খল্' প্রত্যয় করিয়া 'সুনিরজম্' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'খ্' ও 'ল্' এর 'ইৎ হইয়া যায়। 'সু' ও 'অজ্' ধাতুর মধ্যে 'নিস্' এই উপসর্গটির ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও 'খল্' প্রত্যয় হইতে পারে, যেমন 'দুষ্পরিহরম্' 'সুপরিহরম্'— ইত্যাদি স্থলে হইয়া থাকে। তাহা হইলে এক্ষেত্রে পূর্বেরই ন্যায় প্রথমে 'নিস্' পদের সহিত গতিসমাস করার পর

আবার 'সু' পদের সহিত গতিসমাস হইবে। 'খল্' প্রত্যয়ের 'ল্' ইৎ যায় বলিয়া 'লিতি' (পা. ৬।১।১৯৩) অনুসারে প্রত্যয়ের পূর্ববর্ত্তী ধাতুর অকারটি উদাত্ত হয়। সেই উদাত্ত 'সু' এর পরে 'নিরজম্'— এই কৃৎ প্রত্যয়ান্তের প্রকৃতিস্বর হইলে সতিশিষ্ট অর্থাৎ ধাতুর অকারের উদাত্তই উচ্চারিত হইবে। সুতরাং 'সুনিরজম্'—এই পদে 'র' এর উদাত্ত অকার ব্যতীত অন্যান্য স্বরগুলি অনুদাত্ত, আর 'জ' এর অনুদাত্ত অকারটি উদাত্তের পরে থাকায় স্বরিত— এইরূপ স্বরপ্রক্রিয়া বুঝিতে হইবে।

(খ) 'নৃবাহসা'—ইহা কারকের পরবর্ত্তী কৃদন্ত উত্তরপদ— প্রকৃতিস্বরের উদাহরণ। 'নৃবাহসৌ' পদটি ইন্দ্রের অশ্বের বিশেষণ। দুইটি অশ্ব আছে বলিয়া দ্বিবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। 'নৄন্ বহতঃ— ইতি নৃবাহসৌ'—ইন্দ্র ও ইন্দ্রের সারথি প্রভৃতি পুরুষদিগকে যাহারা বহন করে—এই অর্থে 'বহ' ধাতুর উত্তরে 'বহিহাধাঞ্‌ভ্যচ্ছন্দসি' (উ. ৬৬০) সূত্র অনুসারে 'অসুন্' প্রত্যয় হয় এবং উক্ত সূত্রে 'ণিৎ' পদের অনুবৃত্তি আসে বলিয়া 'অসুন্' প্রত্যয়টি 'ণিৎ' হইয়া যায়। সুতরাং 'বহ+অস্'—এইরূপ অবস্থায় 'অত উপধায়াঃ' (পা. ৭।২।১১৬) অনুসারে 'অস্' এই 'ণিৎ' এর পূর্ববর্ত্তী 'বহ্' ধাতুর উপধাভূত অকারের আকার বৃদ্ধি হইলে 'বাহস্' পদটির সিদ্ধি হইয়া থাকে। 'অসুন্' প্রত্যয়ের 'ন্' ইৎ যায় বলিয়া ইহা 'নিৎ'; সেইজন্য 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) অনুসারে 'বাহস্' এই উত্তরপদটি আদ্যুদাত্ত। এইবার 'নৃ' এই কারকের পরবর্ত্তী উত্তরপদ যে 'বাহস্' আছে উহার প্রকৃতিস্বর অর্থাৎ 'বা' এর আকার যাহা পূর্বেই উদাত্ত ছিল তাহাই সমাস হওয়ার পরেও থাকিবে।

দ্বিবচন 'ঔ' বিভক্তির স্থানে বেদে 'ডা' আদেশ করিলে নৃবাহসা—এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

(গ) 'হব্যবাহম্'—ইহাও কারকের পরবর্ত্তী উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হওয়ার উদাহরণ। 'হব্যং বহতি'—যে হব্য বহন করে অর্থাৎ অগ্নি—এইরূপ 'হব্যম্' এই কারকটি পূর্বে থাকায় 'বহ প্রাপণে'—ধাতুর শেষে 'বহশ্চ' (পা. ৩।২।৬৪) সূত্র অনুসারে 'ণ্বি' প্রত্যয় করিলে উহার একেবারে লোপ হইয়া যায়। এইবার 'হব্যবহ্' এইরূপ অবস্থায় লুপ্ত 'ণ্বি' প্রত্যয়ের 'ণিৎ' ধরিয়া 'অত উপধায়াঃ;' (পা. ৭।২।১১৬) অনুসারে 'বহ্' ধাতুর উপধাবৃদ্ধি করিয়া 'হব্যবাহ্'—এই শব্দটির সিদ্ধি হইয়া থাকে। এস্থলে উত্তরপদের পরবর্ত্তী প্রত্যয়ের লোপ হওয়ায় 'ধাতোঃ' (পা. ৩।১।৯১) অনুসারে 'বাহ্'—এই ধাতুর অন্ত্যস্বর-আকারের উদাত্তত্ব হয়। এই বিধি অনুসারে কৃদন্ত উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর হইলে সেই 'বাহ্' এর আকারের উদাত্তত্বই শ্রুত হইবে। 'হব্যবাহ্' শব্দের শেষে দ্বিতীয়ার একবচনে 'অম্' বিভক্তি আসিলে উহার অকার 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত। সুতরাং 'হব্যবাহম্' —এই পদটিতে 'বা' এর আকার উদাত্ত এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত। 'হ' এর অনুদাত্ত-অকারটি উদাত্তের পরে থাকায় স্বরিত হইয়া যায়।

যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনম্ (ঋ. ১।৪।৭)

মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্ (ঋ. ১।১৩।৩)

ইত্যাদি স্থলে 'নৃমাদনম্', 'হবিষ্কৃতম্' প্রভৃতি কারকের পরবর্ত্তী কৃদন্ত উত্তরপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ার উদাহরণ।

(ঘ) ঈষৎকারঃ, উচ্চৈঃকারম্—ইত্যাদি উপপদের পরবর্ত্তী কৃদন্তউত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হওয়ার উদাহরণ। 'ঈষৎ কৃ খল্' 'ঈষদ্দুঃসুষু কৃচ্ছ্রাকৃচ্ছ্রার্থেষু খল্' (পা. ৩।৩।১২৬) অনুসারে 'খল্' প্রত্যয় হইয়াছে এবং 'উচ্চৈঃ কৃ ণমুল্'—'অব্যয়েঽযথাভিপ্রেতাখ্যানে কৃঞঃ ক্ত্বাণমুলৌ' (পা. ৩।৪।৫৯) অনুসারে 'ণমুল্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'খল্' ও 'ণমুল্'—দুইটি প্রত্যয়েরই 'ল্' ইৎ যায় বলিয়া, এগুলি 'লিৎ'। সুতরাং 'লিতি' (পা. ৬।১।১৯৩) অনুসারে প্রত্যয়ের পূর্ববর্ত্তী স্বরটি উদাত্ত হইয়া থাকে। 'উপপদমতিঙ্' (পা. ২।২।১৯) অনুসারে সমাস হওয়ার পরে এই বিধি অনুষারে 'ঈষৎ' ও 'উচ্চৈঃ'-এই উপপদের* পরবর্ত্তী 'কর' ও 'কার'—এই 'কৃৎ'—প্রত্যয়ান্ত পদগুলির প্রকৃতিস্বর হইলে যথাক্রমে 'ক' এর অকার ও আকারের উদাত্ত উচ্চারণ হইবে।

১২৭ বনস্পত্যাদি গণে পঠিত শব্দগুলির দুইটি পদেই যুগপৎ প্রকৃতিস্বর হয়। বনস্পতিঃ, বৃহস্পতিঃ, শচীপতিঃ, তনূনপাৎ, নরাশংসঃ, শুনঃ শেপঃ—প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের বনস্পত্যাদি-গণে পাঠ করা হইয়াছে; সেই দুইটি পদের সমাসযুক্ত শব্দগুলির দুইটি পদেই যুগপৎ প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে।[১২৭] যথা—

* 'খল্' ও 'ণমুল্' বিধায়ক সূত্রে যথাক্রমে 'ঈষদ্দুঃসুষু' ও 'অব্যয়ে' এইরূপ সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা উল্লেখ থাকায় 'ঈষৎ' ও 'উচ্চৈঃ' এই দুইটিই উপপদ। 'তত্রোপপদং সপ্তমীস্থম্' (পা. ৩।১।৯২) সূত্র দ্রষ্টব্য।

১২৭ উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ (পা. ৬।২।১৪০) এষু পূর্বোত্তরপদে যুগপৎ প্রকৃত্যা ভবতঃ।

(ক) বনস্পতিঃ শমিতা দেবো অগ্নিঃ। (ঋ. ১০।১১০।১০)

(খ) বৃহস্পতি র্নঃ পরিপাতু পশ্চাৎ। (ঋ. ১০।৪৩।১১)

(গ) ইন্দ্রং কুৎসো বৃত্রহণং শচীপতিম্। (ঋ. ১।১০৬।৬)

(ঘ) তনূনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরঃ। ঋ. ৩।২৯।১১

(ঙ) নরাশংসং বাজিনং বাজয়ন্নিহ। (ঋ. ১।১০৬।৪)

(চ) শুনঃ শেপো যমহ্বদ্ গৃভীতঃ (ঋ. ১।২৪।১২)

(ক) 'বনস্পতিঃ'—বন শব্দটি 'নব্বিষয়স্যানিসন্তস্য' (উঃ ২৬) অনুসারে আদ্যুদাত্ত। 'ডতি' প্রত্যয়ান্ত পতিশব্দও আদ্যুদাত্ত—'পা' ধাতুর শেষে 'ডতি' প্রত্যয় করিলে, উহার ডকারের ইৎসংজ্ঞা ও লোপ হওয়ার পর 'পা+অতি' এইরূপ অবস্থায় 'টেঃ' (পাঃ ৬।৪।১৪৩) অনুসারে 'পা' এর আকারের লোপ হইলে 'পতি' শব্দটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'ডতি' প্রত্যয়ের অকার 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা ৩।১।৩) অনুসারে উদাত্ত; সেইজন্য 'পতি' শব্দ আদ্যুদাত্ত। 'বনানাং পতিঃ'—এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইলে 'পারস্করপ্রভৃতীনি চ সংজ্ঞায়াম্' (পা. ৬।১।১৫৭) সূত্র অনুসারে 'সুট্' এর আগম হয়, ফলে 'বনস্পতিঃ' পদটির সিদ্ধি হয়। ইহাতে এই বিধি অনুসারে পূর্বোত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হওয়ায় 'বন' ও 'পতি'—দুইটিই আদ্যুদাত্ত উচ্চারিত হয়; সেইজন্য 'বনস্পতিঃ'—পদটিতে 'ব' এর অকার ও 'প'র অকার—দুইটি উদাত্ত।

(খ) 'বৃহস্পতিঃ'—বৃহতাংপতিঃ বৃহস্পতিঃ এইরূপ ষষ্ঠীসমাস হইয়াছে। 'বৃহৎ' শব্দটি 'বর্ত্তমানে পৃষন্ মহৎ জগৎ শতৃবচ্চ' (উ ২৫০)—এই উণাদি সূত্র অনুসারে 'অতি' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বনস্পত্যাদি গণে 'বৃহস্পতি' শব্দের পাঠকালে 'বৃহৎ' শব্দের আদ্যুদাত্তত্ব নিপাতন করা হইয়াছে; সেইজন্য উহা আদ্যুদাত্ত। পতি শব্দটি যেভাবে আদ্যুদাত্ত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'বৃহৎ' ও 'পতি' শব্দের সমাস করার পর 'তদ্বৃহতোঃ কারপত্যোশ্চোরদেবতয়োঃ সুট্ তলোপশ্চ' (পা. ৬।১।১৫৭) এই পারস্করাদিগণে পঠিত বার্ত্তিকের দ্বারা 'বৃহৎ' শব্দের 'ত্' এর লোপ ও 'সুট্' এর আগম হইলে 'বৃহস্পতিঃ' পদটির নিষ্পত্তি হয়। ইহাতে এই বিধি অনুসারে দুইটি পদের যুগপৎ প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'বৃ' এর ঋকার ও 'প' এর অকার উদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

(গ) 'শচীপতিম্' 'শচী' শব্দটি শার্ঙ্গরবাদিগণে পঠিত হওয়ায় 'শার্ঙ্গরবাদ্যঞো ঙীন্' (পা. ৪।১।৭৩) অনুসারে 'ঙীন্' প্রত্যয়ান্ত। 'ঙীন্' এর 'ন্' ইৎ যায় বলিয়া 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) অনুসারে 'ঙীন্' প্রত্যয়ান্ত 'শচী' শব্দ আদ্যুদাত্ত এবং 'পতি' শব্দটিও আদ্যুদাত্ত। 'শচ্যাঃ পতিঃ'—এইরূপ আদ্যুদাত্ত শচী শব্দের সহিত আদ্যুদাত্ত পতি শব্দের ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিলে 'শচীপতিঃ'—এই পদটিতে 'উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ' (পা. ৬।২।১৪০) অনুসারে যুগপৎ পূর্বোত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'শচী' পদে শ-কারের অকার এবং 'পতি' পদে প-কারের অকার—দুইটি উদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

(ঘ) 'তনূনপাৎ'—'তনু বিস্তারে'—এই ধাতুর উত্তরে 'কৃষি চমি

তনি ধনি সর্জি খর্জিভ্য উঃ’ (উ. ৮৪) অনুসারে ‘উ’ প্রত্যয় করিলে ‘তনূঃ’ পদটি সিদ্ধ হয় বলিয়া, উহার অন্তোদাত্তত্ব হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু বনস্পত্যাদিগণে পাঠকালে আদ্যুদাত্তত্ব নিপাতন করা হইয়াছে। ‘নপাৎ’ শব্দটি ন পাতয়তি—পতন করায় না—এই অর্থে ‘ক্বিপ্’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং ‘নভ্রান্নপাৎ’ (পা. ৬।৩।৭৫) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে উহাতে নলোপের অভাব ও আদ্যুদাত্তত্ব-নিপাতন করা হইয়াছে। এইভাবে ‘তনূ’ ও ‘নপাৎ’—দুইটিই আদ্যুদাত্ত। এই আদ্যুদাত্ত ‘তনূ’ শব্দের আদ্যুদাত্ত ‘নপাৎ’ শব্দের সহিত ‘তন্বা নপাৎ’—এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ করার পর ‘তনূনপাৎ’—এই পদটিতে পূর্বোত্তর পদের যুগপৎ প্রকৃতিস্বর হইয়া যায়, ফলে পূর্বপদে ‘ত’-এর অকার এবং উত্তরপদে ‘পা’-এর আকার যুগপৎ উদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

(৬) ‘নরাশংসঃ’—নরা এনং শংসতি—মনুষ্যগণ যাঁহার স্তুতি করেন এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা ইহার অর্থ অগ্নি। ‘নৃ নয়ে’ ধাতুর শেষে ‘ঋদোরপ্’ (পা. ৩।৩।৫৭) অনুসারে ‘অপ্’ প্রত্যয় করিলে ‘নর’ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ‘অপ্’ প্রত্যয়ের ‘প্’ ইৎ যায় বলিয়া উহা অনুদাত্ত ; সুতরাং ‘ধাতোঃ’ (পা. ৩।১।৯১) অনুসারে ‘ন’-এর অকার উদাত্ত হওয়ায় ‘নর’ শব্দটি আদ্যুদাত্ত—এবং ‘শংস্’ ধাতুর উত্তরে ‘কর্মণ্যধিকরণে চ’ (পা. ৩।৩।৯৩) অনুসারে কর্মবাচ্যে ‘ঘঞ্’ প্রত্যয় করিয়া ‘শংস’ শব্দটির সিদ্ধি হইয়াছে। ‘ঘঞ্’ প্রত্যয়ের ‘ঞ্’ ইৎ যায় বলিয়া ‘ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্’ (পা. ৬।১।১৯৭) অনুসারে ‘শংস’ শব্দটিও আদ্যুদাত্ত। ‘অন্যেষামপি দৃশ্যতে’ (পা. ৬।৩।১৩৭) অনুসারে পূর্বপদের দীর্ঘ হইলে ‘নরাশংসঃ’ পদটির সিদ্ধি হয়। এস্থলেও এই বিধি অনুসারে যুগপৎ পূর্বোত্তর পদের প্রকৃতিস্বর

হওয়ার ফলে পূর্বপদে 'ন'-এর অকার এবং উত্তরপদে 'শ'-এর অকার—দুইটি উদাত্ত শ্রুত হইয়া থাকে।

(চ) 'শুনঃশেপঃ'—'শুনঃ শেপ ইব শেপো যস্য'—কুকুরের লেজের মত লেজ যাহার (নাম)-এই অর্থে বহুব্রীহিসমাস করিলে 'শুনঃ-শেপঃ' পদটির সিদ্ধি হয়। এস্থলে 'শুনঃশেপপুচ্ছলাঙ্গুলেষু সংজ্ঞায়াং ষষ্ঠ্যা অলুগ্ বক্তব্যঃ' (বা. ৬।৩।২১) এই বার্ত্তিক অনুসারে ষষ্ঠী বিভক্তির লুক্ (লোপ) হয় না। 'শ্বন্' শব্দটি 'ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ' (ফি. ১) অনুসারে অন্তোদাত্ত আর 'শেপ' শব্দটি 'স্বাঙ্গশিটামদন্তানাম্' (ফি. ৫২) অনুসারে আদ্যুদাত্ত। উক্ত দুইটি পদের বহুব্রীহিসমাস করিলে 'বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম্' (পা. ৬।২।১) অনুসারে পূর্বপদেরই প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু উহাকে বাধ করিয়া এই বিধি অনুসারে পূর্ব ও উত্তর—উভয় পদেরই যুগপৎ প্রকৃতিস্বর হইয়া যায়, ফলে 'শু'-এর উকার ও 'শে'-তে একার উদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

১২৮ দেবতাবাচক শব্দের দ্বন্দ্বসমাসে যুগপৎ দুইটি পদেরই প্রকৃতি-স্বর হয়।[১২৮] যথা—

(ক) ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আবৃণে। (ঋ. ১।১৭।১)

(খ) ইন্দ্রাবৃহস্পতী বয়ং সুতে গীর্ভির্হবামহে। (ঋ. ৪।৪৯।৫)

(গ) হুবযামি মিত্রাবরুণাবিহাবসে। (ঋ. ১।৩৫।১)

(ঘ) যো অগ্নীষোমা হবিষা সপর্য্যাৎ। (ঋ. ১।৯৩।৮)

---

১২৮ 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' (পা. ৬।২।১৪১) অত্র পূর্বোত্তরপদে যুগপৎ প্রকৃতিস্বরে ভবতঃ।

(ঙ) নক্তোষাসা সুপেশসাস্মিন্ যজ্ঞ উপহ্বয়ে। (ঋ. ১।১৩।৭)

(ক) 'ইন্দ্রাবরুণয়োঃ'—'রন্' প্রত্যয়ান্ত 'ইন্দ্র' শব্দ ও 'উনন্' প্রত্যয়ান্ত 'বরুণ' শব্দ—দুইটিই 'নিৎ' বলিয়া 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) অনুসারে আদ্যুদাত্ত। এই দুইটি দেবতাবাচক শব্দের দ্বন্দ্বসমাস করিলে 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' (পা. ৬।৩।২৬) অনুসারে 'ইন্দ্র' শব্দের অন্তে অকারের স্থানে 'আনঙ্' আদেশ হইলে 'ইন্দ্রাবরুণৌ' পদটির নিষ্পত্তি হয়। সমাসের পূর্বে 'ইন্দ্র' ও 'বরুণ' শব্দ দুইটিই আদ্যুদাত্ত; সেইজন্য সমাসের পরেও এই বিধি অনুসারে পূর্বোত্তর পদে আদ্যুদাত্তই উচ্চারিত হইবে। উদাহৃত ঋঙ্মন্ত্রে ষষ্ঠী দ্বিবচনের রূপ।

(খ) 'ইন্দ্রাবৃহস্পতী'—'ইন্দ্র' শব্দটি আদ্যুদাত্ত এবং 'বৃহস্পতি' শব্দও 'উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ' (পা. ৬।২।১৪০) অনুসারে দুইটি পদের প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে দ্ব্যুদাত্ত। এই আদ্যুদাত্ত 'ইন্দ্র' শব্দ ও দ্ব্যুদাত্ত 'বৃহস্পতি' শব্দ—দুইটির দ্বন্দ্বসমাস করিলে পূর্বেরই ন্যায় 'আনঙ্' করিয়া 'ইন্দ্রাবৃহস্পতী' পদটির সিদ্ধি করা হয়। এস্থলেও দুইটি দেবতাবাচক শব্দের দ্বন্দ্ব বলিয়া, এই বিধি অনুসারে পূর্ব ও উত্তর পদে প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে তিনটি পদেরই আদিস্বর উদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। ফলে 'ইন্দ্রাবৃহস্পতী' পদে ই, বৃ ও প—এই তিনটি উদাত্ত শ্রুত হয় বলিয়া, ইহা ত্র্যুদাত্ত পদ।

(গ) 'মিত্রাবরুণৌ'—পুঁলিঙ্গ 'মিত্র' শব্দটি 'ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ' (ফি. ১) অনুসারে অন্তোদাত্ত এবং 'উনন্' প্রত্যয়ান্ত 'বরুণ' শব্দটি পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে আদ্যুদাত্ত। এই অন্তোদাত্ত 'মিত্র' শব্দটি

আদ্যুদাত্ত 'বরুণ' শব্দ—দুইটি দেবতাবাচকের দ্বন্দ্বসমাস করার পর পূর্বেরই ন্যায় 'আনঙ্' হইলে 'মিত্রাবরুণৌ'—পদটির নিষ্পত্তি হয়। ইহাতেও এই বিধি অনুসারে 'মিত্র' ও 'বরুণ'—দুইটির পদেই যুগপৎ প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে পূর্বটি অন্তোদাত্ত আর উত্তরটি আদ্যুদাত্ত শ্রুত হয়।

(ঘ) 'অগ্নীষোমা'—'অগ্নি' শব্দটিও অন্তোদাত্ত, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'মন্' প্রত্যয়ান্ত 'সোম' শব্দও 'নিৎ' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া আদ্যুদাত্ত। এই অন্তোদাত্ত 'অগ্নি' শব্দ এবং আদ্যুদাত্ত 'সোম' শব্দের দ্বন্দ্বসমাস করিলে 'অগ্নীষোমৌ' হইয়া থাকে। কারণ ইহাতে 'ঈদগ্নেঃ সোমবরুণয়োঃ' (পা. ৬৷৩৷২৭) সূত্র অনুসারে 'অগ্নি' শব্দের ইকারের স্থানে ঈকার এবং 'অগ্নেঃ স্তুৎস্তোমসোমাঃ' (পা. ৮৷৩.৮২) সূত্র অনুসারে 'সোম' শব্দের সকারের স্থানে ষকার হইয়া যায়। এস্থলে দুইটি শব্দই দেবতাবাচক ; সেইজন্য এই বিধি অনুসারে পূর্ব ও উত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'অগ্নী' শব্দের ঈকার এবং 'ষোম' শব্দের ওকার উদাত্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ার দ্বিবচন 'ঔ' বিভক্তির স্থানে 'ডা' আদেশ হইলে 'অগ্নীষোমা এইরূপ বৈদিক প্রয়োগ সিদ্ধ হয়।

(ঙ) 'নক্তোষাসা'—'নক্তম্' ও 'উষস্'—দুইটিই কালবাচকরূপে লোকে প্রসিদ্ধ। 'নক্তম্'—শব্দের অর্থ রাত্রি এবং 'উষস্' শব্দের অর্থ রাত্রি ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্ত্তী কাল। এস্থলে উপরিউক্ত দুইটি কালের অভিমানিনী দেবতা—অগ্নির মূর্তিবিশেষ। 'নক্তম্' শব্দের মকারের লোপ এবং 'উষস্' এর উপধা দীর্ঘ ছান্দস নিয়মের দ্বারা হইয়া থাকে। 'নক্ত'—আদ্যুদাত্ত এবং 'উষস্' অন্তোদাত্ত ; সেইজন্য

'নক্তোষাসা' পদে নকারের অকার ও 'ষা'এর আকার উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

দেবতাবাচক শব্দের দ্বন্দ্বসমাস না হইলে এই বিধি প্রবৃত্ত হয় না, যেমন 'প্লক্ষন্যগ্রোধৌ' এই পদটিতে 'প্লক্ষ' ও 'ন্যগ্রোধ'—এই দুইটির দ্বন্দ্বসমাস হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতিস্বর হয় না।

'অগ্নিষ্টোমঃ'—প্রভৃতি পদ, যেগুলিতে দ্বন্দ্বসমাস হয় নাই, সেগুলিও ইহার উদাহরণ নয়।

১২৯ পৃথিবী, রুদ্র, পূষন্ ও মন্থী শব্দ ব্যতীত যাহার আদিস্বর অনুদাত্ত—এইরূপ উত্তরপদ হইলে দেবতাবাচক দ্বন্দ্বসমাসেও পূর্ব এবং উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হয় না।[১২৯] যথা ;—

(ক) ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং কং বৃষণো মদন্তি। (ঋ. ১।১০৯।৩)

(খ) ইন্দ্রবায়ূ মনোজুবা বিপ্রা হবন্ত উতয়ে। (ঋ. ১।২৩।৩)

(গ) সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ। (ঋ. ১০।১৯০।৩)

(ক) 'ইন্দ্রাগ্নীভ্যাম্'—'ইন্দ্র' শব্দটি আদ্যুদাত্ত ; কিন্তু 'অগ্নি' শব্দটি অন্তোদাত্ত হওয়ায়, উহার আদিস্বর অনুদাত্ত—'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে। এই দুইটি দেবতাবাচক শব্দের দ্বন্দ্বসমাস করিলে উত্তরপদের আদিস্বর অনুদাত্ত থাকায়, উহাদের প্রকৃতিস্বর হয় না ; সুতরাং 'সমাসস্য' (পা. ৬।১।২২৩) অনুসারে 'ইন্দ্রাগ্নী' পদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। ইহার

---

১২৯ নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদাবপৃথিবীরুদ্রপূষমন্থিষু। (পা ৬।২।১৪২) পৃথিব্যাদিবর্জিতেঽনুদাত্তাদাবুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরং ন ভবতি।

শেষে 'ভ্যাম্' বিভক্তি আসিলে 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে বিভক্তির আকারটি অনুদাত্ত ; সেইজন্য 'ইন্দ্রাগ্নীভ্যাম্' পদে প্রথমে দুইটি অনুদাত্ত, মধ্যে উদাত্ত এবং শেষেও অনুদাত্ত।

(খ) 'ইন্দ্রবায়ূ'—'রন্' প্রত্যয়ান্ত 'ইন্দ্র' শব্দটি আদ্যুদাত্ত এবং 'বায়ু' শব্দটি 'বা' ধাতুর শেষে 'কৃবাপা জিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্' (উ. ১)—এই সূত্র অনুসারে 'উণ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ণ' ইৎ গেলে অবশিষ্ট 'উ' 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) অনুসারে উদাত্ত। 'বা উ' এই অবস্থায় 'আতো যুক্ চিণ্ কৃতোঃ' (পা. ৭।৩।৩৩) অনুসারে 'যুক্' আগম হইলে 'বায়ু' পদটি সিদ্ধ হয়। ইহার অন্ত্য উকার উদাত্ত বলিয়া 'বা' এর আকার 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে অনুদাত্ত, সুতরাং 'বায়ু' শব্দের আদিস্বর অনুদাত্ত ; এইজন্যই 'ইন্দ্র' ও বায়ু' শব্দের দ্বন্দ্বসমাস করিলে 'ইন্দ্রবায়ূ'* এই প্রয়োগে উভয়পদের প্রকৃতিস্বর হইবে না ; কিন্তু 'সমাসস্য' (পা. ৬।১।২২৩) অনুসারে অন্তোদাত্ত হওয়ার ফলে উহার উকারটি উদাত্ত আর অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত।

(গ) 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ'—ইহাতে 'চন্দ্র' শব্দটি 'রক্' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত এবং 'চন্দ্র ইব মীয়তে'—এই অর্থে চন্দ্র উপপদ থাকিতে 'মা' ধাতুর শেষে 'অস্' প্রত্যয় করিলে 'চন্দ্রমস্' শব্দটি সিদ্ধ হয়। ইহা দাসীভারাদিগণের অন্তর্গত বলিয়া 'কুরুগার্হপত' (পা. ৬।২।৪২) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে পূর্বপদপ্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'ন্দ্র' এর অকার উদাত্ত ; সেইজন্য চকারের অকার অনুদাত্ত,

* এস্থলে 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' (পা. ৬।৩।২৬) অনুসারে 'আনঙ্' প্রাপ্ত হইলেও উহার 'বায়ুশব্দপ্রয়োগে প্রতিষেধো বক্তব্যঃ'—এই বার্ত্তিকের দ্বারা নিষেধ হইয়া যায়।

তাহা হইলে 'চন্দ্রমস্' শব্দের আদিস্বরটি অনুদাত্ত। 'সূর্য্য ও চন্দ্রমস্' শব্দের দ্বন্দ্বসমাস করার পর 'চন্দ্রমস্'—এই পদটিতে আদিস্বর অনুদাত্ত হওয়ায় 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ'—এই পদে উভয়পদের প্রকৃতিস্বর হয় না; সেইজন্য 'সমাসস্য' (পা. ১।১।২২৩) অনুসারে অন্তোদাত্তই হইবে।

স্বরমঞ্জরীকারের মতে এস্থলে 'সূর্য্য' ও 'চন্দ্রমা'-এই দুইটির হবির্ভাগিত্ব না থাকায় 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' (পা. ৬।২।১৪১) অনুসারে উভয়পদের প্রকৃতিস্বর হয় না। যে দুইটি দেবতার যজ্ঞে একসঙ্গে হবির্ভাগিত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধি সেই যুগল দেবতারই দ্বন্দ্বসমাসে পূর্বোত্তরপদের যুগপৎ প্রকৃতিস্বরের বিধান করা হইয়াছে। সূর্য্য ও চন্দ্রমার কোথাও হবির্ভাগিত্বরূপে বর্ণনা করা হয় নাই; সেইজন্য এই দুইটির দ্বন্দ্বসমাসে পূর্বোত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইতে পারে না।

ইহা ঠিক নয়, কারণ 'নোত্তরপদে' (পা. ৬।২।১৪২) ইত্যাদি সূত্রে যদি উত্তরপদে এই পদটির গ্রহণ না করা হয় তাহা হইলে সূত্রস্থ যে 'অনুদাত্তাদৌ' পদ আছে, উহা 'দ্বন্দ্বে' ইহার বিশেষণ হইবে, তাহা হইলে যে স্থলে দ্বন্দ্ব সমাসে আদিস্বর অনুদাত্ত আছে, যেমন 'চন্দ্রসূর্য্যৌ' সেইস্থলেই এই নিষেধটি প্রযুক্ত হইবে। 'উত্তরপদে'—ইহার গ্রহণ থাকায় যদি উত্তর পদের আদিস্বর অনুদাত্ত হয়, তাহা হইলেই এই নিষেধটি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে 'চন্দ্রসূর্য্যৌ'—এস্থলে উত্তর পদের আদিস্বর অনুদাত্ত নয় বলিয়া নিষেধ প্রবৃত্ত হইল না—হরদত্ত মিশ্রের এই উক্তির* দ্বারা মনে হয়

* 'সূর্য' শব্দটি 'রাজসূয়সূর্য (পা. ৩।১।১১৪) ইত্যাদি সূত্র অনুসারে 'ক্যপ্' প্রত্যয়ান্ত; সেইজন্য 'যতোঽনাবঃ' (পা. ৬।১।২১৩) অনুসারে উহার আদিস্বর উদাত্ত, কিন্তু অনুদাত্ত নয়—সুবোধিনী।

যে 'চন্দ্রসূর্য্যৌ'—এই পদেও 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' (পা. ৬।২।১৪১) অনুসারে পূর্বোত্তর পদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হয়। যদি যজ্ঞে যে যুগলদেবতার একসঙ্গে হর্বিভাক্ রূপে প্রসিদ্ধি আছে তাহাদেরই উভয়পদ প্রকৃতিস্বর হয়, তাহা হইলে চন্দ্র ও সূর্য্যের দ্বন্দ্বসমাসে কেমন করিয়া পূর্বোত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইতে পারে?—ইহাদের হবির্ভাক্ রূপে কোথাও প্রসিদ্ধি নাই।

যদি ঐ দুইটি দেবতার হবির্ভাগিত্ব থাকে, তাহা হইলে 'দেবতা দ্বন্দ্বে চ' (পা. ৬।৩।২৭) অনুসারে—'আনঙ্'ও হইত; কিন্তু তাহা হয় নাই। এইজন্য 'ব্রহ্মপ্রজাপতী (তৈ. আ. ৪।১।২) ইত্যাদি স্থলেও উভয় পদের প্রকৃতিস্বর ও 'আনঙ্'—দুই হয় নাই।

বস্তুতস্তু 'আনঙ্' বিধায়ক সূত্র—'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' (পা. ৬।৩।২৭) সূত্রে 'আনঙ্ ঋতো দ্বন্দ্বে' (পা. ৬।৩।২৫) হইতে 'দ্বন্দ্বে' পদের অনুবৃত্তি করিয়াও দ্বন্দ্বে অর্থের লাভ হইতে পারে। তাহার জন্য যে পুনরায় 'দ্বন্দ্বে' পদের গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ সাহচর্য্যের পরিগ্রহের তাৎপর্য্য-জ্ঞাপন করিয়া থাকে; সেইজন্য হবির্ভাগিত্বরূপে যাহাদের খ্যাতি নাই তাহাদের দ্বন্দ্বসমাসে 'ব্রহ্ম-প্রজাপতী' ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'আনঙ্' হয় না। উভয়পদের প্রকৃতি-স্বর-বিধান স্থলে ঐরূপ কোন নিয়ামক না থাকায় ইহা বলা যায় না। যে হবির্ভাক্ রূপে যাহাদের প্রসিদ্ধি আছে—এইরূপ যুগল দেবতার দ্বন্দ্ব সমাসেই উভয়পদ প্রকৃতিস্বর হয়। সুতরাং উভয়পদ প্রকৃতিস্বর করিতে হইলে যুগলদেবতার হবির্ভাগিত্ব না থাকিলেও চলে। 'আনঙ্' করিতে হইলে হবির্ভাগিত্ব থাকা চাই।

কেহ কেহ বলেন যে 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ'—এই দুইটি দেবতারও হবির্ভাগিত্ব আছে—যেমন 'সূর্য্যাচন্দ্রমোভ্যাং বেহতমালভেত' এই

আপস্তম্বসূত্রে উহাদের হবির্ভাগিত্ব বিহিত হইয়াছে। এই মত অনুসারে এক্ষেত্রে 'আনঙ্' হইতে বাধা নাই।

যাঁহাদের মতে ঐ দুইটি দেবতার হবির্ভাগিত্ব নাই, তাঁহাদের মতে পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে উভয়পদ প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলেও 'নোত্তরপদে' (৬।২।১৪২) অনুসারে উহার নিষেধ হইয়া যায় আর ছান্দসবিধি অনুসারে 'আনঙ্' হইতে পারে।

পৃথিবী, রুদ্র, পূষন্, মন্থিন্—ইত্যাদি উত্তরপদের আদিস্বর অনুদাত্ত হইলেও প্রকৃতিস্বর হইয়া যায়, যথা—

(ক) দ্যাবাপৃথিবী বরুণায় সব্রতে। (ঋ. ১০।৬৫।৮)

(খ) সোমারুদ্রাবিহ সু মৃলতং নঃ। (ঋ. ৬।১৪।৪)

(গ) সোমাপূষভ্যাং জনদুস্রিয়াসু। (ঋ. ২।৪০।২)

(ঘ) শুক্রামন্থিনাবগৃহ্ণন্ (তৈ. সং ৬।৪।১০।১)

(ক) 'দ্যাবাপৃথিবী'—'দিবো দ্যাবা' (পা. ৬।৩।২৯) ইহার দ্বারা যে 'দিব্' শব্দের স্থানে 'দ্যাবা' আদেশ করা হয়, ইহার আদ্যুদাত্ত-নিপাতন করা হইয়াছে এবং 'প্রথ প্রখ্যানে'—এই ধাতুর উত্তরে 'প্রথেঃ ষিবন্ সম্প্রসারণং চ' (উ. ১৫৬) সূত্রের দ্বারা 'ষিবন্' প্রত্যয় ও রেফের সম্প্রসারণ বিহিত হইয়াছে। 'ষ্'ইৎ যায় বলিয়া 'ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ' (পা. ৪।১।৪১) অনুসারে 'ঙীষ্' প্রত্যয় হইলে 'পৃথিবী' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ঙীষের ঈকারটি 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) অনুসারে উদাত্ত বলিয়া অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত সুতরাং 'পৃথিবী' শব্দের আদিস্বর অনুদাত্ত। এইরূপ 'পৃথিবী'

শব্দ, যাহার আদিস্বর অনুদাত্ত, উত্তরপদে থাকিলেও প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে। সেইজন্য 'দ্যাবাপৃথিবী' পদে উভয়পদের প্রকৃতি স্বর হওয়ার ফলে 'দ্যা'তে আকার ও 'বী'তে ঈকার—দুইটি উদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

(খ) 'সোমারুদ্রৌ'—এই প্রয়োগেও 'রুদ্র' শব্দটি 'রোদের্ণিলুক্ চ' (উ. ১৮৯) অনুসারে ণিজন্ত 'রুদ্' ধাতুর পরে 'রক্' প্রত্যয় ও 'ণিচ্' এর লোপ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে; সেইজন্য উহা অন্তোদাত্ত। 'রুদ্র' শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত বলিয়া 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে আদিস্বর অনুদাত্ত। এই-প্রকার 'রুদ্র' শব্দের আদিস্বর অনুদাত্ত হইলে এই 'রুদ্র' শব্দের সহিত আদ্যুদাত্ত 'সোম' শব্দের দ্বন্দ্বসমাস করিলে পূর্বোত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইয়া যায়, ফলে 'সোমারুদ্রৌ'—এই পদটিতে 'সো' তে ওকার ও 'দ্রৌ' তে ঔকার—এই দুইটি উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

(গ) 'সোমাপূষভ্যাম্' 'পূষন্' শব্দটির 'শ্বন্নুক্ষন্' (উ. ১৬৫) ইত্যাদি উণাদিসূত্রের দ্বারা অন্তোদাত্তত্ব নিপাতন করা হইয়াছে। ফলে ইহার আদিস্বর অনুদাত্ত। 'মন্' প্রত্যয়ান্ত 'সোম' শব্দটি যে আদ্যুদাত্ত ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই আদ্যুদাত্ত 'সোম' শব্দ ও অন্তোদাত্ত 'পূষন্' শব্দ—দুইটির দ্বন্দ্ব সমাস করিলে 'সোমাপূষণৌ' পদে পূর্বোত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে পূর্বপদটি আদ্যুদাত্ত এবং উত্তরপদটি অন্তোদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। তৃতীয়া, চতুর্থী ও পঞ্চমী বিভক্তির দ্বিবচনে 'সোমাপূষভ্যাম্' রূপ হয়।

তৈত্তিরীয় শাখায় 'সোমাপূষভ্যাং জনৎ' (তৈ. সং ১।৮।২২।৫) এই মন্ত্রে 'সোমাপূষভ্যাম্' পদটি অন্তোদাত্ত উচ্চারিত হয়। এস্থলে স্বরের ব্যত্যয় করা হইয়াছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। বেদে নিয়মের দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ না হইলে ব্যত্যয় ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নাই।

(ঘ) 'শুক্র' শব্দটিতেও 'ঋজ্রেন্দ্র' (উ. ১৯৬) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা অন্তোদাত্তত্ব নিপাতন করা হইয়াছে এবং 'মন্থী' শব্দটি 'মন্থ' যাহার আছে—এইরূপ অর্থে 'অত ইনিঠনৌ' (পা. ৫।২।১১৫) অনুসারে 'ইনি' প্রত্যয়ান্ত। 'ইনি' প্রত্যয়ের ইকারটি 'আত্যুদাত্তশ্চ' (পা ৩।১।৩) অনুসারে উদাত্ত; সেইজন্য উহার আদিস্বরটি অনুদাত্ত। এইপ্রকারে 'মন্থী' শব্দের আদিস্বর অনুদাত্ত হইলেও শুক্র ও মন্থী—এই দুইটির দ্বন্দ্ব সমাসে 'শুক্রামন্থিনৌ'—এইরূপ অবস্থায় পূর্বোত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'শুক্রা' তে 'ক্রা' এর আকার এবং 'মন্থিনৌ' পদে 'স্থি' এর ইকার উদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে 'শুক্রামন্থী' শব্দ গ্রহবিশেষের বাচক। সোমরস রাখিবার পাত্র হইল গ্রহ। গ্রহে সোমরস পূর্ণ করিয়া সেই সোমরসের দ্বারা অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। অনেকগুলি গ্রহের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। শুক্রামন্থী নামক একটি গ্রহ আছে যাহার দ্বারা সোমাহুতি করা হয়। ইহা দেবতা বাচক না হওয়ায় 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' (পা. ৬।২।১৪১) অনুসারে উভয়পদের প্রকৃতিস্বরের প্রাপ্তি হইতে পারে না; সুতরাং 'নোত্তরপদে' (পা. ৬।২।১৪২) সূত্রে আদিস্বর অনুদাত্ত হইলেও

'মন্থিন্' শব্দ উত্তরপদে যাহাতে উভয়পদের প্রকৃতিস্বর হয়, তাহার জন্য 'মন্থিন্' শব্দের গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে 'শুক্রামন্থিনৌ' পদে 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' (পা. ৬।২।১৪১) অনুসারে উভয়পদের প্রকৃতিস্বর না হইলেও 'উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ' (পা. ৬।২।১৪০) অনুসারে উভয়পদ-প্রকৃতিস্বর হইতে কোন আপত্তি নাই।

১৩০ থ, অথ, ঘঞ্, ক্ত, অচ্, অপ্, ইত্র, ক—এই প্রত্যয়গুলি যাহার অন্তে থাকে এইরূপ শব্দ, গতি, কারক অথবা উপপদের পরে থাকিলে অন্তোদাত্ত হয়।[১৩০] যথা—

থ—'এষ বৈ দর্শপূর্ণমাসয়োরবভৃথঃ। (তৈ. সং ১।৭।৫।৩)

গভীরবেপা অসুরঃ সুনীথঃ। (ঋ. ১।৩৫।৭)

অথ—যদাবসথেঽন্নং হরন্তি। (তৈ. ব্রা. ১।১।১০।৬)

প্রবসথমেষ্যন্। (তৈ. ব্রা. ১।১।১০।৬)

ঘঞ্—প্রমোদ আনন্দঃ। (তৈ. ব্রা. ২।৪।৬।৫)

ন নবজ্বারো অধ্বনে। (ঋ. ১।৪২।৮)

ক্ত—ধর্ত্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ। (ঋ. ১।১১।৪)

নস্ত্রোতা নেনীয়তে। (তৈ. সং ২।১।১।২)

---

১৩০ থাথঘঞ্ক্তাজবিত্রকাণাম্ (পা. ৬।২।১৪৪)। থ-অথ-ঘঞ-ক্ত, অচ্-অপ -ইত্র-ক-এতদন্তানাং গতিকারকোপপদাৎ পরেষামন্ত উদাত্তো ভবতি।

অচ্—বিজয়মুপযন্তঃ। (তৈ. সং ১।৫।১১)

অপ্—প্রসবে ত উদীরতে। (ঋ. ৯।৫০।২)

বিহবেষ্বস্ত। (তৈ. সং ৪।৭।১৪।১)

ইত্র—তিরঃ পবিত্রমতিনীতাঃ। (তৈ. ব্রা. ৩।১।৪।১৪)

ক—এত্য প্রেত্য বিক্ষিপঃ। (তৈ. আ. ৪।২৫।১)

'অবভৃথঃ' 'সুনীথঃ' 'আবসথঃ' 'প্রবসথঃ' 'প্রমোদঃ' 'নবজ্বারঃ' 'নস্মৈতা' 'বিজয়ঃ' 'প্রসবঃ' 'বিহবঃ' 'পবিত্রম্' 'বিক্ষিপঃ'—প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

'অবভৃথঃ' পদটি অব পূর্বক 'ভৃঞ্' ধাতুর শেষে 'অবে ভৃঞঃ' (উ. ১৬৮) অনুসারে 'কৃথন্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'সুনীথঃ 'নীঞ্ প্রাপণে' ধাতুর উত্তরে 'হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ কৃথন্ (উ. ১৪৯) অনুসারে 'কৃথন্' প্রত্যয় করিলে 'নীথঃ' পদটির সিদ্ধি হয়। এই পদটির সহিত 'সু' এর প্রাদিসমাস করার পর 'সুনীথঃ' প্রয়োগ নিষ্পন্ন হয়। 'কৃথন্' এর কেবল 'থ' থাকে; সেইজন্য ইহাকে 'থ' বলিয়াই ধরিতে হইবে। এই 'অবভৃথঃ' ও 'সুনীথঃ'—দুইটি পদেই এই বিধি অনুসারে অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে।

'আবসথঃ' 'প্রবসথঃ'—এই দুইটিতেই 'উপসর্গে বসেঃ' (উ. ৪০৩) অনুসারে 'অথ' প্রত্যয় হইয়াছে। আঙ্ পূর্বক 'বস্' ধাতুর ও প্র

পূর্ব্বক 'বস' ধাতুর শেষে 'অথ' প্রত্যয় করিলে উপরিউক্ত প্রয়োগ দুইটির সিদ্ধি হয়—দুইটিতেই এই বিধি অনুসারে অন্তোদাত্ত।

'প্রমোদঃ' 'নবজ্বারঃ'—'মুদ হর্ষে' ধাতুর উত্তরে 'ঘঞ্' করিলে 'মোদঃ'—এই পদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহার সহিত 'প্র'—এই গতিটির 'প্রকৃষ্টো মোদঃ' এইরূপ অর্থে গতি সমাস করিয়া 'প্রমোদঃ' পদের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। আর 'জ্বর রোগে' ধাতুর উত্তরে 'ঘঞ্' করিলে 'জ্বার' পদটি সিদ্ধ হয়—এই 'জ্বার' শব্দের সহিত 'নব' শব্দের 'নবশ্চাসৌ জ্বারশ্চ' এইরূপ বুৎপত্তি করিয়া কর্মধারয় সমাস করিলে 'নবজ্বারঃ' পদ সিদ্ধ হয়। উপরি উক্ত দুইটি 'ঘঞ্' প্রত্যয়ান্ত পদেই এই বিধি অনুসারে উত্তরপদের অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে।

'পুরুষ্টুতঃ'—'স্তু' ধাতুর পরে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'স্তুতঃ' পদটি নিষ্পন্ন হয়। এই 'স্তুতঃ' পদের সঙ্গে 'পুরুষু'—সপ্তম্যন্ত পদের 'পুরুষু বহুষু স্তুতঃ'—অনেকের মধ্যে যিনি স্তুত—এই অর্থে তৎপুরুষ সমাস করার পর 'পুরুস্তুতঃ' এই অবস্থায় 'স্তুতস্তোময়োশ্ছন্দসি' (পা. ৮।৩।১০৫ অনুসারে সকারের স্থানে ষত্ব ও 'থাথঘঞ্ক্ত' (পা. ৬।২।১৪৮) অনুসারে অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে।

এই প্রকার 'নস্যোতা' ইত্যাদি স্থলে আঙ্পূর্বক 'বেঞ্' ধাতুর উত্তরে 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে 'ওতঃ' পদটির সিদ্ধি হয়। ইহা 'গতিরনন্তরঃ' (পা. ৬।২।৪৯) অনুসারে আদ্যুদাত্ত। পরে 'নাসিকায়াম্ ওতঃ' এইরূপ সপ্তমী তৎপুরুষ করিলে 'পদ্দন্'* (পা. ৬।১।৬৩) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা নাসিকার স্থানে 'নস্' আদেশ হইলে 'নসি ওতা' এইরূপ অবস্থায় 'তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্' (পা.

* পদ্দন্নোমাস্‌হৃন্নিশসন্‌যূষন্‌দোষন্‌যকঞ্ছকন্‌ন্দন্নাসঞ্ছস্‌প্রভৃতিষু

৬৷২৷১৪) অনুসারে সপ্তমী বিভক্তির লোপাভাব হওয়ায় 'ইকো যণচি' (পা. ৬৷১৷৭৭) অনুসারে ইকারে স্থানে 'য্' হইলে 'নপ্তোতা' পদের সিদ্ধি হয়। ইহাতে এই বিধি অনুসারে অন্তোদাত্ত হইয়াছে।

'বিজয়ঃ'—'জি' ধাতুর শেষে 'এরচ্' (পা. ৩৷৩৷৫৬) অনুসারে 'অচ্' প্রত্যয় করিলে 'জয়ঃ' পদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহা 'জয়ঃকরণম্' (পা. ৬৷১৷২০২) অনুসারে আত্যুদাত্ত। 'বি'—এই গতিটির সহিত 'জয়ঃ' পদের সমাস করার পর ইহার দ্বারা অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে।

'প্রসবঃ' 'বিহ্বঃ'—তুইটি পদের প্রথমটিতে 'ঋদোরপ্' (পা. ৩৷৩৷৫৭) অনুসারে 'অপ্' এবং দ্বিতীয়টিতে 'হ্বঃ সম্প্রসারণং চ' (পা. ৩৷৩৷৭২) ইহার দ্বারা 'হ্বে' ধাতুর উত্তরে 'অপ্' ও সম্প্রসারণ হয়। এইভাবে 'ষূঙ্ প্রাণি-প্রসবে' ও 'হ্বেঞ্ স্পর্ধায়াং শব্দে চ' ধাতুর উত্তরে 'অপ্' প্রত্যয় করার পর যথাক্রমে 'প্র' ও 'বি'-এর সহিত গতিসমাস করিলে 'প্রসবঃ' ও 'বিহবঃ' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই তুইটি 'অপ্' প্রত্যয়ান্ত পদ গতির পরে থাকায় এই বিধি অনুসারে অন্তোদাত্ত হইয়াছে।

'পবিত্রম্'—পদটি 'পূঞ্' ধাতুর উত্তরে 'পুবঃ সংজ্ঞায়াম্' (পা. ৩৷২৷১৮৫) অনুসারে 'ইত্র' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই 'ইত্র' প্রত্যয়ান্ত 'পবিত্র' শব্দও এই বিধি অনুসারে অন্তোদাত্ত।

'বিক্ষিপঃ'—ইহা বিপূর্বক 'ক্ষিপ্' ধাতুর উত্তরে 'ইগুপধজ্ঞা-প্রীকিরঃ কঃ' (পা. ৩৷১৷১৩৫) অনুসারে 'ক' প্রত্যয় করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে; সেইজন্য ইহারও অন্ত্যস্বর এই বিধির দ্বারা উদাত্ত হইবে।

১৩০ সু ও উপমানবাচক শব্দের পরবর্ত্তী 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে।[১৩০] যথা—

ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকে। (ঋ. ১০।৮৫।২৪)

সূক্তং চ মে সুকৃতং চ মে। (তৈ. সং ৪।১।২।২)

'সুকৃতম্' ও 'সূক্তম্'—ইত্যাদিতে 'সু' এই গতির পরে ক্তান্ত 'কৃতম্' ও 'উক্তম্' আছে; সেইজন্য এইগুলির অন্ত্যস্বর উদাত্ত। গতিসংজ্ঞক 'সু' শব্দের পরে যদি ক্তান্ত পদ থাকে, তবেই অন্তোদাত্ত হইবে; আর যদি 'সু' গতিসংজ্ঞক না হইয়া কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞক হয়, তাহা হইলে উহার পরবর্ত্তী ক্তান্ত পদ উদাত্ত হইবে না। যথা—

সুপ্রীতং সুভৃতমকর্ম। (তৈ. সং ১।৪।৪৫।৩)

ইত্যাদিক্ষেত্রে 'সু' শব্দটি 'সুঃ পূজায়াম্' (পা. ১।৪।৯৪) অনুসারে কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞক বলিয়া উহার পরবর্ত্তী ক্তান্তপদের অন্তোদাত্ত হয় নাই; কিন্তু অব্যয়পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরের দ্বারা আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। বেদভাষ্যে 'সুপ্রীতম্' ও 'সুভৃতম্'—এই দুইটি প্রয়োগে 'গতিরনন্তরঃ' (পা. ৬।২।৪৯) সূত্রের দ্বারা 'সু' এই পূর্বপদটির প্রকৃতিস্বর করা হইয়াছে। প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে উহা উদাত্ত-স্বরবিশিষ্ট।

উপমানবাচক পদের পরবর্ত্তী ক্তান্ত পদের উদাহরণ 'শশপ্লুতঃ' 'বৃকাবপ্লুতম্' ইত্যাদি।

১৩০ সূপমানাৎ ক্তঃ (পা. ৬।২।১৪৫) সোরুপমানাচ্চ পরং ক্তান্তমন্তোদাত্তং ভবতি।

১৩১ গতি, কারক অথবা উপপদের পরে যদি 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদ থাকে এবং সংজ্ঞার প্রতীতি হয়, তাহা হইলে উহা অন্তোদাত্ত হইবে ; কিন্তু আচিত, আস্থাপিত প্রভৃতি শব্দের অন্তোদাত্ত হয় না।[১৩১] যথা—

তদ্বিষ্ণুঃ শিপিবিষ্টঃ। (তৈ. সং ৩।৪।১।৪)

শিপির অর্থ রশ্মি তাহার দ্বারা আবিষ্ট এই অর্থে 'শিপিবিষ্টঃ'* শব্দটি সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির নাম ; সেইজন্য 'বিষ্ট' এই 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দটি কারকের পরে থাকায় অন্তোদাত্ত হইয়াছে।

'আচিতম্' 'আস্থাপিতম্' ইত্যাদি 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দ গতি প্রভৃতির পরে থাকা সত্ত্বেও এবং সংজ্ঞার প্রতীতি হইলেও উহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয় না।

যবাচিতমচ্ছাবাকায়। (তৈ. সং ১।৮।১৮।১)

ইত্যাদিস্থলে যবা অস্মিন্ আচীয়ন্তে যবৈ র্বা আচীয়তে—যাহাতে যব রাখা হয় এই অর্থে 'যবাচিতম্' শব্দটি শকটের বাচক। ব্যত্যয়ের দ্বারা ইহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

------

১৩১ সংজ্ঞায়ামনাচিতাদীনাম্ (পা. ৬।২।১৪৬)। গতিকারকোপপদাৎ ক্তান্তমন্তোদাত্তং ভবত্যাচিতাদীন্ বর্জয়িত্বা।

* স্বরমঞ্জরী গ্রন্থে 'শিপিবিষ্ট আশাদিতঃ' (তৈ. সং ৪।৪।৯।১)-এইক্ষেত্রে 'শিপিবিষ্টঃ' শব্দটি 'থাথঘঞ্' (পা. ৬।২।১৪৪) সূত্র অনুসারে অন্তোদাত্ত করা হইয়াছে আবার 'সংজ্ঞায়াম নাচিতাদীনাম্'-সূত্রের উদাহরণরূপেও 'শিপিবিষ্টঃ' শব্দটির উল্লেখ করা হইয়ছে।

১৩২ প্রবৃদ্ধাদিগণে পঠিত 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি সংজ্ঞা না বুঝাইলেও অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে।[১৩২] যথা—

প্রবৃদ্ধং যানম্।

কবিশস্তঃ। (তৈ. সং ১।৫।৯।২)

ইত্যাদিতে অন্তোদাত্ত হইয়াছে। ইহা আকৃতিগণ অর্থাৎ অভীষ্টস্থলে এই গণ-পঠিত শব্দের সদৃশ ক্তান্ত শব্দেরও অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া যায়। যথা—

ঘৃতানুষিক্তাম্। (তৈ. সং ৫।২।২।৪)

পুনর্নিষ্কৃতো রথঃ। (তৈ. সং ১।৫।২।৪)

১৩৩ কারকের পরবর্তী ভাব অথবা কর্মবাচ্যে 'অন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়।[১৩৩] যথা—

প্রাতঃসবনস্য গায়ত্রছন্দসঃ। (তৈ. সং ৩।২।৪।২)

'প্রাতঃসবনঃ'—পদটি 'প্রাতঃ সূযতে ইতি প্রাতঃসবনঃ সোমঃ' প্রাতঃকালে যাহার অভিষব করা হয় এইরূপ সোম—এই অর্থে 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' (পা. ৩।৩।১৩৩) অনুসারে কর্মবাচ্যে 'ল্যুট্' (অন) প্রত্যয় হইয়াছে ; সেইজন্য ইহাতে অন্ত্যস্বর উদাত্ত।

'অন' প্রত্যয়ান্ত না হইলে ইহা হইবে না। যথা—

১৩২ প্রবৃদ্ধাদীনাঞ্চ (পা. ৬।২।১৪৭)। প্রবৃদ্ধাদিগণপঠিতানাং ক্তান্তানামন্তোদাত্তং স্যাৎ। অসংজ্ঞার্থং সূত্রম্। আকৃতিগণোঽয়ম্। তেন 'ঘৃতানুষিক্তাম্' ইত্যাদি সিধ্যতি।

১৩৩ অনো ভাবকর্মবচনঃ (পা. ৬।২।১৫০)। কারকাৎ পরমনপ্রত্যয়ান্তং ভাববচনং কর্মবচনং চান্তোদাত্তং ভবতি।

তস্মাদনো বাহ্যম্। (তৈ. সং ৬।১।৯।৪)

ইত্যাদিস্থলে 'অন' প্রত্যয়ান্ত না থাকায় অন্তোদাত্ত হয় নাই।

ভাববাচ্যে* অথবা কর্মবাচ্যে 'অন' প্রত্যয়ান্ত না হইলে সেক্ষেত্রে ইহার প্রবৃত্তি হয় না। যথা—

স্রুক্ সংমার্জনানি। (তৈ. সং ৩।৩।২।১)

ইত্যাদিস্থলে 'মার্জন' শব্দে করণে 'ল্যুট্' (অন) প্রত্যয় হইয়াছে; সেইজন্য ইহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয় নাই।

১৩৪ 'মন্' ও 'ক্তিন্' প্রত্যয়ান্ত এবং ব্যাখ্যান, শয়ন, আসন, স্থান, যাজকাদি ও ক্রীত শব্দ যদি কারকের পরে থাকে, তাহা হইলে সমাসে উত্তরপদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়।[১৩৪] যথা—

রথবর্ত্ম, পানিনিকৃতিঃ, ছন্দোব্যাখ্যানম্, রাজশয়নম্, রাজাসনম্, অশ্বস্থানম্, ব্রাহ্মণযাজকঃ, গোক্রীতঃ।

কেবল 'ক্তিন্' প্রত্যয়ান্তের বৈদিক উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা—

সুমতিষ্টে অস্তু। (ঋ. ১।২৪।৯)

বাজসাতয়ে। (তৈ. সং ১।১।১৪।২)

* ভাববাচ্যে 'অন' প্রত্যয়ান্তের উদাহরণ 'ওদনভোজনম্' প্রভৃতি লৌকিক ভাষায় প্রচলিত, বৈদিক ভাষায় দুষ্প্রাপ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না।

১৩৪ মন্‌ক্তিন্‌ব্যাখ্যানশয়নাসনস্থানযাজকাদিক্রীতাঃ (পা. ৬।২।১৫১)। কারকাৎ পরেষাং মন্নন্তাদীনামন্ত উদাত্তো ভবতি।

'সুমতিঃ' ও 'বাজসাতিঃ'—দুইটিই ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত ; সেইজন্য এইগুলির অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

এস্থলে লক্ষণীয় যে 'সুমতিঃ'—এই পদে মতি 'ক্তিন্'—প্রত্যয়ান্ত শব্দ। ইহা কারকের পরে না থাকায় এই বিধি অনুসারে অন্তোদাত্ত হওয়া সম্ভব নয় ; কিন্তু সায়ণাচার্য্য এক্ষেত্রেও এই বিধি অনুসারেই অন্তোদাত্ত করিয়াছেন। এইপ্রকার 'ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিম্' (ঋ. ১।৭।৭) এস্থলেও 'সুষ্টুতিম্'—পদে 'সু' এর পরবর্ত্তী 'স্তুতিম্' এই 'ক্তিন্' প্রত্যয়ান্ত পদের—ইহার দ্বারা অন্তোদাত্ত হয় ইহা সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন ; কিন্তু ইহাও সমীচীন নয়, কারণ এখানেও 'স্তুতিম্' এই ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত পদ কারকের পরে নাই। আবার 'স্যাম তে সুমতাবপি' (ঋ. ৮।৪৪।২৪) এস্থলে 'ক্তিচ্' প্রত্যয় করিয়া 'সুমতৌ' পদে কৃদুত্তর পদ প্রকৃতিস্বরের দ্বারা অন্তোদাত্ত আর যদি 'ক্তিন্' প্রত্যয় হয়, তাহা হইলে 'তাদৌ চ নিতি কৃত্যতৌ' (পা. ৬।২।৫০) সূত্রকে বাধ করিয়া ব্যত্যয়ের দ্বারা কৃৎস্বর হয়—ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন।

১৩৫ তৃতীয়ান্তের পরে উপসর্গরহিত 'মিশ্র'শব্দ থাকিলে উহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়, যদি 'মিশ্র' শব্দের সহিত সমাস হইলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না বুঝায়।[১৩৫] যথা—

১৩৫ মিশ্রং চানুপসর্গমসন্ধৌ (পা. ৬।২।১৫৪)। তৃতীয়ান্তাৎ পরস্য উপসর্গরহিতস্য মিশ্রশব্দস্য অন্ত উদাত্তো ভবতি। 'যদি মে ভবান্ ইদং কুর্য্যাৎ অহমপি ভবত ইদং করিষ্যামি' ইত্যেবং পণবন্ধেন ঐকার্থ্যাপত্তিঃ সন্ধিঃ, তদ্ভিন্নেঽর্থে।

নীতমিশ্রেণ তৃতীয়সবনে (তৈ. ব্রা. ১।৪।৭।৭)

দধ্না মধুমিশ্রেণ। (তৈ. সং ৫।২।৯।৩)

'নীতমিশ্রেণ' ও 'মধুমিশ্রেণ'—দুইটিতেই তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। সেইজন্য 'মিশ্র' শব্দটি তৃতীয়ান্ত পদের পরে থাকায় এই বিধি অনুসারে উহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। নীতমিশ্র ও দধিমিশ্র শব্দের পরে তৃতীয়া বিভক্তি আসিলে সেই তৃতীয়া বিভক্তির 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত এবং উহা উদাত্তের পরে থাকায় স্বরিত হইয়া যায়।

'ব্রাহ্মণমিশ্রঃ রাজা'—এস্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি রাজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন—এইরূপ অর্থের প্রতীতি হওয়ায় অন্তোদাত্ত হইবে না।

১৩৬ বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্' অথবা 'সু' এর পরবর্ত্তী উত্তরপদ অন্তোদাত্ত হয়।[১৩৪] যথা—

(ক) অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরম্। (ঋ. ১।১।৪)

(খ) অগ্নে সূপায়নো ভব। (ঋ. ১।১।৯)

(ক) 'অধ্বরম্'—ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্মিন্—যাহাতে হিংসা নাই—এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'অধ্বরম্' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে; সেইজন্য এ স্থলে 'নঞ্'এর পরবর্ত্তী 'ধ্বর' শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

---

১৩৬ নঞ্সুভ্যাম্ (পা. ৬।২।১৩২) বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যাং পরমুত্তরপদমন্তোদাত্তং ভবতি।

(খ) 'সুপায়নঃ'—শোভনমুপায়নং যস্য—শোভন যাহার প্রাপ্তি—এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস করিলে 'সুপায়নঃ' পদ সিদ্ধ হয়, সুতরাং ইহাতে 'সু' এর পরে 'উপায়ন' শব্দ থাকায়, উহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

১৩৭ যে কোন সমাসে হউক, উপসর্গের পরবর্ত্তী 'বন' শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়।[১৩৭] যথা—

তস্যেদিমে প্রবণে সপ্তসিন্ধবঃ। (ঋ. ১০।৪৩।৩)

য়দি বা তাবৎ প্রবণম্। (তৈ. সং ২।৪।১২।১)

'প্রবণ' শব্দটিতে বহুব্রীহি অথবা তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। ইহাতে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হওয়ার ফলে 'প্র' এর অকার উদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা বাধিত হওয়ায় 'প্র' শব্দের পরবর্ত্তী 'বন' শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। 'প্রবণম্'—এই পদে 'প্রনিরন্তঃশরেক্ষুপ্লক্ষাম্রকার্য্যখদিরপীয়ূক্ষাভ্যোঽসংজ্ঞায়ামপি' (পা. ৮।৪।৫) সূত্র অনুসারে নকারের স্থানে ণত্ব হইয়াছে।

১৩৮ উপসর্গের পরবর্ত্তী 'অন্ত' শব্দ অন্তোদাত্ত হয়।[১৩৮] যথা—

সমন্তং পর্য্যবদ্যতি। (তৈ. সং ২।৩।৭।৪)

উপান্তে তস্য ব্যতিষজেৎ। (তৈ. সং ৬।৬।৪।৩)

---

১৩৭ বনং সমাসে (পা. ৬।২।১৭৮) উপসর্গাৎ পরস্য বনশব্দস্য অন্ত উদাত্তো ভবতি সমাসে। সমাসগ্রহণং সমাসমাত্রে যথা স্যাৎ, বহুব্রীহিপদাশঙ্কা মা ভূৎ।

১৩৮ অন্তশ্চ (পা. ৬।২।১৮০)। উপসর্গাৎপরস্য অন্তশব্দস্য অন্ত উদাত্তো ভবতি।

'সমন্তম্' ও 'উপান্তে—এই দুইটি পদই প্রাদিসমাস অথবা বহুব্রীহি সমাসে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরকে বাধ করিয়া এই বিধি অনুসারে অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে।

১৩৯ 'নি' অথবা 'বি' উপসর্গের পরবর্ত্তী অন্তশব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয় না।[১৩৯] যথা—

ন্যস্তঃ

ব্যস্তান্ করোতি। (তৈ. ব্রা. ২।১।৩।১)

'ব্যস্তান্' এ স্থলে 'বি' এর পরবর্ত্তী অন্তশব্দের অন্তোদাত্ত নিষেধ হওয়ায়, পূর্বপদ প্রকৃতিস্বর হইয়াছে ; সেইজন্য 'বি' এর ইকার উদাত্ত এবং অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত। 'বি+অস্তান্' এইরূপ অবস্থায় 'ইকো যণচি' (পা. ৬।১।৭৭) অনুসারে উদাত্ত ইকারের স্থানে 'য্' আদেশ হইলে, এই উদাত্তস্থানিক 'য্' এর পরবর্ত্তী অনুদাত্ত অকারের 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য' (পা. ৮।২।৪) অনুসারে স্বরিত হইয়া যায়।

১৪০ নিধান অর্থাৎ প্রকাশশূন্যতা ব্যতীত অর্থ বুঝাইলে 'নি' শব্দের পরবর্ত্তী উত্তরপদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়।[১৪০] যথা—

নিবাত এষামভয়ে স্যাম। (তৈ. সং ৫।৭।২।৪)

'নিবাতঃ'—ইত্যাদিস্থলে 'নির্গতো বাতো যস্মাৎ বাতোঽপি যত্র

১৩৯ ন নিবিভ্যাম্ (পা. ৬।২।১৮০) নিবিভ্যাং পরস্য অন্তশব্দস্য অন্ত উদাত্তো ন স্যাৎ।

১৪০ নেরনিধানে (পা. ৬।২।১৯২) নিধানমপ্রকাশতা তদ্‌ভিন্নেঽর্থে নেঃ পরস্যোত্তরপদস্য অন্ত উদাত্তো ভবতি।

স্পন্দিতুং ন শক্নোতি, তত্র ভয়রহিতস্থানে বয়ং স্যাম বর্ত্তেমহি'—যে স্থান হইতে বায়ুও গত হইয়াছে অর্থাৎ যেখানে বায়ুরও স্পন্দিত হইবার শক্তি নাই, সেই ভয়রহিত স্থানে আমরা যেন থাকিতে পারি। ইহার দ্বারা 'নি' শব্দের প্রকাশশূন্যতা অর্থ প্রকাশ পায় না; সুতরাং এ স্থলে 'নিবাতঃ'—এই পদে অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে।*

১৪১ বহুব্রীহি সমাসে 'দ্বি' অথবা 'ত্রি' শব্দের পরে পাদ, দৎ, অথবা মূর্দ্ধন্ শব্দ থাকিলে, উহাদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়।[১৪১] যথা—

দ্বিপাচ্চতুষ্পাচ্চ রথায় জীবম্। (ঋ. ৪।৫১।৫)

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ। (ঋ. ১০।৯০।৩)

ত্রিমূর্ধানং সপ্তরশ্মিং গৃণীষে। (ঋ. ১।১৪৬।১)

'দ্বিপাদ্' 'ত্রিপাদ্'—এই দুইটি স্থলে 'দ্বৌ পাদৌ যস্য' ও 'ত্রয়ঃ পাদা যস্য'—এইভাবে যথাক্রমে দ্বিপাদ ও ত্রিপাদ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়া বহুব্রীহি সমাস করিলে 'সংখ্যাসুপূর্বস্য' (পা. ৫।৪।১৪০)

---

* পিবা সোমমনুষধং মদায়। (ঋ. ৩।৪৭।১) ইত্যাদি স্থলে 'অনুষধম্' —এই প্রয়োগটিতে 'অনোরপ্রধানকনীয়সী' (পা. ৬।২।১৮৯) সূত্র অনুসারে অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। অনুষধম্—ইহা সোমের বিশেষণ। স্বধার অর্থ অন্ন, উহার অনুগত যে সোম—স্বধামনুগতমনুষধম্। ইহাতে 'সুষামাদিষু চ' (পা. ৮।৩।৯৮) অনুসারে ষত্ব হইয়াছে।

১৪১ দ্বিত্রিভ্যাং পাদ্দন্মূর্ধসু বহুব্রীহৌ (পা. ৬।২।১৯৭)। আভ্যাং পরেষু পাদ্দন্মূর্ধসু যো বহুব্রীহিঃ তত্র বা অন্ত উদাত্তো ভবতি।

অনুসারে 'পাদ' শব্দের অকারের লোপ হইয়া যায়। এই 'দ্বিপাদ্' ও 'ত্রিপাদ্' শব্দে অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইলে 'পা' এর আকার উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

'ত্রিমূর্ধানম্'—পদটিও 'ত্রয়ো মূর্ধানো যস্য'—তিনটি মস্তক যাহার এই অর্থে বহুব্রীহি সমাস করিয়া নিষ্পন্ন হয়। এস্থলেও এই বিধি অনুসারে অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে।ক

১৪২ 'ক্র' যাহার অন্তে আছে তদ্ব্যতীত শব্দের পরবর্তী 'সক্থ' শব্দ বিকল্পে অন্তোদাত্ত হয়।[১৪২] যথা—

পৃশ্নিসক্থমালভেত। (তৈ. সং ২।১।৩।২)

লোমশসক্থৌ। (তৈ. সং ৫।৫।২৩।১)

'পৃশ্নিসক্থম্' ও 'লোমশসক্থৌ'—এই দুইটি পদেই 'বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্' (পা. ৫।৪।১১৩) অনুসারে 'ষচ্' প্রত্যয় হওয়ায় 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) অনুসারে অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা বিকল্পে উহার বিধান করা হইয়াছে। 'চক্রসক্থঃ'—এ স্থলে 'ক্র' শব্দান্তের পরে থাকায়, অন্তোদাত্ত হয় না।

ক 'চতুষ্পাদঃ পশবঃ' (তৈ. সং ২।৬।৯।১) 'অন্যতো দদ্ভ্যো ভূয়ান্' (তৈ. সং ৫।১।২।৫) ইত্যাদি স্থলে 'দ্বি' ও 'ত্রি' শব্দের পরে না থাকায়, এই বিধিটি প্রবৃত্ত হইল না।

১৪২ সক্থং চাক্রান্তাৎ (পা. ৬।২।১৯৮)। ক্রান্তশব্দান্তভিন্নাৎ পরঃ কৃতসমাসান্তঃ সক্থশব্দো বা অন্তোদাত্তো ভবতি।

১৪৩ বেদে 'সক্থ' এই উত্তরপদের আদিস্বর বিকল্পে উদাত্ত হয়।[১৪৩] যথা—

অঞ্জিসক্থমালভেত।

বিকল্পে হয় বলিয়া 'অঞ্জিসক্থায়' (তৈ. সং ৭।৩।১৭।২) ইত্যাদি স্থলে অক্থ শব্দের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

১৪৪ 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্' (পা. ৬।২।১৯৯) এই সূত্রে 'বিভাষোৎ-পুচ্ছে' (পা. ৬।২।১৯৬) সূত্র হইতে বিভাষা পদের অনুবৃত্তি করিলেও বিকল্প অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারিত, পুনরায় এই সূত্রে 'বহুলম্'-এই পদটির গ্রহণ বিবিধার্থ-লাভের জন্য। এই বিবিধার্থ যে কি, তাহা বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

কোনস্থলে উত্তরপদের আদিস্বর এবং কোনস্থলে উত্তরপদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়, আবার পূর্বপদেরও কোথাও আদিস্বর অথবা অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। বেদে সর্বত্রই প্রয়োগ দেখিয়া স্বরব্যবস্থা করিতে হয়; এই জন্য অনেকক্ষেত্রে বিধি অনুসারে যাহা প্রাপ্ত, তাহা না হইয়া অন্যস্বর হইয়া যায়—ইহাকে স্বরব্যত্যয় বলে।[১৪৪] যথা—

---

১৪৩ পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্ (পা. ৬।২।১৯৯)। ছন্দসি পরস্য সক্থ-শব্দস্যাদিরুদাত্তো বা।

১৪৪ পরাদিশ্চ ইত্যাদি

পরাদিশ্চ পরান্তশ্চ পূর্বান্তশ্চাপি দৃশ্যতে।
পূর্বাদয়শ্চ দৃশ্যন্তে ব্যত্যয়ো বহুলং ততঃ॥

বার্ত্তিক—(পা. ৬।২।১৯৯)

পরাদি—তুবিজাতা উরুক্ষয়া। (ঋ. ১।২।১)

পরান্ত—নি যেন মুষ্টিহত্যয়া। (ঋ. ১।৮।২)

পূর্বান্ত—বিশ্বায়ুধেহি যজথায় দেব। (ঋ. ১০।৭।১)

'উরুক্ষয়া'—'ক্ষি নিবাসগত্যোঃ'—এই ধাতুর শেষে 'এরচ্' (পা. ৩।৩।৫৬) অনুসারে অধিকরণে 'অচ্' প্রত্যয় করিলে 'ক্ষয়ঃ' পদটির সিদ্ধি হয়। ইহার অর্থ—'ক্ষিয়ন্ত্যস্মিন্নিতি ক্ষয়ঃ'—যাহাতে নিবাস করা হয়। 'চিতঃ' (পা. ৬।১।১৬৩) অনুসারে ইহার অন্ত্যস্বর প্রাপ্ত হয় বটে ; কিন্তু 'ক্ষয়ো নিবাসে' (পা. ৬।১।২০১)— এই বিশেষ সূত্রের দ্বারা উহা বাধিত হওয়ার ফলে আদিস্বর উদাত্ত হইয়া যায়। এই আদ্যুদাত্ত 'ক্ষয়' শব্দের সহিত 'উরু' পদের ষষ্ঠী-তৎপুরুষসমাস করিলে 'উরূণাং ক্ষয়ঃ'—অনেকের নিবাসস্থান—এই অর্থে 'উরুক্ষয়ঃ' পদের সিদ্ধি হয়। এখন 'সমাসস্য' (পা. ৬।১।২২৩) অনুসারে অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত হয়। ইহাকে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বর বাধ করিলে, থাথাদিস্বরের দ্বারা পুনরায় অন্তোদাত্ত প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলম্' (পা. ৬।২।১৯৯) অনুসারে উত্তরপদ যে 'ক্ষয়' শব্দ আছে উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। সায়ণাচার্য্যের মত অনুসারে এইরূপ স্বরপ্রক্রিয়া।

হরদত্ত মিশ্রের মতে 'ক্ষয়' শব্দটি 'ঘ' প্রত্যয়ান্ত।* সুতরাং সেস্থলে আর থাথাদিস্বরের প্রাপ্তিই নাই। তাহা হইলে কৃদুত্তর-

* ক্ষি নিবাসগত্যোরিত্যস্মাদ্ অধিকরণে ঘঃ—পদমঞ্জরী

পদ প্রকৃতিস্বরের দ্বারা 'ক্ষয়' শব্দের আদ্যুদাত্তত্ব ক্ষুন্ন হইবে না। অতএব 'উরুক্ষয়া' পদটি পরাদির উদাহরণ হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে তাহা হইলে পরাদির উদাহরণ কোনটি? আমরা বলিব 'সূনৃতানাম্' পদটিই পরাদির উদাহরণ—

চোদয়িত্রী সূনৃতানাম্। (ঋ. ১।৩।১১)

'ঊন পরিহাণে'—এই চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তরে 'ণিচ্' করিয়া তদন্তাৎ 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হয়। সুতরামূনয়ত্যপ্রিয়মিতি সূন্—যাহা অপ্রিয়কে একেবারেই ত্যাগ করিয়া দেয় অর্থাৎ প্রিয়। 'সূন্ চ তদ্ ঋতং চ'—যাহা প্রিয় ও সত্য তাহা 'সূনৃতম্'। ইহাতে 'ঋত'—এই উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে।

'মুষ্টিহত্যয়া'—মুষ্ট্যা হননম্—মুষ্টির দ্বারা হত্যা—এই অর্থে 'মুষ্টি' এই সুবন্ত পদটি উপপদ থাকিতে 'হন্' ধাতুর শেষে 'হনস্ত চ' (পা. ৩।১।১০৮) অনুসারে 'ক্যপ্' প্রত্যয় ও ন-কারের 'ত' আদেশ হইয়া থাকে। ফলে স্ত্রীলিঙ্গে 'মুষ্টিহত্যা'* পদ সিদ্ধ হয়। ইহাতে কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলেও হইবে না; কিন্তু 'হত্যা'—এই উত্তরপদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া যায়।

'বিশ্বায়ুঃ'—'বিশ্ব' শব্দ 'কন্' প্রত্যয়ান্ত বলিয়া 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' (পা. ৬।১।১৯৭) অনুসারে আদ্যুদাত্ত। 'বিশ্বম্ আয়ুর্যস্য'—এইরূপ বহুব্রীহিসমাস করিলে 'বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম্' (পা. ৩।২।১)

* 'হত্যা' শব্দটি স্বাভাবিক স্ত্রীলিঙ্গ, ইহার পুংলিঙ্গে প্রয়োগ নাই।

অনুসারে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইলে, সেই আদ্যুদাত্তই হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু এই বিধি অনুসারে 'বিশ্ব' এই পূর্বপদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

ইতি সমাসস্বর-প্রকরণ সমাপ্ত।

১৪৫ অতিঙন্ত পদের পরে যাহা পাদের আদিতে বর্ত্তমান নয়, এইরূপ তিঙন্তের সকল স্বরগুলিই অনুদাত্ত।[১৪৫] যথা—

(ক) অগ্নিমীলে। (ঋ. ১।১।১)

(খ) স দেবাঁ এহ বক্ষতি। (১।১।২)

(গ) স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। (ঋ. ১।১।৪)

(ক) 'অগ্নিম্ ঈলে'—ইহাতে অগ্নিম্—এই অতিঙন্ত পদের পরবর্ত্তী 'ঈলে'—এই তিঙন্তপদের সকল স্বরগুলিই অনুদাত্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহা সর্বানুদাত্ত।

(খ) 'আ ইহ বক্ষতি'—ইহাতে 'ইহ' এই অতিঙন্ত পদের পরবর্ত্তী 'বক্ষতি'—এই তিঙন্তপদের সব স্বরগুলিই অনুদাত্ত।

(গ) 'দেবেষু গচ্ছতি'—এস্থলেও 'দেবেষু'—এই অতিঙন্ত পদের পরবর্ত্তী 'গচ্ছতি'—এই তিঙন্তপদের সব স্বরগুলিই অনুদাত্ত।

অতিঙন্ত পদের পরবর্ত্তী যে তিঙন্ত পদ পাদের আদিতে বর্ত্তমান উহার সর্বানুদাত্ত হয় না। যথা—

সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য। (ঋ. ১।৫০।৮)

ইত্যাদি স্থলে 'বহন্তি'—এই তিঙন্ত পদটি পাদের আদিতে বিদ্যমান

---

১৪৫ তিঙ্ঙতিঙঃ (৮।১।২৮) অতিঙন্তাৎ পদাৎ পরস্য অপাদাদিস্থস্য তিঙন্তস্য সর্বোঽচ্ অনুদাত্তো ভবতি।

থাকায় 'রথে' এই অতিঙন্ত পদের পরে থাকা সত্ত্বেও উহার সর্বানুদাত্ত হয় নাই; কিন্তু 'ধাতোঃ' (পা. ৩।১।৯১) এই সূত্র অনুসারে যে 'বহ্' ধাতু অন্তোদাত্ত হয় সেই স্বরই উচ্চারিত হইয়া থাকে। 'বহ্' ধাতুর পরে 'ঝি' আসে, সেই 'ঝি'-এর 'ঝ্'-এর স্থানে 'ঝোঽন্তঃ' (পা. ৭।১।৩) অনুসারে 'অন্ত্' আদেশ হইলে 'বহ্ অন্তি' এইরূপ অবস্থায় 'কর্ত্তরি শপ্' (পা. ৩।১।৬৮) অনুসারে মধ্যে 'শপ্' আসে। 'শপ্'-এর শ্ ও প্-এর ইৎ হইলে যে 'অ' থাকে ইহা 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত এবং এই অদুপদেশের পরবর্ত্তী যে ল-স্থানিক 'অন্তি' আদেশ, ইহাও 'তাস্যনুদাত্তেন্' (পা. ৬।১।১৮৬) ইত্যাদি দ্বারা অনুদাত্ত। এইবার 'বহ্ অ অন্তি' এই অবস্থায় 'অতো গুণে' (পা. ৬।১।৯৭) অনুসারে পররূপ হইলে 'বহন্তি' পদ সিদ্ধ হয়। এস্থলে 'হ'-এর অকার ও 'ন্তি'-এর ইকার—দুইটি পর পর অনুদাত্ত; সেইজন্য 'বহ্' ধাতুর যে উদাত্ত অকার, ইহারই উচ্চারণ হইবে।

১৪৬ লুট্ লকারান্ত অনুদাত্ত হয় না।[১৪৬] যথা—

শ্বো যজ্ঞে প্রযোক্তাসে। (তৈ. সং ২।৬।২।৩)

প্রয়োক্তাসে এই পদে 'তিঙ্ঙতিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮) অনুসারে 'প্র' এর পরবর্ত্তী 'যোক্তাসে' এই তিঙন্ত পদের সর্বানুদাত্ত প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু এই বিধি অনুসারে উহার নিষেধ হইলে সর্বানুদাত্ত হয় নাই। 'প্রোপাভ্যাং যুজেরযজ্ঞপাত্রেষু' (পা. ১।৩।৬৪) অনুসারে আত্মনেপদ হইলে মধ্যমপুরুষের একবচনে 'থাস্' আসিলে 'থাসঃ সে' (পা.

১৪৬ ন লুট্ (পা. ৮।১।২৯) লুডন্তং নানুদাত্তম্; 'তিঙতিঙ' ইতি প্রাপ্তং নিষিধ্যতে।

৩।৪।৮০) অনুসারে উহার স্থানে 'সে' আদেশ হওয়ার পর 'স্যতাসী লৃলুটোঃ' (পা. ৩।১।৩৩) অনুসারে 'তাস্' এবং 'তাসস্ত্যোর্লোপঃ' (পা. ৭।৪।৫০) অনুসারে সকারের লোপ হইলে 'প্রযোক্তাসে' পদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে 'তাস্'টি 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্রের দ্বারা আদ্যুদাত্ত ; সেইজন্য 'তা' এর আকার উদাত্ত এবং 'তাস্' এর পরবর্ত্তী 'সে' এই লস্থানিক সার্বধাতুকের অনুদাত্ত হইয়া যায়। সুতরাং উহাকে মধ্যোদাত্ত পদ বলিয়া গণনা করা হয়।

১৪৭ যৎ, যদি, হন্ত, কুবিৎ, নেৎ, চেৎ, চণ্, কচ্চিৎ, যত্র—এই নিপাত গুলির দ্বারা যুক্ত তিঙন্ত পদ অনুদাত্ত হয় না।[১৪৭] যথা—

যৎ—যদগ্নে স্যামহং ত্বম্। (ঋ. ৮।৪৪।২৩)

যৎ প্রাচীনবংশং করোতি। (তৈ. সং ৬।১।১।১)

যদি—যুবা যদী কৃথঃ পুনঃ। (ঋ. ৫।৭৪।৫)

যদি কাময়েত বর্ষুকঃ। (তৈ. সং ৬।৩।৪।৬)

হন্ত—হন্তাহং পৃথিবীমিমাং

নিদধানীহ বেহ বা। (ঋ. ১০।১১৯।৯)

কুবিৎ—কুবিন্নো অগ্নিরুচথস্য বীরসদ্

১৪৭ নিপাতৈর্যদ্‌যদিহন্তকুবিন্নেচ্চেচ্চণ্‌কচ্চিদ্‌যত্রযুক্তম্। (পা. ৮।১।৩০) এতৈর্নিপাতৈর্যুক্তং ন নিহন্যতে।

বসূক্ষুবিদ্ বসুভিঃ কামমাবরৎ।

চোদঃ কুবিত্তুতুজ্যাৎ সাতয়ে ধিয়ঃ

শুচিপ্রতীকং তময়া ধিয়া গৃণে॥ (ঋ ১।১৪৩।৬)

নেৎ—নেজ্জিহ্মায়ন্ত্যো নরকং পতাম। (ঋ খিল সূ. ২৫)

নেদেষ ত্বদপচেতযাতৈ। (তৈ সং ১।১।১৩।২)

কচ্চিৎ—অচিত্তিভিশ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ। (ঋ ৪।১২।৪)

যত্র—পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি (ঋ ১।৮৯।৯)

উপরিউক্ত উদাহরণগুলিতে স্যাম্, করোতি, কৃথঃ, কাময়েত, নিদধানি, অসৎ, আবরৎ, তুতুজ্যাৎ, পতাম, অপচেতয়াতৈ, চকৃমা, ভবন্তি—এইসব তিঙন্ত পদের নিঘাত অর্থাৎ সর্বানুদাত্ত হয় না। প্রত্যেকটি তিঙন্তপদই অতিঙন্ত পদের পরে থাকায় 'তিঙ্ঙতিঙঃ' (পা ৮।১।২৮) অনুসারে অনুদাত্ত প্রাপ্ত ছিল।

স্যাম্-অস্ ধাতুর বিধিলিঙে উত্তম পুরুষের একবচনে 'অস্ মিপ্' এই অবস্থায় 'তস্থস্থমিপাং তাংতংতামঃ' (পা ৩।৪।১০১) অনুসারে 'মিপ্' এর স্থানে 'অম্' মধ্যে 'শপ্' বিকরণের লুক্ (লোপ)। 'যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তো ঙিচ্চ' (পা ৩।৪।১০৩) অনুসারে 'যাসুট্' (যাস্) 'অস্ যাস্ অম্' এই অবস্থায় 'লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যস্য' (পা ৭।২।৭৯) সূত্রের দ্বারা সলোপ ও

'শ্নসোরল্লোপঃ' (পা ৬।৪।১১১) অনুসারে 'অস্' এর অকার লোপ হইলে 'স্যাম্' পদটির সিদ্ধি হয়। ইহাতে 'যাসুট্' আগমের 'যা' এর আকার উদাত্ত।

'করোতি'—'কৃ' ধাতুর লট্ লকারে প্রথম পুরুষের একবচনে 'কৃ তি' এই অবস্থায় 'তনাদিকৃঞ্ভ্য উঃ' (পা. ৩।১।৭৯) অনুসারে মধ্যে 'উ' আসিলে 'কৃ উ তি' এই অবস্থায় দুইবার 'সার্বধাতুকার্ধ-ধাতুকয়োঃ' (পা. ৭।৩।৮৪) অনুসারে গুণ—একবার ঋকারের 'অর্' এবং দ্বিতীয়বার উকারের ওকার—করিলে 'করোতি' পদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে 'উ' এই বিকরণটির 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) অনুসারে উদাত্ত হয় এবং এই উকারের স্থানে যে ওকার হইয়াছে, তাহাও আন্তরতম্য বশতঃ উদাত্ত।

'কৃথঃ'—এস্থলে কৃ ধাতুর পরবর্ত্তী 'থস্' এর 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) অনুসারে আদ্যুদাত্তই শ্রুত হইয়া থাকে।

'কাময়েত্'—'কম্' ধাতুর বিধিলিঙে 'শপ্' এর অকার—এই অদুপদেশের পরবর্ত্তী যে লস্থানিক সার্বধাতুক ইহার অনুদাত্ত হইলে ধাতুস্বরই শ্রুত হয়। এস্থলে 'কম্' ধাতুর শেষে 'কমের্ণিঙ্' (পা. ৩।১।৩০) অনুসারে স্বার্থে 'ণিঙ্' প্রত্যয় হইলে 'কামি'—এইরূপ ধাতু বলিয়া গৃহীত; সেইজন্য 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) অনুসারে উহার ইকার উদাত্ত এবং এই উদাত্ত ইকারের স্থানে একার ও একারের স্থানে যে 'অয়্' আদেশ হয়, উহার অকারও আন্তরতম্য-বশতঃ উদাত্ত; সুতরাং 'ম'এর অকার উদাত্ত। আর উহার পরে 'যাসুট্' (যাস্) আসে, এই যাসের স্থানে 'অতো যেয়ঃ' (পা. ৭।২।৮০) অনুসারে 'ইয়্' আদেশ ও 'লোপো ব্যোর্বলি' (পা.

৬।১।৬৬) অনুসারে 'য়' লোপ হইলে 'কাময় ইতে' এই অবস্থায়, 'আদ্‌গুণঃ' (পা. ৬।১।৮৭) অনুসারে গুণ করার পর 'কাময়েতে' সিদ্ধি হইয়া থাকে।

'নিদধানি'—এস্থলে অনেকে বলেন যে 'অভ্যস্তানামাদিঃ' (পা. ৬।১।১৮৯) অনুসারে 'দ' এর অকারের উদাত্ত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ব্যত্যয়ের দ্বারা সবগুলি স্বরই অনুদাত্ত হইয়াছে এবং 'নি' এই উপসর্গটি উদাত্ত বলিয়া, উহার পরবর্ত্তী অনুদাত্তের সংহিতায় স্বরিত হইয়াছে।

'অসৎ'—'অস্‌' ধাতুর 'লেট্‌' লকারে 'লেটোঽডাটৌ' (পা. ৩।৪। ৯৪) অনুসারে 'অট্‌' এর আগম করিলে 'অসৎ' এই প্রয়োগটির সিদ্ধি হয়। ইহাতে 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) অনুসারে যে 'অস্‌' এর অকার উদাত্ত হয়, ইহাই উচ্চারিত হইয়া থাকে।

'আবরৎ'—আঙ্‌ পূর্বক 'কৃ' ধাতুর লেট্‌ লকারের রূপ। ইহা স্বাদিগণীয় ধাতু বলিয়া ইহার শেষে 'শ্নু' এই বিকরণটি আসিলেও, উহার ছান্দসপ্রক্রিয়া অনুসারে লোপ হইয়া যায়। ইহাতেও মধ্যে 'অট্‌' এর আগম এবং ঋকারের 'অর্‌' গুণ করিলে 'বরৎ' এইরূপ হইয়া থাকে। ধাতুস্বরটি শ্রুত হয় বলিয়া 'ব' এর অকার উদাত্ত।

'তুতুজ্যাৎ'—প্রেরণার্থক 'তুজ্‌' ধাতুর বিধিলিঙের রূপ। 'কর্ত্তরি শপ্‌' (পা. ৩।১।৬৮) অনুসারে যে শপ্‌ বিকরণ আসে, উহার ছান্দসপ্রক্রিয়া অনুসারে 'শ্লু' (লোপ) হয়; কিন্তু শ্লু শব্দের উল্লেখ করিয়া শপ্‌ এর লোপ করিলে 'শ্লৌ' (পা. ৬।১।১০) সূত্রের দ্বারা ধাতুর দ্বিত্ব 'যাসুট্‌' আগম ও অভ্যাসের জকারের লোপ হইলে, 'তুতুজ্যাৎ' প্রয়োগটি নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে যাসুটের উদাত্তই শ্রুত হয়।

'চকৃম'—'কৃ' ধাতুর 'লিট্' লকারের রূপ। 'লিট্' লকারের উত্তমপুরুষের বহুবচনে 'কৃ ম' এই অবস্থায় 'কৃ' ধাতুর 'লিটি ধাতোরনভ্যাসস্য' (পা. ৬।১।৮) অনুসারে দ্বিত্ব, 'উরৎ' (পা. ৭।৪।৬৬) অনুসারে অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিত্ব করার পর পূর্ব 'কৃ' এর ঋকারের 'অ' কার ও 'উরণ্ রপরঃ' (পা. ১।১।৫৭) অনুসারে অকারের সঙ্গেই একটি রকার করিলে 'কর্ কৃ ম' এই অবস্থায় 'হলাদিঃ শেষঃ' (পা. ৭।৪।৬০) সূত্রের দ্বারা রেফের লোপ এবং 'অভ্যাসে চর্চ' (পা. ৮।৪।৫৪) অনুসারে অভ্যাস-ককারের অর্থাৎ প্রথম ককারের স্থানে চকার করিলে 'চকৃম' পদটি সিদ্ধ হয়। ইহাতে 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) এই সূত্রের দ্বারা প্রত্যয়স্বর—'ম' এই প্রত্যয়ের অকারটি উদাত্ত হইলে ইহা অন্তোদাত্ত।

'পতাম'—'পত্' ধাতুর লেট্ লকারে উত্তমপুরুষের বহুবচনে 'লেটোঽডাটৌ' (পা. ৩।৪।৯৪) অনুসারে 'আট্' আগম করিলে 'পতাম' এইরূপ প্রয়োগ হয়। ইহাতেও 'ম' এর অকার প্রত্যয়-স্বরের দ্বারা উদাত্ত।

'অপচেতয়াতৈ'—অপ্ পূর্বক 'চিত সঞ্চেতনে' এই ণিজন্ত ধাতুর 'লেট্' লকারে প্রথম পুরুষের একবচনে লকারের স্থানে 'ত' আদেশ ; 'শপ্' 'লেটোঽডাটৌ' (পা. ৩।৪।৯৪) অনুসারে 'আট্' এর আগম, 'টিত আত্মনেপদানাং টেরে' (পা. ৩।৪।৭৯) অনুসারে 'ত' এর অকারের একার এবং 'বৈতোঽন্যত্র' (পা. ৩।৪।৯৬) অনুসারে একারের ঐকার করিলে 'অচেতয়াতৈ' পদটির সিদ্ধি হয়। ইহাতে 'শপ্' এর অকার এই অদুপদেশের পরে লস্থানিক সার্বধাতুক থাকায়, উহার 'তাস্যনুদাত্ত' (পা. ৩।১।১৮৬) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা অনুদাত্ত

হইলে 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) এই সূত্রের দ্বারা ধাতুর অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইলে 'ত' এর অকারটি উদাত্ত হইয়া থাকে। 'চেতি'-এই ধাতুর ইকার উদাত্ত হইলে, ইহার স্থানে একার গুণ ও একারের স্থানে অয়াদেশ হইলে 'চেতয়্ আতৈ' এই অবস্থায় 'ত' এর অকারই আন্তরতম্যবশতঃ উদাত্ত হইয়া থাকে।

'ভবন্তি'—'ভূ' ধাতুর লট্ লকারে প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'ভবন্তি' এই প্রয়োগটি হয়। 'ভূ অন্তি' এই অবস্থায় 'শপ্' হইলে 'ভূ অ অন্তি' এই অবস্থায় 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (পা. ৭।৩।৮৪) উকারের ওকার গুণ, ওকারের 'অব্' আদেশ, 'অতো গুণে' (পা. ৬।১।৯৭) অনুসারে অ ও অ-এই দুইটি অকারের স্থানে একটি অকার হওয়ার পর 'ভবন্তি' পদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহাতেও 'শপ্' এর অকার এই অদুপদেশের পরবর্ত্তী 'অন্তি' এই প্রত্যয়ের ইকার অনুদাত্ত এবং 'শপ্' এর অকারটি পিৎ বলিয়া 'অনুদাত্তৌ সুপ্ পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত ; সেইজন্য 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) অনুসারে ধাতুস্বর অর্থাৎ 'ভ' এর অকার উদাত্ত হইয়া থাকে।

১৪৮ 'হি' শব্দযুক্ত তিঙন্তপদ অপ্রাতিলোম্য বুঝাইলে অনুদাত্ত হয় না।[১৪৮] যথা—

(ক) আ হি ষ্মা যাতি নর্য্যশ্চিকিত্বান্। (ঋ. ৪।২৯।২)

(খ) ত্বং হি হোতা প্রথমো বভূথ। (তৈ. সং ৩।১।৪।৪)

(গ) আ হি রুহতমশ্বিনা (ঋ. ৮।২২।৯)

---

১৪৮ হি চ (পা. ৮।১।৩৪) হিশব্দেন যুক্তং তিঙন্তম্ অনুদাত্তং ন ভবতি অপ্রাতিলোম্যে প্রতীয়মানে।

(ক) 'যাতি'—এই তিঙন্ত পদটি হিযুক্ত বলিয়া অনুদাত্ত হয় নাই; 'তিপ্' এর ইকারটি 'পিৎ' বলিয়া 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত; সেইজন্য ধাতুস্বরই শ্রুত হইয়া থাকে অর্থাৎ 'ধাতোঃ' (পা. ৩।১।৯১) সূত্রের দ্বারা যে 'যা' এর আকার উদাত্ত হয়, উহারই উচ্চারণ ও শ্রবণ হয়।

(খ) 'বভূথ'—ইহাও হিযুক্ত থাকায় অনুদাত্ত হয় নাই। 'ভূ' ধাতুর লিট্ লকারে মধ্যম পুরুষের একবচনে 'থল্' আসিলে 'ভুবো বুক্ লুঙ্ লিটোঃ' (পা. ৬।৪।৮৮) অনুসারে 'বুক্' আগম হওয়ার পর 'ভূব থ' এই অবস্থায় 'লিটি ধাতোরনভ্যাসস্য' (পা. ৬।১।৮) অনুসারে 'ভূব্' এর দ্বিত্ব, 'হলাদিঃ শেষঃ' (পা. ৭।৪।৬০) সূত্রের দ্বারা পূর্ববর্ত্তী 'ভূব্' এর বকার লোপ, 'হ্রস্বঃ' (পা. ৭।৪।৫৯) অনুসারে হ্রস্ব, 'ভবতেরঃ' (পা. ৭।৪।৭৩) অনুসারে উকারের অকার এবং 'অভ্যাসে চর্চ' (পা. ৮।৪।৫৪) সূত্রের দ্বারা পূর্ব ভকারের বকার করিলে 'বভূথ' এইরূপ অবস্থা হয়। ইহাতে 'আর্ধধাতুকস্যেড্বলাদেঃ' (পা. ৭।২।৩৫) অনুসারে 'ইট্' ও 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (পা. ৭।৩।৮৪) অনুসারে উকারের ওকার গুণ প্রাপ্ত ছিল; কিন্তু 'বভূথা ততন্থ জগৃম্ভ বভর্থেতি নিগমে' (পা. ৭।২।৬৪)—এই সূত্রের দ্বারা ইট্ ও গুণের অভাব নিপাতন করা হইয়াছে বলিয়া উহা হইল না। ইহাতে 'থল্' প্রত্যয়ের 'ল্' ইৎ যায়; সেইজন্য 'লিতি' (পা. ৬।১।১৯৩) অনুসারে উহার পূর্ববর্ত্তী স্বর অর্থাৎ 'ভূ' এর উকার উদাত্ত হইয়া থাকে।

(গ) এস্থলেও 'রুহতম্'—এই তিঙন্ত পদটি 'হি'যুক্ত আছে বলিয়া 'তিঙ্ঙতিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮) অনুসারে সর্বানুদাত্ত হইল না।

যে স্থলে প্রাতিলোম্য বুঝায়, সে স্থলে হিযুক্ত হইলে তিঙন্তের

অনুদাত্তত্ব নিষিদ্ধ হইবে না ; কিন্তু উহার অনুদাত্ততাই হইয়া যায়। যেমন—

'স হি কুজ বৃষলেদানীং জাল্ম'

ইত্যাদি স্থলে হিশব্দের অর্থ অমর্ষ ; কিন্তু আনুকূল্য নয়। অপ্রাতিলোম্যের অর্থ অপ্রতিকূলতা।

১৪৯ 'হি' শব্দযুক্ত সাকাঙ্ক্ষ তিঙন্ত অনেক বা এক, অনুদাত্ত হয় না।[১৪৯] যথা—

অনৃতং হি মত্তো বদতি পাপ্মা এনং বিপুনাতি।*

—এস্থলে দুইটি তিঙন্তেই অনুদাত্ত হয় নাই।

অজা হ্যগ্নেরজনিষ্ট গর্ভাৎ সা বা অপশ্যৎ। (তৈ. সং ৪।২।১০।৪)

এস্থলে 'অজনিষ্ট'—এই তিঙন্তটির অনুদাত্ত হয় নাই ; কিন্তু 'অপশ্যৎ' —এই তিঙন্তটির অনুদাত্ত হইয়াছে।

যদ্ধি মনসা ধ্যায়তি তদ্‌বাচা বদতি। (তৈ. সং ৬।১।৭।৪)

যদ্ধি মনসাভিগচ্ছতি তৎ করোতি। (তৈ. সং ৬।১।৭।৪)

—এই দুইটি স্থলেই হি শব্দ প্রসিদ্ধিদ্যোতক ; সেইজন্য উহার দুইটি তিঙন্তের সহিত সম্বন্ধ থাকায়, তিঙন্তদ্বয়েরই অনুদাত্ত হয় নাই।

এস্থলে লক্ষনীয় যে 'হি' শব্দযুক্ত তিঙন্তের পূর্বসূত্রের দ্বারাই অনুদাত্ত-নিষেধ হইতে পারিত ; কিন্তু পুনরায় নিষেধ করার

---

১৪৯ ছন্দস্যনেকমপি সাকাঙ্ক্ষম্ (পা. ৮।১।৩৫)। হীত্যনেন যুক্তং সাকাঙ্ক্ষমনেকমপি নানুদাত্তম্। অপিশব্দাদেকমপি ক্বচিৎ।

* এই উদাহরণটি সিদ্ধান্তকৌমুদী ও স্বরসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা প্রভৃতি সৌবর-শাস্ত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা কোন ব্রাহ্মণের বচন বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু কোন্ ব্রাহ্মণের বচন—ইহা বলা কঠিন। সি. কৌ.তে 'বিষুনাতি' পাঠ আছে।

প্রয়োজন হইল যে কোথাও একটি তিঙন্ত বা কোথাও অনেক তিঙন্তেরও যাহাতে নিষেধ হয়।

১৫০ 'যাবৎ' ও 'যথা' শব্দযুক্ত তিঙন্ত অনুদাত্ত হয় না।[১৫০]
যথা—

যাবচ্চ সপ্ত সিন্ধবো বিতস্থুঃ। (তৈ. সং ৩।২।৬।১)

যথাচিৎ কণ্বমাবতম্। (ঋ. ৮।৫।২৫)

—এই দুইটি স্থলেই 'বিতস্থুঃ' ও 'আবতম্'—এই দুইটি তিঙন্তপদ যথাক্রমে 'যাবৎ' ও 'যথা' শব্দ যুক্ত বলিয়া উহাদের অনুদাত্তত্ব হয় নাই।

১৫১ তু, পশ্য, পশ্যত ও অহ—এইগুলি যদি সম্মানের দ্যোতক হয়, তাহা হইলে ইহাদের যোগে তিঙন্ত অনুদাত্ত হয় না।[১৫১]
যথা—

মাণবকস্তু ভুঙক্তে শোভনম্।
পশ্য মাণবকো ভুঙ্‌ক্তে।
পশ্যত মাণবকো ভুঙ্‌ক্তে।

আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে। (ঋ. ১।৬।৪)

'এরিরে'—'ঈর্‌গতৌ'—এই ধাতুর লিট্ লকারে আত্মনেপদে বহুবচনে 'ঝ' আসিলে, উহার স্থানে 'লিটস্তকয়োরেশিরেচ্' (পা. ৩।৪।৮১)

১৫০ যাবদ্ যথাভ্যাম্ (পা. ৮।১।৩৬)। আভ্যাং যুক্তং তিঙন্তংনানুদাত্তম্।

১৫১ তুপশ্যপশ্যতাহৈঃ পূজায়াম্ (পা. ৮।১।৩৯)। এভির্যুক্তং তিঙন্তং ন নিহন্যতে পূজায়াম।

অনুসারে 'ঋ' এর স্থানে 'ইরেচ্' আদেশ করিলে 'ঈর্ ইরে' এই অবস্থায় 'আঙ্' উপসর্গযোগে 'আ + ঈরিরে' 'এরিরে' ইহাতে 'ইরেচ্' প্রত্যয়ের 'চ্' ইৎ যায় বলিয়া 'চিতঃ' (পা. ৩।১।১৬৩) অনুসারে ইহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত। এই তিঙন্তের সহিত 'অহ্' শব্দের যোগ থাকায় অনুদাত্ত হয় নাই।

১৫২ লোট্ লকারযুক্ত গত্যর্থ ধাতুসহকারে অন্য কোন লোট্ লকারযুক্ত ধাতুর অনুদাত্ত হয় না, যদি দুইটি লোডন্ত ক্রিয়ার কারক একই হয়।[১৫২] যথা—

জায় এহি সুবো রোহাব রোহাব। (তৈ. সং ১।৭।৯।১)

এ স্থলে 'এহি'—এই লোট্ লকারান্ত গত্যর্থ ধাতুর যোগে 'রোহাব'—এই লোট্ লকারযুক্ত তিঙন্তের অনুদাত্ত হয় নাই ; কিন্তু 'আড়ুত্তমস্য পিচ্চ' (পা. ৩।৪।৯২) এই সূত্রের দ্বারা 'আট্' আগম এবং সেই 'আট্' এর পিত্ব আরোপ করিলে উহার অনুদাত্ত হওয়ায়, ধাতুস্বরই উচ্চারিত হইয়া থাকে।

১৫৩ লোট্ লকারযুক্ত গত্যর্থ ধাতুর সহকারে উত্তমপুরুষ ব্যতীত উপসর্গযুক্ত লোট্ লকারে যে তিঙন্ত প্রযুক্ত হয়, উহা বিকল্পে অনুদাত্ত হয় না।[১৫৩] যথা—

সোম রাজন্নেহ্যবরোহ। (তৈ. সং ১।৩।১৩।১)

ভক্ষেহি মা বিশ। (তৈ. সং ৩।২।৫।১)

১৫২ লোট্ চ (পা. ৮।১।৫২) গত্যর্থলোটা যুক্তং লোডন্তং ন নিহন্যতে যদ্যুভয়োঃ কারকং সমানং স্যাৎ।

১৫৩ বিভাষিতং সোপসর্গমনুত্তমম্ (পা. ৮।১।৫৩)। উপসর্গসহিতমুত্তমবর্জ্জিতং লোডন্তং গত্যর্থলোটা যুক্তং তিঙন্তং বা অনুদাত্তম্।

—এই দুইটি স্থলেই ‘এহি’—এই লোডন্ত গত্যর্থধাতুর যোগ আছে বলিয়া ‘অব’ উপসর্গযুক্ত ‘রোহ’ এবং ‘আ’ উপসর্গযুক্ত ‘বিশ’ তিঙন্তপদের অনুদাত্ত হয় নাই। এইরূপ যদি উত্তম পুরুষের প্রয়োগ থাকে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে অনুদাত্তের নিষেধ হইবে না। যথা—

আগচ্ছানি দেবদত্ত গৃহং প্রবিশানি।

১৫৪ বেদে যে তিঙন্তের পরে যৎ, হি অথবা তু থাকে, সেই তিঙন্ত পদটি সর্বানুদাত্ত হয় না।[১৫৪] যথা—

(ক) গবাং গোত্রমুদসৃজো যদঙ্গিরঃ। (ঋ. ২।২৩।১৮)

(খ) ইন্দবো বামুশন্তি হি। (ঋ. ১।২।৪)

(গ) আখ্যাস্যামি তু তে।

(ক) ‘উদসৃজঃ’—উদ্ উপসর্গপূর্বক ‘সৃজ্’—এই তুদাদিগণীয় ধাতুর লঙ্ লকারে ‘উদসৃজঃ’ প্রয়োগটি হইয়া থাকে। ‘সৃজ্’ ধাতুর উত্তরে মধ্যমপুরুষের একবচনে ‘সিপ্’ প্রত্যয় আসিলে ‘ইতশ্চ’ (পা. ৩।৪।১০০) অনুসারে ইকারের লোপ, ‘তুদাদিভ্যঃ শঃ’ (পা. ৩।১।৭৭) অনুসারে ‘শ’ বিকরণ এবং ‘লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ’ (পা. ৬।৪।৭১) অনুসারে ‘অট্’এর আগম হইলে ‘অসৃজস্’ এইরূপ অবস্থায় ‘স্’ এর রুত্ব ও বিসর্গের দ্বারা—‘অসৃজঃ’—এই পদটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে অডাগম বিধায়ক সূত্রের দ্বারাই ‘অটের’ উদাত্তত্ব বিহিত হওয়ায় অকারটি উদাত্ত ও অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত এবং উদাত্তের

১৫৪ যদ্ধিতুপরং ছন্দসি (পা. ৮।১।৫৬)। যদাদয়ঃ পরে যস্ম তৎ তিঙন্তং নানুদাত্তং ছন্দসি।

পরবর্ত্তী অনুদাত্তের স্বরিত হইয়া যায়। সুতরাং 'অস্তৃজঃ'—

এইরূপ স্বর-বিধান বুঝিতে হইবে। 'উদ্' এই উপসর্গটির যে উকার, ইহাও 'উপসর্গশ্চাভিবর্জম্' (ফি. ৮১) অনুসারে উদাত্ত।

(খ) 'উশন্তি'—'বশ কান্তৌ'—এই অদাদিগণীয় ধাতুর লট্ লকারে

প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'বশ্ ঝি' এই অবস্থায় 'শপ্' এর 'অদিপ্রভৃতিভ্যঃ শপঃ' (পা. ২।৪।৭২) অনুসারে লুক্ (লোপ) 'ঝি' এর 'ঝ্' মাত্রের 'ঝোঽন্তঃ' (পা. ৭।১।৩) অনুসারে 'অন্ত্' আদেশ এবং 'গ্রহিজ্যাবয়িব্যধিবষ্টি' (পা. ৬।১।১৬) অনুসারে 'বশ্' এর বকারের উকার সম্প্রসারণ ও 'সম্প্রসারণাচ্চ' (পা. ৬।১।১০৮) অনুসারে 'ব্'এর পরবর্ত্তী অকারের পররূপ হইলে 'উশন্তি' পদটির সিদ্ধি হয়। ইহাতে 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) সূত্রের দ্বারা 'অন্তি' প্রত্যয়ের অকার উদাত্ত এবং 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে উকার ও 'ন্তি' এর ইকার অনুদাত্ত হওয়ার পর 'ন্তি' এর অনুদাত্ত ইকারটি উদাত্তের পরে থাকায় স্বরিত হইয়া যায়।

যৎ, হি ও তু পরে থাকিলে 'নিপাতৈর্যদ্যদি' (পা. ৮।১।৩০) 'হি চ' (পা. ৮।১।৩৪) ও 'তুপশ্যপশ্যতাহৈঃ পূজায়াম্' (পা. ৮।১।৩৯) এই তিনটি সূত্রের দ্বারা যথাক্রমে তিঙন্ত পদের অনুদাত্ত নিষেধ সিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যে পুনরায় নিষেধ করা হইয়াছে, ইহার ফল হইল নিয়ম করা। এই বিধি দ্বারা এইরূপ নিয়ম করা হয় যে 'বেদে এইগুলি পরে থাকিলেই তিঙন্ত পদের নিঘাত হয় না; কিন্তু এইগুলি ব্যতীত পরপদযুক্ত তিঙন্তের নিঘাত হইয়া

থাকে'। ফলে 'জায়ে স্বো রোহাবৈহি'* ইত্যাদি শাখান্তরীয় পাঠে 'এহি' এই গত্যর্থ লোডন্ত পদ পরে থাকিলেও 'লোট্ চ' (পা. ৮।১।৫২) অনুসারে নিঘাত নিষেধ হয় নাই; কিন্তু 'স্বঃ' —এই অতিঙন্ত পদের পরবর্তী 'রোহাব'—এই তিঙন্তপদের 'তিঙ্ঙতিঙঃ' (পা. ৮।১।২৮) অনুসারে নিঘাত অর্থাৎ সর্বানুদাত্তত্ব হইয়া থাকে। এইপ্রকার 'আত্মা যক্ষ্মস্য নশ্যতি পুরা জীবগৃভো যথা' (তৈ. সং ৪।২।৩।২) ইত্যাদি স্থলেও 'যাবদ্যথাভ্যাম্' (পা. ৮।১।৩৬) অনুসারে নিঘাত নিষেধ হয় না।

১৫৫ 'চ' অথবা 'বা' যুক্ত প্রথম তিঙ্ বিভক্তি অনুদাত্ত হয় না।[১৫৫] ক্রমশঃ উদাহরণ যথা—

বৎসং চোপাবসৃজত্যুখাং চাধিশ্রয়ত্যব চ

হন্তি দৃষদৌ চ সমাহন্ত্যধি চ বপতে

কপালানি চোপদধাতি পুরোডাশং চাধিশ্রয়ত্যাজ্যং

চ স্তম্বযজুশ্চ হরত্যভি চ গৃহ্ণাতি বেদিং চ

* সিদ্ধান্তকৌমুদী ও স্বরসিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় উদ্ধৃত। ইহা যে কোন শাখার, তাহা অজ্ঞাত।

১৫৫ চবাযোগে প্রথমা (পা. ৮।১।৫৯) চবাভ্যাং যুক্তে প্রথমা তিঙ্বিভক্তির্নানুদাত্তা।

পরিগৃহ্লাতি পত্নীং চ সন্নহ্যতি প্রোক্ষণীশ্চা—

সাদয়ত্যাজ্যং চৈতানি বৈ দ্বাদশ দ্বন্দ্বানি।

(তৈ. সং ১।৬।৯।৩-৪)

—ইহাতে দুইটি স্থলে 'আজ্যং চ'—এইরূপ শ্রুত হয়, উহাতে পূর্ববাক্যগত 'অধিশ্রয়তি' ও 'আসাদয়তি'—এই দুইটি তিঙন্ত পদের সম্বন্ধ থাকায় সর্বসমেত সাতটি তিঙন্তযুগল হইয়া থাকে। এক-একটি তিঙন্তযুগলে যেটি প্রথম তিঙন্ত, তাহার অনুদাত্ত হয় না; কিন্তু দ্বিতীয়টির অনুদাত্ত হয়। সর্বত্রই 'তিপ্'-এর ইকার পিৎ হওয়ায় 'অনুদাত্তৌ সুপ্পিতৌ' (পা. ৩।১।৪) অনুসারে অনুদাত্ত। 'বপতে'—এস্থলে লস্থানিক সার্বধাতুক অনুদাত্ত। 'সৃজতি' ও 'গৃহ্নাতি'—এই দুইটিতে বিকরণস্বরই সতিশিষ্ট অর্থাৎ 'শ'-এর অকার ও 'শ্না'-এর আকার উদাত্ত। 'হন্তি'—এইস্থলে শপ্ বিকরণের লোপ হওয়ায় 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) অনুসারে ধাতুর অকার উদাত্ত। অন্যান্য স্থলেও 'শপ্'-এর অকার অনুদাত্ত বলিয়া 'ধাতুস্বর'ই উচ্চারিত হইবে।

জর্তিলযবাগ্বা বা জুহুয়াদ্ গবীধুকযবাগ্বা বা।

(তৈ. সং ৫।৪।৩।২)

অঞ্জলিনা বা পিবেদখর্বেণ বা পাত্রেণ। তৈ. সং ২।৫।১।৭)

এই দুইটি স্থলেই 'জুহুয়াৎ' ও 'পিবেৎ'—এই দুইটি তিঙন্তের 'বা' পদের দ্বারা আর একটিতে সম্বন্ধ হওয়ায় দুইটি 'জুহুয়াৎ' ও

দুইটি 'পিবেৎ' হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথম 'জুহুয়াৎ' এবং প্রথম 'পিবেৎ'-এর অনুদাত্ত হয় না।

এইপ্রকার ঋগ্বেদে—

ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি।

ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ। (ঋ. ১।৬।১০)

এই ঋঙ্‌মন্ত্রেও 'ইতঃ পার্থিবাৎ ঈমহে, দিবো বা ঈমহে, মহতো রজসো বা ঈমহে'—এইরূপে 'বা' শব্দের যোগবশতঃ 'ঈমহে'—এই তিঙন্তপদের তিনবার আবৃত্তি হইয়া থাকে। এই তিনটি 'ঈমহে' পদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'ঈমহে' পদের অপেক্ষা যেটি প্রথম, উহার অনুদাত্ত নিষেধ হয়। ইহা অন্বয় করিলে পাওয়া যায়। মন্ত্রে তিনটির উল্লেখ নাই। অন্বয় করিয়া দেখিতে হইবে যে প্রথম কোনটি। নিরুক্তে যাচ্ঞা অর্থে 'ঈমহে' এই ক্রিয়াটির পাঠ করা হইয়াছে। 'ঈঙ্ গতৌ'—এই দিবাদিগণীয় ধাতুর লট্ লকারে উত্তম পুরুষের বহুবচনে 'ঈমহে' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ছান্দসপ্রক্রিয়া অনুসারে 'শ্যন্' বিকরণের লুক্ (লোপ) করিলে 'ঙিৎ' ধাতুর পরবর্ত্তী লস্থানিক সার্বধাতুকের 'তাস্যনুদাত্তেন্ ঙি-দদুপদেশাৎ' (পা. ৬।১।১৮৬) অনুসারে অনুদাত্ত; সেইজন্য 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) অনুসারে ধাতুর ঈকারটি উদাত্ত হইলে 'ঈমহে' পদ হয়।

১৫৬ 'চ' ও 'অহ'—এই দুইটির যে কোনটির লোপ অর্থাৎ যদি প্রয়োগ না থাকে কিন্তু উহার অর্থ প্রতীয়মান হয়, আর 'এব' শব্দের যদি অবধারণার্থে প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে প্রথমা তিঙ্-বিভক্তি (প্রথম তিঙন্ত পদ) অনুদাত্ত হয় না।[১৫৬]

১৫৬ চাহলোপ এবেত্যবধারণম্ (পা. ৮।১।৬২) 'চ' 'অহ' এতয়োর্লোপে প্রথমা তিঙ্‌বিভক্তির্নানুদাত্তা 'এব' ইত্যেতচ্চেদবধারণার্থং প্রযুজ্যতে।

যথা, চলোপের উদাহরণ—

যো বৈ দেবান্ দেবযশসেনার্পয়তি

মনুষ্যান্ মনুষ্যযশসেন দেবযশস্যেব

দেবেষু ভবতি মনুষ্যযশসী মনুষ্যেষু। (তৈ. সং ৩।১।৯।১)

ইহাতে 'দেবযশসী মনুষ্যযশসী চ ভবতি'—এইরূপ চার্থের প্রতীতি হয়; কিন্তু 'চ' শব্দের প্রয়োগ নাই এবং 'দেবযশস্যেব'—এই অবধারণার্থক 'এব' শব্দের প্রয়োগ আছে; সেইজন্য 'অর্পয়তি' এই প্রথম তিঙন্তপদের অনুদাত্ত হয় নাই।

'অহ' লোপের উদাহরণ—

'দেবদত্ত এব গ্রামং গচ্ছতু, যজ্ঞদত্ত এব অরণ্যং গচ্ছতু' ইত্যাদি।

১৫৭ চ বা হ অহ এব—ইহাদের যে কোনটির লোপ অর্থাৎ প্রয়োগ না থাকিলে, প্রথম তিঙন্ত পদ বিকল্পে অনুদাত্ত হয় না।[১৫৭]

যথা—

ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ।

উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ। (ঋ. ১।৭।৪)

—ইহাতে 'সহস্রপ্রধনেষু চ অব'—এইরূপ 'চ' শব্দের দ্বারা 'অব'—এই তিঙন্তপদের অধ্যাহার করা হইলে, সেই অধ্যাহৃত তিঙন্তের অপেক্ষা 'বাজেষু নঃ অব'—এই 'অব' তিঙন্তপদটি প্রথম বলিয়া 'চবাযোগে প্রথমা' (পা· ৮।১।৫৯) অনুসারে উহার অনুদাত্তত্ব

---

১৫৭ চাদিলোপে বিভাষা (পা. ৮।১।৬৩) চবাহাহৈবাদীনাং লোপে প্রথমা তিঙ্বিভক্তির্নানুদাত্তা।

নিষেধ হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু এই বিধি অনুসারে বিকল্পে অনুদাত্তত্ব বিহিত হওয়ায় তাহা হইল না। কারণ 'বাজেষু চ' এইরূপ 'চ' শব্দের প্রয়োগ প্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও, উহার প্রয়োগ করা হয় নাই। সুতরাং 'অব' এই তিঙন্তপদটি সর্বানুদাত্ত হইয়া থাকে।*

অনুদাত্ত না হওয়ার উদাহরণ—

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ন প্রাশ্নন্তি ন জুহ্বতি। (তৈ. সং ৩।১।২।২)

ইহাতে 'ন প্রাশ্নন্তি চ ন জুহ্বতি চ'—এইরূপ চার্থের প্রতীতি হওয়া সত্ত্বেও 'চ' শব্দের প্রয়োগ না থাকায় 'অশ্নন্তি' এই প্রথম তিঙন্তপদের অনুদাত্তের নিষেধ হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে প্রত্যয়-স্বরই উচ্চারিত হয়। 'অশ্' ধাতুর লট্ লকারে প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'অশ্ না অন্তি' এই অবস্থায় 'শ্না'—এই বিকরণের 'আদ্যুদাত্তশ্চ' (পা. ৩।১।৩) অনুসারে উদাত্ত হওয়ার ফলে 'না'-এর আকার উদাত্ত হয়। আর 'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্' (পা. ৬।১।১৫৮) অনুসারে অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত হইয়া যায়। 'অশ্ না অন্তি' এই অবস্থায় 'শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ' (পা. ৬।৪।১১২) অনুসারে 'শ্না'-এর উদাত্ত আকারের লোপ হইলে 'অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপঃ' (পা. ৬।১।১৬১) অনুসারে 'অন্তি' প্রত্যয়ের অনুদাত্ত অকারের উদাত্ত হইলে 'অশ্নন্তি' প্রয়োগটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

* নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ। ত্বোতাসো ন্যবতা (ঋ. ১।৮।২) ইহা সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ। সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৫৮ 'বৈ' ও 'বাব'—এই দুইটির যোগে প্রথম তিঙন্তপদ বিকল্পে অনুদাত্ত হয়।[১৫৮] যথা—

যজ্ঞং বৈ দেবা অহুহ্রন্ যজ্ঞোঽসুরাঁ অহুহৎ।

(তৈ সং ১।৭।১।১)

উত্তরাবতীং বৈ দেবা আহুতিমজুহবুঃ, অবাচীমসুরাঃ।

তৈ: ব্রা. ২।১।৪।১)

'অহুহ্রন্'—ইহা 'দুহ' ধাতুর লুঙ্ লকারে প্রথমপুরুষের বহুবচনের রূপ। 'দুহ্ অন্ত্' এই অবস্থায় 'বহুলং ছন্দসি' অনুসারে 'রুট্' আগম 'ত্' এর সংযোগান্তলোপ এবং 'অট্' এর আগম হইলে 'অহুহ্রন্' পদটি নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে যে 'লুঙ্লঙ্লৃঙ্ক্ষ্বডুদাত্তঃ' (পা. ৬।৪।৭১) অনুসারে 'অট্' এর আগম হয়, উহাই উক্ত সূত্র-অনুসারে উদাত্ত হইয়া থাকে। এই উদাত্তই উচ্চারিত হয়।

'বাব' যুক্ত তিঙন্তের উদাহরণ—

অয়ং বাব হস্ত আসীৎ নেতর আসীৎ। ইত্যাদি।

১৫৯ সমার্থক 'এক' ও 'অন্য' শব্দের যোগ থাকিলে প্রথম তিঙন্তপদের অনুদাত্ত হয় না। এক শব্দ যদি অন্যার্থক হয়, তাহা হইলেই এক ও অন্য—এই দুইটি সমানার্থক হইয়া থাকে; সুতরাং সংখ্যা অর্থ বুঝাইলে একশব্দযুক্ত প্রথম তিঙন্তপদ অনুদাত্ত হইবে না।[১৫৯] যথা—

---

১৫৮ বৈবাবেতি চচ্ছন্দসি (পা. ৮।১।৬৪) আভ্যাং যুক্তা প্রথমা তিঙ-বিভক্তিঃ বা অনুদাত্তা ভবতি।

১৫৯। একান্যাভ্যাং সমার্থাভ্যাম্ (পা. ৮।১।৬৫) পরস্পরসমানার্থা-ভ্যামেকান্যশব্দাভ্যাং যুক্তা প্রথমা তিঙ্ বিভক্তির্নানুদাত্তা। সমৌ তুল্যৌ অর্থৌ যয়োস্তৌ সমার্থৌ। শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপম্।

(ক) প্রজামেকা রক্ষত্যূর্জমেকা। (তৈ. সং ৪।৩।১১।১)

(খ) তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-

নশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি। (ঋ. ১ ১।১৬৪।২১)

(ক) 'রক্ষতি'—এস্থলে 'তিপ্' এর ইকার ও 'শপ্' এর অকার-দুইটিই অনুদাত্ত ; সেইজন্য ধাতুস্বর অর্থাৎ 'ধাতোঃ' (৬।১।১৬২) অনুসারে 'রক্ষ্' ধাতুর অকার উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

(খ) 'অত্তি'—'অদ্ ভক্ষণে'—এই ধাতুর প্রথমপুরুষের একবচনের রূপ। অদাদিগণীয় ধাতুর পরবর্ত্তী 'শপ্' এর 'অদি-প্রভৃতিভ্যঃ শপঃ' (পা. ২।৪।৭২) অনুসারে লুক্ (লোপ) হয়। 'তিপ্' এর ইকার 'পিৎ' বলিয়া 'অদ্'ধাতুর অকারটি 'ধাতোঃ' (পা. ৬।১।১৬২) অনুসারে উদাত্ত।

'অন্যঃ অনশ্নন্ অভি চাকশীতি'—এই দ্বিতীয় বাক্যে 'চাকশীতি' —এই দ্বিতীয় তিঙন্ত পদটি অনুদাত্তই হইবে।

তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে। (তৈ. সং ৬।৬।৪।৩)

ইত্যাদিস্থলে সংখ্যাবচক 'এক' শব্দের যোগ থাকায়, 'বিন্দতে' এই তিঙন্ত পদটির অনুদাত্তত্ব নিষিদ্ধ হইল না।

১৫৯ক 'যৎ' শব্দের দ্বারা নিষ্পন্ন পদযুক্ত তিঙন্ত পদ নিত্যই অনুদাত্ত হয় না।[১৫৯ক] যথা—

১৫৯ক। যদ্‌বৃত্তান্নিত্যম্ (পা. ৮।১।৬৬)। বর্ত্ততেঽস্মিন্নিতি বৃত্তম্। যতো বৃত্তং যদ্‌বৃত্তম্, যত্র যচ্ছব্দো বর্ত্ততে তদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ পরং তিঙন্তং নিত্যং নানুদাত্তং ভবতি।

যস্মিন্নশ্ব আলভ্যতে (তৈ সং ৫।৪।১২।৩)

ইত্যাদি স্থলে 'যস্মিন্' এই যৎশব্দনিষ্পন্ন পদের যোগ থাকায়, 'আলভ্যতে' এই তিঙন্তপদের অনুদাত্ত হয় না। এইপ্রকার 'য এতেন হবিষা যজতে' (তৈ. ব্রা. ৩।১।৪।১) ইত্যাদি স্থলেও 'যজতে'—এই তিঙন্তপদের অনুদাত্ত না হওয়ায় ধাতুস্বরই উচ্চারিত হইয়া থাকে।*

ইতি তিঙন্তস্বর সমাপ্ত।

* অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। (ঋ. ১।১।৪)

যস্ত সংস্থে ন বৃণ্বতে। (ঋ. ১।৫।৪)

প্র বোচং যানি চকার। (ঋ ১।৩২।১)

ইত্যাদি স্থলে অসি, বৃণ্বতে ও চকার প্রভৃতি প্রয়োগে তিঙন্তের নিঘাত হয় নাই।

১৬০ নিপাতগুলি আদ্যুদাত্ত হয়।[১৬০] যথা —

স্বাহা যজ্ঞং কৃণোতন। (ঋ. ১।১৩।১২)

ইহাতে 'স্বাহা' শব্দটি নিপাত বলিয়া, উহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

১৬০ক অভি ব্যতীত উপসর্গেরও আদিস্বর* উদাত্ত হয়।[১৬০ক] যথা—

প্র চেতয়তি কেতুনা। (ঋ. ১।৩।১২)

উপ নঃ সবনা গহি। (ঋ. ১।৪।২)

এই দুইটি স্থলেই 'প্র.' ও 'উপ'—এই দুইটি উপসর্গেরই আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে।

কিন্তু 'অভি'—এই উপসর্গটির আদ্যুদাত্ত হয় না, বরং 'ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ' (ফি. ১) অনুসারে অন্তোদাত্ত হইয়া থাকে ; যেমন—

অভি ত্বা দেব সবিতঃ। (ঋ. ১।২৪।৩)

ঋক্ প্রাতিশাখ্যে প্র, আ, নির্, দুর্, বি, সম্, নি, সু, উৎ,—এই নয়টি উপসর্গের একটি মাত্র স্বর উদাত্ত এবং পরা, অনু, উপ, অপ, পরি,

১৬০ নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ (ফি. ৮০)

১৬০ক উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্ (ফি. ৮২)

* প্র, নি বি প্রভৃতি, যেগুলিতে একটি মাত্রই স্বর আছে, উহাদের সেই একটি স্বরকেই আদি অথবা অন্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে—আদ্যন্তবদেকস্মিন্ (পা. ১।১।১২)।

প্রতি, অতি, অধি, অব, অপি—এই দশটি একাধিক স্বরবিশিষ্ট উপসর্গগুলির আদিস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু 'অভি, এই একটিমাত্র উপসর্গের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়—

বিংশতেরুপসর্গানামুচ্চা একাক্ষরা নব।
আত্ব্যদাত্তা দশৈতেষামন্তোদাত্তস্ত্বভীত্যয়ম্॥

(ঋ. প্রা. ১২।২৪)

শৌনকের মতে প্র, অভি, আ, পরা, নির্, দুর্, অনু, বি, উপ, অপ, সম্, পরি, প্রতি, নি, অতি, অধি, সু, উৎ, অব, অপি—এই কুড়িটি উপসর্গ—

প্রাভ্যাপরানির্দুরন্বুপাপ-
সংপরিপ্রতিন্যত্যধিসূদবাপি।
উপসর্গা বিংশতিরর্থবাচকাঃ
সহেতরাভ্যামিতরে নিপাতাঃ॥

(ঋ. প্রা. ১২।২০)

প্রত্যেকটির ক্রমশঃ উদাহরণ—

১. প্র দেবং দেব্যা ধিয়া ভরতা। (ঋ. ১।১৭৬।২)

২.. অভি ষ্যাম রক্ষসঃ। (ঋ. ১০।১৩২।২)

৩. মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি। (ঋ. ১।১৯।১)

৪. পরা শৃণীহি তপসা যাতুধানান্। (ঋ. ১০।৮৭।১৪)

৫. ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতম্। (ঋ. ১।২০।৬)

৬. ত্বর্নিয়ন্তুঃ পরিপ্রীতো ন মিত্রঃ। (ঋ. ১।১৯০।৬)

৭. তন্ন ঋভুক্ষা নরামন্নু য্যাৎ। (ঋ. ১।১৬৭।১০)

৮. অপেত বীত বি চ সর্পতাতঃ। (ঋ. ১০।১৪।৯)

৯. ইন্দ্রমগ্নিমুপ স্তুহি। (ঋ. ১।১৩৬।৬)

১০. অপেহি মনসম্পতে। (ঋ. ১০।১৬৪।১)

১১. সম্রাজোরব আ বৃণে। (ঋ. ১।১৭।১)

১২. বাজী সন্ পরিণীয়তে। (ঋ. ১।১৫।১)

১৩. প্রতি কেতবঃ প্রথমা অদৃশ্রন্। (ঋ. ৭।৭৮।১)

১৪. মহান্তং কোশমুদচা নি ষিঞ্চ। (ঋ. ৫।৮৩।৮)

১৫. অতি ক্রমিষ্টং জুরতং পণেরসুম্। (ঋ. ১।১৮২।৩)

১৬. মম রাষ্ট্রস্যাধিপত্যমেহি। (ঋ. ১০।১২৪।৫)

১৭. সুকৃৎ সুপাণিঃ স্ববান্। (ঋ. ৩।৫৪।১২)

১৮. উত্যন্নত্য মিত্রমহঃ। (ঋ. ১।৫০।১১)

১৯. অবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়। (ঋ. ১।২৪।১৫)

২০. দেবা দেবানামপি যন্তি পাথঃ। (ঋ. ৩।৮।৯)

এই কুড়িটি* উপসর্গ ব্যতীত যেগুলি দ্রব্যবাচক নয়, সেগুলিকে নিপাত বলা হয়।

পাণিনি প্র, পরা প্রভৃতিকে নিপাত, উপসর্গ ও গতি রূপে স্বীকার করিয়াছেন—

চাদয়োঽসত্ত্বে (পা. ১।৪।৫৭) দ্রব্যবাচক নয়, এরূপ চ, বা, হ, অহ প্রভৃতির নিপাত সংজ্ঞা হয়।

প্রাদয়ঃ (পা. ১।৪।৫৮) এইরূপ প্র পরা অপ প্রভৃতিকেও নিপাত বলা হয়।

উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (পা. ১।৪।৫৯) প্র পরা অপ প্রভৃতির ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকিলে, উহাদের উপসর্গ বলা হয়।

গতিশ্চ (পা. ১।৪।৬০) ক্রিয়ার সহিত যুক্ত থাকিলে প্র পরা প্রভৃতিকে গতিও বলা হয়।

ইহার দ্বারা মনে হয় যে প্র পরা প্রভৃতি যদি ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাদের উপসর্গ ও গতি সংজ্ঞা হয় আর যদি ক্রিয়ার সহিত যুক্ত না হয় তাহা হইলে সেইরূপ প্র প্রভৃতিকে নিপাত বলা হয়। সুতরাং প্রাদিকে নিপাত, উপসর্গ ও গতিরূপে ব্যবহার করা হয়। তাহা হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮০) ইহার দ্বারাই প্র পরা প্রভৃতির উদাত্তত্ব সিদ্ধ থাকা

* পাণিনিমতে 'নিস্' ও 'দুস্'—এই দুইটিকে যুক্ত করিলে বাইশটি উপসর্গ।

সত্ত্বেও 'উপসর্গাশ্চাভিবর্জম্' (ফি. ৮১) সূত্র কেবল 'অভি'র আদ্যুদাত্তত্ব নিষেধ করার জন্য।

১৬১ 'এব' 'এবম্' প্রভৃতি এবাদিগণে পঠিত শব্দগুলির অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়।[১৬১] যথা ;—

স এব (তৈ. সং ২।১।১।১)

য এবম্ (তৈ. সং ১।৫।১।৩)

কুবিৎ সূনো গবিষ্টয়ে। (ঋ. ৮।৭৪।১১)

'সহ' শব্দেরও এবাদিগণে পাঠ আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন ; সেইজন্য বেদে অনেকস্থলেই উহা অন্তোদাত্তরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে—

সহ বামেন ন ওষঃ। (ঋ. ১।৪৮।১)

সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি। „

সহ প্রথমৌ গৃহ্যেতে। (তৈ. সং ৬।৫।৩।১)

সহ বাচা ময়োভুবা। (তৈ. সং ১।৮।৩।১)

১৬২ চ. বা, হ, অহ প্রভৃতি চাদিগণে পঠিত নিপাতগুলি অনুদাত্ত হয়।[১৬২] যথা ;—

বাজশ্চ মে প্রসবশ্চ মে। (তৈ. সং ৪।৭।১।১)

বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত। (ঋ. ১।২।৬)

১৬১ এবাদীনামন্তঃ (ফি. ৮৩)

১৬২ চাদয়োঽনুদাত্তাঃ (ফি. ৮৫)

ন হ স্ম বৈ। (তৈ. সং ৫।১।১০।১)

দিবো বা পার্থিবাদধি।

ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ॥ (ঋ. ১।৬।১০)

ইত্যাদিস্থলে 'চ' 'হ' 'বা' অনুদাত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে।

১৬৩ 'যথা' শব্দটি যদি পাদান্তে থাকে তাহা হইলে উহা অনুদাত্ত হইয়া থাকে।[১৬৩] যথা—

পুরা জীবগৃভো যথা। (তৈ. সং ৪।২।৬।২)

পদের অন্তে না থাকিলে 'যথা' শব্দ অনুদাত্ত হয় না। যথা—

যথা গা আকরামহে (ঋ. ১০।১৫৬।২)

ইত্যাদি স্থলে পাদের আদিতে থাকায় 'যথা' শব্দ অনুদাত্ত হয় নাই; কিন্তু 'নিপাতা আদ্যুদাত্তাঃ' (ফি. ৮১) অনুসারে উহার আদিস্বরটি উদাত্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে পাদের অন্তে থাকা সত্ত্বেও 'যথা' শব্দ অনুদাত্ত হয় নাই, সেক্ষেত্রে ব্যত্যয় করিয়া আদ্যুদাত্ত করা হইয়াছে। যথা—

ইন্দ্র ক্রতুং ন আভব

পিতা পুত্রেভ্যো যথা। (তৈ. সং ৭।৫।৭।৪)

ইতি নিপাতস্বর সমাপ্ত।

---

১৬৩ যথেতি পাদান্তে (৮৬) পাদান্তে বর্ত্তমানো যথাশব্দোঽনুদাত্তো ভবতি।

১৬৪ সম্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে যে বাক্য প্রয়োগ করা হয়, উহার টি অর্থাৎ অন্ত্যস্বর প্লুতোদাত্ত হইয়া থাকে।[১৬৪] যথা—

সুশ্লোকাঁ ৪ } তৈ. সং ১।৮।১৬।২
সুমঙ্গলাঁ ৪

ব্রহ্মাঁন্ ত্বঁ রাজন্। (তৈ. সং ১।৮।১৬।১)

১৬৫ প্রারম্ভে যে 'ওম্' শব্দের প্রয়োগ করা হয়, উহা প্লুত উদাত্ত হইয়া থাকে।[১৬৫] যথা--

'ও৩ম্ অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।

ইত্যাদি স্থলে প্রারম্ভে যে 'ওম্' শব্দ আছে উহা প্লুত উদাত্ত উচ্চারিত হয়। 'অচশ্চ' (পা. ১।২।২৮) এই পরিভাষা অনুসারে প্লুত শব্দের উল্লেখ করিয়া প্লুতের বিধান করিলে 'অচঃ'—এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের উপস্থিতি হয় অর্থাৎ প্লুতস্বর স্বরবর্ণেরই হয়, ব্যঞ্জনের হয় না। সুতরাং 'ওম্' এর 'ও' কার প্লুত উদাত্ত হইবে আর 'ম্' এই ব্যঞ্জনটির অর্ধমাত্রা।

১৬৪ দূরাদ্ধূতে চ (পা. ৮।২।৮৪)। দূরাৎ সম্বোধনে যদ্ বাক্যং প্রযুজ্যতে তস্য টেঃ প্লুতোদাত্তঃ স্যাৎ হূতগ্রহণং সম্বোধনমাত্রোপলক্ষণম্।

১৬৫ ওমভ্যাদানে (পা. ৮।২।৮৭)। অভ্যাদানমারম্ভঃ। তত্র য 'ওম্' শব্দস্তস্য প্লুত উদাত্তো ভবতি। অচ্ পরিভাষোপস্থানাৎ অচ এবায়ং প্লুতঃ। মকারস্বর্ধমাত্রঃ।

প্লুতের তিন মাত্রা ও ব্যঞ্জনের অর্ধমাত্রা—এইভাবে 'ও৩ম্' এই শব্দটির সাড়ে তিন মাত্রা উচ্চারণ হইবে।*

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে প্রণবের ওকারের অর্দ্ধতৃতীয়মাত্রা—অর্ধং তৃতীয়ং যস্য—অর্দ্ধমাত্রা তৃতীয় যাহার এইরূপ অর্থাৎ আড়াই মাত্রা এবং 'ম্' এই ব্যঞ্জনমাত্রের অর্দ্ধমাত্রা—এইভাবে তৃতীয় মাত্রা হয়—'ওকারং তু প্রণব একেঽর্ধ তৃতীয়মাত্রং ব্রুবতে'—ইহাও কোন আচার্য্যের মত বলিয়া ধরা হইয়াছে। প্রণবের উচ্চারণে উদাত্ত, অনুদাত্ত অথবা স্বরিতস্বর—ইহাতে মতভেদ আছে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে মতান্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে—শৈত্যায়নের মতে উদাত্ত, অনুদাত্ত অথবা স্বরিত যে কোন একটির দ্বারা উহার উচ্চারণ করিতে পারা যায়। কৌণ্ডিন্যের মতে—প্রচয় স্বরে উহার উচ্চারণ হইবে। প্লাক্ষি ও প্লাক্ষায়ণের মতে কেবল স্বরিতস্বরেই উহার উচ্চারণ হইবে। বাল্মীকিশাখাধ্যায়ীর মতে প্রণবের উচ্চারণ উদাত্তস্বরেই হইয়া থাকে। পরিশেষে প্রাতিশাখ্যকার বলিয়াছেন যে সকল আচার্যের মতেই প্রণবের উচ্চারণ উদাত্ত স্বরে হইয়া থাকে। সুতরাং উদাত্তস্বরে প্রণবের উচ্চারণ সর্ব্ববাদিসম্মত। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের একটি অধ্যায়ে কেবল প্রণবের উচ্চারণ-ব্যবস্থা করা হইয়াছে।†

* তিন মাত্রার উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য বেদে ৩ সংখ্যা লেখা হয়। আর কোথাও কোথাও চারি মাত্রারও উচ্চারণ হইয়া থাকে; সেস্থলে ৪ সংখ্যা লিখিয়া উহার বোধ করান হয়।

† 'ওকারং তু প্রণব একেঽর্ধতৃতীয়মাত্রাং ব্রুবতে'—২।৬।১
'উদাত্তানুদাত্তস্বরিতানাং কস্মিঁশ্চিদিতি শৈত্যায়নঃ'—২।৬।২
'ধৃতপ্রচয়ঃ কৌণ্ডিন্যস্য'—২।৬।৩
'স্বরিতঃ প্লাক্ষি-প্লাক্ষায়ণয়োঃ'—২।৬।৫

শৌনক প্রণীত ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যে 'ও৺ম্'—এই প্রণবের তিন মাত্রা, চারিমাত্রা অথবা ছয়মাত্রায় উচ্চারণ হইতে পারে—ইহা বলা হইয়াছে—

স ও৺মিতি প্রস্বরতি ত্রিমাত্রঃ
প্রস্বারস্থানে স ভবত্যুদাত্তঃ।
চতুর্মাত্রো বার্ধপূর্বানুদাত্তঃ
ষণ্‌মাত্রো বা ভবতি দ্বিঃস্বরঃ সন্॥ (১৫।৬)

ওঁকার শব্দ তিনমাত্রায় ও উদাত্তস্বরে উচ্চারিত হয়। উপাংশু উচ্চারণ করিলেও প্লুতোদাত্ত হইবে। আর যদি নিষাদ ও পঞ্চম-স্বরে ওঁকার উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে মন্দ্র, মধ্যম ও তার স্থানে উহার প্রয়োগ করা উচিত। অথবা পূর্বের অর্দ্ধভাগ অনুদাত্ত করিলে চতুর্মাত্রায়ও ওঁকার উচ্চারিত হইতে পারে। 'ওম্'—এর যে ওকার এই সন্ধ্যক্ষর আছে, উহা অ ও উ—এই দুইটি স্বর যুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বের অকারটির অর্দ্ধমাত্রা ও অনুদাত্ত এবং উকারটি ত্রিমাত্রিক উদাত্ত—এই ভাবে সাড়ে তিনমাত্রা হয়, আর 'ম্' এই অর্দ্ধমাত্রিক ব্যঞ্জনটি যুক্ত হইলে চতুর্মাত্রিক হইয়া থাকে। এই মতটি সার্বত্রিক নয়, কারণ একার ও ওকার—এই দুইটি সন্ধ্যক্ষর হইলেও ইহাদের অন্তর্গত যে অকার ও ইকার অথবা উকার আছে, উহারা সমমাত্রিক। ওকারে একমাত্রিক অকার ও একমাত্রিক উকার—এই দুইটির সংমিশ্রণ রহিয়াছে; সেইজন্যই উহার অন্তর্গত উকারের পৃথক শ্রুতি স্বীকার করা হয় না—'মাত্রাসংসর্গাদবরেঽ-পৃথক্ শ্রুতী'—(ঋ. প্রা. ১৩।৪০) একার ও ওকারের মাত্রাকালিক দুইটি স্বরের সংসর্গ থাকায়, উহাদের পৃথক্ শ্রুতি হয় না।

'উদাত্তো বাল্মীকেঃ'—২।৬।৬
'যথাপ্রয়োগং বা সর্বেষাম্'—২।৬।৭

ঐকার ও ঔকার—এই দুইটি সন্ধ্যক্ষরের ঐরূপ বিষমমাত্রিক স্বরের যোগ স্বীকার করা হইয়াছে।* মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন—'ঐচশ্চোত্তরভূয়স্ত্বাৎ' (ঐ ঔ চ্)। একার ও ওকারে ঐরূপ বিষমমাত্রিক স্বরসংসর্গ অন্য কেহ স্বীকার করেন নাই। সুতরাং ওঁকারের চতুর্মাত্রিক উচ্চারণ পক্ষটি সর্বজন-পরিগৃহীত নয়। উবটও একথা স্বীকার করিয়াছেন—তেষামাদ্যো বহুভিঃ পরিগৃহীতঃ, ন মধ্যমঃ—উপরে যে তিনটি মতের উল্লেখ করা হইয়াছে—ওঁকারের ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক ও ষণ্‌মাত্রিক উচ্চারণ, উহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক উচ্চারণ অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু মধ্যম মতটি অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক উচ্চারণ অনেকে স্বীকার করেন নাই। উবটের মতে অন্তিম উচ্চারণটিই উত্তম; সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন যে অন্ত্য মতটিকে উত্তম মনে করিয়া আমরা সেইরূপে পাঠ করিয়াছি—অস্মাভিস্তূত্তমমন্ত্যং মত্বা তথা পঠ্যতে। কিন্তু ষাণ্‌মাত্রিক ওঁকারের যে উচ্চারণ কিপ্রকারে সম্ভব, তাহা বলা কঠিন।

কোন কোন শিক্ষাতেও 'ওঁ ম্' শব্দের চাতুর্মাত্রিক উচ্চারণ স্বীকার করা হইয়াছে—ইহা স্বরসিদ্ধান্তচন্দ্রিকায় একটি শিক্ষাবচন উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন করা হইয়াছে—

স্বাধ্যায়ারম্ভশেষস্য প্রণবস্য স্বরস্য চ।
অধ্যায়স্যানুবাকস্যান্তে স্যাদর্ধতৃতীয়তা॥

—কালনির্ণয় শিক্ষা†

* হ্রস্বানুস্বারব্যতিষঙ্গবৎপরে (ঋ. প্রা. ১৩।৪১)—ইহার উবটভাষ্যে বলা হইয়াছে যে ঐকারে ও ঔকারে ইবর্ণের অধিক মাত্রা আছে এবং অকারের অল্পমাত্রা—ইবর্ণোবর্ণয়োঃ ভূয়সীমাত্রা, অল্পীয়স্ত্বর্ণস্য।

† এই নামের শিক্ষা আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

স্বাধ্যায়ের আরম্ভে যে প্রণবের উচ্চারণ করা হইবে, উহার ওকার-এই স্বরটি ত্রিমাত্রিক, আর স্বরের উচ্চারণ ত্রিমাত্রিক হইলে 'ম্' এই ব্যঞ্জনের উচ্চারণ একমাত্রিক হইবে; সুতরাং 'ওম্'—এই প্রণবের চতুর্মাত্রিক উচ্চারণ হয়—ইহা স্থির হইল; কিন্তু অধ্যায় ও অনুবাকের অন্তে 'ওম্' শব্দের অর্দ্ধতৃতীয়মাত্রতা অর্থাৎ সাড়ে-তিনমাত্রায় উচ্চারণ হইবে। এইভাবে 'প্রারম্ভকপ্রণবশ্চতুর্মাত্রঃ'—স্বাধ্যায়ারম্ভের প্রণব চতুর্মাত্রিক হয়—ইহা শিক্ষা-সম্মত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

ওঁকারের চাতুর্মাত্রিক উচ্চারণ শিক্ষাসম্মত হইলেও প্রাতিশাখ্য-সম্মত নয়। ঋক্প্রাতিশাখ্যে তিনটি মতের উল্লেখ থাকিলেও ত্রিমাত্রোচ্চারণই শৌনকের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেও ত্রিমাত্রিক উচ্চারণই স্বীকৃত হইয়াছে। এই কারণেই বোধহয় ভট্টোজি দীক্ষিতও সিদ্ধান্তকৌমুদীর বৃত্তিতে 'ওম্' এই সমুদায়েরই ত্রিমাত্রিক উচ্চারণ স্বীকার করিয়াছেন; যদ্যপি হরদত্তমিশ্র পদমঞ্জরীতে 'ওমভ্যাদানে' (পা. ৮।২।৮৭) এই সূত্রের ব্যাখ্যায় 'অচশ্চ' (পা. ১।২।২৮) পরিভাষার উপস্থাপন করিয়া কেবল ওকারের ত্রিমাত্রিক উচ্চারণ ও 'ম্' এর অর্ধমাত্রিক উচ্চারণ, ফলে অর্ধচতুষ্টয়মাত্র অর্থাৎ সমুদায়ের সাড়ে তিনমাত্রায় উচ্চারণ হইবে—ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের উচ্চারণ করিতে হইলে মন্ত্রের প্রারম্ভে 'ও৩ম্' এই প্রণবটির উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে এবং সম্প্রদায়বিদ্ বৈদিকগণও 'ও৩ম্' উচ্চারণ করিয়াই প্রত্যেক মন্ত্রটির পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। উত্তর ভারতের বেশীর ভাগ বৈদিকই 'ওঁ'কারের পূর্বে হরি শব্দ যুক্ত করিয়া 'হরি ওঁ' এইভাবে মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা অসাম্প্রদায়িক বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রের

প্রারম্ভিক 'ওম্' শব্দটিকে প্লুতোদাত্তরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে—ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল।

মন্ত্রের প্রারম্ভে না হইলে 'ওম্' শব্দ প্লুত হয় না; যেমন—'ওমিত্যেকাক্ষরম্' ইত্যাদি।

১৬৬ যজ্ঞকর্মে 'যে' শব্দটি প্লুত উদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।[১৬৬] যথা—

'যে৩ যজামহে'

এই পঞ্চাক্ষরটিকে বৈদিকগণ 'আগূর্' বলিয়া ব্যবহার করেন। 'যে যজামহে' ইত্যাগূঃ' (আ. শ্রৌ. ১।৫।৫) প্রত্যেকটি যাজ্যা মন্ত্রের আদিতে এই 'আগূর্'টির প্রয়োগ করার বিধান দেখা যায়—'আগূর্যাজ্যাদিরনুযাজবর্জম্' (আ. শ্রৌ. ১।৫।৪); কিন্তু অনুযাজ কর্মেক যাজ্যার আদিতে আগূর ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই আগূর আদি অক্ষরটিকে প্লুত ও উদাত্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। ইহা শ্রৌতসূত্রকারগণও বলিয়াছেন—'তয়োরাদী প্লাবয়েৎ' (আ. শ্রৌ. ১।৫।৭) আগূর্ ও বষট্কারের আদি অক্ষর প্লুত করিতে হয়। 'আগূঃপ্রণববষট্কারা উচ্চৈঃ সর্বত্র' (আ. শ্রৌ. ২।১৪।১৩) আগূর্, প্রণব ও বষট্কার উদাত্তস্বরেই প্রয়োগ করিতে হইবে—ইহার দ্বারা 'যে' এই অক্ষরের প্লুতোদাত্ত বিহিত হইয়াছে।

যজ্ঞকর্ম ব্যতীত অন্যস্থলে 'যে' শব্দটি প্লুত উদাত্ত হয় না, যথা—

১৬৬ যে যজ্ঞকর্মণি (পা. ৮।২।৮৮)। যজ্ঞকর্মণি 'যে' শব্দস্য প্লুত উদাত্তো ভবতি।

ক ইষ্টিযাগ প্রভৃতিতে প্রধান যাগের পরে অনুযাজের অনুষ্ঠান করা হয়। দর্শপূর্ণমাস ইষ্টিতে প্রধানযাগের পর বর্হি, নরাশংস ও অগ্নিস্বিষ্টকৃৎ—এই তিন দেবতার উদ্দেশে তিন অনুযাজ যাগ করিতে হয়।

'যে যজামহ্ ইতি পঞ্চাক্ষরম্' (তৈ. সং ১।৬।১১।১)। পাণিনির 'যে যজ্ঞকর্মণি' (পা. ৮।২।৮৮) সূত্রে যে 'যে' শব্দের প্লুতোদাত্তত্বের বিধান করা হইয়াছে উহা উপরি উদ্ধৃত শ্রৌতসূত্রের প্রমাণবলে 'যে যজামহে'—এই আগুরই 'যে' শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে সুতরাং 'যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থ' (তৈ. সং ১।৪।১০।১) ইত্যাদিস্থলে 'যে' শব্দের প্লুতোদাত্ত হয় নাই।

১৬৭ ঋকের একটি চরণের অথবা ঋগর্দ্ধেরই 'টি'র* স্থানে ত্রিমাত্রিক ওঁকার বিহিত হইয়াছে, উহা বৈদিক সম্প্রদায়ে প্রণব বলিয়া প্রসিদ্ধ।[১৬৭] যথা—

অপাং রেতাংসি জিন্বতো ৩ম্। (ঋ. ৮।৪৪।১৬)

দেবাঞ্জিগাতি সুম্নয়ো৩ম্। (তৈ. সং ৩।৫।২।১)

ঋগ্বেদে 'ওম্' এই শব্দটির ওকার প্লুতোদাত্ত হয় এবং 'ম্'—এই ব্যঞ্জনটি অর্দ্ধমাত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'ও৩ম্' এই সমুদায়টি সাড়ে তিন মাত্রায় উচ্চারিত হইবে। 'প্রণবোঽর্ধচতুর্থমাত্রঃ'। 'ম্'—এই অর্দ্ধমাত্রা যোগ করিলে প্রণবের চারিমাত্রা হয়।

---

১৬৭ প্রণবষ্টেঃ (পা. ৪।২।৪৯)। পাদস্য অর্দ্ধর্চস্য বা টেঃ স্থানে ত্রিমাত্র উদাত্তশ্চ ওকার ও৩কারো বা যজ্ঞকর্মণি বিহিতঃ স চ প্রণব ইতি প্রসিদ্ধঃ। তস্য চ সাধুত্বমিহানুশিষ্যতে।

* টি—অচোঽন্ত্যাদিটি (পা. ১।১।৬৪) ইহার দ্বারা পাণিনি টি সংজ্ঞা করিয়াছেন। অন্ত্য অচ্ অর্থাৎ অন্ত্যস্বরবর্ণ যাহার আদিতে থাকে, সেইরূপ সমুদায়কে টি বলা হয়। যেমন 'পতৎ' এর 'অৎ'। যেস্থলে কেবল একটি স্বর থাকে তাহাও ব্যপদেশিবদ্ভাবে টি বলিয়া ধরা হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রেও ইহা বিহিত হইয়াছে—আ. শ্রৌ. ১।২।১০

ঋকের একটি পদের অথবা অর্দ্ধর্চের অন্তিম স্বরাদি ব্যঞ্জনসমুদায়ের অথবা কেবল স্বরবর্ণেরই স্থানে ত্রিমাত্রিক ওকারযুক্ত ম্ কারান্ত অর্থাৎ 'ও৩ম্'— এইরূপ আদেশ হয়।

স্বরাদিমৃগন্তমোকারং ত্রিমাত্রং মকারান্তং কৃত্বোত্তরস্যা-র্ধর্চেঽবস্যেৎ সংততম্ (আ. শ্রৌ ১।২।১০)

ঋকের অন্তিমস্বর আদিতে যাহার সেই সমুদায়ের মকারান্ত ত্রিমাত্র ওকার আদেশ করিয়া উত্তর ঋকের অর্দ্ধর্চে অবসান করিতে হয়, যেমন—'দেবান্ জিগাতি সুম্নয়ুঃ' এইস্থলে বিসর্গের আদিতে যে উকার আছে তৎ-সমুদায়ের স্থানে মকারান্ত ত্রিমাত্র ওকার আদেশ হয় অর্থাৎ 'ও৩ম্'—এই প্রণব আদেশ হয়। 'দেবান্ জিগাতি সুম্নয়ো৩ম্'—এইরূপ হইয়া যায়। সূত্রে কেবল 'স্বরাদি' থাকিলেও যেস্থলে কেবল স্বরমাত্রই অন্তে আছে সেই অন্তিম স্বরটিরও স্থানে এইরূপ প্রণব আদেশ হয়, যথা—'অপাং রেতাংসি জিন্বতো৩ম্' ইত্যাদি। পাণিনির 'প্রণবষ্টেঃ' (পা. ৮।২।৮৯) সূত্রে 'টি' শব্দের দ্বারা উপরিউক্ত উভয়বিধস্থলেই ত্রিমাত্র 'প্রণব' বিহিত হইয়াছে। শ্রৌতসূত্রে যে 'স্বরাদি' পদ আছে উহার দ্বারাও অন্তিম স্বরযুক্ত সমুদায় এবং কেবলমাত্র অন্তিমস্বরের গ্রহণ হইয়া থাকে—মুখ্যরূপে সমুদায়ের ও গৌণরূপে কেবল স্বরের। 'সুম্নয়ুঃ' শব্দে বিসর্গযুক্ত উকারের স্থানে যেমন 'ওম্' আদেশ হয় সেইরূপ 'জিন্বতি' শব্দের অন্তিম ইকারকেই নিজের আদিতে নিজেকে ধরিয়া অর্থাৎ ব্যপদেশিবদ্ ভাবে আদেশ হইয়া থাকে।*

---

* ব্যাবহারিক জগতে যেমন একটি মাত্র পুত্র থাকিলেও এটিই আমার প্রথম, এটিই আমার দ্বিতীয়—ইত্যাদি ব্যবহার হয়; কিন্তু দ্বিতীয় না থাকিলে প্রথমের ব্যবহার কি করিয়া সম্ভব? এইরূপ স্থলে গৌণ ব্যবহার দেখা যায়। সেইরূপ শেষে কোন বর্ণ না থাকিলেও একটিমাত্র স্বরকেও স্বরাদি বলিয়া ধরিতে কোন বাধা নাই।

বৃত্তিকার গার্গ্য নারায়ণ উপরিউদ্ধৃত আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের ব্যাখ্যায় 'মকারান্তং ত্রিমাত্রম্'—মকারান্ত ওকারকে ত্রিমাত্র করিয়া—এইরূপ ব্যুৎক্রমে অন্বয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'ওম্' এর কেবল ওকারটি ত্রিমাত্র নয়; কিন্তু 'ম্' যুক্ত ওকারই ত্রিমাত্র। তাহা হইলে কেবল ওকারটি অর্দ্ধতৃতীয়মাত্র অর্থাৎ আড়াইমাত্রার এবং 'ম্' এই ব্যঞ্জনটি অর্দ্ধমাত্র—এইরূপে 'ওম্' এই সমুদায়টি ত্রিমাত্র। ব্যাখ্যাভেদে ওঁকার অথবা কেবল ওকারই ত্রিমাত্র। পাণিনির 'প্রণবষ্টেঃ' (পা. ৮।২।৮৯) এই সূত্রে ঋক্‌পাদের অথবা ঋগর্দ্ধের 'টি' এর ত্রিমাত্র প্রণবের আদেশ করা হইয়াছে—ইহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে গার্গ্য নারায়ণের ব্যাখ্যাই ঠিক মনে হয়। ওঁকারকেই প্রণব বলা হয় কেবল ওকারকে কেহ প্রণব বলিয়া স্বীকার করে না। সুতরাং ঐরূপ 'ওম্'ই ত্রিমাত্র উদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।

অবসানকালে যে 'ওঁ'কারের উচ্চারণ করা হয়, তাহা চতুর্মাত্রই—ইহা আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রকার স্বীকার করিয়াছেন 'চতুর্মাত্রোঽবসানে' (আ. শ্রৌ. ১।২।১৪) অবসানকালে প্রণবের উচ্চারণ চতুর্মাত্রাতেই হয়; কিন্তু ত্রিমাত্রায় নয়।

১৬৮ যাজ্যামন্ত্রের অন্ত্য টি ভাগের স্বরটি প্লুতোদাত্ত হইয়া থাকে যজ্ঞকর্মে।[১৬৮] যথা—

ভুবো যজ্ঞস্য রজসশ্চ নেতা

যত্রা নিয়ুদ্‌ভিঃ সচসে শিবাভিঃ।

১৬৮ যাজ্যান্তঃ (পা. ৮।২।৯০) যাজ্যামন্ত্রাণামন্ত্যস্য টের্যোঽচ্, তস্য প্লুত উদাত্তং স্যাৎ যজ্ঞকর্মণি।

দিবি মূর্ধানং দধিষে স্বর্ষাং

জিহ্বামগ্নে চকৃষে হব্যবাহা৩ম্ ॥ (ঋ. ১০।৮।৬)

অনেক বাক্যসমুদায়রূপ যাজ্যার প্রতিটি বাক্যের টি-ভাগের অর্থাৎ অন্ত্যস্বরের প্লুত যাহাতে না হয় কিন্তু সর্বশেষ বাক্যের অন্ত্যস্বরের যাহাতে প্লুত হয়, তাহার জন্য বিধিবাক্যে অন্ত্য 'টি' ভাগের প্লুত হয় —ইহা বলা হইয়াছে। আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রেও যাজ্যার অন্ত্যস্বরের প্লুতবিধান করা হইয়াছে—'যাজ্যান্তং চ' (আ. শ্রৌ. ১।৫।৭)। কৌষিতকী শাখায় যাজ্যার অন্ত্যস্বরের বিকল্পে প্লুত হইয়া থাকে।

উপরে উদ্ধৃত ঋক্‌টি দর্শপূর্ণমাস নামক যাগে আগ্নেয়যাগের 'যাজ্যা'। পৌর্ণমাসীতে তিনটি প্রধান যাগ আছে—অগ্নিদেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ, বিষ্ণু অথবা প্রজাপতির উদ্দেশে উপাংশুযাজ ও অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ দান। অমাবস্যাতেও তিনটি—অগ্নির উদ্দেশে পুরোডাশযাগ, ইন্দ্রের উদ্দেশে দধি ও ইন্দ্রেরই উদ্দেশে দুগ্ধ দ্বারা যাগ।

১৬৯। ব্রূহি, প্রেষ্য, শ্রৌষট্, বৌষট্, আবহ—এইগুলির আদিস্বর প্লুতোদাত্ত হয়।[১৬৯]

দেবতার আবাহনের উদ্দেশে হোতৃকর্তৃক যে ঋক্ পঠিত হয় উহা হইল অনুবাক্যা। এইরূপ অনুবাক্যা পাঠ করার জন্য অধ্বর্যু হোতাকে যে প্রৈষ বা অনুজ্ঞা দেন, সেই প্রৈষবাক্যে যে দেবতার আবাহন করিতে হইবে সেই দেবতাবাচক শব্দকে চতুর্থ্যন্ত করিয়া

১৬৯ ব্রূহি প্রেষ্য শ্রৌষড্‌বৌষডাবহানামাদেঃ (পা. ৮।২।৯১)। ব্রূহি প্রেষ্যাদীনামাদিরচ্ প্লুতোদাত্তো ভবতি।

শেষে 'অনুব্রূহি' এই পদ যুক্ত করিতে হয়। সেই 'অনুব্রূহি' পদের আদিস্বর প্লুতোদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—

অগ্নয়ে অনুব্রূ৩হি।

সোমায় অনুব্রূ৩হি।

অধ্বর্যু প্রথমে 'ওঁ শ্রাবয়' বলিয়া আহ্বান করিলে প্রত্যুত্তরে স্ফ্য-ধারী (খড়্গাকৃতি ক্ষুদ্র শস্ত্র বিশেষ 'স্ফ্য') আগ্নীধ্রনামক ঋত্বিক্ 'অস্তু শ্রৌষট্' এইরূপ প্রত্যাশ্রবণবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তাহার পর অধ্বর্যু আবার মৈত্রাবরুণ নামক হোতার সহকারী ঋত্বিকের উদ্দেশ্যে প্রৈষবাক্য উচ্চারণ করেন, তাহাতে যে দেবতার উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করা হয়, সেই দেবতাবাচক শব্দের চতুর্থ্যন্ত প্রয়োগ করিয়া 'প্রেষ্য' এই পদটির আদিস্বর প্লুতোদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—

ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং ছাগস্য বপায়া মেদসঃ প্রে৩ষ্য।

অগ্নয়ে প্রে৩ষ্য।

যাগের নিয়ম হইল যে অধ্বর্যু প্রথমে আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিকের উদ্দেশে 'ওঁ শ্রাবয়' এইরূপ আশ্রবণবাক্য উচ্চারণ করেন। ইহার প্রত্যুত্তরে অধ্বর্যুর দক্ষিণে দণ্ডায়মান আগ্নীধ্র 'অস্তু শ্রৌষট্' এইরূপ প্রত্যাশ্রবণ বাক্য পাঠ করেন। এই প্রত্যাশ্রবণ বাক্যে শ্রৌষট্ শব্দের আদিস্বর প্লুত উদাত্ত উচ্চারিত হয়। যথা—

অস্তু শ্রৌ৩ষট্।

কাত্যায়নও বলিয়াছেন 'অস্তু শ্রৌ৩ষট্' ইত্যগ্নীৎ (কা. শ্রৌ. ১।৩।৪)

দেবতাকে হবির্দ্রব্য প্রদান করিবার পূর্বে হোতা অথবা তাঁহার সহকারী ঋত্বিক্ কর্তৃক যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাই যাজ্যা নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেকটি যাজ্যামন্ত্রের পূর্ব্বে 'যে৩যজামহে' এই আগূঃ

এবং শেষে বষট্‌কার উচ্চারিত হয়। এই বষট্‌কার হইল 'বৌষট্‌'। এই 'বৌষট্‌' শব্দের আদিস্বর প্লুতোদাত্ত উচ্চারিত হয়। যথা—

অগ্নয়ে বে৩ৌষট্‌

শ্রৌতসূত্রকার আশ্বলায়ন বলিয়াছেন—

'আগূর্যাজ্যাদিরনুযাজবর্জম্‌' (আ. শ্রৌ. ১।৫।৪)

'বষট্‌কারোঽন্ত্যঃ সর্বত্র' (আ. শ্রৌ. ১।৫।৫)

'তয়োরাদী প্লাবয়েৎ' (আ. শ্রৌ. ১।৫।৭)

অর্থাৎ 'যে৩যজামহে'—এই আগূঃ আদিতে এবং বষট্‌কার সর্বত্র যাজ্যামন্ত্রের অন্তে থাকিবে। এই আগূর আদিস্বর এবং বষট্‌কারের আদিস্বর—দুইটিই প্লুত উচ্চারিত হইবে। উহাদের উদাত্তত্বও বিহিত হইয়াছে—'আগূঃ প্রণববষট্‌কারা উচ্চৈঃ সর্বত্র' (আ. শ্রৌ. ২।১৪।১৩)। হরদত্তমিশ্র বলিয়াছেন যে 'বৌষট্‌' শব্দের দ্বারা বষট্‌কারের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। বষট্‌কার ছয় প্রকার*—'বষট্‌' 'বষাট্‌' 'বৌষট্‌' 'বৌষাট্‌' 'বৌক্ষট্‌' 'বৌক্ষাট্‌'—এই ছয়প্রকার বষট্‌কারেরই প্লুত হইয়া থাকে। যথা—'সোমস্যাগ্নে বীহি বৌ৩ষট্‌' (তৈ. ব্রা. ১।৬।৯।৫) ইত্যাদি। হরদত্ত আরও বলিয়াছেন যে পিতৃযজ্ঞে 'অনুস্বধা' এইরূপ সম্প্রৈষ হইয়া থাকে, কারণ 'অস্তু স্বধা'—এইরূপ প্রত্যাশ্রবণ শ্রুত হয়। তাহাতে 'স্বধা' শব্দের আদিস্বর প্লুত করিয়া উচ্চারণ করা উচিত, যেহেতু উহা 'ব্রূহি শ্রৌষট্‌' এরই স্থানাপন্ন। এইরূপ 'স্বধা নমঃ ইতি বষট্‌

* 'বষটিত্যেকে সমামনন্তি' 'বষাট্‌ ইত্যেকে' 'বৌষট্‌ ইত্যেকে' 'বৌষাট্‌ ইত্যেকে' 'বৌক্ষট্‌ ইত্যেকে' 'বৌক্ষাট্‌ ইত্যেকে',—ইতি ষড্‌বিধস্যাপি বষট্‌-কারস্য প্লুতো ভবতি বষট্‌কারোপলক্ষণত্বাদ্‌ বৌষট্‌শব্দস্য।—পদমঞ্জরী (৮।২। ৯১)।

করোতি'—এই শ্রুতিটি পিতৃযজ্ঞে শ্রুত হওয়ায় 'স্বধা নমঃ'—এই শব্দটি বৌষট্ স্থানাপন্ন বলিয়া, উহারও আদি স্বর প্লুত হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে 'স্বং রূপং শব্দস্যাশব্দসংজ্ঞা' (পা. ১।১।৬৮) এই সূত্র অনুসারে বিধিবাক্যে যেরূপ শব্দের উল্লেখ থাকে, সেই শব্দস্বরূপেরই গ্রহণ হওয়া উচিত; সেইজন্য এস্থলে 'বৌষট্' শব্দেরই উল্লেখ থাকায়, উহারই আদিস্বরের প্লুত উদাত্ত হইবে; কিন্তু উহার প্রতিশব্দ বষট্ প্রভৃতির আদি স্বর প্লুতোদাত্ত হইবে না।

দেবতার আবাহন করিতে হইলে 'আবহ' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে উহার আদিস্বর প্লুতোদাত্ত হইবে।

যথা—'অগ্নিমা৩বহ' (তৈ. ব্রা. ৩।৫।৩।২) ইত্যাদি।

১৭০ অগ্নীৎ অর্থাৎ আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিকের প্রতি যে অধ্বর্যুর প্রেষণবাক্য, সেই বাক্যের আদিস্বর ও আদির পরবর্ত্তী স্বর প্লুতোদাত্ত হইয়া থাকে। যথা—

ও৩শ্রা৩বয়।

আ৩শ্রা৩বয়।

ভাষ্যে 'ওশ্রাবয়াশ্রবয়োরেবেদমিষ্যতে' এইরূপ ইষ্টিবাক্য থাকায় 'ওশ্রাবয়' এবং 'আশ্রাবয়'—এই দুইটি প্রেষণ বাক্যেরই আদি ও আদির পরবর্ত্তী স্বর প্লুতোদাত্ত হয়; কিন্তু 'অগ্নীদগ্নীন্ বিহর' (তৈ. সং ৬।৩।১।২) ইত্যাদি প্রৈষবাক্যের আদিস্বর প্লুতোদাত্ত হয় না।

---

১৭০ অগ্নীৎপ্রেষণে পরস্য চ (পা. ৮।২।৯২) অগ্নীধঃ প্রেষণে আদেঃ প্লুতোদাত্তস্ততঃ পরস্য চ।

আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রের দীপিকাকার শ্রীরামাগ্নিচিৎ বলিয়াছেন যে 'অনুশ্রাবয়তি'—এই বাক্যেও 'শ্রা' এর আকার প্লুতোদাত্ত হয়।

যজ্ঞকর্ম ব্যতীত অন্যস্থলে উপরিউক্ত বাক্যের আদিস্বর প্লুতোদাত্ত হয় না। যথা—'আশ্রাবয়াস্তশ্রৌষট্' (তৈ. ব্রা. ১।৬।১১।২) ইত্যাদি।

১৭১ বিচার্যমাণ বাক্যের অন্ত্যস্বর প্লুতোদাত্ত হয়। কোটিদ্বয়-বিশিষ্ট জ্ঞানকে বিচার বলা হয় এবং এইরূপ বিচারের বিষয়ীভূত যে বাক্য, তাহা বিচার্যমাণ। যথা—

'হোতব্যং দীক্ষিতস্য গৃহা৩ই*ন হোতব্য৩মিতি'

(তৈ. সং ৬।১।৪।৫)

'অন্বারভ্যঃ পশু৩র্নান্বারভ্য৩ ইতি'। (তৈ. সং ৬।৩।৮।১)

পূর্ববাক্যে 'হোতব্যং ন হোতব্যম্' এবং দ্বিতীয়বাক্যে 'অন্বারভ্যঃ নান্বারভ্যঃ'—এইরূপ কোটিদ্বয়বিশিষ্টজ্ঞানের বিষয়ীভূত হওয়ায় প্লুতোদাত্ত হইয়াছে।

---

১৭১ বিচার্যমাণানাম্ (পা. ৮।২।৯৭)। বিচার্যমাণানাং বাক্যানাং টেঃ প্লুত উদাত্তো ভবতি।

* 'গৃহে'—এই সপ্তম্যন্তপদে একারের স্থানে 'অ ই' এইরূপ আদেশ করা হইয়াছে। একারের পূর্বভাগের স্থানে প্লুত অকার এবং উত্তরার্দ্ধের ইকারটি উদাত্ত করা হইয়াছে—ইহা পরের সূত্রে বিশেষভাবে স্পষ্টীকরণ করা হইবে।

১৭২ 'উপরিস্বিদাসীৎ'—এই বাক্যের অন্ত্যস্বর প্লুত অনুদাত্ত হইয়া থাকে। যথা—

অধঃস্বিদাসী৩দুপরিস্বিদাসী৩ৎ। (তৈ. ব্রা. ২।৮।৯।৫)

অধঃস্বিদাসীৎ ও উপরিস্বিদাসীৎ—এই দুইটি বাক্যেই 'বিচার্যমাণানাম্' (পা. ৮।২।৯৭) অনুসারে অন্ত্যস্বরের প্লুত সিদ্ধ আছেই; কিন্তু কেবল দ্বিতীয়বাক্যের অন্ত্যস্বরের অনুদাত্তত্ব বিধান করা হইয়াছে।

১৭৩ অপগৃহ্য একার ওকার এবং ঐকার ও ঔকারের পূর্বার্ধভাগের অকার আদেশ হয়, আর সেই অকারটি প্লুত হইয়া যায় এবং একার ও ঐকারের উত্তরার্দ্ধভাগের উদাত্ত ইকার আদেশ আর ওকার ও ঔকারের উত্তরার্দ্ধভাগের উদাত্ত উকার আদেশ হইয়া থাকে।[১৭৩] যথা—

জ্যেষ্ঠশ্চ মন্ত্রো বিশ্বচর্ষণা৩ই। (ঋ. ১০।৫০।৪)

ইন্দুং সমহ্বন্ পীতয়ে সমস্মা৩ই। (ঋ. ৬।৪০।২)

কবিঃ কবিমিযক্ষসি প্রযজ্যা৩ উ। (ঋ. ৬।৪৯।৪)

১৭২ উপরিস্বিদাসীদিতি চ (পা. ৮।২।১০২)। অস্য বাক্যস্য টেঃ প্লুতোঽনুদাত্তঃ স্যাৎ।

১৭৩ এচোঽপ্রগৃহ্যস্য দূরাদ্ধূতে পূর্বস্যার্ধস্যাদুত্তরস্যেদুতৌ (পা. ৮।২।১০৭)। অপ্রগৃহ্যস্য এচো দূরাদ্ধূতে প্লুতবিষয়ে পূর্বস্যার্ধস্যাকারঃ প্লুতঃ স্যাদুত্তরস্য ত্বর্ধস্য ইদুতৌ স্তঃ।

সহস্রস্থূণং বিভৃথঃ সহ দ্বা৩উ। (ঋ. ৬।৬০।৬)

আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রেও অনুরূপ বিধি দৃষ্ট হয়—

বিবিচ্যসন্ধ্যক্ষরাণামকারং ন চেদ্দ্বৈবচনঃ।

(আ. শ্রৌ. ১।৫।৮)

ইহাতে 'দ্বৈবচন' শব্দের দ্বারা প্রগৃহ্যসংজ্ঞক পদের একার অথবা ওকারের ঐরূপ উত্তরার্দ্ধভাগের উদাত্ত ইকার ও উকার নিষিদ্ধ হইয়াছে। ফলে 'অস্মে যুষ্মে ত্বে' ইত্যাদিস্থলে একারের উত্তরার্দ্ধ ইকারকে পৃথক্ করিয়া উদাত্ত করা হয় নাই। যথা—

'অস্মে যুষ্মে ত্বে অমী'

এইগুলি যে প্রগৃহ্য ইহা ঋক্-প্রাতিশাখ্যে (১।৭৩)** বলা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদপ্রাতিশাখ্যেও শৌনক সন্ধ্যক্ষরের অকারকে পৃথক্ করিবার উল্লেখ করিয়াছেন—

সন্ধ্যোষকারোঽর্ধমিকার উত্তরং
যুজোরুকার ইতি শাকটায়নঃ। (ঋ. প্রা. ১৩।৩৯)

হোতব্যং দীক্ষিতস্য গৃহ৩ই ন হোতব্য৩মিতি।

(তৈ. সং ৬।১।৫)

ইত্যাদি বিচার্যমাণ বাক্যেও অপ্রগৃহ্য একারের যে অকার, ইহার পৃথক্‌করণ হইয়াছে এবং উত্তরার্দ্ধভাগের ইকার উদাত্ত হইয়াছে। 'গৃহ৩ই' অকার প্লুত এবং ইকার উদাত্ত। 'এ-ঐ'—এই সন্ধ্যক্ষর দুইটির পূর্বার্দ্ধে 'অ' ও উত্তরার্দ্ধে 'ই' এবং 'ও' 'ঔ'—এই দুইটি সন্ধ্যক্ষরের পূর্বার্দ্ধে 'অ' ও উত্তরার্দ্ধে 'ও' আছে। যথাক্রমে উহারা প্লুত ও উদাত্ত।

** 'অস্মে যুষ্মে ত্বে অমী চ প্রগৃহ্যাঃ'

ভাষ্যকার অপ্রগৃহ্য 'এচ্' অর্থাৎ একার, ওকার, ঐকার ও ঔকারের পূর্বার্ধের প্লুত অকার এবং উত্তরার্দ্ধের উদাত্ত ইকার অথবা উদাত্ত উকার করিবার জন্য পরিগণন করিয়াছেন—'প্রশ্নান্তাভি-পূজিতবিচার্যমাণপ্রত্যভিবাদনযাজ্যান্তেষ্বেব'—প্রশ্নান্ত, অভিপূজিত, বিচার্যমাণ, প্রত্যভিবাদন ও যাজ্যার অন্ত্য—এই পাঁচটি স্থলেই ঐরূপ বিধি প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু এইগুলি ব্যতীত অন্যত্র উহা হয় না।

ক্রমশঃ উদাহরণ যথা—

অগম৩ঃ পূর্বান্ গ্রামা৩ন্ অগ্নিভূতা৩ই।*

ভদ্রং করিষ্যস্যগ্নিভূতা৩ই।†

হোতব্যং দীক্ষিতস্য গৃহা৩ই ইত্যাদি—

আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যাগ্নিভূতা৩ই।

জ্যৈষ্ঠশ্চ মন্ত্রো বিশ্বচষণা৩ই।

শ্রৌতসূত্র অনুসারে যাজ্যান্তের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল বিচার্যমাণ ও যাজ্যান্ত ব্যতীত বৈদিক উদাহরণ উপলব্ধ হয় না। ভাষ্যকার প্রদর্শিত উদাহরণগুলিরও এই দুইটি ব্যতীত সবগুলিই লৌকিক। বোধ হয় এইজন্যই শ্রৌতসূত্রকারগণও ঐরূপ পরিগণনের অনুরূপ কোন বাক্য করেন নাই।

* প্রশ্নান্তে প্লুত অকারের অনুদাত্তত্ব ও স্বরিতত্ব বিধান করা হইয়াছে—অনন্ত্যস্যাপি প্রশ্নাখ্যানয়োঃ (পা. ৮।২।১০৫) অনুদাত্তং প্রশ্নান্তাভিপূজিতয়োঃ (পা. ৮।২।১০০) এই দুইটি সূত্রের দ্বারা।

† অভিপূজিতার্থক বাক্যে কেবল অনুদাত্তই বিহিত হইয়াছে—অনুদাত্তং প্রশ্নান্তাভিপূজিতয়োঃ (পা. ৮।২।১০০) এই সূত্রের দ্বারা।

ইতি প্লুতস্বর সমাপ্ত।

প্রণম্য চিন্ময়ীং দেবীং
প্রপঞ্চাকারভাসিনীম্।
বৈদিকস্বরশিক্ষার্থং
গ্রন্থোঽয়ং রচিতো ময়া॥

গ্রন্থধৃত মন্ত্রসূচী

ধ

ন

প